৺ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সচ্চিদানন্দ পরজ্যোতি ওঙ্কার

নাদঃ পরঃ পুমানীশঃ নির্গুণঃ নিষ্ক্রিয়ঃ শিবঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

নাদ এব মহদ্ব্রহ্ম পরমাত্মা পরঃ পুমান্।
অথো নাদমাধারাদ্ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্তং শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং
ক্ষরৈর্ব্রহ্ম পরমাত্মা।

কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ
হুগলী

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রকাশক :—

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৩

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ (হুগলী)

২। দেববান কার্য্যালয়, মগরা (হুগলী)

৩। মহেশ লাইব্রেরী, কলি-১২।

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলি-৬।

মুদ্রাকর :—

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আনন্দময়ী আর্ট প্রেস

২নং দুর্গাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলি

উৎসর্গ

অরব-রব-প্রেমী শ্রীমান্ ভুজেন্দ্রনাথ সরকার

ও

অন্যান্য পরমানন্দ-পথের পথিক

বাবাদের মায়েদের নামে এই

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত খানি

উৎসর্গ করিলাম।

তোমাদের

সীতারাম

ওঙ্কারমঠ,
মান্ধাতা ওঙ্কারজী,
চার সম্প্রদায়,
নেমার।

বিষ্ণুপদীসংক্রান্তি,
৩০শে মাঘ,
১৩৬২

প্রকাশকের নিবেদন

গত ৬।৭ বৎসর যাবৎ আমাদের পরম প্রীতিভাজন ঠাকুর-গতপ্রাণ **শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** মহাশয় "শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত" গ্রন্থখানি মুদ্রণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে এবং অর্থসাহায্যে আজ শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত প্রকট হইলেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রকাশে উৎসাহ দিয়া তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক।

এই দুরূহ গ্রন্থের প্রুফ্ দেখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক **শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য** এম্-এ মহোদয় এবং এই অমূল্য গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া বারাণসী রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিত-শিরোমণি নাদসাধক মহামহোপাধ্যায় **শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ** এম্-এ, ডি-লিট্ মহোদয় আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন।

ভূমিকা

(১)

পরমশ্রদ্ধাভাজন ঠাকুর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী "শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত" নামক একখানা উপাদেয় গ্রন্থ উপনিষৎ-পুরাণ-তন্ত্রাদি ও বিবিধ সম্প্রদায়ের সন্ত মহাশয়গণের সংগৃহীত ও প্রকাশিত বাণী হইতে সাধকগণের কল্যাণার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। বাবাজী মহারাজের প্রতি আমার আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধার সন্ধান পাইয়া তাঁহার ভক্তগণ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিবার ভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। আমার অযোগ্যতার বিষয় তাঁহারা ঠাকুরের মহিমার উজ্জলতায় ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি যথাশক্তি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি ও নাদতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজের ক্ষুদ্র অনুভবের আধারে শাস্ত্রীয় পরিভাষা অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু কিছু রহস্যের চর্চ্চাও করিয়াছি। বিষয়টি অত্যন্ত গহন—ভূমিকার পরিমিত পরিসরে ইহার সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি গ্রন্থকারের পুণ্যস্মৃতি ও শ্রীগুরুর স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত করুণা আমাকে পদে পদে বলসঞ্চারপূর্ব্বক চালাইয়া নিয়াছে।

আত্মস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শাস্ত্রে যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে নাদ-সাধনা অথবা নাদানুসন্ধান উৎকৃষ্ট উপায়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। মহাজনগণ মুক্তকণ্ঠে নাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাচীনকালে বাগ্-যোগকে

মুমুক্ষুজনের আশ্রয়যোগ্য সর্ব্বাপেক্ষা সরল রাজমার্গ বলিয়া মনে করা হইত। পরবর্ত্তী কালে সন্তগণ "সুরত-শব্দ-যোগ" আখ্যা দিয়া এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া প্রকারান্তরে মনঃ-স্থৈর্য্যসাধনের পক্ষে ও মূঢ় চিত্তের বোধনের পক্ষে নাদের পরম উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। যোগ ও তান্ত্রিক সাধনাতে মন্ত্র-জপের মধ্যেও নাদেরই সর্ব্বাতিশায়ী মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

আত্মা নির্ব্বিকল্প প্রকাশাত্মক স্বাতন্ত্র্যময় শিবস্বরূপ—ইহা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। কিন্তু জীব পরম স্বরূপে শিবময় হইলেও পতিত দশায় পর স্বরূপ ও কেবল-চিদ্রূপ অপর স্বরূপ উভয়ই বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। সে অনাত্ম-বস্তুকে আত্মা মনে করিয়া তাহাতে অহংভাবের আরোপ করিতেছে এবং তদনুসারে কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক সুখ-দুঃখরূপে তৎফলের ভোগ করিতেছে। ইহাই তাহার মায়াধীন সাংসারিক জীবন।

অশুদ্ধ বিকল্পের শোধন না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মা নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে না এবং তাহার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যও ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু এই অশুদ্ধ-বিকল্প-যুক্ত আত্মার স্থিতি সকলের পক্ষে এক প্রকার নহে। এমন সব আত্মা আছেন যাঁহারা বিকল্প-যুক্ত হইলেও অতি উচ্চ অধিকারসম্পন্ন। ইঁহাদিগকে নিয়মাদি অবলম্বনপূর্ব্বক কোন বিশিষ্ট সাধনাপদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয় না—ইঁহারা মন্ত্র, পূজা, ধ্যান, চর্য্যা প্রভৃতি কোন নিয়ন্ত্রণের অধীন নহেন। ইঁহারা ভগবানের অতি তীব্র

অনুগ্রহ-প্রাপ্ত মহাপুরুষ। ইঁহাদিগের আত্মস্বরূপে সমাবেশ কোন উপায়ের অপেক্ষা রাখে না। যথাসময়ে ভিতর হইতেই ইঁহাদের স্বাভাবিক বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া ইঁহারা বুঝিতে পারেন যে স্ব-প্রকাশ শিবরূপী আত্মাকে প্রকাশিত করিবার সামর্থ্য কোন সাধন বা উপায়েই নাই। এইরূপ বিবেক উৎপন্ন হওয়ার ফলে ইঁহারা একই ক্ষণে ক্রমরহিতভাবে শিবাবেশ লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিবেচন-প্রকার কতকটা এইরূপ---একটিমাত্র চিদাত্মক অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে; দেশ, কাল, উপাধি, আকার, শব্দ ও প্রমাণ উহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। এই তত্ত্বটি অন্য-নিরপেক্ষ বলিয়া স্বতন্ত্র এবং আনন্দঘন। শুধু তাহাই নহে। ইঁহারা ভিতর হইতেই অনুভব করিতে পারেন যে এই তত্ত্বই ইঁহাদের নিজ স্বরূপ। ইঁহারা প্রত্যেকেই 'আমি'রূপে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং দেখিতে পান যে সমগ্র বিশ্ব এই 'আমি'তে প্রতিবিম্বের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছে।

এই সব পুরুষের কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরে এমন সব আত্মা আছেন যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আত্মবর্গের ন্যায় অখণ্ড-মণ্ডল-রূপ মহাপ্রকাশে স্বয়ং প্রবেশ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন স্বাতন্ত্র্য-শক্তিকে উপায়রূপে আশ্রয় করিয়া বিনা আয়াসে উহাতে প্রবিষ্ট হন, আর কোন পৃথক্ উপায়ের অবলম্বন আবশ্যক হয় না। ইঁহারাও বিধি-নিষেধের অতীত এবং মন্ত্র, পূজা, ধ্যান, চর্য্যাদি নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। এই যে স্বাতন্ত্র্য-শক্তির কথা বলা হইল ইহাই দর্পণতুল্য বোধাকাশে প্রতিবিম্বাত্মক ভাব-

সমূহকে ফুটাইয়া তোলে। প্রকাশ হইতে পৃথক্-রূপে ভাবসমূহ ভাসমান হইতে পারে না—এইজন্য সকল ভাবই স্বরূপতঃ প্রতিবিম্বাত্মক। পরমেশ্বরকে যে বিশ্বরূপ বলা হয় ইহাই তাহার কারণ—তিনি অজড় বা চিদাত্মক বলিয়া নিজ স্বরূপের আমর্শন সর্ব্বদাই তাঁহাতে হইতেছে। নিজের মুখ যেমন নিজে দেখা, ইহাও কতকটা সেইরূপ। ইহাই স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্বের মহিমা। এই আমর্শনের মূল যাহা তাহারই নাম **পরনাদ**। 'পরা বাক্'-রূপে ইহার স্বরূপ আগমশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বররূপী পরামর্শগুলি বীজ এবং উহা হইতে উত্থিত ব্যঞ্জনরূপী পরামর্শগুলি যোনি। এই সকল পরামর্শই শক্তির নিজ স্বরূপ। মায়িক ভূমিতে এবং মায়াতীত বিশুদ্ধ বিদ্যার স্তরে এইগুলি কার্য্য করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ শিবময় আত্মস্বরূপে ইহারা সমষ্টিভাবে 'পূর্ণ-অহন্তা'-রূপ গ্রহণ করিয়া পরা-বাণীরূপে বিরাজ করে, কিন্তু বিশুদ্ধ বিদ্যার স্তরে ইহাদের মধ্যে মায়ার উন্মেষমাত্র-রূপ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ আবির্ভূত হয়। মন্ত্রের স্বরূপ এবং মন্ত্রাধিষ্ঠাতা গুরুর স্বরূপ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মায়িক ভূমিতে এই সকল পরামর্শ মায়িক বর্ণের রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই স্থলে ভেদ এবং বিভাগ উভয়ই পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয়। এই সকল বর্ণ পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী দশাতে ব্যবহারযোগ্য হয় ও ক্রমশঃ বাহ্যরূপে প্রকট হইয়া তত্ত্বরূপে ফুটিয়া উঠে। এই সকল মায়ীয় বর্ণ জীবনীশক্তিশূন্য শবের ন্যায়—ইহাদের নিজের কোন সামর্থ্য নাই, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত শুদ্ধ পরামর্শসকল ইহাদিগকে উজ্জীবিত করিলে ইহারা কার্য্যক্ষম

হয়। তখন এই সকল বর্ণ বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। যে পুরুষ নিজের আত্মাকে সাক্ষাৎকার করার অবসরে দেখিতে পায় যে উহাই সকল পরামর্শ অথবা শক্তির একমাত্র বিশ্রান্তি-স্থল, উহাতেই সমস্ত তত্ত্ব ও ভুবন প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, সে বিনা পরিশ্রমে নির্ব্বিকল্প ভগবৎস্বরূপে সমাবেশ লাভ করে, তাহার অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না—এমন কি বিকল্প-সংস্কারের জন্য ভাবনাও আবশ্যক হয় না।

যে সকল আত্মা আরও নিম্নস্তরে আছে তাহাদের অধিকার আরও সঙ্কুচিত। পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরে বিকল্প-সংস্কারে ক্রম থাকে না—উহা একই ক্ষণে সম্পন্ন হয়, কিন্তু নিম্নস্তরে ক্রম থাকে এবং ইহার নাম ভাবনা। কিন্তু ভাবনার পূর্ব্বে সৎ-তর্ক, সদ্-আগম ও সদ্গুরুর উপদেশের আবশ্যকতা আছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শুদ্ধ বিকল্প দ্বারা অশুদ্ধ বিকল্পের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। অনাদি কাল হইতে প্রতি জীব-হৃদয়ে 'আমি বদ্ধ' এই প্রকার যে ধারণা নিরূঢ় রহিয়াছে উহাই অশুদ্ধ বিকল্প—উহা হইতেই সংসার উৎপন্ন হয়।

ভগবানের অনুগ্রহ-শক্তি তীব্র মাত্রায় সঞ্চারিত হইলে সদ্ আগম প্রভৃতি ক্রম অবলম্বন করিয়া বিকল্প শোধিত হয় ও পরতত্ত্বে প্রবেশলাভ ঘটে। পরতত্ত্ব শুদ্ধ বিকল্পেরও বিষয় নহে। শুদ্ধ বিকল্প দ্বারা অশুদ্ধ দ্বৈত-বাসনা নিবৃত্ত হয়, পরতত্ত্বের প্রকাশনে ইহার কোন কারণতা নাই। পরতত্ত্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপ বলিয়া স্বপ্রকাশ, বিকল্পের কোন প্রকার প্রভাব উহার উপর

পড়ে না। শক্তিপাত অত্যন্ত অধিক হইলে আপনা আপনিই হৃদয়াভ্যন্তরে সৎ-তর্কের উদয় হয়। ইহাকে সাধারণতঃ 'দৈবী দীক্ষা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। শক্তিপাতের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হইলে সাক্ষাৎভাবে সৎ-তর্ক উদিত হয় না বটে, কিন্তু আগমকে আশ্রয় করিয়া হয়। আগমের নিরূপণ যিনি করেন তিনি গুরু। আগম শঙ্কাহীন সজাতীয় বিকল্পাত্মক, উহা হইতে সমুচিত বিকল্প উৎপন্ন হয়। এই সকল বিকল্প বিশুদ্ধ বিকল্প, ইহাদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই সৎ-তর্কের স্বরূপ। প্রচলিত ভাষায় যাহাকে ভাবনা বলা হয় তাহা এই সৎ-তর্কেরই ধারামাত্র। যে ভূতার্থ অস্ফুট বলিয়া অভূতবৎ বিদ্যমান থাকে তাহাও ইহা দ্বারা পরিস্ফুট হয়। ইহাই বস্তুতঃ শুদ্ধ বিদ্যার প্রকাশ এবং যোগের একমাত্র অঙ্গ। ইহাই সাক্ষাৎ যোগাঙ্গ—অন্যান্য যোগাঙ্গ অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবধানবিশিষ্ট।

কিন্তু যে সকল সাধকের আধারগত যোগ্যতা আরও কম তাহাদের মলিন বিকল্প শোধনের জন্য শুদ্ধ বিকল্প পর্য্যাপ্ত নহে। উহাকে সাহায্য করিবার জন্য জীবসত্তার দিক্ হইতে কোন না কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই সকল উপায়কেই সাধারণতঃ জীবের সাধন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই সকল সাধন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে তিনটি প্রধান—

১। একটি ধ্যানাত্মক। ইহা বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম অনুসন্ধান।

২। দ্বিতীয়টি স্থূলে উচ্চারণাত্মক এবং সূক্ষ্মে বর্ণাত্মক। ইহা প্রাণের কার্য্য। ইহাই প্রাণের অসাধারণ ধর্ম্ম।

৩। তৃতীয়টি-করণ-মুদ্রাদি ক্রিয়াত্মক। ইহা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ব্যাপার। ইন্দ্রিয় বিষয় প্রাণাদি সকলের পিণ্ডরূপে একীভাবে সংস্থানই দেহের বিশিষ্ট ধর্ম্ম।

যে উপায় দেহ হইতেও বাহ্য তাহা অত্যন্ত স্থূল উপায়। এখানে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে না।

যিনি বুদ্ধির স্তরে অভিমানসম্পন্ন তাঁহার পক্ষে ধ্যানই শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি প্রাণময় ভূমিতে অধিষ্ঠিত তাঁহার পক্ষে উচ্চারণই প্রধান উপায়। যে সাধকের দেহাত্মভাব অত্যন্ত প্রবল তাঁহার পক্ষে করণ মুদ্রা আসন প্রভৃতি উপায় বিকল্প-উপশমের পক্ষে সমধিক উপযোগী। কিন্তু এই সকলের পৃষ্ঠদেশে শূন্য ভূমিতে সাধনার কোন উপযোগ সম্ভবপর নহে।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—এই বিশ্ব প্রমাতৃ-প্রমেয়াত্মক ;—ইহা আত্মার সঙ্গে অবিভক্তরূপে অবস্থিত বলিয়া সকল বৈচিত্র্যসত্ত্বেও বস্তুতঃ প্রকাশাত্মক। শুদ্ধ সংবিৎ-স্বরূপ আত্মা পূর্ণ হইয়াও লীলাচ্ছলে স্বাতন্ত্র্য-বলে নিজের মধ্যে অপূর্ণত্ব অবভাসন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ হইতে অবিভক্ত সমগ্র বিশ্বকে নিজ হইতে বিভক্তবং করেন এবং নিজকে তখন বিশ্বোত্তীর্ণরূপে আমর্শন করিয়া বিবিক্ত আকাশের রূপ ধারণ করেন অর্থাৎ সকল প্রকার ভাব হইতে মুক্ত হইয়া অনাবৃতরূপে স্ফুরিত হন। ইহাই চৈতন্যের শূন্যরূপতা। যে প্রমাতা এই দশার অধিষ্ঠাতা তাহাকেই শূন্যপ্রমাতা বলা হয়। মনে রাখিতে হইবে এই শূন্য বস্তুতঃ শূন্য নহে, ইহা অভাবেরই নামান্তর—অর্থাৎ যাবতীয় অবলম্বন-ধর্ম্ম, সত্ত্ববর্গ ও ক্লেশ না

থাকিলে সেই অভাবকেই শূন্য বলিয়া গণনা করা হয়। এই অবস্থায় ভাবাত্মক অনুভূতি হয় না।

শূন্যপ্রমাতা কিঞ্চিৎ বহির্ম্মুখ হইলেই প্রাণপ্রমাতার রূপে পরিণত হয়। শূন্যপ্রমাতা নিজকে অপূর্ণ মনে করে বলিয়াই তাহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং এই আকাঙ্ক্ষার বিষয়কে গ্রহণ করিবার জন্য সে নিজ সত্তা হইতে পৃথক্‌কৃত আন্তর ও বাহ্য পদার্থের দিকে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহার বহির্ম্মুখভাবের উদয় হয়। এই সময়ে সে প্রাণপ্রমাতা নামে অভিহিত হয়।

প্রাণ কি? কিঞ্চিৎ চলন অথবা স্পন্দনের প্রথম প্রসর। সংবিৎ বা চৈতন্যশক্তি শূন্যতা ফুটাইয়া তাহার পর প্রাণরূপ ধারণ করে। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই প্রাণের উল্লাস ঘটিয়া থাকে, কারণ অন্তঃকরণতত্ত্বের সারভূত বুদ্ধি প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। জীবের স্বাধিষ্ঠিত ভূমির তারতম্যবশতঃ তাহার সাধনপ্রকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। নিম্নতম স্তরের আত্মাতে জীবভাব প্রবল থাকে বলিয়া জীবের আধারনিষ্ঠ বৈচিত্র্য অনুসারে তাহার সাধনের বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক।

অতএব প্রমাণভূমিতে উচ্চার, বুদ্ধিভূমিতে ধ্যান এবং দেহভূমিতে করণাদি উপায়রূপে পরিগণিত হয়। ইহার মধ্যে উচ্চারাদি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ উপায়, ধ্যানাদি উহার তুলনায় বহিরঙ্গ জানিতে হইবে। প্রাণাদি জড় ও অপারমার্থিক হইলেও উহাদের উচ্চারাদি পারমার্থিক স্বরূপপ্রাপ্তির সহায়ক হইতে বাধা নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রাণাদি

প্রমাতাতে অহন্তা রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বরূপ পরম ঐশ্বর্য্য বিকল্পরূপে উপস্থিত হইতে পারে। কারণ বিভিন্ন প্রকার অবচ্ছেদের মধ্য দিয়া পরিস্ফুটরূপে অবধারণ সম্ভবপর। ইহার ফলে তদ্গত উচ্চার অথবা ধ্যান পারমার্থিক স্বরূপলাভের নিমিত্ত হইতে পারে। শূন্যপ্রমাতাতেও অবশ্য ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্য সম্ভবপর, কিন্তু প্রাণাদিপ্রমাতাতে যেমন নিয়ত অবচ্ছেদ আছে শূন্যপ্রমাতাতে সেই প্রকার কোন অবচ্ছেদ নাই। সেইজন্য উহা বিকল্পিত হইতে পারে না এবং তাই পরমার্থপ্রকাশের নিমিত্তও হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণাদি জড় হইলেও যদি তাহাদের ব্যাপার পারমার্থিক স্বরূপপ্রাপ্তির নিমিত্ত হইতে পারে তাহা হইলে ঘট-পটাদি বাহ্য জড় পদার্থের ব্যাপারও সেরূপ নিমিত্ত হইতে পারে না কেন ? ইহার সমাধান এই—প্রাণাদি জড় ও চিৎ উভয় ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। মায়িক সৃষ্টিবিকাশের সময় পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় বাহিরে অবভাসিত ভাবরাশির মধ্য হইতে প্রাণাদি কোন কোন জড় পদার্থে স্ব-গত অহন্তাত্মক কর্ত্তৃত্ব অভিষিক্ত করিয়া উহাকে গ্রাহকরূপে রচনা করেন, কিন্তু ঘট-পটাদি জড় পদার্থকে ইদন্তার বিষয়ীভূত করিয়া চিদ্রূপতার লঙ্ঘনপূর্ব্বক গ্রাহ্যরূপে প্রকটিত করেন। সেই জন্য প্রাণাদি জড় হইলেও এক হিসাবে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিৎ। জীব যখন চিদ্রূপ জড় প্রাণাদির জড়াত্মকভাব আচ্ছাদন করিয়া অর্থাৎ উহাতে অহন্তা অভিমান অভিভূত করিয়া স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস বশতঃ চিদ্রূপ আকারে পারমার্থিক স্বরূপে, অর্থাৎ অকৃত্রিম পূর্ণাহন্তার আস্পদরূপে, নিজকে অনুভব করে,

তখন ঐ জীব আর জীব থাকে না—সে অদ্বয় হয় এবং সংবিৎ-মাত্ররূপে স্ফুরিত হয়।

(২)

নাদতত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে প্রাণগত উচ্চারের রহস্যটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই উচ্চার। ইহার দুই প্রকার বৃত্তি আছে---একটি সামান্য বা স্পন্দাত্মক ও ভেদহীন এবং অপরটি বিশিষ্ট যাহা প্রাণাদি ভেদে পাঁচ প্রকার। সামান্য বৃত্তি বিশিষ্ট, বৃত্তিনিচয়ের ভিত্তিস্বরূপ। ইহা দেহকে আত্মসাৎ করিয়া আছে বলিয়াই দেহ অচেতন হইলেও চেতনবৎ প্রতীত হয়।

এই প্রাণাত্মক উচ্চারে একটি অব্যক্ত ধ্বনি নিরন্তর স্ফুরিত হইতেছে। ইহাকে অনাহত নাদ বলে। ইহা প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বদাই চলিতেছে---ইহার কোন কর্ত্তা নাই এবং কোন প্রতিরোধকও নাই। অবিভক্তভাবে যাবতীয় বর্ণ ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহাই বর্ণোৎপত্তির নিমিত্ত। তাই ইহাও 'বর্ণ'পদবাচ্য।

অনাহত নাদের মুখ্য অভিব্যক্তি-স্থান দুইটি বীজ—একটি সৃষ্টিবীজ "স"কার ও দ্বিতীয়টি সংহারবীজ "হ"কার। এই দুইটি বীজ আশ্রয় করিয়াই নাদ অভিব্যক্ত হয়। যোগিগণ জানেন যে প্রাণের আদিমূল অনুসন্ধান করিলে চিদাকাশের প্রথম স্পন্দনটিই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। চিদাকাশের স্পন্দনটিও বস্তুতঃ স্বতঃসিদ্ধ নহে—ইহা পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির

যোগাবস্থা হইতে উদ্ভূত। বিন্দুযুক্ত "হ"কার (হং) পরম পুরুষের ও বিসর্গযুক্ত "স"কার (সঃ) পরমা প্রকৃতির বাচক। উভয়ের যুক্তাবস্থাই আদি হংসের রূপ, যেটিকে নিঃস্পন্দ ও স্পন্দ-তত্ত্বের সন্ধিস্থান মনে করা যাইতে পারে। এই আদি প্রাণকেই সংবিৎ-এর প্রথম পরিণাম বলে—ইহাই সৃষ্টির সকল তত্ত্বের ধারিকা শক্তি। আমাদের দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের খেলা এই হংসরূপী প্রাণেরই ব্যাপার। হং-কারে বহির্ম্মুখ গতি অথবা অনন্তের দিকে গতি হয় এবং সঃ-কারে অন্তঃপ্রবেশ বা দেহে প্রত্যাবর্ত্তন সূচিত হয়। এই গতাগতির নিয়ামক আপাততঃ ত্রিগুণস্থ ঈশ্বর ও মূলে কুলাকুলে অবস্থিত পরম হংস। ইহাই অজপা মন্ত্র যাহার জপ প্রতি মনুষ্য অহোরাত্রে ২১৬০০ বার করিয়া থাকে।

(৩)

সৃষ্টিক্রমে শব্দের গতি পরা বাক্ হইতে বৈখরী বাকের দিকে, কিন্তু সাধনক্রমে সংহার অথবা প্রত্যাহারের ধারা অবলম্বিত হয়। তখন শব্দের গতি হয় ক্রমশঃ বৈখরী হইতে মধ্যমা ও পশ্যন্তীর মধ্য দিয়া পরা বাকের দিকে। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দের উচ্চারণ হয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা শ্রুত হয় তাহা শব্দের বৈখরী অবস্থা। ইহাই শব্দের স্থূল রূপ। জপ ও কীর্ত্তনাদিতে বৈখরী বাক্‌কে আশ্রয় করিয়াই সাধনকার্য্য আরব্ধ হয়। এই কার্য্যের মূলে কর্ত্তার ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব অভিমান বিদ্যমান থাকে। অন্যান্য কর্ম্ম যেমন সংকল্পমূলক ইহাও ঠিক

সেইরূপ। কিন্তু গুরুদত্ত মন্ত্র অথবা ভগবন্নাম নিষ্ঠাপূর্ব্বক যথা-বিধি উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন চেষ্টাপূর্ব্বক উচ্চারণ আবশ্যক হয় না। মন্ত্র বা নাম তখন আপনিই কণ্ঠ হইতে স্ফুরিত হইতে থাকে অথবা কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইলে হৃদয় হইতে চলিতে থাকে। সুতরাং স্থূলভাবে উচ্চারণের সামর্থ্যও তখন থাকে না অথচ ভিতর হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উচ্চারণ চলিতে থাকে, ইহা স্পষ্টই শুনিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাকে সাধকগণ সাধারণতঃ জপ করা বা নাম করা বলেন না, ইহা জপ ও নামের আপনা আপনি হওয়ার অবস্থা, কারণ ইহা কাহারও ইচ্ছা বা প্রযত্নের অপেক্ষা রাখে না। সাধক শুধু অবহিত চিত্তে এই ভিতরকার নামের খেলা লক্ষ্য করিয়া আনন্দলাভ করেন।

দেখিতে পাওয়া যায় যে সদ্গুরু-প্রদত্ত নাম চৈতন্য-সম্পন্ন বলিয়া সাধকের হৃদয় পরিষ্কৃত থাকিলে আপনা আপনিই চলিতে থাকে। উহাকে চেষ্টা করিয়া চালাইতে হয় না, উহা শুধু একাগ্রভাবে শ্রবণ করিতে হয়। সাধকের দীর্ঘকাল ব্যাপী অভ্যাসের ফলে, বিশেষতঃ শ্রদ্ধা ভক্তির প্রভাবে, সাধারণ ভাবে অনুষ্ঠিত জপও ঐ প্রকার অবস্থাতে পরিণত হয়। ইহাই মন্ত্রচৈতন্যের পূর্ব্বাভাস। এই অবস্থার উদয় হইলে স্বভাবের ধারাটি উন্মুক্ত হয় বলিয়া পুরুষকারের আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে। তত্ত্ববিশ্লেষণের ফলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ যে পরিমাণে কর্ত্তৃত্বের অভিমানে আবদ্ধ এবং পূর্ব্ব সংস্কার ও ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা সঙ্কুচিত ঠিক

সেই পরিমাণে তাহার প্রাণের ক্রিয়াও চৈতন্যের স্বাভাবিক গতি হইতে বঞ্চিত। ঐ সময়ে তাহার প্রাণ বক্রগতি-সম্পন্ন থাকে বলিয়া ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়া করিতে থাকে। যথাবিধি সাধন অনুষ্ঠিত হইলে প্রাণ ও অপানের বিরুদ্ধ প্রবাহ ক্রমশঃ সাম্য প্রাপ্ত হয় ও ঐ সমশক্তি সুপ্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণবশতঃ মধ্য নাড়ী সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইয়া সরল গতিতে উর্দ্ধমুখে সঞ্চালিত হইতে থাকে। এই উর্দ্ধদিকে চলন বা চরণই উচ্চরণ নামে অভিহিত হয়। প্রাণের সঙ্গে মনও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল হইয়া উর্দ্ধগতি লাভ করে। কুণ্ডলিনীর প্রবোধনে প্রাণ ও মন একসঙ্গে সংস্কার লাভ করে। কুণ্ডলিনী শব্দ-মাতৃকা, বিন্দু বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব ইহার নামান্তর। মন ও বায়ুর উর্দ্ধমুখ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপ ধারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধ দিকে বহিতে থাকে। নাদের অধিষ্ঠান সুষুম্না। ইহা অধঃশক্তি দ্বারা উত্থিত হইয়া,—মূলাধার হইতে জাগিয়া উঠিয়া—প্রাণাত্মিকা উর্দ্ধ শক্তিদ্বারা সমগ্র জগৎ ও তত্তৎ ভূমির অধিষ্ঠাতৃরূপ কারণবর্গকে ভেদ করিয়া ঐ সুষুম্না নাড়ীরই উপরিভাগে নির্গত হয় এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে বিশ্রান্ত হইয়া সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ নাদান্ত স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে—ঐখানেই নাদ লীন হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। এই নাদ অব্যক্ত ধ্বনি বা অচল অক্ষর মাত্র।

প্রকৃত অনাহত নাদ অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বে ইড়া পিঙ্গলার ক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার শ্রুতি-

মধুর স্থূল নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। মন প্রাণ ও কুণ্ডলিনীর যুক্তভাবে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর নাড়ীমার্গে সঞ্চরণের ফলে ঐ সকল আনন্দ দায়ক ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। ঐ গুলি বিভিন্ন স্তর হইতে উদিত হয় এবং উহাদের সংখ্যা বস্তুতঃ অগণিত হইলেও সাধারণতঃ উহারা নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। গুরুর উপদেশ এই যে ঐ সকল ধ্বনির কতকগুলি অনাহত প্রাপক হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহারা অনাহত নহে। তাই ঐগুলিকে পরিহার করিয়া যেটি বাস্তবিক অনাহত ধ্বনি বা পরম নাদ তাহাকেই আশ্রয় করিতে হয়। পক্ষান্তরে এমনও হইতে পারে যে ঐ সকল মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ গুরুকৃপায় অনাহত নাদ শ্রবণ পথে আসে। তখন ঐ সকল অবান্তর ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না, কারণ ঐ সময়ে মন অনাহতে লীন হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশদ্বার খুলিয়া যায়।

কিন্তু ইহার মধ্যেও ক্রম আছে। অবিচ্ছিন্ন নাদের উদয় মধ্যমা বাকের আবির্ভাব সূচিত করে। বৈখরী বাকে সাধকের অভিমান-মূলক কণ্ঠক্রিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যমার উদয়ে অনেক সময় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায় অথবা রোধ ঘটিতে আরম্ভ হয়। একদিকে যেমন কণ্ঠদ্বার নিরুদ্ধ হয়, অপর দিকে তেমনি মধ্য-নাড়ীর অধোদ্বার ক্রমশঃ অধিক উন্মীলিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় প্রাণ মন ও কুণ্ডলিনী সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়া মধ্যমার্গে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমশঃই দৃষ্টির অন্তর্মুখতা বাড়িতে থাকে। ফলে অবিদ্যাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই আলোকিত হইয়া উঠে। বাসনার কালিমা বা কুজ্ঝটিকা চিত্ত হইতে অপসৃত হয়। অন্তরাকাশ নির্ম্মল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়সরোবরস্থ ভাব-কমলটি প্রস্ফুটিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখ হয়। অনাহতের সূচক অবান্তর নাদ সকলও নাড়ী-শোধন, ভূত-শোধন ও চিত্ত-শোধনের কার্য্য করে। বস্তুতঃ চেতন শব্দই জ্যোতীরূপে এই সংস্কারকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সাধারণতঃ স্থির ভাবে জ্যোতি-দর্শন হয় না, তবে তমোহরণরূপ জ্যোতির কার্য্য অবাধে চলিতে থাকে। তমোনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অবান্তর ধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। পরে এমন একটি স্থিতির উদয় হয় যখন নির্ম্মল বাহ্য আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের উদয়ের ন্যায় বিশুদ্ধ অন্তরাকাশে জ্যোতির মণ্ডল স্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠে। এই ব্যাপারটি ক্রমিক হইতে পারে অথবা ক্রমহীন একই ক্ষণেও হইতে পারে। একটি মধ্যমা পার হইয়া পশ্যন্তী অবস্থায় বাকের সঞ্চারের লক্ষণ। পূর্ণ পশ্যন্তী অবস্থার উদয় হইলে পূর্ব্ববর্ণিত নাদধ্বনি সকল থাকিয়াও যেন আর থাকে না অর্থাৎ তখন আর শ্রুতিগোচর হয় না, কারণ ঐ সময়ে মন উপরম প্রাপ্ত হয়। ইহাই মন্ত্রাত্মক ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকারের অবস্থা, ইহাই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট আত্মার ষোড়শী বা অমৃত কলার অভিব্যক্তির সূচনা। এই অবস্থাতে আত্মার অধিকার নিবৃত্ত হয়, কারণ ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটি পুরুষার্থ তখন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ত্রয়ীবাকের এইখানেই উপশম হয় জানিতে হইবে। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি যেমন চরমে অস্মিতাতে

উৎকর্ষ লাভ করে, তদ্রূপ এই জ্যোতিদর্শনও ক্রমশঃ নিজের সত্তা-সাক্ষাৎকারে পর্য্যবসিত হয়। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকে, মধ্যমাতে উভয়ের মধ্যে ভেদও থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভেদও থাকে, কিন্তু পশ্যন্তীতে ভেদ মোটেই থাকে না। তখন একমাত্র অভেদই বিরাজ করে অর্থাৎ পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হয়—ইহারই নাম মন্ত্র-সাক্ষাৎকার। ইহার পর সর্ব্ব বিকল্পের উপশম হইলে যখন পূর্ণ অহন্তার বিকাশ হয় তখনই বুঝিতে হইবে পরা বাকের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। এই পরা বাকই পরমেশ্বরের পরম শক্তি এবং ইহা তাঁহার সহিত অভিন্ন। ইহার স্বরূপ নিত্যোদিত এবং এইজন্য এই স্থানেই জীব নিজের শিবভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্যন্তীতে অখণ্ড জ্যোতি-র্মণ্ডল দর্শন হয়, চিদাকাশে এই জ্যোতির্মণ্ডল ভেদ করিতে পারিলে স্বয়ংপ্রকাশ নিজ স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। তখন আর আকাশ থাকে না, সুতরাং চিদাকাশও থাকে না, নিজের মধ্যেই নিজ স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। এই জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"স্বে মহিম্নি"। 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমচিন্ত্যং শ্যামসুন্দরম্'—ইহারই নাম জ্যোতিভেদে স্বরূপের প্রাপ্তি। পশ্যন্তীর যেটি পৃষ্ঠভূমি তাহাই পরা। দৃষ্টির বৈলক্ষণ্যবশতঃ সেই পরাকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অন্তরঙ্গ শক্তি বলিয়া যেমন কেহ কেহ মনে করেন, তেমনই কেহ কেহ উহাকে ভেদ করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই দ্বিতীয় মতে পরা বাক্ই শব্দব্রহ্মরূপ সূর্য্যমণ্ডল এবং ইহাকে ভেদ করিয়া আত্মস্বরূপে

স্থিত হওয়াই মহাজ্ঞানের যথার্থ ফল।

চিৎশক্তি আত্মস্বরূপের অন্তরঙ্গ শক্তি। আনন্দশক্তিও তাই। কিন্তু এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে চিৎশক্তি আত্মস্বরূপে সমরসভাবে বিরাজ করে বলিয়া তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে এই চিৎশক্তি ক্রিয়াত্মক রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অক্ষুন্ন সাম্য থাকা সত্ত্বেও চিৎশক্তি যেন উদ্রিক্ত হইয়া মহামায়াকে ক্ষুব্ধ করে। মহামায়া কুণ্ডলিনী বা বিন্দুরূপে বিশ্বের মূল উপাদান স্বরূপে অব্যক্ত রহিয়াছে। উহা আছে কি নাই তাহার কোন নিদর্শন নাই, কারণ উহা অব্যক্ত। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যরূপা চিৎশক্তি ক্রিয়ারূপে প্রবলতা ধারণ করিলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়। তখন ঐ ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতে নাদ ও জ্যোতির স্ফুরণ হয়। বস্তুতঃ নাদ ও জ্যোতি নিত্য বলিয়া এক হিসাবে বিন্দু-ক্ষোভের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। তখনকার ঐ জ্যোতি পরম প্রকাশরূপে এবং নাদ পরনাদরূপে কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়া থাকে। বিশ্বের দৃষ্টি অনুসারে ঐ পরিস্থিতিতে নাদ কিম্বা জ্যোতি কিছুরই কল্পনা করা যায় না, কারণ উহা অব্যক্ত পদ। কিন্তু চিৎশক্তি ক্রিয়াত্মক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাদ ও জ্যোতি সমসূত্রভাবে সৃষ্টির মূল হইতেই ক্রমশঃ বহির্মুখে অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এই জন্য চিৎশক্তির যেটা পরবিন্দুর অভিমুখ দিক্ সেটিকে নাদময় বলা চলে এবং যেটি উহার চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরের অভিমুখ দিক্ সেটিকে নাদাতীত বলা চলে। বস্তুতঃ চিৎশক্তিতে এইরূপ বিভাগ

নাই এবং থাকিতেও পারে না। অর্থাৎ শক্তির বহির্ম্মুখ অবস্থায়ই নাদ ও জ্যোতি স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু শক্তির অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় বিন্দু অক্ষুব্ধ থাকে বলিয়া বা ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ নাই বলিয়া সবই এক পরম অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে। তখন নাদ নাই, জ্যোতি নাই, বিন্দু নাই এবং শিব-শক্তিও যেন নাই, অথচ সবই আছে এক অব্যক্ত মহাসত্তারূপে।

এই জন্যই প্রাচীন আগমে পরবিন্দু ও পরনাদে কেহ কেহ অভেদ কল্পনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। দ্বৈতদৃষ্টিতে পরবিন্দু হইতে পরনাদ ভিন্ন—এই নাদ সৃষ্টির হৃদয়নিহিত বীজরূপ নাদ নহে, কারণ তাহা বিন্দু হইতে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইহা বিন্দুর অতীত। ইহাকে কোন তত্ত্বের মধ্যে ফেলা যায় না অথবা ফেলিতে হইলে বিশ্বাতীত শক্তিতে অন্তর্ভূত করা চলে। এই স্থলে পরনাদ ও বিশুদ্ধ সংবিৎ বা চিৎসত্তা এক প্রকার অভিন্ন। অদ্বৈত-দৃষ্টিতে পরা বাক্ আত্মার স্বরূপ-শক্তি এবং স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া চিদ্রূপা। পরা শক্তি ও পরা বাক্ অভিন্ন—এই জন্যই এই শক্তিকে বোধের নিত্য-সিদ্ধ বাগ্‌রূপা শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহার অভাবে প্রকাশ প্রকাশমান হইয়াও 'স্বয়ংপ্রকাশ' পদ-বাচ্য হইতে পারে না। এই পরা বাক্ই আত্মার নিজের বিমর্শরূপা স্বরূপানুবন্ধিশক্তি।

বিন্দু ক্ষুব্ধ হওয়ার পরে যে নাদ ও জ্যোতির প্রাকট্যের কথা বলা হইল তাহাই সৃষ্টির মূল। তবে মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্রই দুইটি ব্যাপার বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি

ব্যাপারের মূলে একমাত্র স্বভাবই কার্য্য করিতেছে, পুরুষের ইচ্ছা বা প্রযত্নের কোন প্রয়োজন হয় না—শুধু সান্নিধ্যই পর্য্যাপ্ত। কিন্তু আর একটি ব্যাপারের মূলে ইচ্ছাশক্তি অথবা তদনুরূপ কোন শক্তি বিদ্যমান আছে। প্রথম ব্যাপারটি না থাকিলে দ্বিতীয় ব্যাপারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। বায়ুমণ্ডলে বায়ু সূক্ষ্মভাবে নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে নিরন্তর কিরণমালার বিকিরণ হইতেছে। এই প্রকার স্বভাবের শক্তি স্বভাবের বশে নিরন্তর স্বকার্য্য সাধনের দিকে উন্মুখ হইয়া চলিতেছে। ইহা নিত্য এবং স্বয়ং স্ফূর্ত্তিশীল। কিন্তু এই ক্রিয়াশীল শক্তিকে কোন প্রয়োজন সাধনে নিয়োগ করিতে হইলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তি আবশ্যক হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এবং নির্দ্দেশে ঐ স্বভাবের শক্তি ইচ্ছানুরূপ আকার ধারণ করে, ইচ্ছার প্রেরণা না থাকিলে উহা কোন কার্য্যই সাধন করে না। অথচ শক্তির স্পন্দন হইতে থাকে, ইহা নিশ্চয়। সাঙ্খ্যে সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণামের কথা আছে। সদৃশ পরিণামে সৃষ্টি-আদি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কারণ তখন গুণ-বৈষম্য হয় না, প্রকৃতিতে সাম্যভাবের খেলা চলিতে থাকে। কিন্তু ইচ্ছার সংস্রব ঘটিলে অথবা ভোগনিমিত্ত কর্ম্মবীজের পরিপক্বতার ফলে অর্থ-সৃষ্টি সম্পাদনের জন্য ধর্ম্মপরিণাম-সাধক তত্ত্বান্তর-পরিণাম স্থলে গুণগত বৈষম্য আপনিই ফুটিয়া উঠে। ইহা বিসদৃশ পরিণাম। স্বরূপ-পরিণাম আপনা আপনিই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম-পরিণামের মূলে সাক্ষাৎভাবে ইচ্ছা বা কর্ম্ম বিদ্যমান

থাকে ও তত্ত্বান্তর-পরিণামে উহাই বিপ্রকৃষ্টভাবে থাকে। তান্ত্রিক যোগীর দৃষ্টিক্ষেত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিমুখে কলার প্রসার আপনা আপনিই হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বের প্রসার ঠিক তদ্রূপ নহে। তারপর তত্ত্ব হইতে ভুবনের আবির্ভাব একপ্রকার অর্থ-সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়া স্ফুট-ভাবেই প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে। এইজন্য ইচ্ছা, কর্ম্ম বা অধিকার ভুবন-সৃষ্টির পশ্চাতে থাকিতে বাধ্য।

(৪)

বর্ত্তমান স্থলেও নাদ সম্বন্ধে এই রহস্যটি মনে রাখিতে হইবে। প্রাণের চলনে বর্ণাদির উদয় হইয়া থাকে। প্রাণের চলন দুই প্রকার—একটি স্পন্দাত্মক ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয়টি ক্রিয়াত্মক ও প্রযত্নজন্য। যেটি স্পন্দনরূপ স্বাভাবিক চলন তাতে স্বভাবতঃই বর্ণের উদয় হয়। বর্ণের উদয়ে কাহারও ইচ্ছা বা প্রযত্ন আবশ্যক হয় না—বর্ণসকল নিয়তরূপ ও সর্ব্বত্র অবিশিষ্ট। কিন্তু মন্ত্রপদাদির উদয় যোগীর ইচ্ছা ব্যতীত ঘটিতে পারে না—উহারা অগণিত ও অনিয়ত, বর্ণের ন্যায় পরিগণিত ও নিয়ত নহে। যোগী প্রয়োজনবিশেষের অনুরোধে বিশিষ্ট মন্ত্রাদি অভিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তদনুরূপ প্রযত্ন করেন এবং তাহার ফলে অভিপ্রেত মন্ত্রাদি উদিত হয়। এই উদয় অবশ্য প্রাণের চলনেই হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য ইচ্ছা ও প্রযত্ন আবশ্যক হয়। দীক্ষাকালে ভাবী শিষ্যের মন্ত্রোদ্ধারও এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ণের অভিব্যক্তির জন্য ইচ্ছা বা কৃতির প্রয়োজন হয় না। উহা

স্বভাবতঃই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে—বাস্তবিকপক্ষে উহা নিরন্তরই অভিব্যক্ত হইতেছে। চিৎ-শক্তি বা সংবিৎ স্পন্দরূপা। যখন সৃষ্টিমুখে উহা প্রাণরূপে পরিণত হয় তখন ঐ প্রাণকে ভিত্তি করিয়া বিরাট্ দেশ ও বিরাট্ কালের প্রাসাদ গড়িয়া উঠে। মূর্ত্তি-বৈচিত্র্যের আভাসনশক্তি হইতেই দেশ এবং ক্রমের কলনা হইতে কাল উদ্ভূত হয়। সমগ্র বিশ্বই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রাণ আছে বা স্পন্দ-শক্তির খেলা আছে সেখানে প্রবাহ থাকিবেই—মূলে এই প্রবাহটি সরল থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ বক্রভাবে পরিণত হয়। নাদের যেটি পরম রূপ সেটি ঐ সরল প্রবাহেই পরিস্ফুরিত হয়। তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশমান —তাহার তিরোভাব কখনই হয় না। কিন্তু নাদের অপর রূপের নিরন্তর উদয় ও অস্ত হইতেছে। উভয়ই বর্ণোদয়ের অন্তর্গত এবং প্রযত্ন-নিরপেক্ষ ও স্বারসিক। নাদের পরাপররূপে সূক্ষ্মতর তারতম্য আছে। বর্ণের যেটি পরম স্বরূপ তাহার সূক্ষ্মতর অবস্থাতে বর্ণগত ভেদ বা বিভাগ থাকে না, কারণ উহাই সর্ব্ববর্ণের অবিভক্ত সামান্য রূপ। পূর্ব্বে যে অনাহত ধ্বনির কথা বলা হইয়াছে উহাই তাহার স্বরূপ। এই ধ্বনি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ে সর্ব্বদাই আপনা আপনি ধ্বনিত হইতেছে—

> একো নাদাত্মকো বর্ণঃ সর্ব্ববর্ণাবিভাগবান্।
> সোঽনস্তমিতরূপত্বাৎ অনাহত ইবোদিতঃ॥

ইহার উদয়ই আছে, অস্ত নাই। পর বর্ণের যেটি অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম অবস্থা সেখানে উদয় আছে অস্তও আছে। তবে এ

অস্ত অস্ত নয়, কারণ এ অস্তের মধ্যেও পুনরুদয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বর্ণের তিনটি স্তর আছে—সূক্ষ্মতার তারতম্য তিনটিতেই আছে। স্থূল বর্ণের উদয় বর্গক্রমে হয়। এক অহোরাত্রে অষ্টবর্গের উদয় হয়। এই উদয় সম্বন্ধে বিবিধ মত আছে—এক মতে ইহা বাহ্য অহোরাত্রের অধীন, অন্য মতে ইহা কিছুর অধীন নহে। পূর্ব্ব মতে যে উদয় হয় তাহা বিষম, কিন্তু উত্তর মতে এই উদয় বিষম না হইয়া সমভাবাপন্ন হয়। উত্তর মতানুসারে প্রাণসঞ্চারের পরিমাণ ৩৬ অঙ্গুলি বলিয়া এক এক বর্গের উদয় ৪½ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব মতে এক এক সংক্রান্তিতে ৯০০ শত প্রাণের সঞ্চার অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা হইয়া থাকে। দিবা ভাগে ১২টি সংক্রান্তি ও রাত্রি বেলায় ১২টি সংক্রান্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। দিবা ভাগে প্রাণের যে চার হয় তাহার সংখ্যা ১০৮০০। রাত্রি কালেও ঐ রূপই জানিতে হইবে। মোট চার অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা ২১৬০০। ইহাই অহোরাত্রে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যাবিশিষ্ট অজপা।

এই যে বর্ণের অবিভক্ত সামান্য রূপ বা নাদের কথা বলা হইল ইহা ব্রহ্ম-প্রণব-সংলগ্ন নাদ বা জ্যোতি। এইখানে মন লয় প্রাপ্ত হইলেই পরম পদের সাক্ষাৎকার হয়। মন না থাকিলে নাদ থাকে না, আবার নাদ না থাকিলেও মন থাকে না। কেহ কেহ এই অবস্থাটিকে পরব্রহ্ম অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যখন (আবরণ বশতঃ) নাদ শ্রুত হয় না সেটি বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত অথবা মূঢ় দশা, কিন্তু যখন নাদ শ্রুতিগোচর

হয় সেইটি একাগ্র অবস্থা অথবা জ্ঞানের অবস্থা। আর যখন নাদ-শ্রবণ স্থগিত হইয়া যায় সেইটি চিত্তের নিরোধ অবস্থা। তখন মনের বৃত্তি থাকে না, শুধু সংস্কারমাত্ররূপে মন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই সংস্কারও যখন থাকে না তখন চিন্মাত্র বা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপস্থিতি জানিতে হইবে।

এই অবিভক্ত বর্ণ বা (পর) নাদ কিংবা (পর) জ্যোতি বস্তুতঃ চিদাত্মিকা শক্তি। ইহাই 'পরা বাক্' পদবাচ্য। পূর্ণ অহন্তা ইহার স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহারা পরা বাক্‌কে ও জ্যোতিকে বিন্দু-ক্ষোভ-জন্য মনে করেন তাঁহারা এই কারণ অবস্থার কার্য্যভাবের দিক্‌টাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এইজন্য সেই মতে পরা বাক্‌কে ভেদ না করিয়া আত্মা নিজের শিবস্বরূপ লাভ করিতে পারে না। এই দৃষ্টিতে পরা বাক্‌ই শব্দব্রহ্মরূপ রবি যাহাকে বোধরূপী খড়্গ দ্বারা ভেদ করিয়া স্বরূপ লাভ করিতে হয়।

এই মাত্রাতীত চিন্ময় ও অসীম নাদপ্রবাহ বিশ্বকল্যাণের জন্য ঊর্দ্ধ হইতে ভ্রূ-মধ্যে পতিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদ হইতে যেমন গঙ্গা শিবমস্তকে অবতীর্ণ হইয়াছেন তদ্রূপ এই নাদ-গঙ্গাও বিশ্বসৃষ্টির জন্য ও জীবের পরম কল্যাণ সাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভ্রূমধ্যস্থানই চিত্তের কেন্দ্র-বিন্দু। এই স্থানে প্রকৃতি হ, ক্ষ ও তন্মধ্যে লংবীজ রক্ষা করিয়া সৃষ্টি-মুখে নীচে অবতীর্ণ হন। মনোভূমি সঞ্চালনের জন্য এই তিনটি বর্ণ ভ্রূ-মধ্যে সংরক্ষিত হয়। ইহার পর চিৎ-সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক অধঃ প্রদেশে ক্রমশঃ তিনটি মণ্ডল রচিত হয়—

প্রথমে সোমমণ্ডল, তাহার পর সূর্য্যমণ্ডল এবং অন্তে অগ্নি-মণ্ডল। তিনটি মণ্ডলই বর্ণময় জানিতে হইবে। তন্মধ্যে সোমমণ্ডল স্বরবর্ণময়, সূর্য্যমণ্ডল ক-কারাদি ২৫টি ব্যঞ্জন বর্ণময় এবং অগ্নিমণ্ডল য-কারাদি অবশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণময়। এই তিন মণ্ডলে ক্রমশঃ কারণদেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও স্থূল দেহ উদ্ভূত হয়। ইচ্ছা, মন এবং প্রাণের অভিব্যক্তির ইহাই ক্রম। এই পর্য্যন্ত বর্ণমালাত্মক রচনা সম্পূর্ণ হইলে বর্ণসমষ্টি আরও নীচে অবতরণ করে এবং অজ্ঞানময় কারণ সমুদ্রে যাইয়া নিমগ্ন হয়। তখন উহার নাম হয় কুণ্ডলিনী। এইটি চিন্ময় বর্ণ-মালার সুপ্ত অবস্থা। ইহা ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে সমভাবে হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে নাদ হইতেই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হয়, এবং সৃষ্ট বিশ্বের অন্তরে নাদই প্রাণ বা জীবনী-শক্তিরূপে নিহিত থাকে। ইহাই অনন্ত বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসুপ্ত ভুজগাকারে অবস্থান করি-তেছে। আগমবিদ্‌গণ ইহাকে স্বয়ম্-উচ্চরণশীল অনচ্ক হ্‌কার বা পরম বীজ বলেন। এই অবস্থায় ইহার নাদ-ভাব অভিভূত থাকে এবং প্রাণাত্মক ভাব উন্মুক্ত থাকে। যখন ইহা বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে তখন ইহার নাম হয় পরা কুণ্ডলী ; যখন ইহা নাদাত্মক রূপে স্ফুরিত হয় তখন ইহার নাম হয় বর্ণকুণ্ডলী এবং যখন এই নাদরূপও ডুবিয়া গভীর সুষুপ্তিতে অবস্থান হয় তখন ইহার নাম হয় প্রাণকুণ্ডলী।

এই প্রাণই হংস। ইহা আপন স্বভাবে অধঃ ঊর্দ্ধ সঞ্চরণ

করে—'হ' কার বিমর্শরূপে হান (ত্যাগ) করে ও 'স' কার বিমর্শরূপে সমাদান (গ্রহণ) করে—ত্যাগ ও গ্রহণ ইহার স্বভাব। ইহাই নাদাত্মক হংসের নিত্য উচ্চার। অনচ্ক (হ্)-অভিব্যঞ্জক অ কার। ইহা নাদের **শিরোরূপে** কল্পিত **হয়**। এই অ কারের সঙ্গে যোগ হইলে উ কার অধঃ-উর্দ্ধ সঞ্চারক বলিয়া **চরণ** রূপে কল্পিত হয়। উকারের যোগ হইলে বিন্দু প্রভৃতি প্রমেয়ের প্রাকট্যের সূত্রপাত হয়। ইহা অনুস্বার বা ম কার মাত্রাতেই হইয়া থাকে। এই প্রকারে অ-উ-ম রূপে বা প্রণবরূপে এই উচ্চরণের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। ইহাই বর্ণের উচ্চার।

এই যে বর্ণ-উচ্চারের বিবরণ দেওয়া হইল ইহার অনুভূতি একটু অন্তর্মুখ হইলে সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেরই হইতে পারে। ইহা নাদের স্থূল অনুভূতি। কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবুদ্ধ হইলে ইহা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মন ও প্রাণ সম্মিলিত হইয়া জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর সহিত যোগে মধ্য নাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্রই অনন্ত প্রকার বিচিত্রতাসম্পন্ন স্থূল নাদের অনুভব হইতে আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ দশ প্রকার ধ্বনির বর্ণনা পাওয়া যায়, ইহারও নানা ভেদ আছে। নয়টি ধ্বনি ত্যাগ করিয়া দশমটিকে ধরিয়া থাকিবার বিধান রহিয়াছে। এই সকল ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্ম। সুষুম্না নাড়ীই ব্রহ্মনাড়ী বটে, কিন্তু যতক্ষণ ইহার সহিত সংসৃষ্ট অন্য নাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন না হয় ততক্ষণ ইহা প্রকৃত ব্রহ্মনাড়ী-পদ-বাচ্য হয় না। বজ্রা, চিত্রিণী প্রভৃতি

নাড়ী ব্রহ্মনাড়ীরই পূর্ব্বাভাস। এই নাড়ী-সংঘট্টবশতঃ মন, বায়ু ও কুণ্ডলিনীর সঞ্চার বিভিন্ন মার্গে ঘটিয়া থাকে। ব্যক্তিগত আন্তর প্রকৃতির ভেদবশতঃ এই রূপ হইয়া থাকে। এই জন্যই স্থূল নাদের বৈচিত্র্য ঘটে। নাদের সহিত জ্যোতির সম্বন্ধ আছে। নাদের ভিন্নতার অনুরূপ জ্যোতিরও ভিন্নতা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্যোতি তাহাই যাহাতে কোন রঙ্ নাই—যাহা শুভ্র প্রকাশ অথবা অ-বর্ণ-প্রকাশ। বিশুদ্ধ নাদও তাহাই যাহাতে স্বরগত, মাত্রাগত ও গুণগত কোন বিভাগ নাই।

হঠযোগে নাদ-সাধনার উপদেশ রহিয়াছে। আদিনাথ শঙ্কর প্রোক্ত সোয়া কোটি লয়যোগের মধ্যে নাদানুসন্ধানেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। হঠ যোগিগণ আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি এই চারিটি নাদভূমির বর্ণনা করিয়া থাকেন। নিষ্পত্তি অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা। ইহার এক একটি অবস্থায় এক একটি গ্রন্থির ভেদ হয় ও এক এক প্রকার শূন্যের উদয়ে এক এক প্রকার ধ্বনির অভিব্যক্তি হয়। এই সম্বন্ধে অধিক বিবরণ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক।

অ-উ-ম রূপে যে নাদক্রিয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা যোগাভ্যাসবশতঃ ক্রমশঃ অধিক অধিক সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। মকার মাত্রার পর ঐ উচ্চার ভ্রূ-মধ্যে বিন্দুরূপ ধারণ করে। 'অ'-কারাদি তিন মাত্রাতে স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপে বিদিত নিঃশেষ ভেদ বিদ্যমান আছে—এই সকল ভেদ পিণ্ডীভূত হইয়া অবিভক্তরূপে যেখানে বিদিত হয় তাহাই বিন্দু। এখানে বেদ্য বা জ্ঞেয়ই প্রধান। যোগিগণের নয়টি যোগভূমি বা চিন্ময়

অনুভূতিভূমির মধ্যে বিন্দুই প্রথম। এই নয়টি ভূমিও 'নবনাদ' নামে প্রসিদ্ধ। স্থূলেও যেমন নাদের নয়টি বিভাগ কল্পিত হয়, সূক্ষ্মেও তেমনি নয়টি বিভাগই কল্পিত হয়। বিন্দুর উচ্চারণ-কাল অর্দ্ধ মাত্রা—অর্দ্ধ মাত্রাতে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল যোগভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক মাত্রা হইতে অর্দ্ধ মাত্রাতে প্রবেশ অত্যন্ত দুরূহ। মনের লৌকিক স্থিতিতে অর্দ্ধ মাত্রাতে প্রবেশ মোটেই ঘটে না, কারণ একাগ্রতা ও নিরোধের সন্ধিস্থানে অর্দ্ধ মাত্রা অবস্থিত। প্রজ্ঞার উৎকর্ষ যদি বিভূতির দিকে হয় তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বের আবির্ভাব হয়, কিন্তু যদি উহা চিৎ-প্রকাশের দিকে হয় তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বের নিরোধ ও বিবেকের উদয় ইহাই উক্ত উৎকর্ষের লক্ষণ। অস্মিতাই গ্রন্থি—ইহা মুক্ত হইলে পূর্ণ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে বিবেক-প্রবাহ চলিতে থাকে তাহাই পূর্ণ নিরোধের দিকে নিয়া যায়। ইহারই নাম উন্মনী। মাত্রাহ্রাসানুসারে কালের সম্বন্ধ যতটা কম হয় জড়ের সম্বন্ধও ততটাই কম হইয়া থাকে এবং সেই অনুপাতে চিৎ-প্রকাশের উজ্জ্বলতাও বাড়িয়া থাকে। তাই নিরোধ বা উন্মনী অবস্থায় কাল থাকে না।

দেহতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। ইহা ভেদ করিতে হইলে দেহের সকল, সকল-নিষ্কল ও নিষ্কল, এই তিনটি স্তর ভেদ করিতে হয়। অকুল সহস্রার হইতে মূলাধারাদি যাবতীয় কুলপদ্ম ভেদ করিয়া ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতে হয়। আমরা সাধারণতঃ যে সহস্র-দল কমলের কথা শুনিয়া থাকি তাহা দেহের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত। অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত প্রদেশের ভাবনা সকল,

বিন্দু হইতে উন্মনী পর্য্যন্ত সকল-নিষ্কল এবং মহাবিন্দু নিষ্কল।

ভ্রূমধ্যে কিঞ্চিৎ উপর দিকে ললাটে বিন্দুর স্থান। ইহা বর্ত্তুলাকার এবং দেখিতে দীপের ন্যায়। বিন্দু-আবরণে মূল পাঁচটি কলারই স্থিতি রহিয়াছে। চারিদিকে নিবৃত্তি প্রভৃতি চারিটি কলা এবং শান্ত্যতীতা নামে পঞ্চম কলা বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত। 'মতঙ্গ পরমেশ্বর' নামক আগমের মতে যে পরম তত্ত্বকে লয় অবস্থাতে শিব বলা হয়—ব্যক্ত অবস্থাতে তাহাকেই বিন্দুও বলা হয়। সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থাই বিন্দু। আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে অনন্তে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বারই বিন্দু। সকল অবস্থাতে সাধক সীমার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু এই অবস্থায় পর পর ভূমি ভেদ করার ফলে চিত্ত ক্রমশঃ অধিকতর একাগ্রতা লাভ করে। আজ্ঞাচক্রে একাগ্রতার পূর্ণ বিকাশ হয়। পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণ বিকাশ অস্মিতা নামে অভিহিত হয়। উহাতে প্রজ্ঞার পূর্ণ বিকাশ হইলেও উহা স্থূলেরই ব্যাপার, কারণ সর্ব্বজ্ঞত্বও স্থূলের ধর্ম্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে। বিশুদ্ধ চিদনুভূতি এই ভূমিতে হয় না। গ্রন্থি-ভেদের পর নিরোধের দ্বার খুলিয়া গেলে সূক্ষ্ম চিদনুভূতির সূত্রপাত হয়। নিরোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং পূর্ব্ব-বর্ণিত নব নাদের ক্রমিক উৎকর্ষ একই কথা। নিরোধের চরম অবস্থায় চিত্ত বৃত্তি-শূন্য হয়। অতএব এই নব নাদের ব্যাপারটি নিরুদ্ধ চিত্তের গুপ্ত রহস্য।

বিন্দুর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ভূমিতে জ্যোতির্ম্ময়

জ্ঞানরূপে ঈশ্বরবোধের সূচনা ঘটে। এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে জাগতিক জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে পারে না। সমাধি-জনিত প্রজ্ঞা হইতে ইহা অনেক উপরের অবস্থা, কারণ সমাধি জনিত জ্ঞান উৎকৃষ্ট হইলেও জাগতিক জ্ঞান মাত্র। কিন্তু অর্দ্ধ মাত্রার জ্ঞান চিন্ময় অনুভব, তাই উহা শ্রেষ্ঠ। লৌকিক জ্ঞানে ত্রিপুটীর লোপ ঘটে না—বিরাট্ অভেদজ্ঞানের উদয় হইলেও ভেদবোধের নিবৃত্তি ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। ঐ ভেদবোধ ক্রমশঃ স্তর ভেদ করিতে করিতে কাটিয়া যায়। তখন প্রথম দেশকালের জ্ঞান থাকে বটে, তবে তাহা একটু অন্য প্রকারের। যোগিগণ যে পঞ্চ শূন্যের পরিচয় প্রাপ্ত হন বিন্দুই তন্মধ্যে প্রথম শূন্য। বিন্দুস্তরে বীজ থাকে না অর্থাৎ প্রকৃতির স্ফূরণ থাকে না, তাই ইহাকে পুরুষের অভিন্ন স্বরূপও বলা যাইতে পারে।

বিন্দুর পর অর্দ্ধচন্দ্র। এইটি দ্বিতীয় ভূমি। ইহার মাত্রা $\frac{১}{৪}$। বিন্দুকে পূর্ণচন্দ্র বা চন্দ্রবিন্দু কল্পনা করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রকে তাহারই অর্দ্ধাংশরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা বিন্দুর উপরে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে চারিটি এবং মধ্যে একটি মোট পাঁচটি কলা আছে। ইহা কিন্তু শূন্য নহে। ললাটস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রে বিন্দুর জ্ঞেয়প্রধান ভাব কাটিয়া যায়।

ইহার পর তৃতীয় ভূমির নাম নিরোধিকা বা রোধিনী। ইহার মাত্রা আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ $\frac{১}{৮}$। এই নিরোধিকা ভূমি লঙ্ঘন করা অতি কঠিন। সমগ্র বিশ্বের শাসনের ভার ব্রহ্মাদি যে পঞ্চ কারণের উপর অর্পিত রহিয়াছে তাঁহাদেরও উর্দ্ধগতি এই নিরোধিকা ভূমিতেই রুদ্ধ হইয়া যায়, কারণ এই ভূমি

ভেদ করিলে বিশ্ব-শাসনের কার্য্য করা আর তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। একমাত্র যোগীই ইহাকে ভেদ করিয়া নাদ পথে প্রবেশ করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহা বিন্দু আবরণেরই শেষ প্রান্ত মাত্র।

নিরোধিকার পর নাদ ও নাদের পর নাদান্ত, ক্রমশঃ এই দুইটি ভূমি আছে। নাদের মাত্রা ১/১৬ ও নাদান্তের মাত্রা ১/৩২। এই নাদকে বেষ্টন করিয়া অসংখ্য মন্ত্র-মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। নাদের স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখে—বিশুদ্ধ ত্রিগুণাতীত ও চিত্তের আভাসযুক্ত শব্দ এইখানে অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ চিতের ধারা এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। নাদান্তটি শূন্য—ইহাই তৃতীয় শূন্য। কোন কোন আচার্য্যের মতে নাদ ও নাদান্ত ঈশ্বরপদরূপে গৃহীত হয়। ইহাতে গুণীভূত বেদ্যের ভেদই প্রধান। এই ভূমিতে সমস্ত বাচক শব্দ অভিন্নরূপে বিমর্শনের বিষয়ীভূত হয়। ইহার পর অনাহত ধ্বনি বা হংস ললাট মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকে। নাদান্তটি নাড়ীর আধার ও ব্রহ্মবিলে লীন—ইহা মোক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। ইহা অধঃ-শক্তি দ্বারা সকল জগৎ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ-শক্তিতে সমাপ্ত।

ইহার পর শক্তিস্থান—ইহাই ষষ্ঠ চিদ্‌ভূমি। এই স্থানটি ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে। ঊর্দ্ধকুণ্ডলী এই শক্তিরই নামান্তর—ইহা বিশ্বাধার, কারণ ইহারই গর্ভে অনুন্মিষিত বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে। ইহা চারিটি কলার দ্বারা বেষ্টিত—ইহার কেন্দ্রস্থ কলার নাম ব্যাপিনী। শক্তির মাত্রা ১/৬৪। শক্তিতেই আনন্দসত্তার

অনুভব হয়। ইহার পর ব্রহ্মের সগুণ শক্তির আনন্দের আভাস। শক্তি হইতে উন্মনী পর্য্যন্ত প্রতি ভূমিই দীপ্ত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল। শক্তিটি শূন্যাত্মক নহে, কিন্তু ব্যাপিনী শূন্যস্বরূপ। পঞ্চশূন্যের মধ্যে ইহাই চতুর্থ শূন্য।* শক্তি হইতে ব্যাপিনী পৃথক্। পৃথিবী পর্য্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও ভুবন বস্তুতঃ শক্তিরই প্রপঞ্চ। শক্তিতত্ত্বটিই অনাশ্রিত ভুবন বা যোগীদের প্রকৃত নিরালম্বপুরী। শিবতত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিতত্ত্বেই ব্যাপিনীতে অবস্থিত। এই অনাশ্রিত ভুবনের চারিদিকে চারিটি অনুরূপ শক্তি অবস্থিত—মধ্যে আছে অনাশ্রিতা শক্তি। শিবরূপী অনাশ্রিত দেবের উৎসঙ্গে অনাশ্রিতা শক্তি বিরাজমান।

---

* অধিকাংশ যোগী উপাসকের ইহাই মত। স্বচ্ছন্দাগমও এই মতের সমর্থক। এই মতে (ক) ঊর্দ্ধশূন্য = শক্তিপদ, যেখানে নাদান্ত পর্য্যন্ত নিঃশেষ পাশ প্রশান্ত। (খ) অধঃশূন্য = হৃদয়ক্ষেত্র, যাহাতে এখনও প্রপঞ্চের উল্লাস হয় নাই। (গ) মধ্যশূন্য = কণ্ঠ, তালু, ভ্রূ-মধ্য, ললাট ও ব্রহ্মরন্ধ্র। ব্যাপিনী ব্রহ্মরন্ধ্রেরও পরে। ব্রহ্মরন্ধ্রই শক্তিস্থান। তাই ব্যাপিনী চতুর্থ শূন্য। তিনটি শূন্য চল ও হেয়, কারণ ইহারা আপেক্ষিক। বস্তুতঃ চতুর্থ শূন্যও তাই। এই মতে সমনাতে পঞ্চম শূন্য ও উন্মনাতে ষষ্ঠ শূন্য। এইগুলিও চল ও হেয়। পরতত্ত্বের তুলনাতে উন্মনাতেও কিঞ্চিৎ চলত্ব আছে। তবে এসব শূন্য তত্ত্ব ও পরম শিব দ্বারা অধিষ্ঠিত—তাই সিদ্ধিপ্রদ। তাই স্বচ্ছন্দ শাস্ত্রের পরিভাষাতে ছয়টি শূন্য ত্যাগ করিয়া সপ্তমে প্রবেশ আবশ্যক। উহাই বস্তুত পরম পদ। ছয়টি শূন্যই অবস্থা—পথের অন্তর্গত। সপ্তমটিই যোগীর মহালক্ষ্য। উহা—

অশূন্যং শূন্যমিত্যুক্তং শূন্যং চাভাব উচ্যতে।
অভাবঃ স সমুদ্দিষ্টঃ যত্র ভাবাঃ পরং গতাঃ ॥

অতএব এই সপ্তম শূন্যই অখণ্ড মহাসত্তা।

ব্যাপিনীর পর সমনার স্থান। ইহাই পরা শক্তি। ইহা ব্যাপিনী-পদাবস্থিত অনাশ্রিত ভুবনেরও উপরে। ইহাই সকল কারণের কর্ত্তৃভূতা এবং সকল অণ্ডের আধারভূতা। এই শক্তিতে আরূঢ় হইয়াই শিব সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষা, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহরূপ পাঁচটি কার্য্য সম্পাদন করেন। তন্ত্রমতে মহেশ্বর হেতুকর্ত্তা ও শক্তি তাঁহার করণ।

ব্যাপিনীর মাত্রা ১/১২৮ ও সমনার মাত্রা ১/২৫৬।

ইহার পর উন্মনা। কোন মতে ইহার মাত্রা ১/৫১২। মতান্তরে ইহার উচ্চারণকাল নাই, কারণ ইহা মনের অতীত। এইখানেই নাদরূপী শব্দব্রহ্মের শেষ। ইহাই পঞ্চম শূন্য এবং নব নাদের মধ্যে এইটি নবম ভূমি।

শক্তিতে আনন্দময় স্পর্শের অনুভব হয়—তারপর উর্দ্ধে প্রবেশ হয়। ব্যাপিনীতে—ত্বক্ ও কেশস্থানে—ব্যাপ্তি লাভ হয়। তারপর শিখাকেশ-স্থানে বা সমনা পদে শুধু মনন মাত্র থাকে, কিন্তু মননের কোন বিষয় থাকে না। পরে মনন ও থাকে না—তখন হংস শুদ্ধ আত্মার রূপ ধারণ করে। ঐ স্থিতিতে যুগপৎ অশেষ বিশ্বের অভেদে প্রকাশ হয়। ইহা উন্মনা শক্তির আশ্রয়ে ঘটে। তখন শিবত্ব লাভ হয়—চিদানন্দঘন পরমেশ্বর-স্বরূপে সমাবেশ হয় এবং হংস সঙ্কোচহীনভাবে প্রসৃত হয় অর্থাৎ ব্যাপক হইয়া ৩৬ তত্ত্বরূপে এবং তত্ত্বোত্তীর্ণরূপে স্ফুরিত হয়।

স্থূল বর্ণের উচ্চারণ কালকে মাত্রা বলে। বিশ্ব হইতে সমনা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বর্ণের উচ্চারণ কাল অর্দ্ধমাত্রা হইতে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ অনুসারে এক মাত্রার ১/৫১২ ভাগ। কালাংশ ক্রমশঃ

অধিকতর সূক্ষ্ম। প্রাচীন আচার্য্যগণ সূক্ষ্মতম কালের অবয়বের নাম দিয়াছেন 'লব'। পদ্মের একটি দল ভেদ করিতে যে সময় লাগে তাহার নাম 'লব'। তাঁহাদের মতে ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কাল আর নাই। বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে।

মন্ত্র বা নাম চৈতন্যসম্পন্ন হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা লাভ করে। তখন কালমাত্রা অর্দ্ধ মাত্রা হইতে ক্রমশঃ অধিক অধিক কমিয়া আসে। ফোটোগ্রাফের instantaneous exposure এর সহিত এই কালগত ক্রমিক সূক্ষ্মতা তুলনীয়। সূক্ষ্মতা ক্রমশঃ অর্দ্ধ মাত্রার ধারা ধরিয়া বাড়িতে থাকে। মাত্রা যতই কম হউক একেবারে শূন্য হয় না, এবং হইতেও পারে না। তবে শূন্য না হইলেও ব্যবহার ক্ষেত্রে উহা শূন্যবৎ। ২ই৬ মাত্রাকে মনের সূক্ষ্মতম মাত্রার উচ্চারণ মনে করা হয়। মাত্রা আরও সূক্ষ্ম হইলে মনের ক্রিয়া রাখা যায় না বলিয়া উহাকে উন্মনা বলা হয়। তখন আর মনকে ধরা যায় না। মনইত চন্দ্র—বিন্দুটি পূর্ণচন্দ্র, অবশ্য বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। তাই বিন্দু হইতেই চিদনুভবের আরম্ভ হয়। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন জ্যোতি প্রতিফলিত হয় তদ্রূপ বিন্দুতে চিদালোক প্রতিফলিত হয়। মাত্রাবিভাগের ফলে মনের উপাদান ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। মন থাকিলেই কালের ভয় থাকে। কারণ মন চন্দ্র ও কাল রাহু। এ কাল অবশ্য সূক্ষ্ম কাল যাহা জরা ও ক্ষয়ের হেতু। মন যতই ক্ষীণ হয় কালস্পর্শ ততই কম হয়। কিন্তু কম হইলেও থাকে। পক্ষান্তরে প্রতিফলিত চিতের উজ্জ্বলতা ততই অধিক হয়। এই ক্ষীয়মাণ মন সমনা পর্য্যন্ত থাকে।

বিন্দু পূর্ণিমা—তাহার পর হইতেই কৃষ্ণপক্ষ চলিতে থাকে। সমনাকে বলে কৃষ্ণা চতুর্দশী। তাহার পরই উন্মনা—ইহাই অমাবস্যা।

কিন্তু সমনা হইতে উন্মনা কি ভাবে হয় তাহা বুঝান কঠিন। যোগী তাহা নিজে অনুভব করেন, তাহা স্ব-সংবেদ্য। এক হিসাবে উন্মনাতে কলা থাকে না—কিন্তু না থাকিলেও থাকে। যেমন অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্ত বৃত্তিরূপে থাকে না, কিন্তু তবু থাকে, অর্থাৎ সংস্কাররূপে থাকে। সমনাতে সূক্ষ্ম মন আছে। উন্মনাতে সূক্ষ্ম মন নাই, সংস্কার আছে।

আরও একটি রহস্য আছে। বিন্দুকে পূর্ণিমা বলিয়াছি, কিন্তু উহা ঠিক পূর্ণিমা নহে। প্রকৃত পূর্ণিমা ষোড়শী—পঞ্চদশী নহে। ঠিক পূর্ণিমা হইলে পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকিত—কৃষ্ণপক্ষ আসিত না। কৃষ্ণ পক্ষই কালগ্রাস। বিন্দুতে ১৫ কলা আছে, এক কলা নাই। অর্থাৎ অমৃতকলা বা ষোড়শীর অভাব আছে। তদ্রূপ উন্মনাতে ১৫ কলার অবসান, কিন্তু গুপ্ত কলাটি আছে—সেটাতে ষোড়শীর আভাস। পঞ্চদশ কলা সেখানে অস্তমিত। প্রকৃতই যদি ষোড়শী থাকিত তাহা হইলে অমাবস্যার পর শুক্ল পক্ষ হইত না। কালচক্রের আবর্ত্তন হয় ষোড়শীর ব্যক্ততার অভাবে। ষোড়শকল পুরুষে অমৃতকলা একটি—তাহাই প্রকৃত অমাকলা, বাকী ১৫টি কলা কালস্পৃষ্ট ও কালরাজ্যে সংক্রমণ করে।

(৫)

নামসাধনার দুইটি দিক্ আছে—একটিতে নামসাধনা

নাদে পর্য্যবসিত হয়, অপরটিতে ইহা রূপাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া ভাবসাধনার পথে রসে পর্য্যবসিত হয়। রসের পথই নিত্য-লীলার পথ। তুইটি পথে পরস্পর সম্বন্ধ বা যোগ আছে, আবার পৃথক্ ভাবেও প্রস্থান সম্ভবপর। বর্ত্তমান আলোচনাতে আমরা নাদের দিক্ ধরিয়াই সংক্ষেপে তুই চারিটি কথা বলিলাম।

নাম হইতে ভাবসাধনার পথে প্রথমে সদ্‌গুরু প্রাপ্তি ও মন্ত্রসাধনার অধিকার জন্মে। মন্ত্রসাধনার ফলে দৈহিক উপাদান বিশুদ্ধ হয় ও মন্ত্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবদেহের বিকাশ হয়। তখন স্বভাবের পথ উন্মুক্ত হয় ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী কাটিয়া যায় বলিয়া রাগমার্গে ভজনের অধিকার জন্মে। ইহাই প্রকৃত সাধনা। সাধনার আরম্ভে আশ্রয়-তত্ত্ব ব্যক্ত হয়, তাই রাগ-সাধনা সম্ভবপর হয়—এটি ভাবরাজ্যের ব্যাপার। ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হইলে প্রেমের বিকাশ হয়। তখন বিষয়-তত্ত্বের অধিকার হয়। ভাবসাধনা এক প্রকার বিরহের ক্রন্দন, কিন্তু প্রেমসাধনা মিলনের উল্লাস। পরে আশ্রয় ও বিষয় পরস্পর মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। এই একসত্তাই রস—এই সমরসতা সিদ্ধাবস্থা বা রসাদ্বৈত। এই মহাস্থিতিতে অনন্ত লীলার স্ফুরণ সম্ভবপর হয়। তখন এক সত্তা অনন্তরূপে ফুটিয়া উঠে ও নিজের আনন্দ অনন্তকাল অনন্তভাবে নিজেরই মধ্যে আস্বাদিত হইতে থাকে, কিন্তু স্থিতি থাকে সেই একে।

শুধু নামের মাহাত্ম্যে এতদূর পর্য্যন্তও হইতে পারে। মোট কথা, নামের শক্তি অনন্ত ও অচিন্ত্য।

গ্রন্থকার নাদসাধনায় সিদ্ধ মহাজন। তিনি বহু শাস্ত্রের

প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক নাদসাধনার মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন সন্তগণের বাণীতে ঐ মহত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভব ইহার পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি কথাকে সজীব ও প্রাণবান্ করিয়াছে। তিনি করুণাপূর্ণ হৃদয়ে উপায়হীন দুঃখী জীবকে আহ্বান করিতেছেন ও পূর্ণ আশ্বাস দান করিয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। নাম চিন্ময়, রসবিগ্রহ ও চিন্তামণিস্বরূপ—ইহা জীবের সকল দুঃখ দূর করিতে সমর্থ। উদ্ধারের এমন সহজ উপায় কলিযুগ বলিয়াই নিরাশ্রয় জীবের মহাকল্যাণ সাধনের জন্য উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। আশা করি শ্রদ্ধালু ও ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অগণিত সংখ্যায় এই উপায় গ্রহণ করিবেন ও এই পথে নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া তাপক্লিষ্ট অন্যান্য শত শত জীবের পরমানন্দলাভে পথ-প্রদর্শক হইবেন। শ্রীভগবান্ জগতের কল্যাণ বিধান করুন। ইতি শম্—

২ (এ) সিগরা,
বারাণসী।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

পাঠশুদ্ধি

পৃঃ	পঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৭, ১৪—১৬	জগন	জ্ঞান
ভূমিকা ৸০	৮	বিশিষ্ট,	বিশিষ্ট (কমা নাই)

৬৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

ওঁ

শ্রীশ্রীনাদ সচ্চিদানন্দঘন নাদলীলামৃত

প্রথম হিল্লোল

ওঁ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাস-বিলাসায় ওঙ্কারায় নমঃ ॥
অর্দ্ধমাত্রামমাত্রাঞ্চ দেবতাং বিজনোজ্জ্বলাম্ ।
ওঙ্কাররূপিণীং দেবীং নিত্যং বন্দে সুনির্ম্মলাম্ ॥
প্রণবঃ পরমং ব্রহ্ম প্রণবঃ পরমঃ শিবঃ ।
প্রণবঃ পরমো বিষ্ণুঃ প্রণবঃ সর্ব্বদেবতা ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে ।
কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ॥

শতসিতবিকশিতসরসিজসদনে, মুরহর-হরসুর-নরনুত-চরণে ।
সকল-কলুষ-কুল-বিকলন-করণে, বিহর বিহর হৃদি
বিহসিতবদনে ॥ ওঁ

গুরু। বৎস আজ তোমায় সচ্চিদানন্দঘনজ্যোতি নাদের কথা বলিব। এই নাদতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে মানব অমৃতত্ব লাভ করে। একমাত্র নাদতত্ত্ব জানিলে সমস্ত জানা হইয়া যায়।

শিষ্য। দেব! নাদ কে এবং কি ভাবে ইঁহাকে জানিতে সমর্থ হইব বলুন।

গুরু। সচ্চিদানন্দঘনজ্যোতি ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা মকার, মকার পাদটি নাদময়। সমাহিত ভগবান্ প্রজাপতির হৃদয়-আকাশে এই নাদ আবির্ভূত হন এবং তাঁহা হইতে ত্রিবিদ ওঙ্কার পরমাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল।

শিষ্য। ইহাই কি ইঁহার প্রথম আবির্ভাব?

গুরু। না বৎস!

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। তৈত্তিরীয় শ্রুতি

সেই পর প্রণব পরমাত্মা কামনা করিলেন আমি বহু হইব উৎপন্ন হইব।

সেই শান্ত স্তব্ধ মহাপারাবারে সেই মহাকাশে প্রথম স্পন্দন এই শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার। মহাকাশে প্রণব-স্পন্দন আকাশ ও বায়ু। তাহার পর যখন বায়ুর প্রধান কারণ অংশ অর্থাৎ সূক্ষ্ম অংশ ঘনীভূত হইতে ইচ্ছা করিল তখন তাহার কার্য্য অংশও ঘনীভূত হইল। প্রথম স্থূল অভিব্যক্তি তেজ, তাহা আলোকাদি আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকিলে তাহার কার্য্যাংশ ঘনীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হইল। জলের সূক্ষ্মাংশ ঘনীভূত হইতে ইচ্ছা করিলে তাহার কার্য্যাংশও ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইল।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ব্রহ্মের দুইটি রূপ, একটি মূর্ত্ত ও একটি অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত

রূপটি অনিত্য। অমূর্ত্ত রূপটি নিত্য। অমূর্ত্ত রূপটি মূর্ত্ত রূপের কারণ। এই জগৎ অগ্নিষোমাত্মক। ইহার নামান্তর রয়ি, প্রাণ, ভোক্তা, ভোগ্য, অন্ন, অন্নাদ, সূক্ষ্ম, স্থূল, প্রকৃতি, পুরুষ ইত্যাদি। মহাকাশে সঙ্কল্প উঠিল বহু হইব। তখন তাঁহার অভিন্না চৈতন্যশক্তি মণির ঝলকের মত স্পন্দিতা হইলেন। শব্দ না হইলে স্পন্দন হইতে পারে না। সেই আদি শব্দই ওঙ্কার, অপর প্রণব। যে স্থানে শব্দ সেই স্থানেই স্পন্দন অবশ্যই হইবে। সৃষ্টিপ্রারম্ভে এই প্রথম স্পন্দন অপর প্রণবই প্রাণ নামে উপনিষদাদিতে কথিত হইয়াছেন। সেই আদি মহাপ্রাণ শক্তি অমূর্ত্ত অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত মূর্ত্ত অবস্থায় আসিতে লাগিলেন, তখন তেজ, জল, পৃথিবীরূপে পরিণত হইলেন। যে মহাপ্রাণ-স্পন্দন সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্যাপকরূপে আকাশে ছিলেন তাহা যত স্থূল অবস্থায় আসিতে লাগিলেন তত তেজাদি আকারে বিকীর্ণ হইতে লাগিলেন। উহার জড়াংশ অর্থাৎ কার্য্যাংশ ঘনীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হইল। জলের সূক্ষ্মাংশ ঘনীভূত হইতে থাকিলে উহার কার্য্যাংশও ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। প্রথম মহাকাশে প্রণব স্পন্দনই কার্য্য ও কারণরূপে পঞ্চভূত আকারে পরিণত হইয়াছে। সকল স্থূল পদার্থই পঞ্চভূতের বিকার। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণের তারতম্য অনুসারে পদার্থ মাত্রই উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুদাদি পদার্থকে শ্রুতি আধিদৈবিক ও মনুষ্য, মেষ, মহিষ, কীট, পতঙ্গ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, পিত্তল, কাংস্য, মণি, মুক্তা, হীরক, নদ, নদী, সাগর, ভূধর, এক কথায় যাহা কিছু ভৌতিক পদার্থকে আধিভৌতিক এবং জীবদেহস্থিত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি বাহ্য এবং অন্তর ইন্দ্রিয়গণকে আধ্যাত্মিক শব্দে

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থের অভ্যন্তরে আকাশ, নাদ-স্পন্দন, বায়ু ও জ্যোতি আছে। ভৌতিক যাহা কিছু দেখা যায় নাদরূপে প্রণবস্পন্দনই সকলকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এক প্রণব-নাদই স্থূল পঞ্চভূত। ওঙ্কার-নাদের স্থূল অংশই স্থূল ভূতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। সব ধারণা করা বড় কঠিন।

গুরু। বাবা, বিনা সমাধিতে তত্ত্বনিশ্চয় হয় না। প্রথম গুরুমুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া তার পর সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে তবে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। একবারে সব বুঝা যায় না, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হয়। পুনরায় শ্রবণ কর—সমস্ত জীবের সুষুম্না মধ্যে আকাশ, নাদ ও তেজোময়ী প্রণবরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই প্রণব-স্পন্দন হইতে প্রাণবায়ু স্থূল হইয়া স্থূল দেহে অবস্থানপূর্ব্বক স্থূল দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, সমান নাভিতে, কণ্ঠে উদান, সর্ব্বাঙ্গে ব্যান। এই প্রাণই ৭২৭২১০২০১ শিরা প্রশিরায় রক্ত সঞ্চালন করত দেহকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইন্দ্রিয় গোলকে অবস্থান করত দর্শন, শ্রবণাদি করিতেছেন। এই স্পন্দনরূপিণী মহাশক্তি অপর প্রণবই আধিভৌতিক বিষয়রূপে পরিণত হইয়া সেই প্রণবনাদস্পন্দনজাত আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য হইয়াছেন। সেই প্রণবনাদস্পন্দনই সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুদাদিরূপে জগতের পোষণ পালনাদি করিতেছেন। এক কথায় এই প্রণব নাদই জগদ্রূপে খেলা করিতেছেন। এই অপর প্রণবনাদস্পন্দন পর প্রণবের মাত্র একপাদে হইয়াছে। পর প্রণব চতুষ্পাদ—অবিদ্যাপাদ, বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও তুরীয়পাদ। পর

প্রণবের এই পাদচতুষ্টয়ের মধ্যে মাত্র অবিদ্যাপাদে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে। বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে একমাত্র নাদব্রহ্মই কারণ-কার্য্যাত্মক এই জগদাকারে পরিণত হইয়া লীলা করিতেছেন। যেমন জল জমিয়া বরফ, করকা প্রভৃতি হয়, তদ্রূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা, সাগর, ভূধর সবই ওঙ্কারনাদ জমিয়া মূর্ত্ত হইয়া ওঙ্কারনাদে ওঙ্কার-স্পন্দনে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। অন্তরে স্পন্দন, বাহিরে স্পন্দন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ওঙ্কারনাদের স্পন্দন চলিয়াছে। যতক্ষণ নাদ আছেন ততক্ষণ সংসার। প্রণবস্পন্দন স্থির হইলে আর সংসারের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। আবার বলি—সেই একমাত্র নাদব্রহ্মই জগন্মূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করিতেছেন। নাদে সৃষ্টি, নাদে স্থিতি, নাদে লয়। নাদ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

নাদ এব মহদ্‌ব্রহ্ম পরমাত্মা পরঃ পুমান্।

শিষ্য। শ্রুতি বলেন—

তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি—ঐতরেয় শ্রুতি

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছত—বৃহদারণ্যক

গুরু। নিশ্চয়—

বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে

বাচইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যমিতি ॥ (ঋগ্বর্ণ)

বাক্ বা শব্দ হইতে সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। কি অমৃত কি মর্ত্ত্য সকলই বাক্ বা শব্দসম্ভূত।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ। কস্মাৎ ? "অতঃ প্রভবাৎ।" অতএব হি বৈদিকাচ্ছব্দাদ্দেবাদিকং জগৎ প্রভবতি॥ বেদান্তদর্শন-ভাষ্য ১।১৩।২৮

দেবতার শরীর শব্দ বিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ তাহাতে শব্দপ্রামাণ্যের ব্যাঘাত হয় না। কেননা দেবতা প্রভৃতি যে কিছু সমস্তই বৈদিক শব্দপ্রভব অর্থাৎ বৈদিক শব্দ হইতে উৎপন্ন।

"স্থিতে বাচকাত্মনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থ-সম্বন্ধিনি শব্দ-ব্যবহারযোগ্যার্থব্যক্তিনিষ্পত্তিরতস্তৎপ্রভব ইত্যুচ্যতে।"—ঐ—

শব্দের দ্বারাই শব্দব্যবহারের যোগ্য পদার্থের ব্যক্তভাব জন্মে, অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়। যে কিছু সৃষ্ট বস্তু সমস্তই শব্দপূর্ব্বক।

তস্মান্নিত্যাচ্ছব্দাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারক-ফললক্ষণজগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি॥—ঐ—

এবম্বিধ স্ফোট শব্দই নিত্য, অনাদি, অবিনাশী। ইহা আজও আছে, কালও থাকিবে। এই অনাদি বাচক শব্দই (স্ফোটই) বাচ্য (বাঙ্ময়) জগতের প্রভব বা উৎপত্তি স্থান। ইহা হইতে বাঙ্ময় জগৎ ব্যবহার যোগ্য হইয়াছে।

স্মৃতিরপি—

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥ ইতি ঐ

স্বয়ম্ভূ প্রথমে উৎপত্তিবিনাশ-বর্জ্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে সকল বাণী হইতে এ সমস্ত প্রবৃত্তি সৃষ্ট হইয়াছে।

অতএব চ নিত্যত্বম্। বেদান্তদর্শন ১।৩।২৯

অতএব নিয়তাকৃতের্দ্দেবাদিজগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব নিত্যত্বং বেদশব্দস্যেতি শেষঃ। সূত্রার্থ

যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদি জগৎ বেদশব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যবহাররূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হেতু বৈদিক শব্দ সকল নিত্য অর্থাৎ অনাদি অনন্ত। সূত্রব্যাখ্যা

ভাষ্যব্যাখ্যা—যেহেতু নির্দ্দিষ্ট আকৃতিমান্ দেবতা প্রভৃতি জগৎ নিত্য, সেই হেতু বেদশব্দও নিত্য।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমেই এই তত্ত্ব কথিত হইয়াছে—

তন্মনোঽ কুরুত।···মনসা বাচং সম্ভবনং কৃতবান্।···মনসা বাচা আলোচনমুপগম্য ইদং সর্ব্বমসৃজত।

সেই ব্রহ্ম মন সৃষ্টি করিলেন। মনের দ্বারা বাক্যকে উৎপন্ন করিলেন। মন এবং বাক্যের দ্বারা আন্দোলন (নিরূপণ) করত এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

বাগনুরক্তবুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ বাঙ্‌মাত্রং সর্ব্বং—মাণ্ডুক্যভাষ্য

মাচ্ছন্দঃ। প্রমাচ্ছন্দঃ। প্রতিমাচ্ছন্দঃ। যজুর্ব্বেদ

মাচ্ছন্দ, প্রমাচ্ছন্দ এবং প্রতিমাচ্ছন্দ ইহা হইতেই ক্রমশঃ ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক হইল।

পৃথিবীচ্ছন্দঃ অন্তরীক্ষং চ্ছন্দঃ দ্যৌশ্ছন্দঃ নক্ষত্রাণিচ্ছন্দঃ বাক্-ছন্দঃ কৃষিচ্ছন্দঃ গৌশ্ছন্দঃ অজাচ্ছন্দঃ। শুক্ল যজুর্ব্বেদ

এই পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাক্য, কৃষি, গো, অজ, অশ্ব এ সকলই ছন্দ বা স্পন্দন হইতে উৎপন্ন।

চ্ছন্দাংসি ততবিশ্বরূপাণি। (শতপথ ব্রাহ্মণ)

ছন্দই বিশ্বের রূপ।—

তোমার কথিত শ্রুতিগুলিতে তিনি ঈক্ষণ-কামনা-ইচ্ছা করিলেন। ইহার দ্বারাই তো স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে সৃষ্টির মূল শব্দ। তাঁহার সঙ্কল্প

বা ইচ্ছা হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। জগতের ক্রিয়া সঙ্কল্প। যেখানে ক্রিয়া আছে সেই খানেই চলন আছে। শব্দ ব্যতীত চলন বা স্পন্দন হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা বিদিত হওয়া গেল, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। দেবতাগণ পরোক্ষপ্রিয়। তাই শাস্ত্রে সব তত্ত্ব পরোক্ষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাকে প্রাণস্পন্দন বলিয়াছেন। "অতএব শ্রুতিমতে স্পন্দনই বিশ্বের মূল। এই স্পন্দনই ব্রহ্মের জগনক্রিয়া বা সঙ্কল্প। সুতরাং ইহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। ইহা ব্রহ্মসত্তাবই রূপান্তর, অবস্থান্তর বা আকারবিশেষ মাত্র।" (উপনিষদের উপদেশ।)

শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে ও মুণ্ডকভাষ্যে ইহাকে "জায়মানাবস্থা" ও "ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থা" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আগন্তুক ও কাদাচিৎকত্ব অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। ঐ পাদটীকা

"শ্রুতিমতে ঈশ্বরের বহু হইবার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সঙ্কল্প জগনেরই ক্রিয়া। কিন্তু জগনের ক্রিয়া হইতে হইলেই অস্ফুট শব্দরূপে উহা অভিব্যক্ত হয়। জগনক্রিয়া ও শব্দ পরস্পর সম্পৃক্ত···, এই জন্যই জগৎ শব্দাত্মক, অতএব জগনের প্রথম অভিব্যক্তি শব্দাত্মক।" ঐ

আরও শ্রবণ কর। নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম বলেন—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

কঠোপনিষৎ ৪৪।১৫

সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, নিখিল তপস্যা

যাঁহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, যাঁহার লাভের ইচ্ছায় মানবগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন, আমি সংক্ষেপে সেই পাদ বলিতেছি—ওম্ই সেই প্রাপ্তব্য।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ঐ ৪৫।১৬

এই ওঙ্কারই প্রসিদ্ধ অপর ব্রহ্ম, এই ওঙ্কারই প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্ম। এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ঐ ৪৬।১৭

এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এই ওঙ্কার-অবলম্বনই কৈবল্য। এই আশ্রয়কে জানিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্
ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং
তদপ্যোঙ্কার এব॥ ১॥
সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ ২॥
মাণ্ডূক্যোপনিষৎ॥

ওঁ এই অক্ষর ক্ষরণরহিত পরমপদ। ইহা সমস্ত স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গমাত্মক জগৎ। ওঙ্কারের সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত ওঙ্কারই। এই সমস্ত ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ অর্থাৎ চারিটি অবস্থাবিশিষ্ট।

পর প্রণব পর ব্রহ্ম। আর অপর প্রণব প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা ইত্যাদি নামে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, এই অপর প্রণবই নাদ, শব্দব্রহ্ম।

শিষ্য। অপর প্রণব যে শব্দব্রহ্ম ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

বিষ্ণুপুরাণ

শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম এই দুই ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্মে কুশল হইয়া পরব্রহ্মে অধিকতরভাবে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ একীভূত হয়।

শিষ্য। ওঙ্কার প্রথমে উৎপন্ন, তিনি প্রথম শব্দ, ইহা ঠিক এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আচ্ছা শ্রবণ কর—

কার্য্যং যত্র বিভাব্যতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকং
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতঃ শব্দান্বয়ী সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চৈব তথাদিমা কৃতিবিশেষত্বাদভূত্ স্পন্দিনী
শব্দশ্চোদভবত্তথা প্রণব ইত্যোঙ্কাররূপঃ শিবঃ॥ শিবসংহিতা

অর্থাৎ যথায় কোন প্রকার কর্ম্ম হয় তথায় অবশ্যই স্পন্দন বা কম্পন হওয়া সম্ভবপর; যথায় স্পন্দন আছে তথায় শব্দ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ফলত সৃষ্টিরূপী কার্য্যের সময় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাময়ী প্রকৃতির যে প্রথম স্পন্দন বা হিল্লোলধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে তাহাই আর্য্য সাধন-বিজ্ঞানে অপূর্ব্ব শিবরূপী নাদাঙ্গীভূত বিন্দুর বিশ্লেষণরূপ অ উ ম ওঙ্কার।

জ্ঞানপ্রদীপ ২য় খণ্ড

ক্রিয়াশক্তিপ্রধানায়াঃ শব্দশব্দার্থকারণম্।
প্রকৃতের্বিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দব্রহ্মাভবৎ পরম্॥ রাঘবভট্টধৃতবচন

আরও শ্রবণ কর—ক্রিয়াশক্তি প্রধান বিন্দুরূপিণী প্রকৃতি হইতে শব্দ-শব্দার্থকারণ শ্রেষ্ঠ শব্দব্রহ্ম হইয়াছেন।

ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মাপরোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥

সারদাতিলক প্রথম পটল

শক্ত্যবস্থারূপ যে প্রথম বিন্দু, তাহা ভিদ্যমান হইলে অব্যক্তাত্মা বর্ণাদি বিশেষ রহিত অখণ্ড নাদ মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

সৃষ্ট্যুন্মুখপরমশিবপ্রথমোল্লাসমাত্রমখণ্ডোঽব্যক্তঃ।
নাদবিন্দুময় এব ব্রহ্মাত্মকশব্দঃ শব্দব্রহ্ম॥

সৃষ্টি করিতে উন্মুখ পরম শিবের প্রথম উল্লাস মাত্র অখণ্ড অব্যক্ত নাদবিন্দুময় ব্যাপক ব্রহ্মাত্মক শব্দ শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার।

দয়াল মহারাজ বলিয়াছেন—শব্দই সকলের মূল। আদি শব্দই প্রণব। প্রণবই বেদ। এইজন্য বেদকে শব্দব্রহ্ম বলে। এই শব্দ যেখান হইতে প্রথম প্রস্ফুটিত হয় তাহাই পরব্রহ্ম। ভাব যখন শান্ত থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। পরম শান্ত ব্রহ্মে স্বভাবত যে চলন হয় তাহাই তাঁহার স্পন্দন। ইহাই ভাবনা, আদি স্পন্দন। চিদাকাশে প্রথম শব্দ প্রণব। ঐ শব্দ ছন্দের মত তালে তালে চিদাকাশে প্রসারিত হয়। প্রথমে প্রণব সপ্তচ্ছন্দে প্রসারিত হয়। তাহা হইতে বহু বিকৃতি ছন্দও উঠে। প্রকৃতি ছন্দ ও বিকৃতি ছন্দ লইয়াই জগৎ।

"প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্তু পরং জ্যোতিঃ।"

পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চিদাকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল। ক্রমে সপ্ত ব্যাহৃতির সহিত এই প্রণব প্রকাশিত হইলেন। প্রণবের মূর্ত্তিই এই জগৎ। তবেই দেখ শব্দ হইতেই জগৎ। আর মহাপ্রলয়ে জগৎ শব্দে লয় হইবে। শব্দ আবার স্পন্দিত হইতে হইতে ধীরে ধীরে সেই চিদাকাশে লয় হইবে, সমস্ত শব্দ সমস্ত ভাষা যখন এক অখণ্ডভাবে মিলিত হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

বল আর সংশয় আছে ?

শিষ্য। আজ্ঞা না।

গুরু। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ।

ছান্দোগ্য ৩।১২ ৩য় খণ্ড।

এই দৃশ্যমান যাহা কিছু পদার্থ তৎসমস্তই গায়ত্রী স্বরূপ। বাক্ শব্দই গায়ত্রী। কেননা বাক্ (শব্দই) এই সমস্ত ভূতের নাম কীর্ত্তন করে এবং মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে রক্ষা করে। ইহা দ্বারাও বলা হইল শব্দনাদই—দৃশ্যমান যাহা কিছু পদার্থ।

শিষ্য। ঋগ্বেদ সৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

গুরু। সা মা সত্যোক্তিঃ পরিপাতু বিশ্বতো
দ্যাবা চ যত্র ততনন্নহানি চ।
বিশ্বমন্যং নিবিশতে যদেজতি
বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্য্যঃ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৩৭।২

"যে সত্যোক্তি দ্বারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দিন ও রাত্রির প্রসার হইয়া থাকে, যে সত্যোক্তিতে নিখিল প্রাণিজাত বিশ্রাম করে, শ্রান্ত হইলে যাঁহার শ্রান্তিহর আরামদায়ি ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে, প্রলয়কালে লীন হইয়া থাকে, সে সত্যোক্তি হইতে প্রাণিমাত্রের কম্পন, বিচলন হইয়া থাকে, জলের নিয়ত স্পন্দন হয়, সূর্য্যের সর্ব্বদা উদয় হয়, সেই সত্যোক্তি আমায় সর্ব্বদা রক্ষা করুন।···বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে আমার হৃদয়কে প্রোৎসারিত করুন॥"

যোগত্রয়ানন্দের শিবরাত্রি ও শিবপূজা (উপক্রমণিকা)

" 'উক্তি' 'বচন' বাক্ শব্দ এই অর্থের বাচক। পরমাণুর স্পন্দন হইতে মহতের স্পন্দন পর্য্যন্ত সকল স্পন্দনই সত্যোক্তির স্পন্দন, সত্যোক্তির সস্পন্দ অবস্থাই সগুণ বেদ বা বিশ্বজগৎ—হিরণ্যগর্ভপদবোধ্য।"—ঐ

"কি আন্তর জগৎ, কি বাহ্য জগৎ, পরাদি চতুর্ব্বিধ শব্দই উভয়ের কারণ। কার্য্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। শব্দই আন্তর জগৎ এবং ইহারাই বাহ্য জগদাকার ধারণ করে।"—ঐ

শক্তিময় পরব্রহ্ম পরপ্রণব জগদাকার ধারণ করিবার সময়ে বিন্দু, নাদ ও বীজ এই ত্রিধা ভিন্ন হন—পুরুষ, প্রকৃতি, কাল এই ত্রিবিধ ভাবে বিবর্ত্তিত হন। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ চিদচিদাত্মক।

শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ॥ বাক্যপদীয়

বেদজ্ঞ পুরুষগণ বিশ্ব জগৎকে শব্দের পরিণাম বলিয়া থাকেন। শব্দ হইতে যে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, আশা করি, এ সম্বন্ধে তোমার আর কোন সংশয় নাই।

শিষ্য। সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব জটিল। কেহ বলেন প্রকৃতি হইতে জগৎ, কেহ বা পরমাণু, কেহ বিজ্ঞান, কেহ তপঃ, কেহ কাল হইতে—সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করেন। ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে কি ?

গুরু। অবশ্যই পারে। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি ওঙ্কার প্রথম শব্দ। ওঙ্কার অ উ ম; অকারটি স্পন্দন, উকারটি প্রাণ, মকারটি শব্দ। তিনটিকে পৃথক্ করিবার কোন উপায় নাই।

অকারঃ সাত্ত্বিকোজ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তামসঃ প্রোক্তস্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে॥ ৯৮

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ।
ঈশ্বরান্নির্গতা সা হি প্রকৃতিগুর্ণবন্দনা ॥ ৯৯
সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী।
অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা যশস্বিনী ॥ ১০০

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র

অকার সাত্ত্বিক, উকার রাজস, মকার তামস। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, অক্ষরা প্রকৃতি ও স্বয়ং ঈশ্বর অক্ষর ঈশ্বর হইতে নির্গতা। সেই প্রকৃতি গুণের দ্বারা বন্ধনকারিণী, তিনিই সৃষ্টিসংহারকারিণী, পালিনী, শক্তিমায়া, আবার মোহিনী অবিদ্যা যিনি, তিনি সেই বিখ্যাতা শব্দরূপিণী প্রকৃতি।

তাহা হইলে বুঝিলে তো শব্দময় মকার পাদটিই প্রকৃতি। যিনি পুরুষাভিমুখিনী তিনি মায়া, এবং যিনি সৃষ্টি-অভিমুখিনী তিনি অবিদ্যা।

পরমাণু, শক্তি, বিজ্ঞান, তমঃ, তপঃ, কাল সবই "শব্দের" নামান্তর।

নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তামাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরেত্বণূন্ ॥

যোগবাশিষ্ঠ

নামরূপ হইতে বিশেষভাবে নিঃশেষে মুক্ত এই জগৎ যাহাতে অবস্থান করে, কেহ তাহাকে প্রকৃতি, কেহ বা মায়া, অন্য কেহ অণু বলিয়া থাকেন।

কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥

দেবীভাগবত ৭।৩২

কেহ তপ, কেহ তম, কেহ বা জড়, কেহ বা জ্ঞান, মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, শক্তি, অজা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন।

তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মৃতা।
সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যা গুণমিশ্রিতা॥

দেবীভাগবত ৭।৩২

হে রাজন্ প্রকৃতি দ্বিবিধা সত্ত্বাত্মিকা মায়া, আর গুণমিশ্রিতা অবিদ্যা।

অন্তর্মুখা তু যাবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে।
বহির্মুখী তু যা মায়া তমঃশব্দেন চোচ্যতে॥

দেবীভাগবত ১২।৮

অন্তর্মুখী অবস্থা মায়া এবং বহির্মুখী অবস্থা অবিদ্যা।

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুংক্তে পরমাণুতাম্।
সতোঽবিশেষভুগ্ যস্তু স কালঃ পরমো মহান্॥

ভাগবত ৩।১১।৪

কালাখ্য ভগবচ্ছক্তি যখন পরমাণু অবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরমাণু শব্দে এবং যখন অবিশেষ বা সাকল্য অবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরম মহান্ শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। এইবার বুঝিলে তো এক শব্দই নানা নামে অভিহিত হইয়াছেন, বস্তুভেদ নাই মাত্র নামভেদ।

তৃতীয়া মহতী শক্তির্নিহন্ত্রী সকলং জগৎ।
তামসী মে সমাখ্যাতা কালাখ্যা রুদ্ররূপিণী॥

অদ্ভুতরামায়ণ ২৩

রুদ্ররূপিণী তামসী শক্তির নাম কাল।

শিষ্য। এক "শব্দের" প্রকৃতি, পরমাণু, কাল প্রভৃতি নানা

আখ্যা—এ তত্ত্ব বিদিত হওয়া অতি সুকঠিন। আপনার কৃপায় আমার শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে আর কোন সংশয় নাই।

গুরু। আরও শ্রবণ কর—

এক এব শিবঃ সাক্ষাদ্ দ্বিধাসৌ সমবস্থিতঃ।
স্ত্রীপুংসভাবেন তয়োর্ভেদ ইত্যপি কেচন ॥ ৩১ ॥

শিবপুরাণ বায়বীয়সংহিতা

এক শিবই স্ত্রীপুরুষ দ্বিপ্রকারে অবস্থান করিতেছেন।

পরমার্থতস্তু সা শক্তিঃ শক্তিমতঃ শিবাদভিন্না ॥

পরমার্থত সেই শক্তি শক্তিমান্ শিব হইতে অভিন্না।

"এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই ঈশ্বর ও মহামায়া নামে, দ্বৈত দুই বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে।"

এক এব তু ভূতাত্মা গুণমাদায় চিন্ময়ঃ।
অর্দ্ধেন নারী সংকল্প্য হ্যর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ ॥ কাশীখণ্ড

এক চৈতন্যময় পরমাত্মা সগুণ হইয়া অর্দ্ধ অঙ্গ নারী এব অর্দ্ধ অঙ্গের দ্বারা পুরুষ হইয়াছেন। পরব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি সর্ব্বদা জড়িত। ব্রহ্ম শক্তিময়। প্রচুর শক্তি থাকিলেও তিনিই শক্তি এ কথা বলা যায় না। তিনি শক্তির স্রষ্টা। শক্তি তাঁহার—

সামুদ্রো হি তরঙ্গো ন পুনস্তারঙ্গঃ সমুদ্রঃ।

হঙ্কারো বিন্দুরিত্যুক্তো বিসর্গঃ স ইতি স্মৃতঃ।
বিন্দুঃ পুরুষ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকো হংসস্তদাত্মকমিদং জগৎ ॥

হঙ্কার বিন্দু পুরুষ, সকার বিসর্গ প্রকৃতি, হংস পুংপ্রকৃত্যাত্মক। জগৎ তদাত্মক। মনে আছে যে নাদ উভয়াত্মক ?

শব্দ হইতে জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য পূজ্যপাদ নাগেশ ভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জূষা গ্রন্থে বলিয়াছেন—

প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেন প্রক্ষয়াল্লীনসর্ব্বজগৎকা মায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃপ্রাদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ। অপরিপক্ব-প্রাণিকর্ম্মভিঃ কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ স্বফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টির্মায়াপুরুষৌ প্রাদুর্ভবতঃ। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দু-রূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোর-চিদংশো বীজং চিদচিন্মিশ্রোঽংশো নাদঃ চিদংশো বিন্দুঃ। অচিচ্ছব্দেন শব্দার্থোভয়সংস্কাররূপাবিদ্যোচ্যতে। অস্মাদ্‌বিন্দোঃ শব্দব্রহ্মাপরনামধেয়ং···নাদমাত্রমুৎপদ্যতে॥ (যোগত্রয়ানন্দকৃত আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ)

নিয়তকালপরিপক্ব প্রাণিকর্ম্ম উপভোগ দ্বারা প্রক্ষীণ হইলে জগৎ স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়। লয় হয় বলাতে একবারে প্রধ্বস্ত বলা হইল না। লয় প্রাদুর্ভাবফলক, ইহা আত্যন্তিক নাশার্থক নহে। প্রলয় অবস্থায় কিছুকাল অবস্থান করিবার পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে প্রাণীদিগের সকামভাবে কৃত কর্ম্মসকল যখন ফলদানে উন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির বিকাশ হয়। তৎপরে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হয়। ইহারই নাম শক্তিতত্ত্ব। বিন্দুর অচিদংশ বীজ, চিদচিদ্‌মিশ্র অংশ নাদ এবং চিদংশ বিন্দু। অচিৎ এই শব্দ দ্বারা শব্দার্থোভয়সংস্কাররূপা অবিদ্যা লক্ষিত হইয়াছে। চৈতন্যাধিষ্ঠিত

প্রকৃতি বা শক্তির পুংকালাদিব্যপদেশই, ক্রিয়াপ্রধান অবস্থাই, নাদ শব্দে অভিধেয়। এই বিন্দুনাদলক্ষিত পদার্থের অপর নাম শব্দব্রহ্ম। শব্দ তবে কি? আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার বলেন—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার নাদাভিব্যক্ত নাদ দ্বারা বহিঃ প্রকাশিত অবস্থাকে আমরা সাধারণত শব্দ বলিয়া বুঝিয়া থাকি। "সারদাতিলক বলিতেছেন—বিন্দু যাহা তাহা শিবাত্মক। বীজ যাহা তাহা শক্ত্যাত্মক এবং নাদ যাহা তাহা শিবশক্ত্যাত্মক বা চিদচিদাত্মক। 'শিবাত্মতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্ত্যাত্মতয়া নাদসংজ্ঞঃ সম্বন্ধরূপেণ নাদসংজ্ঞঃ'। প্রণবের মধ্যে আমরা অ উ ম অর্দ্ধমাত্রা নাদ ও বিন্দু এই ছয় অংশই পাইয়া থাকি।" দয়াল মহারাজ

শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ শব্দই ঘনীভূত হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। শব্দই আধিভৌতিক পদার্থসমূহ। নাদই আধিদৈবিক সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদি এবং নাদই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও নাদই পরা প্রকৃতিরূপ সৃষ্ট জগতে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে—ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ তো?

শিষ্য। হাঁ দেব!

গুরু। অতঃপর নাদব্রহ্মের বাঙ্ময়ী লীলার কথা বলিব।

—(៖০៖)—

৺৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

শ্রীমতে সদ্‌গুরবে দাশরথয়ে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

দ্বিতীয় হিল্লোল

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমত্বেন সদোদিতায় পূর্ণায়
চিদ্‌বিলাসবিলাসায় ওঁকারায় নমঃ।
অর্দ্ধমাত্রামমাত্রাঞ্চ দেবতাং বিজনোজ্জ্বলাম্।
ওঁকাররূপিণীং দেবীং নিত্যং বন্দে সুনির্ম্মলাম্॥

শিষ্য। দেব! বলুন নাদব্রহ্মের অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী।

গুরু। বেদ বলিতেছেন—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষ-
ত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী
সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥

ঋগ্বেদসংহিতা ১।১৬৪।৪১

"সৃষ্টিসময়ে পরমপদ পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবী, জল-তরঙ্গের ন্যায় বর্ণ পদ বাক্য ইত্যাদি রচনা করিতে করিতে শব্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি প্রণবরূপে একপদী হইয়া ব্যোমময় পুরুষের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইলেন; অনন্তর ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রীরূপে দ্বিপদী হইলেন; পরে বেদচতুষ্টয়রূপে চতুষ্পদী; তদনন্তর ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দ নিরুক্ত জ্যোতিষ) ও পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-রূপে অষ্টাপদী হইলেন; অনন্তর ন্যায় মীমাংসা সাংখ্য যোগ পঞ্চরাত্র পাশুপত আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদরূপে নবপদী হইয়া আবির্ভূতা হইলেন; তদনন্তর অনন্তবাক্‌সন্দর্ভরূপে এই সর্ব্ববর্ণময়ী সর্ব্বধ্বনিময়ী এই সহস্রাক্ষরা বাগ্‌দেবী পরম ব্যোম হইতে আবির্ভূতা হইলেন।"

সারদাতিলক প্রথম পটল :—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্তস্মাদ্‌বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপ সপ্রকৃতিক পরমেশ্বর হইতে প্রথমে তাঁহাতে একীভূতা যে শক্তি ছিলেন তিনি আবির্ভূতা হইলেন। তাহা হইতে নাদ ঘোষ, তাহাই বীজ, নাদ হইতে বিন্দুপ্রণব উৎপন্ন হয়।

পরাশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়াঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥

পরাশক্তিময় বিন্দু প্রণব ত্রিপ্রকারে ভিন্ন হন। বিন্দু নাদ আর বীজ তাহার ত্রিপ্রকার ভেদ কথিত হয়। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক এবং নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্তির সমবায়স্বরূপ। ইহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মাপরোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥

প্রাণতোষিণীধৃত সারদা

পরম বিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অপর প্রণব আবির্ভূত হইলেন। আগম-পারদর্শী মহাত্মাগণ ইহাকে শব্দব্রহ্ম বলিয়াছেন।

কুব্জিকাতন্ত্র প্রথম পটল ঃ—

আসীদ্‌বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিসমুদ্ভবঃ।
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমা কলা॥
নাদাচ্চৈব সমুৎপন্না অর্দ্ধবিন্দুর্মহেশ্বরি।
সার্দ্ধত্রিতয়বিন্দুভ্যো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী॥
নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্ব্বভূতপ্রকাশিনী।
আনন্দরূপিণী দেবী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশিনী॥

পরব্রহ্মে নির্গুণা শক্তি বিন্দুরূপে একীভূতা ছিলেন। সিসৃক্ষা হইলে প্রথমে নাদ, পরে নাদ সগুণ ব্রহ্ম হইতে শক্তি উৎপন্ন হইলেন। হে মহেশানি! নাদ চিৎস্বরূপিণী পরমা কলা; নাদ হইতে অর্দ্ধবিন্দু সঞ্জাত হইলেন। সার্দ্ধ-ত্রিতয় (সাড়ে তিন) বিন্দু হইতে সংসারপবনগ্রাসিনী ভুজঙ্গিনী কুলকুণ্ডলিনী নির্গুণা সগুণা সনাতনী ব্রহ্মরূপা চৈতন্যরূপা সর্ব্বভূতপ্রকাশকারিণী আনন্দরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মানন্দ-প্রকটন-কারিণী দেবী আবির্ভূতা হইলেন।

শিষ্য। তাহা হইলে কুণ্ডলিনীশক্তি সগুণা নির্গুণা চৈতন্যরূপিণী।

গুরু। হাঁ বৎস! সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে ঃ—

চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতম্।
তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং।
বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদিভেদতঃ ॥

সেই ভিদ্যমান বিন্দুরূপ চৈতন্য কুণ্ডলীস্বরূপ অর্থাৎ প্রণবাকার, প্রাণিগণের দেহমধ্যগত হইয়া বর্ণস্বরূপে প্রকাশিত হন—সর্ব্বভূতের চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম, ইহাই আমার অভিমত।

শিষ্য। তাহা হইলে চৈতন্য শব্দব্রহ্ম কুণ্ডলিনী প্রণব—চারিটি একই।

গুরু। হাঁ বৎস!

প্রপঞ্চসার চতুর্থ পটলে উক্ত হইয়াছে—

গতো বো বীজতামেষ প্রাণিষ্বেব ব্যবস্থিতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডং গ্রস্তমেতেন ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমম্॥
নাদঃ প্রাণশ্চ জীবশ্চ ঘোষশ্চেত্যাদি কথ্যতে ॥

কারণরূপ সেই এই ওঙ্কার সমস্ত প্রাণিতে সম্যগ্ অবস্থিত আছে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ইহার দ্বারা ব্যাপ্ত আচ্ছন্ন পরিপূর্ণ হইয়া আছে; নাদ প্রাণ জীব ঘোষ ইত্যাদি নামে ইনি কথিত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। নাদই যে জীবাত্মা ইহাতে তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। নাদ প্রাণ জীব ঘোষ একই পদার্থ—তার পর বলুন।

গুরু। শ্রবণ কর—

এষ পুংস্ত্রীনিয়মিতৈর্লিঙ্গৈশ্চ সনপুংসকৈঃ।
রেফো মায়া বীজমিতি ত্রিধা সমভিধীয়তে ॥
শক্তিঃ শ্রীঃ সন্নতিঃ কান্তির্লক্ষ্মীর্মেধা সরস্বতী।
ক্ষান্তিঃ পুষ্টিঃ স্থিতিঃ শান্তিরিত্যাদ্যৈঃ স্বার্থবাচকৈঃ ॥

নানাবিকারতাং প্রাপ্তৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভাবৈর্বিকল্পিতৈঃ।
তামেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সন্তো হৃদয়গাং বিদুঃ॥

ইনি পুরুষ স্ত্রী নপুংসক লিঙ্গের দ্বারা নিবদ্ধ হন। ইনি অগ্নি মায়া বীজ ত্রিধা হইয়া ত্রিভুবন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ইনি শক্তি শ্রী সন্নতি কান্তি লক্ষ্মী মেধা সরস্বতী ক্ষান্তি পুষ্টি স্থিত শান্তি ইত্যাদি স্বার্থবাচক শব্দের দ্বারা নানারূপ বিকারভাব প্রাপ্ত নিজ নিজ ভাবে বিশেষরূপে কল্পিতা হন। কোন কোন যোগী পুরুষ ইঁহাকে হৃদয়কমল-বিহারিণী কুণ্ডলিনী বলিয়া অবগত আছেন।

শিষ্য। তাহা হইলে এক নাদব্রহ্মই সকল সাজে সাজিয়া লীলা করিতেছেন। সত্ত্বগুণের আধিক্যে বিদ্যারূপিণী সংসারক্ষয়কারিণী এবং তমোগুণের আধিক্যে সংসারদায়িনী এই তো—

গুরু। হাঁ বৎস! পুনরায় শ্রবণ কর—

সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতকধ্বনিঃ।
আকৃতিং স্বেন ভাবেন পিণ্ডিতাং বহুধা বিদুঃ॥

সেই দেবী সতত ভ্রমরের সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় ধ্বনি করিতেছেন, স্বীয়ভাবে আকৃতিকে সংহত করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন :—

কুণ্ডলী সর্ব্বথা জ্ঞেয়া সুষুম্নানুগতৈব সা।
চরাচরস্য জগতো বীজত্বাদ্ মূলমেব তৎ॥
মূলস্য বিন্দুযোগেন শতানন্দ ত্বদুদ্ভবঃ।
রেফান্বিতেকারাকারযোগাদুৎপত্তিরেতয়োঃ॥

কুণ্ডলী সর্ব্বপ্রকারে সুষুম্নার অনুগতা। চরাচর জগতের বীজত্বহেতু তাহা মূল ও মূলের বিন্দুযোগে হে শতানন্দ তোমার উদ্ভব; তাহা হইতে রেফযুক্ত ইকার এবং অকার যোগহেতু এই উভয়ের উৎপত্তি।

হকারাখ্যোভবাংস্তেন হরিরিত্যেষ শব্দ্যতে।
হরত্বমস্ত তেনৈব সর্ব্বাত্মত্বং মমাপি চ ॥
অস্য বিন্দোঃ সমুৎপত্ত্যা তদন্তে সোঽহমুচ্যতে।
স হংকারঃ পুমান্ প্রোক্তঃ স ইতি প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥
অজপেয়ং মতাশক্তিস্তথা দক্ষিণবামতঃ।
বিন্দুর্দক্ষিণভাগস্তু বামভাগো বিসর্গকঃ ॥
তেন দক্ষিণবামাখ্যৌ ভাগৌ পুংস্ত্রীবিশেষিতৌ।
বিন্দুঃ পুরুষ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতির্মতা।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকো হংসস্তদাত্মকমিদং জগৎ ॥

প্রপঞ্চসার চতুর্থ পটল

হকারের উৎপত্তি হেতু হরি বলিয়া কথিত হন অর্থাৎ হকার ঐ নাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হেতুই হকারের উদ্ভবস্থানহেতু ইহার হরত্ব সর্ব্বাত্মত্ব, আমারও হরত্ব সর্ব্বাত্মত্ব। এই বিন্দুর সম্যক্ উৎপত্তি হেতু শেষে সোঽহম্ বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ হংস শেষে সোঽহমে পরিণত হইয়া থাকে। সেই "হং"কারটি পুরুষ এবং "স"কারটি প্রকৃতি—এই অজপাশক্তি দক্ষিণ এবং বামে অবস্থিত। বিন্দু দক্ষিণ ভাগ (•) বাম ভাগ বিসর্গ (ঃ)। সেই হেতু সেই দক্ষিণ এবং বাম ভাগ পুরুষ এবং স্ত্রী কর্ত্তৃক প্রভেদিত হইয়াছে। বিন্দু পুরুষ, বিসর্গ প্রকৃতি, পুরুষপ্রকৃত্যাত্মক "হংসঃ"—এই জগৎ তদাত্মক অর্থাৎ তৎস্বরূপ, পুরুষের স্বরূপ বিদিত হইয়া সোহং ভাব প্রাপ্ত হয়; এই নাদব্রহ্মের "সোহং" পরম মন্ত্র। সকার এবং হকার লোপ করিয়া পূর্ব্বরূপ সন্ধি করিলে প্রণব হয়।

পুংরূপং সা বিদিত্বা স্বং সোঽহংভাবমুপাগতা।
স এব পরমাখ্যোঽয়ং মন্ত্ররস্য মহাত্মনঃ ॥

সকারঞ্চ হকারঞ্চ লোপয়িত্বা প্রয়োজয়েৎ।
সন্ধির্বৈ পূর্ব্বরূপাখ্যং ততোহসৌ প্রণবো ভবেৎ॥
তারাদ্ বিভক্তাচ্চরমাংশতঃ স্যু-
র্ভূতানি খাদীন্যথ মধ্যমাংশাৎ।
ইনাদি-তেজাংসি চ পূর্ব্বভাগাৎ
শব্দাঃ সমস্তাঃ প্রভবন্তি লোকে॥

ওঙ্কারের বিভক্ত চরমাংশ হইতে আকাশাদি ভূতগণ, মধ্যমাংশ হইতে সূর্য্যাদি তেজ সকল এবং পূর্ব্বভাগ হইতে জগতে সমস্ত শব্দসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।

শিষ্য। অবতরণক্রম ওঁ সোহং হংসঃ—

গুরু। হাঁ, হংসই মূল মন্ত্র প্রপঞ্চসারে কথিত হইয়াছে।

মূলার্ণমর্ণবিকৃতীর্বিকৃতের্বিকৃতীরপি।
তৎপ্রভিন্নানি মন্ত্রাণি প্রয়োগাংশ্চ পৃথগ্ বিধান্।
বৈদিকান্ তান্ত্রিকাংশ্চৈব সর্ব্বানিত্থমুবাচ হ॥

মূলবর্ণ হংস, তাহার বিকৃতি অকারাদি ক্ষকারন্ত বর্ণসমূহ। বিকৃতির বিকৃতি বর্ণসংযোগাদি। তাহার দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত পৃথগ্ বিধ প্রযোগসকল, বৈদিক তান্ত্রিক সমস্ত মন্ত্রসমূহ।

প্রণবাজ্জায়তে হংসো হংসঃ সোঽহংপরো ভবেৎ।
সোঽহংজ্ঞানং মহাজ্ঞানং যোগিনামপি দুর্ল্লভম্॥
নিরন্তরং ভাবয়েদ্‌যঃ স এব পরমং ভবেৎ।
হং পুমান্ স স্বরূপেণ চন্দ্রেণ প্রকৃতিস্তু সঃ।
এতদ্ধংসং বিজানীয়াৎ সূর্য্যমণ্ডলভেদকম্॥

বিপরীতক্রমেণৈব সোহংজ্ঞানং যদা ভবেৎ।
তদৈব সূর্য্যগঃ সিদ্ধো বাসুদেবপ্রপূজিতঃ॥ রুদ্রযামল

প্রণব হইতে হংস উৎপন্ন হয়; হংস বিপরীতক্রমে সোহং হইয়া থাকে। মহাজ্ঞান সোহংজ্ঞান যোগিগণেরও দুর্লভ; যিনি নিরন্তর ভাবনা করেন তিনিই পরব্রহ্ম হন। স্বরূপে "হ" পুরুষ, আর চন্দ্র স্বরূপে সঃ প্রকৃতি (ভোগ্যরূপে),—সূর্য্যমণ্ডলভেদক এই হংসকে বিশেষরূপে জানিবে। বিপরীতক্রমে যখন সোহং জ্ঞান হয় তখনই সূর্য্যগ সিদ্ধ বাসুদেবের ন্যায় উত্তমরূপে পূজিত হন।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হংস হংস স্পন্দন চলিয়াছে। এই হংস স্পন্দনই স্থূল বস্তুসকলকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। এই হংসই অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। অণু পরমাণুতে এই স্ত্রীপুরুষ বর্ত্তমান, পশুপক্ষী বৃক্ষলতাতে এই আদি দম্পতি বিহার করিতেছেন।

"পুরুষের বাম ভাগ স্ত্রী এবং স্ত্রীর দক্ষিণ ভাগ পুরুষ—পুরুষের বাম কর্ণ বাম চক্ষু বাম নাসা বাম বাহু বাম পদ স্ত্রী এবং স্ত্রীগণেরও দক্ষিণ ভাগস্থ চক্ষু কর্ণাদি পুরুষ। নিশ্বাস চারি দণ্ড করিয়া প্রতি নাসায় প্রবাহিত হয়। প্রশ্বাস বাম নাসায় ইড়ায় প্রবাহসময়ে মাতৃশক্তি প্রবুদ্ধ হয় এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় বহনকালে পিতৃশক্তি জাগরিত হইয়া থাকে।"

অধিক কি বলিব বৎস! অণু পরমাণু সবই পুরুষ-প্রকৃতিতে গঠিত, স্থিত এবং শেষে তাহাতেই লীন হইবে। একমাত্র নাদব্রহ্ম লীলা করিবার জন্য স্থূল সূক্ষ্ম নানারূপ ধারণ করিয়াছেন,—বুঝিতে পারিতেছ তো?

শিষ্য। শুনিলাম। বুঝিবার মত বুঝা বা নাদব্রহ্মের স্বরূপ

দর্শন করা তো আমার সাধ্য নহে ; শুধু আপনার কৃপা আপনার অপার করুণা ভিন্ন তো সত্যদর্শনে সমর্থ হইব না। প্রভো! কৃপা করুন, অতি পতিত অধমের অধম আমি, আমায় কৃপা করিয়া কৃপা করুন।

গুরু। বৎস, তোমার কোন চিন্তা নাই, যখন তোমায় গ্রহণ করিয়াছি তখন তুমি নিশ্চিন্ত হও। অতঃপর শ্রবণ কর :—

অথর্ব্ববেদসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

ধীতী বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেঽবদন্নৃতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েণামন্বত নাম ধেনোঃ ॥ ৭।১।১

ভাষ্যানুবাদ—

মনোগত ভাবের বিবক্ষু পুরুষের কিরূপে কোন্ ক্রমে শব্দের অভিব্যক্তি হয়? অভিলষিত অর্থে বিবক্ষু পুরুষের তদ্বাচক শব্দ প্রয়োগার্থ যে ইচ্ছা হয় সেই ইচ্ছা হইতে প্রযত্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই প্রযত্ন হইতে মূলাধারে প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দ জন্মে। প্রাণবায়ুর উক্ত পরিস্পন্দ হইতে সকল শব্দের মূল কারণভূত নিস্পন্দ সূক্ষ্ম পরা বাক্ আবির্ভূতা হন। মূলাধার হইতে ইনি যখন নাভিদেশ প্রাপ্ত হন তখন ইঁহার সামান্য জ্ঞানরূপা পশ্যন্তীনাম্নী অবস্থার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে—বিবক্ষিত পদার্থ দর্শন করেন বলিয়া ইনি পশ্যন্তী এই নামে উক্ত হন। পশ্যন্তী বাক্ যখন হৃদয়দেশ প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার মধ্যমা এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে, অর্থবিশেষে নিশ্চয়বুদ্ধিযুক্ত মধ্যদেশে অবস্থান নিবন্ধন ইনি মধ্যমা এই নামে অভিহিতা হন। এই মধ্যমা বাক্ যখন কণ্ঠ তাল্বাদি স্থানে বর্ণরূপে অভিব্যক্ত হন তখন ইনি বৈখরী শব্দে উক্তা হইয়া থাকেন। বৈখরী শব্দই অর্থপ্রত্যায়নক্ষম; এতদ্দ্বারা স্বীয় জ্ঞান নিজ মনোগত ভাব অন্যকে জানান যায়। বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী পরা—ইহারা যথাক্রমে শব্দব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর

সূক্ষ্মতম অবস্থা বা পর্ব্ব। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গমনই যোগ বা সমাধি।

"জগদাকারে বিবর্ত্তিত পরমাত্মার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয়—এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাই যথাক্রমে শব্দব্রহ্মের বৈখরী-আদি চতুর্ব্বিধ অবস্থা।"

"মনস্তৎ পূর্ব্বং বাচো যুজ্যতে মনো হি পূর্ব্বং বাচো যদ্ধি মনসাভিগচ্ছতি তদ্‌বাচা বদতি॥" তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ

অর্থাৎ মন যাহা উপলব্ধি করে বৈখরী শব্দ দ্বারা তাহাই অভিব্যক্ত হয়। কেহই মনের অবিষয়ীকৃত বিষয় বলিতে পারে না, বৈখরী বাক্ (মানুষ যদ্দ্বারা মনোভাবকে ব্যক্ত করে) মনের ব্যক্ত অবস্থা।

শিষ্য। এই বাক্যের সম্বন্ধে অন্য শ্রুতি আছে?

গুরু। হাঁ।

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৫

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১২) শ্রীধর-টীকাধৃত

পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী—এই চতুরবস্থাবিশিষ্টা বাক্‌কে জ্ঞানী প্রশস্তমনা যোগিগণ বিদিত আছেন। তিনটি গুহাতে শরীরে মূলাধার নাভি হৃদয়ে নিহিত আছে তাহা জানেন। চতুর্থী অর্থাৎ বৈখরী বাক্ মাত্র সাধারণ মনুষ্যগণ বলিয়া থাকে। অর্থাৎ মনুষ্যের বদনে বর্ত্তমান অর্থবোধক শব্দ হয়।

অভিযুক্ত শ্লোক:—

যা সা মিত্রাবরুণসদনাদুচ্চরন্তী ত্রিষষ্টিং,
বর্ণানন্তঃপ্রকটকরণৈঃ প্রাণসঙ্গাৎ প্রসূতে।

তাং পশ্যন্তীং প্রথমমুদিতাং মধ্যমাং বুদ্ধিসংস্থাং,

বাচং বক্ত্রে করণবিশদাং বৈখরীঞ্চ প্রপদ্যে ॥

সেই ত্রিবিধা ভারতীকে ভজনা করি, যে ভারতী অগ্নিসোমস্থান হইতে উদ্ভূতা হন এবং ত্রিষষ্টিবর্ণকে উৎপন্ন করেন। অ ই উ বর্ণ—হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ভেদে ত্রিবিধা—নব। ঋকার প্লুতহীন দুই প্রকার, ঌকার দীর্ঘহীন দুই প্রকার। এ ঐ ও ঔ ইহারা হ্রস্বহীন প্লুত ও দীর্ঘ অষ্ট, এক বিংশতিপ্রকার স্বর। ক আদি ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণ, য র ল ব শ ষ স হ আটটি অন্তঃস্থ ও উষ্মবর্ণ, পাঁচটি অনুনাসিক, অনুস্বার বিসর্গ জিহ্বামূলীয় উপধ্মানীয়—এই ত্রি-ষষ্টি। বায়ুসঙ্গজ এই বর্ণসকল প্রত্যক্ষরূপে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তরে দৃষ্ট হয় কিন্তু উচ্চারিত হয় না, তাই পশ্যন্তী প্রথম উৎপন্না, বুদ্ধিসংস্থা অর্থাৎ উচ্চারণ করিব এই বিচারযুক্তা মধ্যমা, মুখে অবস্থিতা বৈখরী।

শিষ্য। বাক্যের চারিটি অবস্থা—পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী। পরা মূলাধারে নিস্পন্দা বাক্, নাভিদেশে পশ্যন্তী, হৃদয়ে মধ্যমা এবং কণ্ঠ তালু আদি দ্বারা উচ্চারিত বাক্ বৈখরী—এই তো?

গুরু। পশ্যন্তী বাক্‌টি নাদরূপ ঃ—

যোগশিখোপনিষদে কথিত হইয়াছে ঃ—

মূলাধারগতা শক্তিঃ স্বাধারা বিন্দুরূপিণী।

তস্যামুৎপদ্যতে নাদঃ সূক্ষ্মবীজাদিবাঙ্কুরঃ ॥

তাং পশ্যন্তীং বিদুর্বিশ্বং যয়া পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥

হৃদয়ে ব্যজ্যতে ঘোষো গর্জ্জৎপর্জ্জন্যসন্নিভঃ।

তত্র স্থিতা সুরেশান মধ্যমেত্যভিধীয়তে ॥

প্রাণেন চ স্বরাখ্যেন প্রথিতা বৈখরী পুনঃ।

শাখাপল্লবরূপেণ তাল্বাদিস্থানঘট্টনাৎ ॥

অকারাদি-ক্ষকারান্তান্যক্ষরাণি সমীরয়েৎ।
অক্ষরেভ্যঃ পদানি স্যুঃ পদেভ্যো বাক্যসম্ভবঃ॥
সর্ব্বে বাক্যাত্মকা মন্ত্রা বেদশাস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ।
পুরাণানি চ কাব্যানি ভাষাশ্চ বিবিধা অপি॥
সপ্ত স্বরাশ্চ গাথাশ্চ সর্ব্বে নাদসমুদ্ভবাঃ।
এষা সরস্বতী দেবী সর্ব্বভূতগুহাশ্রয়া॥

অর্থ। মূলাধারগতা কুণ্ডলিনীশক্তি বিন্দুরূপিণী। ইনি স্ব অর্থাৎ আত্মার আধারভূতা (জীবাত্মা ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছেন)। সূক্ষ্মবীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় এই কুণ্ডলিনীরূপা সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি হইতেই নাদের উৎপত্তি হয়। যোগিগণ এতদ্দ্বারাই (নাদের এই অঙ্কুর অবস্থা দ্বারা) নাদের বিশ্ব-অবস্থা দর্শন করিয়া থাকেন। এইজন্য নাদের এই অবস্থাকে পশ্যন্তী বলা যায়। তৎপরে নাদ হৃদয়দেশে উপস্থিত হইলে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গুর্‌গুর্‌ ধ্বনি প্রকাশ পায়। হে সুরেশ্বর ব্রহ্মন্! নাদের এই হৃদয়স্থ অবস্থাকে মধ্যমা বলা হয়। তাহার পর ঐ নাদ যখন প্রাণবায়ুযোগে (কণ্ঠ হইতে) স্বর (আওয়াজ বা শব্দ) নাম ধরিয়া বহির্গত হয় তখন তাহাকে বৈখরী (প্রখর বা সুস্পষ্ট শব্দ) বলা হয়। এই বৈখরী শব্দই কণ্ঠ তালু মূর্দ্ধাদি স্থানসমূহকে আঘাত করিয়া শাখাপল্লবরূপে, অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত অক্ষররূপে, অভিব্যক্ত হয়। অক্ষরসমূহের সমবায় হইতে পদ এবং পদসমূহের সমবায়ে বাক্য প্রকাশিত হয়। সকল মন্ত্র, সমগ্র বেদ শাস্ত্র পুরাণ ও কাব্যসমূহ এবং বিবিধ ভাষা, সপ্তস্বরসমন্বিত গীতসমূহ, এই সকল নাদ হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সরস্বতী (বাক্) দেবী মূলতঃ সর্ব্বভূতের মূলাধাররূপ গুহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন।

যোগবাণী (শ্রী১০৮ শঙ্করপুরুষোত্তমতীর্থস্বামিকৃত)

শিষ্য। আচ্ছা, নাদই যে স্বয়ং ভগবান্—কোনো শাস্ত্রে ভগবান্ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন ?

গুরু। হাঁ, শ্রবণ কর। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥ ১৭ ॥
যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যধি মথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমিধ্যতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥ ১৮ ॥ ১১ স্কন্ধ ১২ অঃ

প্রিয় উদ্ধব! সকলের জীবনদাতা পরমাত্মা মূলধারাদিচক্রেই ক্রমশঃ প্রকট হইয়া থাকেন। প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ পরা বাণী নামক প্রাণের সহিত মূলাধার চক্রে প্রবেশ করেন, অনন্তর মণিপুর চক্রে নাভিস্থানে আসিয়া পশ্যন্তী বাণীরূপ মনোময় সূক্ষ্মরূপ ধারণ করেন। তারপর হৃদয়দেশস্থিত চক্রে আসিয়া মধ্যমা বাণীরূপে ব্যক্ত হন। ক্রমশঃ মুখে আসিয়া হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বর, তথা ককারাদি বর্ণরূপ স্থূল বৈখরী শব্দরূপে পরিণত হন। অগ্নি আকাশে উষ্মা অথবা অব্যক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। সে সময় বলপূর্ব্বক অরণিকাষ্ঠ মন্থন করা হয়। তখন বায়ুর সহায়তায় অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হন। তাহাতে ঘৃত প্রদানে বর্দ্ধিত হইয়া প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেন। ঐরূপ আমিই শব্দব্রহ্ম স্বরূপে পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী শব্দরূপে প্রকট হই।

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে ।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ॥
শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥
ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা ।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে ॥
যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ ।
আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা ॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ ।
ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিত-স্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্ ॥
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২১ অঃ

হে উদ্ধব! বেদ—কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক। এই তিন কাণ্ডের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা। সমস্ত মন্ত্র আর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ইহা খুলিয়া বলেন নাই, পরোক্ষভাবে বলিয়াছেন এবং ইহা গুপ্তভাবে রাখাই আমার অভিপ্রায়। সমস্ত লোক ইহার অধিকারী নহে ; অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে এই কথা বুঝিতে পারে। বেদের নাম শব্দব্রহ্ম, উহা আমারই মূর্ত্তি, এইহেতু উহার রহস্য অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই শব্দব্রহ্ম পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বাণীরূপে প্রাণ মন আর ইন্দ্রিয়ময়, সমুদ্রের ন্যায় সীমারহিত এবং গভীর। উহা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ প্রাণিগণ উহার এই রূপ মানে না, মাত্র বৈখরী বাণীরূপ বেদকেই অবগত আছে। হে উদ্ধব! আমি

অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং স্বয়ং অনন্তব্রহ্মস্বরূপ, আমাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মৃণালতন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম আমার রূপ প্রাণিগণের অন্তঃকরণে অনাহত নাদরূপে লক্ষিত হয়। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং বেদমূর্ত্তি এবং অমৃতময়। উহার উপাধি প্রাণ,—আর স্বয়ং অনাহত শব্দের দ্বারাই উহার অভিব্যক্তি। যেমন ঊর্ণনাভ আপনার হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা জাল উদ্গীরণপূর্ব্বক পুনরায় গ্রহণ করে, সেইরূপ স্পর্শ আদি বাণী সকল সঙ্কল্পকারক মনরূপ নিমিত্ত কারণ দ্বারা হৃদয় আকাশ হইতে অনন্ত অপার বৈখরী বেদবাণী স্বয়ং প্রকট করেন, পুনরায় আপনাতে লীন করিয়া থাকেন। ঐ বাণী হৃদ্গত ওঙ্কারের দ্বারা অভিব্যক্ত স্পর্শ (ক হইতে ম পর্য্যন্ত) অকারাদি ষোড়শ স্বর উষ্মবর্ণ (শ ষ স হ) অন্তঃস্থ য র ল ব এইরূপ বিচিত্র বৈদিক লৌকিক ভাষায় বিস্তৃত।

শিষ্য। তাহা হইলে শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তিই হইল বেদ এবং তাহার পরা পশ্যন্তী মধ্যমারূপ অবস্থাত্রয় সাধারণ লোকে জানে না, মাত্র বৈখরী বাণীরূপ বেদকেই জানে।

গুরু। হাঁ, রাধাতন্ত্রে আছে—

পরব্রহ্মণি বেদে চ ভেদো নাস্তি বরাননে।
যো বেদঃ স পরং ব্রহ্ম তদেব বেদরূপধৃক্ ॥

হে বরাননে! পরব্রহ্মে এবং বেদে ভেদ নাই। যিনি বেদ তিনিই পরব্রহ্ম, তাহাই বেদরূপধারী।

অক্ষরং নির্গুণং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে।
সগুণং স্যাৎ সদা ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ রাধাতন্ত্র

অক্ষর হইলেন নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন এবং ব্রহ্ম সগুণ রূপ পরিগ্রহ করিলে শব্দব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে নিগুর্ণ পরব্রহ্মকে বেদ বলিয়াছেন, এ শ্লোকে সগুণ ব্রহ্মকে শব্দব্রহ্ম বলিতেছেন—ইহাতে বাক্যের বিরোধ হইল না ?

গুরু। কার্য্য কারণরূপে যখন লীলা করেন তখন দুইটি রূপে প্রতিভাত হয়। ঘট সরাব ইত্যাদি নানারূপ মৃত্তিকাই অবলোকিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও কথিত হইয়াছে ঃ—

সূত উবাচ

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ॥ ৩৭ ॥
যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্ ॥ ৩৮ ॥
ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥
শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্-বেদবীজং সনাতনম্ ॥ ৪১ ॥
তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।
ধার্য্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণানামর্থবৃত্তয়ঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২। ৬ অঃ

সমাহিতাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে অনাহত নাদ আবির্ভূত হইয়াছিল। যে সময় জীব আপনার মনোবৃত্তির নিরোধ করে সেই সময় উহার ঐ অনাহত নাদ অনুভব হয়। হে শৌনক! শ্রেষ্ঠ

যোগিগণ ঐ অনাহত নাদের উপাসনা করেন, আর উহার প্রভাবে অধিভূত (দ্রব্য) অধিদৈব (ক্রিয়া) অধ্যাত্ম (কারক)—এই ত্রিবিধ মল নষ্ট করিয়া পরম গতি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। নাদ হইতে অকার উকার মকার—ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কার প্রকট হইয়াছেন। ওঙ্কারের শক্তিতে অব্যক্তরূপা প্রকৃতি ব্যক্তরূপে পরিণত হইয়াছেন। ওঙ্কার স্বয়ং অব্যক্ত ও অনাদি, আর পরমাত্মস্বরূপ হওয়ায় স্বয়ংপ্রকাশ পরমবস্তুকে ভগবান্ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা বলা হয়। উহার বোধও ওঙ্কারের দ্বারা হইয়া থাকে। যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ কর্ণাচ্ছাদন-পূর্ব্বক বাহ্য শব্দ গ্রহণ না করা হয়, তখন এই ওঙ্কারের সমস্ত অর্থ প্রকাশকারক স্ফোটতত্ত্ব-শ্রবণে মানব সমর্থ হইয়া থাকে, আর সুষুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সমস্ত অভাবকেও জানিতে সমর্থ হয়। ওঙ্কার পরমাত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপ, ঐ ওঙ্কার পরমাত্মা হইতে হৃদয়াকাশে বেদবাণী অভিব্যক্ত করেন। ওঙ্কার অর্থাৎ অপর প্রণব আপনার আশ্রয় পরমাত্মা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক এবং ওঙ্কার সম্পূর্ণ মন্ত্র উপনিষদ্ আর বেদের সনাতন বীজ। ওঙ্কারের তিন বর্ণ অ উ ম, উহা সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ, ঋক যজুঃ সাম তিন বেদ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিন অর্থ বা লোক, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন বৃত্তিরূপে তিন তিন সংখ্যাবিশিষ্ট ভাবকে ধারণ করেন।

শিষ্য। ওঙ্কারনাদ ব্রহ্মারও উপাস্য ?

গুরু। হাঁ, ওঙ্কারের মকার পাদটি নাদময়, তাহা হইতে প্রাণাখ্য হিরণ্যগর্ভ এবং তাহা হইতে বিরাটাখ্য হিরণ্যগর্ভ প্রকট হইয়া থাকেন। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মাও নির্গুণ নাদের উপাসনা করেন। পরে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

শিষ্য। হিরণ্যগর্ভ কে ?

গুরু। হিরণ্যগর্ভঃসমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার সকাশ হইতে হিরণ্যগর্ভ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। এই হিরণ্যগর্ভ ভুবনজাতের এক পতি এক ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত এই পরমাত্মা পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। এই হিরণ্যগর্ভাখ্য পরমাত্মা বিনা আমরা আর কোন্ দেবতার জন্য যজ্ঞ করিব, আর তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত শ্রৌতস্মার্ত্ত অনুষ্ঠান করিব ?

শিষ্য। শ্রুতিবিরোধ হইল না কি ? পর প্রণব এবং অপর প্রণবই এই সমস্ত জগৎ ইত্যাদি বলিয়াছেন। আবার বেদ বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা অগ্রে পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন—এর মীমাংসা কি ?

গুরু। অপর প্রণবই হিরণ্যগর্ভ। সগুণ ব্রহ্ম যেমন অকার উকার মকার, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, স্পন্দ প্রাণ ও শব্দ—তিনটি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ মনে হইলেও তিনটিই একটি, একমাত্র ওঙ্কার—তদ্রূপ এই সমষ্টিকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া বেদ উল্লেখ করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভাখ্য অপর প্রণবের স্থূল শরীর হইল অকারাখ্য পুরুষ বিরাট ব্রহ্মা ও স্পন্দনাত্মক জগৎ, সূক্ষ্ম শরীর উকারাখ্য পুরুষ জীবসমষ্টিপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ, আর কারণ শরীর মকারাখ্য পুরুষ নাদ ঈশ্বর। একই ওঙ্কারের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাভেদে অবস্থাত্রয়ের অভিমানিনী দেবতাত্রয় হইলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ; তবে প্রাণকেই অর্থাৎ উকারাখ্য পুরুষকেই হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক হিরণ্যগর্ভ অকার উকার মকার তিনটি।

শিষ্য। প্রকৃতি কে হইলেন?

গুরু। স ভৈরবশ্চিদাকাশঃ শিব ইত্যভিধীয়তে।

অনন্যাং তস্য তাং বিদ্ধি স্পন্দশক্তিং মনোময়ীং॥

যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণপ্রকরণ উত্তরার্দ্ধ

সেই ভৈরব চিদাকাশ শিব বলিয়া কথিত হন, সেই মনোময়ী স্পন্দশক্তিকে তাঁহার অভিন্না জানিবে।

শিষ্য। শিব কে?

গুরু। পরমেশঃ প্রকাশাত্মা প্রকাশস্য মহেশিতুঃ।

প্রথমো যঃ পরিস্পন্দঃ শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

পরিমলোল্লাস

পরমেশ্বর প্রকাশস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় মহেশ্বরের যে প্রথম স্পন্দন (কম্পন চলন) তাহাই শিবতত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। দুইটি তো এক হইয়া যাইল—কোন্‌টি পুরুষ কোন্‌টি প্রকৃতি কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।

উমাশঙ্করয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

সূতসংহিতা

শিবভিন্ন শক্তি নহেন, আর শক্তিবিরহিত শিব নহেন। যে ব্যক্তি উমাশঙ্করের ঐক্য দর্শন করে সেই যথার্থ দর্শন করিয়া থাকে।

শিষ্য। শিব-শক্তির পার্থক্য বুঝিবার কি কোন উপায় নাই?

গুরু। নিশ্চয়ই আছে।

ব্রহ্মবিষ্ণুময়ো রুদ্র অগ্নিষোমাত্মকং জগৎ।

পুংলিঙ্গং সর্ব্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা॥

উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥

রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ

রুদ্র ব্রহ্মাবিষ্ণুময়, জগৎ অগ্নিষোমাত্মক, সমস্ত পুংলিঙ্গ ঈশান এবং সকল স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী উমা। স্থাবর জঙ্গম প্রজাসমূহ উমারুদ্রাত্মক।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রকৃতিপুরুষ-সহযোগে স্ত্রী-পুরুষ সকলই গঠিত হইয়াছে। সমস্ত পুরুষ ঈশান এবং নিখিল স্ত্রী উমা—ইহা অতি স্থূল কথা, আমি সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তোমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা শ্রবণ কর।

ব্যক্তং সর্ব্বমুমারূপমব্যক্তন্ত মহেশ্বরম্।

উমাশঙ্করয়োর্যোগঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ঐ

যাহা কিছু ব্যক্তি সব উমার রূপ; মহেশ্বর অব্যক্ত। উমা-শঙ্করের যে যোগ তাহা বিষ্ণু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ব্যক্ত উমা আর অব্যক্ত উমানাথ—কেমন এইবার বুঝিতে পারিয়াছ ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আর সংশয় নাই।

গুরু। কাহাকে আশ্রয় করিতে হইবে শ্রবণ কর।

আত্মানং পরমাত্মানমন্তরাত্মানমেব চ।

জ্ঞাত্বা ত্রিবিধমাত্মানং পরমাত্মানমাশ্রয়েৎ ॥ ঐ

আত্মা, অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মা—এই তিন প্রকার আত্মাকে জানিয়া পরমাত্মাকে আশ্রয় করিবে।

শিষ্য। পরমাত্মা পদে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ?

গুরু। অন্তরাত্মা ভবেদ্ব্রহ্মা পরমাত্মা মহেশ্বরঃ।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বিষ্ণুরাত্মা সনাতনঃ ॥ ঐ

অন্তরাত্মা ব্রহ্মা, পরমাত্মা মহেশ্বর এবং সমস্ত ভূতের আত্মা প্রাণরূপী বিষ্ণু। পরমাত্মা নাদরূপী শঙ্কর—বুঝিলে তো ?

শিষ্য। হাঁ দেব।

গুরু। আরও শ্রবণ কর—

ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞকা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ

ব্যক্তা প্রথম মাত্রা অকার, অব্যক্তা দ্বিতীয় মাত্রা উকার, তৃতীয় মাত্রা মকার চিৎশক্তি এবং অর্দ্ধমাত্রা পর পদ। এই মকারটি অর্দ্ধনারীশ্বর। ইনি পুরুষ বটেন, আবার প্রকৃতি বটেন। মা বল, বাবা বল—সবই শ্রীনাদব্রহ্ম।

শিষ্য। তাহা হইলে মকার নাদই চিচ্ছক্তি?

গুরু। হাঁ বৎস, ইনি পরা প্রকৃতি জীবাত্মা প্রথমে অখণ্ড নাদরূপে আবির্ভূত। মকারের দুইটি অংশ আছে—একটি পুরুষাভিমুখ, অপরটি সৃষ্ট্যভিমুখ। প্রথমটি মাত্র স্ফুটিত হইয়াছেন, কোন পরিণাম আরম্ভ হয় নাই—সেইটি শুদ্ধসত্ত্ব মায়া। দ্বিতীয়টি পরিণাম-উন্মুখ মিশ্রিত গুণত্রয় অবিদ্যা। ইহাদের পৃথক্ করিবার উপায় নাই। সেই প্রকৃতি হইতে উকার প্রাণ (মহত্তত্ত্ব), তাহা হইতে অকার স্পন্দ ব্রহ্মা অহংকার।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ ৪।৩।২৩

অর্থ—বিশুদ্ধ যে সত্ত্বগুণ তাহা বসুদেব শব্দে উক্ত হয়। কেননা নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরমপুরুষ বসুদেবই প্রকাশ পান। এই নিমিত্ত সেই

সত্ত্বস্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মন দ্বারা সতত নমস্কারপূর্ব্বক অর্চ্চনা করি।

আত্মবোধ-উপনিষদে দেহকে আত্মা এবং বিজ্ঞানাত্মা পুরুষকে অন্তরাত্মা ও অক্ষর পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়াছেন। সেই পরমাত্মার স্বরূপ এই প্রকার কথিত হইয়াছে—"বটকণিকা বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা বালাগ্রশতসহস্রবিকল্পনাভিঃ স লভ্যতে।"

সেই প্রাণাখ্য হিরণ্যগর্ভই বুদ্ধি, "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা সা প্রাণঃ।" কৌষিতকী উপনিষৎ।

প্রাণই বুদ্ধি—বুদ্ধিই প্রাণ, "প্রাণাঃ বৈ ধিয়ঃ"—প্রাণই ইন্দ্রিয় সকল, সংকল্প-শক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ মন, অধ্যবসায়-শক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি। এবার বুঝিলে তো যে, শব্দব্রহ্ম অপর প্রণব বুদ্ধি মন অহঙ্কার ইন্দ্রিয় সকল। "হিরণ্যগর্ভো ভগবানন্তঃকরণসংজ্ঞিতঃ।" সূতসংহিতা

শিষ্য। হাঁ দেব।

গুরু। অপর প্রণব প্রাণই আধিভৌতিক বিষয় রূপরসাদি ভোগ্য পদার্থ এবং আধ্যাত্মিক শ্রোত্রত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণ ভোগের কারণ এবং দিক্ বায়ু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রাহক দেবতামণ্ডলী ও জীবাত্মা ভোক্তা পুরুষ—এ সম্বন্ধে আর বোধ হয় সংশয় নাই।

শিষ্য। না দেব।

গুরু। দেখ এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

শিষ্য। আমার মত মলিনবুদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ না বলিলে তো ধারণা করিতে পারিব না।

গুরু। এক সূর্য্য নিত্যই উদিত হন, এক নদী আবহমান কাল

সাগরাভিমুখে গমন করিতেছেন, এক অগ্নি নিত্য প্রজ্জ্বলিত করা হয়, এক অন্ন নিত্যই ভোজন করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক প্রণব তত্ত্ব যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার শক্তি থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে—তাহাতে কোন দোষ নাই। আলোচ্য বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধভাবে মন যতদিন পর্য্যন্ত গ্রহণ না করে, ততদিন ধ্যান হয় না। আচ্ছা তারপর শ্রবণ কর। পদার্থাদর্শে—

সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্মাত্রস্বরূপিণী।
অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদুদগচ্ছন্ত্যূর্দ্ধগামিনী॥
স্বয়ং প্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী॥
ততঃ সংজল্পমাত্রা স্যাদবিভক্তোর্দ্ধগামিনী।
সৈবোরঃকণ্ঠতালুস্থা শিরোঘ্রাণরদস্থিতা॥
জিহ্বামূলোষ্ঠনির্ধৃতা সর্ব্ববর্ণপরিগ্রহা।
শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী॥

মূলাধারে অশ্রোত্রবিষয়া অর্থাৎ নিস্পন্দা জ্যোতির্মাত্রস্বরূপিণী সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী শক্তি হইলেন পরা, তাহা হইতে আবির্ভূতা সুষুম্না আশ্রিতা ঊর্দ্ধগামিনী স্বয়ং প্রকাশরূপা পশ্যন্তী। তিনি হৃদয়পদ্ম প্রাপ্ত হইয়া মধ্যমা নাদরূপিণী হন। তাহা হইতে সম্যক্ কথনরূপ অবিভক্তা ঊর্দ্ধগামিনী বৈখরী, তাহাই বক্ষ কণ্ঠ তালু মস্তক ঘ্রাণ দন্তে অবস্থিতা, জিহ্বামূল ওষ্ঠ হইতে ত্যক্ত হইয়া সর্ব্ববর্ণরূপগ্রহণকারিণী শব্দপ্রপঞ্চ-জনয়িত্রী শ্রোত্রের দ্বারা গ্রহণীয়া বৈখরী বাক্।

ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মাসৌ তেজোরূপা গুণাত্মিকা।
ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাম্॥ ঐ

ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকা তেজোরূপিণী ত্রিগুণময়ী কুণ্ডলিনী এই ক্রমে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসকল সৃজন করেন।

শিষ্য। পশ্যন্তীস্থান কোথায় ?

গুরু। শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—মণিপুর ; প্রাণতোষিণীকার বলেন—স্বাধিষ্ঠান। বস্তুতঃ মূলাধার অতিক্রম করিতেই তিনি পশ্যন্তী নাদরূপ ধারণ করেন, মণিপুরে পূর্ণতা—তথা হইতে উর্দ্ধগামিনী হইয়া হৃদয়ে মধ্যমা, মুখে বৈখরী। অথর্ব্ববেদভাষ্যে মণিপুর বলিয়াছেন।

প্রপঞ্চসার তৃতীয় পটল

(১) যদা যদা ত্রিগুণয়েৎ তদা ত্রিগুণিতা বিভুঃ।
শক্তিঃ কালাগ্নিনাদাত্মা গূঢ়মূর্ত্তিঃ প্রতীয়তে ॥

যখন যখন তিনগুণ হন তখন ত্রিগুণবিশিষ্টা সংহতা সর্ব্বগতা শক্তি কাল অগ্নি নাদ আত্মা, গুপ্ত আকারবিশিষ্টা প্রতীতা হন।

(২) তদা তাং তারমিত্যাহুর্ব্যোমাত্মেতি বহুশ্রুতাঃ।
তামেব শক্তিং ব্রুবতে হরেত্যাত্মেতি চাপরে ॥
ত্রিগুণা সা ত্রিদোষা সা ত্রিবর্ণা চ ত্রয়ী চ সা।
ত্রিলোকা সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা ত্রিরেখা সা বিশিষ্যতে।
এতেষাং তারণাত্তারঃ শক্তিস্তদ্ব্যক্তশক্তিতঃ ॥

তখন তাঁহাকে বহুশাস্ত্রপারদর্শী বিদ্বান্‌গণ তার ব্যোমাত্মা বলিয়া থাকেন এবং অপর পণ্ডিতগণ সেই শক্তিকেই হর আত্মা এইরূপ বলেন। তিনি সত্ত্বরজঃতমঃ ত্রিগুণময়ী, তিনি বাতপিত্তকফ অথবা রাগদ্বেষমোহ ত্রিদোষা, তিনি অকার উকার মকার ত্রিবর্ণা এবং তিনি ঋক্ যজুঃ সাম ত্রিবেদ, তিনি পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্লোক ত্রিলোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অথবা সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি তিন মূর্ত্তি, বামাশক্তি চিৎকলা, জ্যেষ্ঠাশক্তি

ত্রিপুরা পরমেশ্বরী, রৌদ্রীশক্তি ইচ্ছাশক্তি—এই ত্রিরেখা নিষ্কল বিন্দুস্বরূপা।
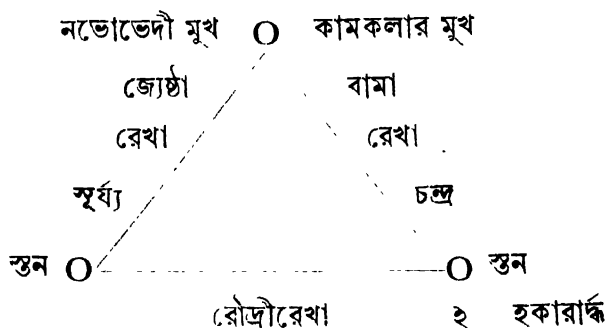
শ্রীক্রমে

> সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী।
> সঞ্চিন্ত্য সাধকশ্রেষ্ঠঃ ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥
> বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু।
> একাকৃতিং স্বরূপেণ সর্ব্বাং শক্তিং বিচিন্তয়েৎ ॥

সেই কুণ্ডলিনী শক্তি কামকলাস্বরূপিণী। সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সম্যক্ চিন্তা করতঃ ত্রৈলোক্যকে বশ করিতে সমর্থ হন। স্বরূপে সমস্ত শক্তি একাকৃতি হইলেও বাহ্য-অভ্যন্তরভেদে চিন্তা করিলে মূলাধারে স্থিতা কুণ্ডলিনীই তিনি সহস্রারে কামকলারূপিণী হন। কামশব্দে কমনীয়, কলাশব্দে অগ্নি ও অমৃত। এই কামকলাই ত্রিপুরাসুন্দরী কালী তারা গৌরী। কামকলার মুখবিন্দু হইতে নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গসমুদয়, স্তনবিন্দু যুগল হইতে বাহুযুগল অন্যান্য সমস্ত অবয়ব, হকারার্দ্ধরূপ যোনি হইতে চরণযুগল সমুত্থিত হইবে।

অনাদিনিধনং যত্তৎ পরাশক্ত্যাখ্যমব্যয়ম্।
লাবণ্যলহরীসাররূপমানন্দবারিধিঃ ॥ তত্ত্বার্ণব

ইনিই অনাদিনিধন পরা শক্তি এবং এইরূপ রূপই লাবণ্য-লহরী-সার ও জগতের আনন্দজনক। তত্ত্বার্ণব

এই সকলের তারণ হেতু তার, শক্তিদ্বারা ধারণ করেন বলিয়া শক্তি। (প্রপঞ্চসার)

শিষ্য। কামকলা কুণ্ডলিনীরই নাম।

গুরু। হাঁ, মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনীই সহস্রারে কামকলারূপিণী, ওঙ্কার নাদব্রহ্মের অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমুদয় শক্তি। শাস্ত্রান্তরে ককারাদি মকারান্ত বর্ণকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়াছেন।

যোগিনীতন্ত্রে আছে (প্রথম খণ্ড দশম পটল)

তন্মধ্যে তু ময়া দৃষ্টং বর্ণপুঞ্জং মহোজ্জ্বলং।
সূর্য্যকোটিসমাভাসং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
বহ্নিকোটিমহোজ্জ্বলং পরং ব্রহ্মময়ং ধ্রুবম্ ॥

তাহার মধ্যে মহাউজ্জ্বল কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, কোটি-বহ্নি-মহাউজ্জ্বল পরব্রহ্মময় নিত্য বর্ণপুঞ্জকে দেখিয়াছি।

বিশ্বসারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে ঃ—

শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ।
অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
অনাহতং মহাচক্রং হৃদয়ে সর্ব্বজন্তুষু।
তত্র ওঙ্কার ইত্যুক্তো গুণত্রয়সমন্বিতঃ।
শিবো ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুরোঙ্কারে চ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

অকারশ্চ ভবেদ্‌ব্রহ্মা উকারঃ সচ্চিদাত্মকঃ।
মকারো রুদ্র ইত্যুক্ত ইতি তস্যার্থকল্পনা॥
অকারে চ ভবেদ্‌বিষ্ণুরুকারে চ প্রজাপতিঃ।
মকারে চ ভবেদ্‌রুদ্র ইতি বা বর্ণনির্ণয়ঃ॥

তাঁহাকে শব্দব্রহ্ম বলে। তিনি সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময় সদাশিব। সেই শব্দ অনাহত চক্রে আছে ইহা কথিত হয়। সমস্ত প্রাণীর হৃদয়দেশে অনাহত নামক মহাচক্র আছে। সেই স্থানে গুণত্রয়সমন্বিত শব্দব্রহ্ম ওঙ্কারাত্মা অবস্থান করেন। অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, মকার শিব। অথবা অকার বিষ্ণু, উকার ব্রহ্মা, মকার শিব—এইরূপ বর্ণনির্ণয় করা হয়।

শিষ্য। বিষ্ণু অকার?

গুরু। তিনটি যখন একটি, তখন আর কথা কি? কোন কল্পে হয়ত ঠাকুরটি অকাররূপে লীলা করিয়াছিলেন। উপরের প্রথম শ্লোকটি পরাপরিমলোল্লাসেও উক্ত হইয়াছে। বিশ্বসার দ্বিতীয় পটলে আছে—তিনিই পরব্রহ্ম কূটস্থ জগতের অঙ্কুর। দিক্ বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ বেদচতুষ্টয় ত্রুটি প্রভৃতি কালকল্প—তাহারা সকলেই তদাত্মক।

যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি বাঙ্‌নাশে জগদীশ্বরি।
যস্মিন্ সৃষ্টিঃ সদৈবেতি যস্মিন্নদ্যাপি তিষ্ঠতি॥
স এব পরমং ব্রহ্ম সোহংভাবেন জায়তে॥

হে জগদীশ্বরি, শব্দের বিলয়ে যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, যাহা হইতে সর্ব্বদা সৃষ্টি হয়, যাঁহাতে অদ্যাপি সৃষ্টি অবস্থিত, সেইই পরমব্রহ্ম সোহংভাবে আবির্ভূত হন। সোহং এর স হ লোপ করিয়া যখন সন্ধি করা হয় তখন সকল বর্ণে ওঙ্কার হয়—ইহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

পরানন্দময়ং ব্রহ্ম শব্দব্রহ্মবিভূষিতম্।
আত্মনো দেহমধ্যে তু সর্ব্বমন্ত্রাত্মকং প্রিয়ে॥

পরমানন্দময় শব্দব্রহ্ম নাদের দ্বারা বিভূষিত, সর্ব্বমন্ত্রাত্মক ওঙ্কার স্বশরীর মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

কামধেনু তন্ত্রে আছে ঃ—

বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
রুদ্রশ্চ জায়তে দেবি জগৎসংহারকারকঃ॥

ইতি সর্ব্বেষামুপাস্যানাং ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রভৃতীনাং সর্ব্বগকলানা-মোষধীনাঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপপ্রণবপঞ্চরশ্ম্যকারোকারমকারবিন্দুনাদা-দিভ্যঃ উৎপত্তিঃ।

বর্ণ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সংহারকর্ত্তা শিব উৎপন্ন হন। সকলের উপাস্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সর্ব্বগত কলাসমূহের এবং ওষধীসকলের ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের পঞ্চরশ্মি অকার উকার মকার বিন্দু নাদাদি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রয়োগসারে উক্ত হইয়াছে ঃ—

সোঽন্তরাত্মা তদা দেবী নাদাত্মা নদতে স্বয়ং।
যথাসংস্থানভেদেন সম্ভূয় বর্ণতাং গতঃ।
বায়ুনা প্রের্য্যমাণোঽসৌ পিণ্ডাদ্ব্যক্তিং প্রযাস্যতি॥

তখন সেই অন্তরাত্মা নাদাত্মা দেবী স্বয়ং ধ্বনি করেন। যথাসংস্থান ভেদে উৎপন্ন হইয়া বর্ণরূপ প্রাপ্ত হন। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেহ হইতে ব্যক্ত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। সেই নাদকে শিবও বলা হইতেছে দেবীও বলা হইতেছে। যথাসংস্থানভেদের অর্থ কি?

গুরু। অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলশ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠঞ্চ তালুকঃ॥

বক্ষ কণ্ঠ মস্তক জিহ্বামূল দন্ত নাসিকা ওষ্ঠ ও তালু—এই আটটি স্থানে অবস্থান করত বাগিন্দ্রিয় যথাসম্ভব বিভিন্ন বর্ণরাশি প্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্য বাগিন্দ্রিয়কে জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানস্থিত বলা হইয়াছে।

বৈখরী শব্দনিষ্পত্তিঃ মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা চাপ্যনপায়িনী॥

ঘটাদি অর্থরূপা বৈখরী, শ্রোত্রগ্রাহ্যা মধ্যমা, জ্ঞানরূপা পশ্যন্তী ও ব্রহ্মরূপা সূক্ষ্মা। (অলঙ্কারকৌমুদী)

তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রয়োগসারে আছে।

নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময়পদোন্মুখী।
শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতা॥

নিদ্রিতা শক্তি যখন সাধকের সাধনা বলে নাদাত্মার দ্বারা জাগরিত হইয়া নিরাময় পরম পদের দিকে গমনের জন্য উর্দ্ধমুখী হন, শক্তি যখন শিবসম্মিলন লাভের জন্য উদ্‌যুক্তা হন, তখন তিনি পুংরূপিণী বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন। সৃষ্ট্যুন্মুখিনী শক্তিই যখন শিবোন্মুখী হন তখন তিনি পুরুষ জীবাত্মা। বুঝিলে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আচ্ছা এই কুণ্ডলিনী কোথায় অবস্থান করেন?

গুরু। যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥ সারদা

যোগিগণের হৃদয়কমলে নিত্য তত্ত্বের দ্বারা নৃত্য করেন এবং সমস্ত প্রাণিগণের মূলাধারচক্রে বিদ্যুদাকৃতি সেই কুণ্ডলিনী স্ফুরিতা হইয়া থাকেন।

শিষ্য। নাদব্রহ্মের আবির্ভাব, বেদাদি নানা শাস্ত্ররূপধারণ, কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্ম ওঁকার জীবাত্মারূপে প্রাণীদেহে বিলাস ও পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীর লীলা এবং বর্ণরূপধারণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব বিলাস শ্রবণে আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

গুরু। এস আমরা সেই নাদব্রহ্মকে প্রণাম করি—

নাদং নাদিতশাস্ত্রবৃন্দধরণং শাস্ত্রৈকবেদ্যং শুভং
শাস্ত্রাবাদিকৃপালুপাদরসিকৈঃ সাক্ষাৎকৃতং সর্ব্বদা।
শাস্ত্রং শাসনরূপদিব্যমমলং প্রোৎসাহনোদ্দণ্ডকং
শব্দব্রহ্ম নিরস্তদোষমমলং নিত্যোৎসবেশং ভজে॥

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।
শ্রীমতে সদ্‌গুরবে দাশরথয়ে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

তৃতীয় হিল্লোল

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাসবিলাসায় ওঁকারায় নমঃ।
ওঁকারায় নমস্তস্মৈ ওঁকারায় নমো নমঃ।
ওঁকারায় নমস্তেঽস্তু ওঁকারায় নমোঽস্তু তে॥
তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে।
কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে॥
নমঃ প্রণবদেহায় ক্ষরায় চাক্ষরায় চ।
বেদায় বেদরূপায় শস্ত্রিণে শস্ত্ররূপিণে॥

শিষ্য। অন্যান্য ব্রহ্মবেত্তাগণ নাদব্রহ্মের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

গুরু। পাণিনিদর্শনের মতে শব্দ দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। নিত্যশব্দ একমাত্র স্ফোট, তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য।······ যেমন নীল পীত রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক স্ফটিকমণি কখন নীল কখন পীত কখন বা রক্তরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ স্ফোট একমাত্র হইলেও ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয়। এই মতে স্ফোটকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"মহাভাষ্যের টীকাকারগণ বলেন—স্থায়ী শব্দ মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বা সেই মানুষকে স্থায়ী পদে লীন করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি বাক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ সত্যবাদী, যাঁহার জ্ঞানময় বাক্য দ্বারা পাতক ধৌত হইয়াছে, তাঁহারই দেহে এই শব্দময় ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া থাকেন।" (জীবতত্ত্ববিবেক) কারণশূন্য স্বতউত্থিত শব্দের ন্যায় স্থায়ী শব্দ।

শিষ্য। বেদান্তদর্শনের ১৩।২৯ সূত্রের ভাষ্যেতে শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তো শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন। যেহেতু নির্দ্দিষ্ট আকৃতি-মান্ দেবতা প্রভৃতি জগৎ নিত্য, সেই হেতু বেদশব্দও নিত্য অর্থাৎ অনাদি অনন্ত।

গুরু। হাঁ। জৈমিনি মুনি বলেন—

"নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।"

পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।৪৮

সূত্রস্থ তু শব্দের দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে। মুনি বলেন যে, শব্দ উচ্চারিত হইয়া শ্রুত হইবা মাত্রই তাহার অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে ; শব্দ অনিত্য হইলে তাহা কখনই হইত না।

আচার্য্য পিঙ্গল বলেন যে আত্মা বুদ্ধির দ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নির্ণয়পূর্ব্বক তাহা মনকে বিজ্ঞাপিত করেন, মন তাহা কায়স্থ অগ্নিকে

(তেজকে) বিজ্ঞাপিত করেন, তেজ বায়ুকে। পরিশেষে বায়ু এই প্রকারে বিজ্ঞাপিত বা চৈতন্যসামর্থ্যে প্রেরিত বা স্পন্দিত হইয়া মুখবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্থান ও প্রযত্নাদিভেদে বিবিধ বর্ণাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন। এবম্বিধ প্রকারে উৎপন্ন বর্ণাদির সংযোজনে শব্দের বা বাক্যের সৃষ্টি হয়; এই শব্দে বক্তার যে বদনসামর্থ্যের প্রকাশ তাহা নিত্য এবং স্বয়ং চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপের দ্যোতক। বক্তার এই বদনসামর্থ্য কখনও নষ্ট হয় না। ইহা অবিনাশী। অতএব শব্দ বর্ণসমূহের সংযোজনফল মাত্র। বর্ণাত্মক এই শব্দই আমরা শ্রবণাদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। অতএব বর্ণ ক্ষণধ্বংসী এবং অনিত্য। কিন্তু বদনসামর্থ্যের প্রকাশই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, ইহাই স্ফোট।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

কেনোপনিষদ্ (১।৫)

ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।
হ্রস্বো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিৎ স্বয়ং নৈব স্বভাবতঃ॥

মহাভাষ্য

শিষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতেও তো নাদকেই স্ফোট বলিয়া শ্রীশুকদেব উল্লেখ করিয়াছেন।

গুরু। হাঁ, পাণিনিকৃত শিক্ষায় কথিত হইয়াছে—

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি সঃ প্রেরয়তি মারুতং।
মারুতস্তুরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্॥

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয় আত্মগত করিয়া বিবক্ষিত পদার্থের নিরূপণার্থে মনকে নিযুক্ত করে, মন কায়াগ্নিকে

চালিত করে এবং কায়াগ্নি শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে প্রেরণ করে। অনন্তর এই বায়ু বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিয়া মন্দ্রস্বর উৎপন্ন করে। পরে ঐ স্বরই মুখগহ্বরে আসিয়া কণ্ঠতাল্বাদির সংযোগে বৈখরী বাগ্‌রূপে প্রকাশিত হয়।

শিষ্য। পিঙ্গলাচার্য্য, পাণিনি মুনি—ইঁহাদের মত একরূপ।

গুরু। হাঁ, ভগবান্ উপবর্ষ বলেন, **"বর্ণ এব তু শব্দ"** ইতি অর্থাৎ বর্ণ শব্দমূলক বা শব্দের স্থূল পরিচায়ক।

বাক্যপদীয় গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।

আম্নায়-(বেদ-)বিদেরা—বেদজ্ঞ পুরুষবৃন্দ—বিশ্ব জগৎকে শব্দের পরিণাম বলিয়া থাকেন।

"বাগেবার্থং পশ্যতি বাগ্‌ব্রবীতি
বাগেবার্থং সন্নিহিতং সন্তনোতি।
বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং
তদেতদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে।" ইতি

(বাক্যপদীয়ধৃত)

বাক্ বা শব্দই অর্থকে দর্শন করে, শব্দই অর্থ বলে অর্থের বাচক হয়, বাক্ বা শব্দই অর্থসমূহকে সন্নিহিত করে আকর্ষণ করে, বাক্ বা শব্দের দ্বারা বিশ্ব বহুরূপে নিবদ্ধ হইয়া আছে।

অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥ ঐ

"সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞান স্বকীয় রূপের অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শব্দ (ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি),

মনোভাব প্রাপ্ত ও তেজের দ্বারা পরিপক্ক (অনুগৃহীত) হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হয়, এবং বায়ু, অন্তঃকরণ-তত্ত্বের আশ্রয়ে তদ্ধর্ম্মসমাবিষ্ট হইয়া তেজ দ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব শব্দ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদ-সংসর্গবৃত্তিশক্তি। শব্দ নিত্য ও কার্য্য ভেদে দ্বিবিধ। কার্য্য শব্দ সগুণ ব্রহ্ম। নিত্য শব্দ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন।" (যোগত্রয়ানন্দ)

শিষ্য। নিত্য শব্দ স্ফোট বা নাদকেই বলিতেছেন তো—তাঁহার নির্গুণত্ব আমি ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছি না। নাদ যখন শ্রুত হইতেছে তখন নির্গুণ তাঁহাকে কি প্রকারে বলা যায় ?

গুরু। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। শ্রবণ কর।

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥
গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বং চ দ্বে শক্তী তেজসো যথা।
তথৈব সর্ব্বশব্দানামেতে পৃথগবস্থিতে॥

বাক্যপদীয়

অর্থাৎ একই তেজের যেমন গ্রাহ্যত্ব এবং গ্রাহকত্ব দ্বিবিধ শক্তি দেখা যায়, সেইরূপ সকল শব্দেরই দুইটি সামর্থ্য আছে; তাই শব্দ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, গ্রাহক এবং গ্রাহ্য।

সর্ব্বভূতাদি পরিব্যাপক চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম।

অজস্রবৃত্তিঃ যঃ শব্দঃ সূক্ষ্মত্বাচ্চোপলভ্যতে।
ব্যঞ্জনাদ্ বায়ুরিব স স্বনিমিত্তাৎ প্রতীয়তে॥
অণবঃ সর্ব্বশক্তিত্বাদ্ ভেদসংসর্গবৃত্তয়ঃ।
ছায়াতপতমঃশব্দভাবেন পরিণামিনঃ॥

স্বশক্তৌ ব্যজ্যমানায়াং প্রযত্নেন সমীরিতাঃ।
অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ॥

বাক্যপদীয়

নিরন্তর বৃত্তিসম্পন্ন যে শব্দ সূক্ষ্মত্বহেতু উপলব্ধ হয়, প্রকাশনহেতু বায়ুর ন্যায় স্বীয় নিমিত্ত হইতে প্রতীত হইয়া থাকে, ভেদসংসর্গবৃত্তি অণুসকল সর্ব্বশক্তিত্বহেতু ছায়া আতপ তমঃ শব্দ ভাবের দ্বারা পরিণামশীল। এই স্বশক্তিতে ব্যজ্যমান প্রযত্ন সহকারে সম্যক্‌রূপে প্রেরিত শব্দ নামক পরমাণুসকল মেঘসমূহের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

সঙ্গীতদামোদরে আছে—

আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবকপ্রেরিতং সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
অতিসূক্ষ্মধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥
পুষ্টং শীর্ষেপ্যপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ॥
নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥

(জীবতত্ত্ববিবেক)

চৈতন্য বা আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত চিত্ত দেহস্থিত অগ্নিকে আঘাত করে। পরে সেই অগ্নি ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত প্রাণকে প্রেরণ করে; সেই প্রাণ অগ্নিপ্রেরিত হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধপথে বিচরণ করিতে করিতে নাভিতে অতি সূক্ষ্ম ধ্বনি, হৃদয়ে সূক্ষ্ম, গলে পুষ্ট, শীর্ষদেশে অপুষ্ট, বদনে কৃত্রিম— এই পাঁচ প্রকার নাদ বা শব্দ উৎপন্ন করে; অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পুষ্ট

অপুষ্ট এবং কৃত্রিম (স্থূলরূপে প্রকাশিত)—এই পাঁচ প্রকার নাদ বা শব্দ। নকারের নাম প্রাণ এবং দকারের নাম অগ্নি। প্রাণ এবং অগ্নি সংযোগে উৎপত্তি, এইজন্য ইহার নাম নাদ বা শব্দ।

যদুক্তং ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিশ্চ যো মতঃ।
তন্মধ্যে সংস্থিতঃ প্রাণঃ প্রাণাদ্বহ্নিসমুদ্ভবঃ॥
বহ্নিমারুতসংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে।
ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃত সঙ্গীতদামোদর

যাহা ব্রহ্মের স্থান ব্রহ্মগ্রন্থি বলিয়া কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে অবস্থিত প্রাণ। প্রাণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। বহ্নি এবং বাতাসের সংযোগ হেতু নাদ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নাদ বিনা গীত হয় না, নাদ বিনা উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বর, নাদ বিনা রাগ কিছুই হয় না, সেইজন্য জগৎ নাদাত্মক, নাদ ব্যতীত জ্ঞান নাই, নাদ বিনা শিব নাই, পরম জ্যোতি নাদরূপ, স্বয়ং হরি নাদরূপী।

নাভেরূর্দ্ধং হৃদিস্থানাদ্ মারুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ঐ

নাভির উর্দ্ধ হৃদিস্থান হইতে প্রাণ নামক বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে শব্দ করে তজ্জন্য নাদ বলিয়া কথিত হয়।

আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।
মুখেভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ॥

আকাশ, অগ্নি এবং প্রাণ হইতে উৎপন্ন নাভির ঊর্দ্ধদেশে সম্যক্ বিচরণ করিতে করিতে বদনে যিনি অভিব্যক্ত হন, তিনি নাদ।

শিষ্য। সঙ্গীতদামোদরের মতে নাভিতে অতিসূক্ষ্ম ধ্বনি অর্থাৎ পশ্যন্তী অবস্থা হয় এই কথা শ্রীধর স্বামীও বলেছেন।

গুরু। হাঁ,—"ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে উৎপত্তি-বিনাশরহিত জ্ঞানই ব্রহ্মচৈতন্য নামে খ্যাত। সেই আত্মার জ্ঞানরূপ ব্রহ্মচৈতন্য শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞানাত্মক শব্দ মনোভাব প্রাপ্ত এবং তেজ প্রভাবে বিবর্দ্ধিত হইয়া প্রাণরূপ ধারণ করে। সেই প্রাণই পুনঃ স্থূলতম শব্দরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহাই আত্মার প্রাণরূপত্ব —প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ প্রাণারামত্বাদ্ বা। তাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন "**অতএব প্রাণঃ**।" (বেদান্তদর্শন ১।১।২৩) অর্থাৎ প্রাণের ব্রহ্মলিঙ্গত্ব শ্রুতি থাকায় প্রাণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত।" জীবতত্ত্ববিবেক

এক কথায় বদনসামর্থ্যের স্ফুরণই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। শব্দোচ্চারণ কালে পরা-পশ্যন্ত্যাদি ক্রমে শরীরাধিষ্ঠিত সেই ব্রহ্মই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাই শব্দকে উপচারক্রমে নিত্য বলা হয়।

"অপিচ আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে দূর হইতে শব্দ শ্রুত হইতেছে অথচ পরিষ্কাররূপে কিছু বোধ হইতেছে না, কেবল তারত্বাদি জ্ঞান হইতেছে—এইরূপ জ্ঞানকে ধ্বনি বলে।

অতএব বলিতে হয় ধ্বনিই (শ্রবণসামর্থ্য) স্ফোট; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে স্ফোটই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সুতরাং ধ্বনিও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্থানীয়। এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম দ্বারাই শ্রবণ-সামর্থ্য, বদনসামর্থ্য, দর্শনসামর্থ্য ইত্যাদি প্রকার তাবৎ ইন্দ্রিয়সামর্থ্য অবভাসিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ দ্বার বা গোলক মাত্র। অতএব বলিতে হয় যে এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের (চিদাকাশের) দ্বারাই শব্দ

গ্রাহ্যরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে ; তাই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন **"শব্দ খে"** অর্থাৎ আকাশের গুণ যে শব্দ তাহা আমি—সহজ কথায় শব্দের অববোধক অথচ তৎসারভূত যে পদার্থ তাহা (আমিই) ব্রহ্মচৈতন্য।" ঐ

শিষ্য। তাহা হইলে পরাশব্দ বদনসামর্থ্যের স্ফুরণই সচ্চিদানন্দ পর প্রণব। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ইঁহাকে চতুর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কারণ এবং নাদব্রহ্ম, কার্য্য অপর প্রণব।

গুরু। হাঁ, আরও শ্রবণ কর। "শৌনক বলেন—

শব্দঃ প্রকৃতিঃ সর্ব্ববর্ণানাম্।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ২২ অঃ

শব্দই সকল বর্ণের মূল কারণ।

তস্য রূপান্যত্বে বর্ণান্যত্বম্।

অর্থাৎ শব্দের রূপভেদে বর্ণের রূপভেদ হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে প্রাণন-ক্রিয়াযুক্ত চৈতন্যই শব্দসারভূত ; সুতরাং শব্দ নিত্য।"

শিষ্য। স্ফোটরূপ শব্দের নিত্যত্ব শ্রীভগবান্ ভাগবতে, ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন।

গুরু। হাঁ, যতক্ষণ ব্রহ্মাণ্ড আছে ততক্ষণ সেই মহানাদসাগরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে এবং শব্দই ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড আকারে পরিণত হইয়াছে। যেমন ঘট বলিতে মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নয় তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড বলিতে নাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে :—

"বাত্যার দ্বারা যেমন শান্তকল্লোল সমুদ্র স্ফীত হয়, সমুদ্রসমুত্থ তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষে ধৃত হইয়াও স্থূলদৃষ্টিতে যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন রূপে

গৃহীত হয়, সূক্ষ্ম অব্যক্ত বা সাম্যাবস্থায় বিদ্যমানা প্রশান্ত পরমেশ-শক্তি সৃষ্টিকালে সেইরূপ উচ্ছূন বা স্ফীত হন।”

শিষ্য। ইহার কারণ কি ?

গুরু। সে কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। আচ্ছা শ্রবণ কর।

পুরুষ প্রকৃতি এক ব্রহ্মের রূপদ্বয়—

শিবেচ্ছয়া পরা শক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকসঙ্গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব ॥

ধ্যানবিন্দূপনিষদ্ দীপিকাধৃত

তিল হইতে যেরূপ তৈল নির্গত হয়, আদি সর্গে সেইরূপ সনাতন শিবের ইচ্ছানুসারে তাহা হইতে শিবস্বরূপে একীভাবে মিলিতা পরাশক্তি সর্ব্বতোভাবে কম্পিতা শোভিতা হন। বিবিধাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও পরমার্থত সেই শক্তি শক্তিমান্ শিব হইতে অভিন্ন। তত্ত্ব একটি, লীলা করিতে ইচ্ছা যখন হয় তখন দুইটি হন, স্বয়ং অবিক্রিয় থাকিয়াও শক্তি সহায়ে বহুরূপে লীলা করিয়া থাকেন। “প্রকৃতি” ও “পুরুষ” এই উভয়ের যোগে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরুষাংশের অবিক্রিয়ত্বনিবন্ধন অপিচ প্রকৃত্যংশের বিকারশীলত্ববশতঃ প্রকৃত্যংশই প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। ঋগ্বেদ এইজন্য অর্দ্ধগর্ভা এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রবণ কর। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যমখণ্ড ১৪ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন।

পরমার্থতস্তু সা শক্তিঃ শক্তিমতঃ শিবাদভিন্না—
মূলাধারে বসেদগ্নিস্তস্মান্নাদোঽভিপদ্যতে।
পঞ্চ স্থানানি ভিত্বাসৌ ব্যক্তো ভবতি মূর্দ্ধনি ॥ ২০

নাভৌ সূক্ষ্মোঽতিপূর্ব্বঃ স্যাৎ সূক্ষ্মো হৃদি বিশিষ্যতে।
কণ্ঠে ভবতি চাব্যক্তো মুখে কৃত্রিমতাং ব্রজেৎ।
মূর্দ্ধনি চ তথাব্যক্তো নাদ এষ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২১

মূলাধারে যে অগ্নি আছে তাঁহা হইতে নাদ উৎপন্ন হয়। ঐ নাদ ক্রমে নাভিদেশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থান অতিক্রম করিয়া মস্তকে প্রস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা প্রথমে মূলাধারে উৎপন্ন হইয়া নাভিদেশে অতিসূক্ষ্ম, হৃদয়ে সূক্ষ্ম, কণ্ঠে অব্যক্ত, মুখে কৃত্রিম এবং মস্তকে অব্যক্ত অর্থাৎ অজ্ঞান নাদ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

দয়াল মহারাজ বলেছেন—

"পরমাণুই বল, প্রকৃতিই বল বা মায়াই বল ইহা শক্তিমাত্র অথবা ইহা এই শব্দাত্মিকা বাগ্‌দেবী। যেখানে শক্তির স্পন্দন সেখানে শব্দ থাক্‌বেই। শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টির সুপ্তাবস্থা—তাহাই **সাম্যাবস্থা** বা **মায়া**। শক্তির স্পন্দনাবস্থা বা অভিব্যক্তি অবস্থা যাহা, তাহাই **প্রকৃতি**। প্রকৃতি এ ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিদৃশ্যমানা।"

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য সাংখ্যতত্ত্বালোকে বলিয়াছেন—(৩০৯ পৃঃ)

"স্থূলোৎপত্তিবিষয়ে সাংখ্যসম্মত স্মৃতি" যথা—

"পুরাকালে চন্দ্রার্ক-পবন-শূন্য আকাশ অচল ও প্রসুপ্তবৎ হইয়াছিল। তৎপরে তমের ভিতর অপর তমের মত—সলিল উৎপন্ন হইল। সেই সলিলের উৎপীড়ন হইতে মারুত উৎপন্ন হইল। যেমন কোন পাত্র জলের দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলে তন্মধ্যস্থ বায়ু সশব্দে বুদ্‌বুদাকারে নির্গত হয়, সেইরূপ সেই বায়ু ও সলিলের সংঘর্ষ হইতে দীপ্ততেজা মহাবল অগ্নি আকাশকে নিস্তিমির করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই জল অগ্নি ও পবন সংযুক্ত হইয়া নিজেকে সমাক্ষিপ্ত করে। মারুত-সংযোগে সেই

অগ্নি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ঘনত্ব প্রাপ্ত অগ্নির যে স্নেহাংশ থাকে তাহা সঙ্ঘাতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শেষে ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয়। ভূমি সমস্ত গন্ধ, রস, প্রাণী ও স্নেহের আশ্রয়, তাহাতে সমস্ত প্রসূত হয়।"

(শান্তিপর্ব্ব ভৃগুভারদ্বাজসংবাদ)

ঐ ৩১০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা

"উদ্ধৃত শাস্ত্র হইতে এইরূপ ক্রম দেখা যায়—প্রথমে কারণ সলিল হইতে প্রবল শব্দ, তৎপরে স্পর্শ, তৎপরে তেজঃ, তৎপরে স্নেহ বা প্রস্তরাদি রাসায়নিক দ্রব্যের তরল অবস্থা, পরে তাহার সঙ্ঘাত অবস্থা—যাহা অস্মদ্ব্যবহার্য্য গন্ধাদির আশ্রয়।"

৩৭০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

"কারণ সলিল হইতে সশব্দে বায়ু উৎপন্ন হইল; পরে দীপ্ততেজা হুতাশন; পরে তরলভাব, পরে কঠিন অবস্থা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় লোক-সর্গের আদিতে যে ঈরণা হইয়াছিল তাহা শব্দ-জাতীয়।"

শিষ্য। একই কথা। বেদ বেদান্ত তন্ত্র সাংখ্য বা অন্যান্য শাস্ত্র সকলেই তো এক বাক্যে বলিতেছেন যে, শব্দই জগতের আদি কারণ।

গুরু। যিনি সত্যদর্শী তিনি একথা বলিবেনই—জগৎ রসতম শব্দব্রহ্ম ওঙ্কারের ঘনীভূত মূর্ত্তি। নাদব্রহ্ম সাগরে জগদ্রূপ তরঙ্গরঙ্গ করিতেছে। যেমন তরঙ্গ জল হইতে ভিন্নাকার দৃষ্ট হইলেও জলভিন্ন আর অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ বিবিধাকারে পরিদৃষ্ট এই বিশ্ব নাদব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জ্ঞানপ্রদীপে কথিত হইয়াছে—

সারদাতিলক—'শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।'

অর্থাৎ নাদশব্দে প্রকৃতিশক্তিকেও বুঝায়। সাধকের পিণ্ডমধ্যে জীবাত্মা বা জীবনীশক্তিরূপে কুণ্ডলিনীশক্তিই প্রকৃতিশক্তি বলিয়া কথিত।

সেই কুণ্ডলিনী মহাশক্তি যতক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী মহামায়া সহস্রারস্থিত পরমশিবে বা পরমাত্মায় লয়প্রাপ্তা অর্থাৎ একীভূতা না হইয়া যান, ততক্ষণ সাধকের সেই নাদ বা অনাহত ধ্বনির নিবৃত্তি হইবে না।

১ম ভাগ ১৫৫ পৃষ্ঠা

তদেব শব্দব্রহ্ম। নাদঃ পুনঃ পরব্রহ্মবাচকোঙ্কাররূপঃ। জ্যোতিরাদিদর্শনাভাবকালেঽপি নাদাদিং শ্রুত্বা অন্তর্লক্ষ্যং পরিরক্ষ্যতে। এতেন চিত্তৈকাগ্র্যবৃদ্ধেঃ মননযোগ্যতা ভবতি। ১

সিদ্ধযোগঃ ১১০ পৃঃ

উহা শব্দব্রহ্ম এবং নাদ পরব্রহ্মবাচক ওঙ্কারের রূপ। জ্যোতিরাদি দর্শনের অভাব কালে নাদাদি শুনিলে অন্তর্লক্ষ্যের রক্ষা হয়। ইহার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি হওয়ায় মননযোগ্যতা জন্মে। ১

"যখন কোন শব্দ করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করা হয়, তখন হৃদয়ে বা অন্তঃকরণে প্রথম প্রণব বা "ওঁ"কার শব্দ হয়। যখন কোন একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখনও এই প্রণব উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোন সুরযন্ত্রে আঘাত করিলে এই প্রণব ধ্বনিত হয়; যতকাল দেহে প্রাণ থাকিবে ততকাল দেহমধ্যে এই শব্দ ধ্বনিত হইবে—ইহা দেহমধ্যে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা শুনিবার জন্য উপযুক্ত হইলে সর্ব্বদাই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। আমরা অন্যান্য শব্দে অত্যন্ত আকৃষ্ট, তাই এ শব্দ শুনিতে পাই না। নতুবা দেহমধ্যে অহর্নিশি এ শব্দ উত্থিত হইতেছে। এই তত্ত্ব হইতে জ্ঞানিগণ বিবেচনা করেন যে সর্ব্বত্রই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়—কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন শব্দ করিবার পূর্ব্বেই প্রণব ধ্বনি আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়। আর্য্য ঋষিগণ এই জন্যই প্রণবকে প্রথম শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রণব প্রথম শব্দ বা প্রথম

মন্ত্র। ইহার আর একটি অর্থ ব্রহ্ম—সকল পদার্থেই বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রথম শব্দ বা মন্ত্রই প্রণব।" যোগতত্ত্ববারিধি ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠা

বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি মহৎ প্রথমে নাম পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে প্রকাশ পান। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই রূপ, ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত স্ফোট রহিয়াছে। স্ফোট অর্থে সমস্ত জগতের অভিব্যক্তির কারণ শব্দব্রহ্ম। সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের অনন্ত সমবায়ী উপাদানস্বরূপ এই অনন্তকোটি স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্দ্বারা ভগবান্ প্রথমে আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ আছে "ওঁ"। আর কোনরূপ বিশ্লেষণ বলেই যখন আমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক্ করিতে পারি না, তখন এই ওঙ্কাররূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি বল যে, শব্দ ও ভাব নিত্য সম্বদ্ধ বটে, কিন্তু একটি ভাবের বাচক অনন্ত শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ ভাবের বাচক যে ওঙ্কারই তাহার কোন অর্থ নাই। একথা বলিলে আমাদের উত্তর এই—ওঙ্কারই এইরূপ সর্ব্বভাববাচক শব্দ, আর অন্য কোন শব্দ এতত্তুল্য নহে। অর্থাৎ শব্দগুলির মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ তাহা যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে; সুতরাং এই স্ফোটকে নাদব্রহ্ম বলে। অন্য যে কোন শব্দ হউক না কেন, তাহার দ্বারা স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলিবে যে তাহার স্ফোটত্ব থাকিবে না। সুতরাং যে শব্দ দ্বারা উহা খুব অল্প পরিমাণে বিশেষ ভাবাপন্ন হইবে আর যাহা যথাসম্ভব উহার স্বরূপ প্রকাশ করিবে, তাহাই উহার প্রকৃত বাচক হইবে। ওঙ্কার—কেবলমাত্র

ওঙ্কারই এইরূপ। কারণ অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষর একত্রে "অউম" এইরূপ উচ্চারিত হইলে, উহাই সর্ব্বপ্রকার শব্দের বাচক হইতে পারে। অ—সমুদয় শব্দের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন অক্ষরের মধ্যে আমি অকার। আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দেই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। "অ" কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, "ম" শেষ ওষ্ঠ শব্দ। আর "উ" জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়াইয়া যাইতেছে—এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটির সূচক, আর কোন শব্দেরই সে শক্তি নাই; সুতরাং উহাই স্ফোটের ঠিক উপযোগী বাচক—এই স্ফোটই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। আর বাচক বাচ্য হইতে পৃথক্ হইতে পারে না, সুতরাং "ওঁ" ও স্ফোট একই পদার্থ। আর এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতমাংশ বলিয়া ব্রহ্মের খুব নিকটবর্ত্তী। অতএব উহা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সুতরাং ওঙ্কার ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক।

ঐ-ধৃত ভক্তিযোগ

শিষ্য। প্রণবে অকার উকার মকারের উচ্চারণপ্রকার ইনি বলিয়াছেন। শেষ সীমায় যিনি উপস্থিত হইয়াছেন তিনি মুক্তকণ্ঠে নাদব্রহ্মের মহিমা গান করিয়াছেন।

গুরু। বিবিধ গ্রন্থ হইতে এক কথাই বলিতেছি।

শিষ্য। আপনি বলুন, আমি আনন্দিত মনে শুনিতেছি। আমি কৃতার্থ ধন্য, আপনি আরও বলুন।

———:*:———

৬৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

শ্রীমতে সদ্‌গুরুবে দাশরথয়ে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

চতুর্থ হিল্লোল

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমন্তেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাস-বিলাসায় ওঙ্কারায় নমঃ।
সর্ব্বসাধনসিদ্ধীনাং যা স্যাৎ সিদ্ধিরনুত্তমা।
কৈবল্যরূপা তন্মাত্রং সীতারামং নমাম্যহম্॥
বরাভয়করং শান্তং শুক্লবর্ণং সশক্তিকং।
জ্ঞানানন্দময়ং সাক্ষাৎ সর্ব্বব্রহ্মস্বরূপকম্॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তভূতানি ব্যাপ্য জীববৎ।
যঃ সংসরতি ভূতাত্মা প্রণবং তং নতোঽস্ম্যহম্॥

শিষ্য। দেব, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে এই নাদব্রহ্মের কথা কিরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে?

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে অনেকস্থলে পরোক্ষভাবে নাদের কথা বিবৃত হইয়াছে,—শ্রবণ কর।

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতির উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ,
তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি।

প্রথম প্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড

দেব ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন তখন দেবগণ অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব বলিয়া উদ্গীথকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১

তাঁহারা নাসিকার অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রাণেতে উদ্গীথের (প্রণবের) উপাসনা করেন, তাহাকে অসুরগণ (অধর্ম্মে আসক্তিরূপ) পাপ দ্বারা লিপ্ত করেন। পাপ দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় প্রাণ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করে। ২

দেবগণ বাক্যের দ্বারা উদ্গীথ উপাসনা করিলে অসুরসকল বাক্যকে পাপ দ্বারা লিপ্ত করে, তজ্জন্য ইহা সত্য ও অসত্য দুই বলিয়া থাকে। ৩

দেবগণ চক্ষু দ্বারা উদ্গীথের উপাসনা করিলে তাহারা তাহাকে পাপ দ্বারা লিপ্ত করায় চক্ষু দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয় বস্তুই দেখিয়া থাকে। ৪

দেবগণ কর্ণে উদ্গীথ উপাসনা আরম্ভ করেন, অসুরগণ তাহাকে পাপ দ্বারা লিপ্ত করায় শ্রবণের যোগ্য ও অযোগ্য দুইই শুনিয়া থাকে। ৫

অনন্তর দেবতারা মনের দ্বারা ওঙ্কারের উপাসনা করেন। অসুরগণ তাহাকে পাপলিপ্ত করে—তজ্জন্য মন সঙ্কল্পের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়ই সঙ্কল্প করিয়া থাকে। ৬

তারপর দেবগণ এই যে মুখ্য প্রাণ তাহাতে উদ্গীথের উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। যেমন খননের অযোগ্য প্রস্তরাদিকে পাইয়া (কোদালি আদি) নষ্ট হইয়া থাকে। ৭

এবং যথাঽশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসতে এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি, স এষো-ঽশ্মাখণঃ। ৮

যিনি এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি পাপ ইচ্ছা করেন—হিংসা করেন, যেমন কোদালাদি প্রস্তরাদিকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তিনিও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া থাকেন; কারণ মুখ্য প্রাণতত্ত্ববিৎ প্রস্তরাদির ন্যায় খননের অযোগ্য।

এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঃ—

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্বস্পর্দ্ধন্ত তে হ দেবা ঊচুর্হন্তা-সুরান্ যজ্ঞ উদ্‌গীথেনাত্যয়ামেতি। ১।৩।১

প্রথমে বাক্য, তৎপরে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি সকলেই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হয়, শেষে মুখ্য প্রাণের সহায়তায় তাহারা বিনষ্ট হয়। এই মুখ্য প্রাণই হইল নাদব্রহ্ম। এমন পরোক্ষভাবে বলিয়াছেন যে কোন ক্রমে বুঝিবার উপায় নাই।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যভাষ্যে বলিয়াছেন—শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই দেব, আর বিষয়াসক্ত প্রাণাত্মিকা বৃত্তিসকল অসুর। জীবমাত্রের দেহে চিরদিন এ দেবাসুর সংগ্রাম চলিতেছে।

নবম মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—স্থান-সম্বন্ধ-নিবন্ধন নাসাশ্রিত প্রাণের পাপসম্বন্ধ আছে। মুখ্য প্রাণের কোনরূপ স্থানসম্বন্ধ নাই, সুতরাং পাপসম্বন্ধও অসম্ভব।

ছান্দোগ্য—য এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তমুদ্‌গীথমুপাসীত ওঁ ইতি হি এষ স্বরন্ এতি। (প্রথম প্রপাঠক পঞ্চম খণ্ড)

এই যে মুখ্য প্রাণ তাহাকে উদ্‌গীথবোধে উপাসনা কর। ওম্ উচ্চারণে উহা সমাগত হয়।

ছান্দোগ্য পঞ্চম প্রপাঠক প্রথম খণ্ডে বাগাদির বিবাদের কথা ও মুখ্য. প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে। "মুখ্য প্রাণ দেহ ইন্দ্রিয় মনের অতীত পদার্থ। পরন্তু জীবে অহংবৃত্তিই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন হইতে অতীত পদার্থ। অন্তঃকরণবৃত্তি বলিতে বুদ্ধিতত্ত্ব ও মনঃসমন্বিত অহংতত্ত্বকে বুঝায়। অতএব ইহারাই মুখ্য প্রাণাখ্য। ইহা জীবদেহে নির্ম্মল সূক্ষ্ম মরুৎতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে; অতএব সূক্ষ্ম মরুৎতত্ত্ব-সম্বলিত অহংবৃত্তিই মুখ্যপ্রাণ শব্দের বাচ্য।" এই কথা শ্রীমৎ সন্তদাসবাবাজী মহারাজ বেদান্তদর্শন ৩৫৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন।

শিষ্য। ইনি ঠিক স্পষ্টরূপে মুখ্যপ্রাণই যে নাদ তাহা বলিলেন না।

গুরু। অহংবৃত্তি নাদ ভিন্ন আর কার আছে ?

চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ। (সারদা)

প্রপঞ্চসারে কথিত আছে—

গতো যো বীজতামেষ প্রাণিষ্বেব ব্যবস্থিতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডং গ্রস্তমেতেন ব্যাপ্তং স্থাবর-জঙ্গমম্।
নাদঃ প্রাণশ্চ জীবশ্চ ঘোষশ্চেত্যাদি কথ্যতে॥

প্রশ্নোপনিষদে (২য় প্রশ্নে) ইহাকে বরিষ্ঠ প্রাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী বাক্ মনঃ চক্ষু কর্ণ—তাহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বলিয়াছেন,—এই দেহকে আমরা বিশেষরূপ ধারণ করি। ২

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যথ, অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্‌বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি। ৩

মুখ্যপ্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন, মোহপ্রাপ্ত হইও না, আমিই

আমাকে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে সুদৃঢ় করত বিশেষরূপে ধারণ করিয়া আছি। ৩

স য এতামেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাসো হ যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্। ৪

ছান্দোগ্য তৃতীয় অধ্যায় ১৯ খণ্ড

"যে কোন লোক এই আদিত্যকে এইরূপ জানিয়া আদিত্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই অবিলম্বে শুভ শব্দসমূহ ইহার নিকট উপস্থিত হয় এবং সুখোপভোগসাধকও হইয়া থাকে।" (দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ)

ঘোষ যে নাদ তাহা প্রপঞ্চসারে উক্ত হইয়াছে।

শিষ্য। হাঁ, তাহা হইলে আদিত্যের উপাসনার দ্বারা নাদ লাভ করা যায়।

গুরু। আদিত্যই ওঙ্কার। ওঙ্কারের আধিদৈবিক রূপ আদিত্য।

আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি। (ছান্দোগ্য)

যদ্‌ব্রহ্ম তজ্জ্যোতির্যজ্জ্যোতিঃ স আদিত্য স বা এষ ওমিত্যেতদাত্মা। (মৈত্রায়ণী শ্রুতি)

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে—

স নাদেন বিহরতি প্রাণো বৈ নাদস্তস্মাৎ প্রাণো নদন্ সর্ব্বমশ্নুতীব।

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাখ্য নাদরূপী শব্দব্রহ্মের স্পন্দনেই প্রাণ স্পন্দিত হইয়া সুষুম্না শ্বাসরূপে ধ্বনি করিয়া থাকে।

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ। ৭ (ছান্দোগ্য ৩য় প্রপাঠক ১৩ খণ্ড)

তস্যৈষা দৃষ্টিঃ যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ। ৮ (ঐ)

অর্থাৎ স্বর্গলোকের পরে যে জ্যোতি বিভাসিত হইতেছেন, উহা স্বয়ংপ্রভ, নিরন্তর তাহার প্রকাশ বিদ্যমান—সংসারের উপরে সকলের উপরে সর্ব্বোত্তম উত্তম সত্যাদি লোকসমূহে প্রকাশিত আছেন। সেই জ্যোতি মানবদেহের মধ্যস্থিত জ্যোতি। এই শরীরকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে যে উষ্ণতা অনুভব হয় তাহার দ্বারাই আত্মজ্যোতির অনুভূতি হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাই সেই আত্মজ্যোতির দর্শনের সাক্ষাৎ উপায়।

কর্ণদ্বয় অঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে যে রথ-নির্ঘোষ বৃষভ-নিনাদ-সদৃশ বা প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাহাই ঐ জ্যোতির সাক্ষাৎ শ্রবণের উপায়। কথিত ব্রহ্মজ্যোতিকে দৃষ্ট শ্রুত বলিয়া উপাসনা করিবে—তদ্দ্বারা উপাসক দর্শনীয় ও লোকবিশ্রুত হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই জ্যোতির দর্শনে শ্রবণে মাত্র দর্শনীয় ও লোকবিশ্রুত হওয়াই ফল ?

গুরু। এ দর্শন শ্রবণ তো প্রকৃত দর্শন শ্রবণ নহে। ঐ জ্যোতি ও নাদ যখন সর্ব্ব পাপক্ষয়ে স্বতঃ প্রকাশিত হন, সে প্রকাশের যখন উদয় অস্ত থাকে না, তখনই সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে ঃ—

অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি বাচৈবায়ং

জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি, যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তেঽথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য। ৪।৩।৫

যাজ্ঞবল্ক্য! সূর্য্য ও চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে কোন্ জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয়? "শব্দই উহার জ্যোতি হয়", শব্দজ্যোতির সহায়ে সে বসে, চলে, কর্ম্ম করে, ফিরিয়া আসে। এইজন্য হে সম্রাট্ যখন নিজের হাত পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা যায় না তখন যেখানে কোন শব্দ হয় লোক সেইখানেই উপস্থিত হইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।

মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে ঃ—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২।২।৭

যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্, যাঁহার মহিমা জগদ্ব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়-পদ্ম-মধ্যস্থ আকাশে এই আত্মা অবস্থিত আছেন।

শিষ্য। সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি অন্তর্হিত হইলে শব্দ থাকে?

গুরু। হাঁ, এই শব্দব্রহ্ম হইতেই সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের কারণ নাদব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে ঃ—

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদম্ অন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি।

মানুষের মধ্যে এই যে অগ্নি—যাহা দ্বারা ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয়—তাহা বৈশ্বানর, কর্ণদ্বয় অবরুদ্ধ করিলে এই যে শব্দ শ্রুত হয় উহাই

সেই অগ্নির শব্দ, মানুষ যখন দেহত্যাগে উদ্যত হয় তখন এই শব্দ শুনিতে পায় না। এই সত্যব্রহ্ম জাঠরাগ্নিকে বিরাট বলিয়া উপাসনা করিবে, তাহার ফলে বৈরাজত্ব লাভ হয়। (অনুবাদ উদ্বোধন)

শিষ্য। জাঠর অগ্নির উপাসক বৈরাজত্ব লাভই করেন ?

গুরু। হাঁ, জাঠর অগ্নিকে বিরাড্‌বোধে উপাসনা করিলে উক্ত ফল হয়।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঃ—(৮ম প্রপাঠক প্রথম খণ্ড)

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। ১

এই ব্রহ্মপুর দেহে শ্বেতপদ্মসমাকৃতি ক্ষুদ্র পদ্ম আছে। দহর অর্থে অন্তরাকাশ, তাহাতে অর্থাৎ আকাশমধ্যে যাহা আছে তাহা অন্বেষণ যোগ্য, তাহা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। আকাশমধ্যে শব্দ ভিন্ন আর কি থাকিবে ?

গুরু। কিন্তু দেখ এমনভাবে বলা হইয়াছে যে সহজে বুঝিবার উপায় নাই। শব্দ-শূন্য আকাশ হয় না। অনন্তর বলিতেছেন—শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া যদি প্রশ্ন করে, এই ব্রহ্মপুরে দহর পুণ্ডরীক গৃহ, দহর এই অন্তর আকাশ—তাহাতে কি আছে যাহা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, যাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত ? ২

তদুত্তরে গুরু বলিতেছেন—যাবৎপরিমাণ এই আকাশ তাবৎপরিমাণ অন্তরাকাশ, ইহাতে দ্যুলোক পৃথিবী অগ্নি বায়ু সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসকল অবস্থিত, যাহা এই আকাশে আছে যাহা নাই সমস্তই অন্তরাকাশে সমাহিত। ৩

শিষ্যগণ তদুত্তরে বলিলেন—যদি এই ব্রহ্মপুরে সমস্ত ভূতসকল,

কামনা, নিখিল বিষয় অবস্থিত থাকে—যখন ইহা জরাগ্রস্ত হইয়া জীর্ণ হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় অথবা শস্ত্রপ্রহারে নষ্ট হয়—কি অবশিষ্ট থাকে ? ৪

গুরু বলিলেন—না, ইহাকে জরা জীর্ণ করিতে পারে না। শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা শরীর নাশ হইলেও ইহা নাশ হয় না। ইহা সত্য ব্রহ্মপুর—ইহাতে কামসকল অবস্থিত।

এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি। ৫

এই আত্মা অধর্ম্মশূন্য জরাহীন মৃত্যুবিরহিত শোকশূন্য আহারেচ্ছারহিত তৃষ্ণাহীন ও সত্যকাম অর্থাৎ কদাচ তাঁহার কামনা ব্যর্থ হয় না এবং তাঁহার সঙ্কল্প সত্য। যেমন এ জগতে প্রজাসকল অন্য স্বামীর বশবর্ত্তী হইয়া তাহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সেই স্বামীর নিকট যে যে জনপদ বা ক্ষেত্র ভাগ বাসনা করে তাহাই লাভ করিয়া জীবিত থাকে। ৫

শিষ্য। সকল উপনিষদেই কি এইরূপ পরোক্ষভাবে নাদব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে ?

গুরু। না বৎস, বহু উপনিষদই মুক্তকণ্ঠে নাদব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন। একই প্রকার কথা বলিয়া যাইতেছি, তোমার বিরক্তি আসে নাই ত ?

শিষ্য। না দেব, যতই শুনিতেছি ততই পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া নাদব্রহ্মের লীলাকথা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন,

কেবল আমি নহে, যে কেহ এই নাদব্রহ্মলীলামৃত পান করিবে সেও কৃতার্থ হইবে, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

গুরু। ব্রহ্মবিন্দু শ্রুতিতে আছে ঃ—

স্বরেণ সন্ধয়েদ্ যোগমস্বরং ভাবয়েৎ পরং।
অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইষ্যতে ॥ ৭

স্বর অর্থাৎ ধ্বনির দ্বারা যোগ সন্ধান করিবে, পরমপুরুষকে অস্বর নাদহীন ভাবনা করিবে—অস্বর অর্থাৎ শব্দশূন্য ভাবের দ্বারাই ভাব অভাব ইচ্ছা করে না। অর্থাৎ নিত্য স্থিতিলাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। নাদহীন পরমপুরুষ!

গুরু। হাঁ, বিন্দুতে চলন নাই। আরও শ্রবণ কর—

শব্দো মায়াবৃতো যাবত্তাবত্তিষ্ঠতি পুষ্করে।
ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেকমেবানু পশ্যতি ॥ ১৫।৩

যতক্ষণ শব্দ মায়া দ্বারা আবৃত থাকে, ততক্ষণ হৃদয়পদ্মে অবস্থান করে। অন্ধকার দূর হইলে অনাহত নাদের দ্বারা প্রণব উর্দ্ধমুখ হওয়ার পর জ্যোতির আবির্ভাব হইলে একত্ব ও এককেই দর্শন করিয়া থাকে।

শিষ্য। শব্দ মায়ার দ্বারা আবৃত কি?

গুরু। সুষুম্নাপথ পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যতক্ষণ রুদ্ধ থাকে ততক্ষণ।

শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম যস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্ যদীচ্ছেচ্ছান্তিমাত্মনঃ ॥

শব্দ অর্থাৎ নাদ অক্ষর ক্ষরণহীন পরব্রহ্ম—যাহা ক্ষীণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইলে যে অক্ষর, বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি আপনার শান্তি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই সূক্ষ্ম অক্ষরকে ধ্যান করিবে।

শিষ্য। সূক্ষ্ম অক্ষর!

গুরু। নাদ চিৎ-অচিৎ-মিশ্রিত। চিন্নাদকে লক্ষ্য করিয়া সূক্ষ্ম অক্ষর বলিতেছেন।

আরও শ্রবণ কর—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৭

দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য—শব্দব্রহ্ম বেদ এবং পরব্রহ্ম পরপ্রণব। শব্দব্রহ্মে নিপুণ হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

শব্দব্রহ্মের গৌণ অর্থ—বেদ, মুখ্য অর্থ—ওঙ্কারনাদ। এই শ্রুতির শেষ শ্লোকটি বেশ—

সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্ভূতেষু বসত্যপি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ ॥

অথ হংসপরমহংসনির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ব্রহ্মচারিণে শান্তায় দান্তায় গুরুভক্তায় হংস-হংসেতি সদা ধ্যায়ন্ সর্ব্বেষু দেহেষু ব্যাপ্য বর্ত্ততে যথা হ্যগ্নিঃ কাষ্ঠেষু তিলেষু তৈলমিব তং বিদিত্বা মৃত্যুমত্যেতি।

অনন্তর শান্ত দান্ত গুরুভক্ত ব্রহ্মচারীর নিকট এই হংস পরমহংস নির্ণয় ব্যাখ্যা করিব। হংস হংস—ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া কাষ্ঠ সকলে অগ্নির ন্যায়—তিলে তৈলের ন্যায়—যিনি অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে বিদিত হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হয়।

শিষ্য। কে আছেন?

গুরু। নাদব্রহ্ম। অনুগীতাপর্ব্বে কথিত হইয়াছে—"বাক্য দুই প্রকার—ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন, অব্যক্ত

বাক্য জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সমুদয় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে "হংস" মন্ত্ররূপে বিদ্যমান থাকে। এইজন্য অব্যক্ত বাক্যকে ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়।" ২০ অধ্যায়

অথো নাদমাধারাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং স বৈ ব্রহ্ম পরমাত্মা উচ্যতে।

মঙ্গলময় নাদ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ—তাহাই ব্রহ্ম—তাহাই পরমাত্মা।

শিষ্য। নাদ তাহা হইলে ধ্বনিমাত্র নহেন, তাঁহার আকৃতি শুদ্ধ স্ফটিকমণির ন্যায় এবং স্থান সুষুম্নান্তর্গত মূলাধার পদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ সহস্রারদল কমলপর্য্যন্ত। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই পরমাত্মা।

গুরু। হাঁ, ইনিই চিন্নাদ—শব্দব্রহ্মনাদ ইহাতেই একীভূত হইয়া যান। হংসের আরাধনার দ্বারা পরমপদের প্রাপ্তি হয়। তজ্জন্য "হংসাত্মা" অর্থাৎ সর্ব্বদা হংস হংস শব্দ করিতে করিতে গমনাগমন করেন বলিয়া হংসাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা বলা হয়। হংসমন্ত্র-জপের দ্বারা নাদপ্রাপ্তি হয়, সেই হেতু হংস-মন্ত্রের প্রয়োগ বলিতেছেন ঃ—

হংস ঋষি অব্যক্তা গায়ত্রী ছন্দঃ পরমহংস দেবতা অহং বীজ স শক্তিঃ—সোঽহম্ ইহা কীলক, দিবারাত্রিতে ২১৬০০ একুশ সহস্র ছয়শত বার শ্বাস প্রশ্বাসে এই অজপা হংসমন্ত্র স্বতঃই জপ হইয়া থাকে। অঙ্গন্যাসাদি করত হৃদয়ে অষ্টাদশ পদ্মে হংসকে ধ্যান করিতে হয়।

অগ্নীষোমৌ পক্ষাবোঙ্কারঃ শিরো বিন্দুস্তু নেত্রং মুখং রুদ্রো রুদ্রাণী চরণৌ, বাহূ কালশ্চাগ্নিশ্চোভে পার্শ্বে ভবতঃ। পশ্যত্য-নাগারশ্চ শিষ্টোভয়পার্শ্বে ভবতঃ।

হংস এই প্রকার—

পরমহংসো ভানুকোটিপ্রতীকাশঃ যেনেদং ব্যাপ্তম্।

পরমহংস কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন,—পরমহংসের দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত।

শিষ্য। হংস পরমহংস কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে?

গুরু। হংস প্রাণ এবং পরমহংস ওঙ্কার।

ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং খলু।
প্রাণঃ প্রণব এবায়ং তস্মাৎ প্রণব ঈরিতঃ॥

শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বরসংহিতা

ব্রহ্ম হইতে সমস্ত স্থাবরান্ত প্রাণিগণের প্রাণ প্রণব, সেইহেতু প্রণব বলিয়া কথিত হন। অপর প্রণব প্রাণ জীবাত্মা হংস, এবং পরপ্রণব ওঙ্কার মহাপ্রাণ পরমহংস।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥

১১।১৭।১১

সত্যযুগে চতুষ্পাৎ বেদাদি প্রণবই মনোবিষয় আমি—বিগতপাপ তপস্যাপরায়ণগণ হংস প্রণবরূপ পরব্রহ্ম আমাকে উপাসনা করিতেন।

সেই প্রাণ জীবাত্মা হংসকে ব্যাপিয়া মহাপ্রাণ পরমাত্মা পরমহংস সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন।

সেই হংসে অষ্টপ্রকার বৃত্তি হয়। হৃদয়স্থ অষ্টদল মধ্যে যখন পূর্ব্বদলে বৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্যাপার বা স্থিতি হয়, তখন পুণ্যে মতি, অগ্নিদলে নিদ্রা আলস্য প্রভৃতি, দক্ষিণদলে ক্রুর কার্য্যে মতি, নৈঋতে পাপকার্য্যে বুদ্ধি, পশ্চিমে ক্রীড়া, বায়ুদলে গমনাদিতে বুদ্ধি, উত্তরে

রতিপ্রাপ্তি, ঈশানে দ্রব্যগ্রহণ, মধ্যে বৈরাগ্য, কেশরে জাগ্রৎ অবস্থা, কর্ণিকাতে স্বপ্ন, লিঙ্গে সুষুপ্তি, পদ্মত্যাগে তুরীয়। যখন হংস-মন্ত্র প্রণব-নাদে লীন হয়, তখন তুর্য্যাতীত উন্মননী অবস্থা লাভ হয়। অজপা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার নাম অজপা—জপের উপসংহার।

এই সমস্ত হংসবশে হয়। মন ও হংস বিচার করা হইতেছে। সেই হংস মন্ত্র কোটিবার জপ করিলে নাদ অনুভব হয়। এইরূপ সমস্ত হংসবশে নাদ দশ প্রকার হইয়া থাকে। চিণি প্রথম, চিঞ্চিণী দ্বিতীয়, ঘণ্টানাদ তৃতীয়, শঙ্খনাদ চতুর্থ, তন্ত্রীনাদ পঞ্চম, তালনাদ ষষ্ঠ, বেণুনাদ সপ্তম, মৃদঙ্গনাদ অষ্টম, নবম ভেরীনাদ এবং দশম মেঘনাদ। নবম পরিত্যাগপূর্ব্বক দশম অভ্যাস করিবে।

প্রথমে চিন্‌শব্দে গাত্র চিন্‌চিন্‌ করে, দ্বিতীয় চিঞ্চিণীনাদে গা ভাঙ্গা হয় (আড়ামোড়া ভাঙ্গা), তৃতীয় ঘণ্টানাদে তাপযুক্ত হয় (ঘাম হয়), চতুর্থ শঙ্খনাদে মস্তক কম্পিত হয়, পঞ্চম তন্ত্রীনাদে তালু হইতে জলক্ষরণ হয়, ষষ্ঠ করতালের নাদে তালুক্ষরিত অমৃত পান হয়, সপ্তম বেণুনাদে গোপনীয় বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, অষ্টম মৃদঙ্গনাদে পরা বাক্‌ শ্রুতিগোচর হয়, নবম ভেরীনাদে অগোচর দেহ জ্যোতির্ম্ময় এবং চক্ষু অমল হয়। দশম মেঘনাদে পরমব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মের আবির্ভাবে মন তাহাতে বিশেষরূপে লীম হইয়া যায়, সঙ্কল্প বিকল্প পুণ্য পাপ দগ্ধ হইলে সদাশিব শক্ত্যাত্মা সর্ব্বত্র অবস্থিত স্বয়ং জ্যোতি-স্বরূপ শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন শান্তভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে—ইহাই বেদপ্রবচন অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞান।

শিষ্য। হংসোপনিষদে দশবিধ নাদের কথা এবং নাদের আবির্ভাবে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়াছেন। মেঘনাদই শেষ নাদ বলিয়া ইহাতে কথিত হইয়াছে।

গুরু। এ সম্বন্ধে মতান্তর আছে—ক্রমে সব বলিব।

শিষ্য। মতান্তরের কারণ ?

গুরু। সকল শরীর তো একভাবে গঠিত নহে। মূল উপাদান সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের তারতম্যে নাদের তারতম্য হইয়া থাকে।

হংস মন্ত্রের অহং বীজ কারণ অথবা অঙ্কুর, স শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি। সোঽহম্ ইহা কীলক অর্থাৎ পশুবন্ধনের খোঁটা, গোঁজ।

অহম্ সকলের বীজ কারণ, স প্রকৃতি, স প্রকৃতিতে অহং রোপিত হয়। অহং পশুকে বন্ধন করিবার খোঁটা হইল সোঽহম্।

ইহাতে কথিত হইয়াছে—গুহ্যদেশকে রোধপূর্ব্বক মূলাধার হইতে বায়ুকে উত্তোলন করত তিনবার স্বাধিষ্ঠান প্রদক্ষিণ করিয়া মণিপূরকে যাইয়া অনাহত অতিক্রমের পর বিশুদ্ধচক্রে প্রাণ নিরোধ করত আজ্ঞা-চক্রে পুনঃ পুনঃ ধ্যানপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র ধ্যান করিতে করিতে ত্রিমাত্র "অহম্"—এইরূপ সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। অহম্‌কে কেহ কেহ অজপা মন্ত্র বলেন।

"বেদে নির্দ্দেশ আছে যে, সর্ব্বাগ্রে আত্মার "অহম্" আমি এই নাম হইয়াছিল, সেইজন্য কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়— "তুমি কে" ? তখন সে আগে "অহং" (আমি) এই বলিয়া পরে নিজ পরিচিত নাম ব্যক্ত করে।" সিদ্ধযোগঃ

শিষ্য। হংস মন্ত্রের বীজ অহং, শক্তি প্রকৃতি স এবং কীলক "সোঽহম্"—কীলকের অর্থ পশু বন্ধনের খোঁটা—ইহার স্বরূপ কি ?

গুরু। মহাভারতে কথিত হইয়াছে—"অনন্তর সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নিত্য অনাদি পরমদেবতা স্বয়ম্ভু মানসনামক একটি তেজোময় পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিদান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবা মাত্র **"সোঽহম্"** এই শব্দ

উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বতসকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র-চতুষ্টয় রুধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিঃশ্বাস, তেজঃ অগ্নি, স্রোতস্বতী-সকল শিরা এবং চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল এবং মস্তক আকাশ মণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্তসমুদয় দিঙ্‌মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও ঐ মহাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। হে ব্রহ্মন্ এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি-নির্ম্মাতার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে মহাত্মা ভূত সকলকে উৎপাদন করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ অনন্তনামে প্রসিদ্ধ।" (শান্তিপর্ব্ব ১৮৪ অধ্যায়)

"স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি নিশ্চল নিরুপাধিক পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবেশ করত হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন।" ঐ ২৩৯ অধ্যায় (অব্যক্ত বাণী ও হংস)। বুঝিলে!

শিষ্য। হাঁ, বিরাট খোঁটায় অহং পশু বাঁধা থাকে।

গুরু। অহং, সোঽহম্, হংস, ওঁ—সবগুলিই অনন্ত অর্থাৎ নাদ হইতে উৎপন্ন।

শিষ্য। অনন্ত শব্দের অর্থ নাদ!

গুরু। হাঁ। যে শক্তির দ্বারা গ্রহ-তারকাদি বিধৃত রহিয়াছে, তাহার নাম শেষনাগ বা অনন্ত। "নাগ" বন্ধনরজ্জুর রূপকমাত্র—যেমন নাগপাশ।

নমস্তে সর্পেভ্যঃ যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে চান্তরীক্ষে যে দিবি॥

ইত্যাদি শ্রুতিতেও সর্প কি তাহা জানা যায়। শেষনাগ সেইরূপ ব্রহ্মের ধারণশক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মণিভ্রাজৎ-ফণাসহস্রবিধৃতবিশ্বম্ভরমণ্ডলানন্তায় নাগরাজায় নমঃ।

অনন্তের এই নমস্কার হইতে স্বরূপ উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ তাঁহার সহস্র ফণায় যে ভ্রাজৎমণি সকল রহিয়াছে তাহাই পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্ক নিয়ে—যাহার দ্বারা এই আকাশ নিরুদ্ধ।

অতএব সত্যলোক আশ্রয় করিয়া যে শক্তি এই সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অনন্ত। যে প্রাচীন মনীষী প্রত্যক্ষ করিয়া এই উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্পরূপক গ্রহণ করিবার আরও কারণ আছে। সর্পের গতি যেমন তরঙ্গায়িত, তেমনি সমস্ত ক্রিয়াই তরঙ্গায়িত অর্থাৎ স্ফুরণ-সংহারাত্মক বা উচ্চাবচ। সত্যলোক হইতে তরঙ্গায়িত ক্রিয়া নিয়ত প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বলোক বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, এইজন্য সর্প তার সুন্দর রূপক।

অভিমানেরও দুই প্রকার ক্রিয়াপ্রবাহ উক্ত হইয়াছে, একটি অন্তঃস্রোত আর একটি বহিঃস্রোত। শেষনাগের অপর নাম সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আভিমানিক আকর্ষণ বলিয়া লক্ষিত হন।

সাংখ্যতত্ত্বালোক ৩৫০।৩৫১ পৃষ্ঠা

শিষ্য। ইহাতে অনন্ত শব্দের অর্থ নাদ তাহা সুস্পষ্ট বলা হয় নাই।

গুরু। পূর্ব্বে সাংখ্যতত্ত্বালোকে শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। শব্দ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, শব্দই ধারণ করিয়া আছেন—ইহা বিশেষরূপে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবতি।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। (শ্রুতি)

একার্ণবং বিশুদ্ধা চিৎ।

সলিল একার্ণব সমস্তই পর প্রণব ওঙ্কার—এবং অনন্ত—শব্দব্রহ্ম অপর প্রণব।

সঙ্কর্ষণের কথা পরে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

শিষ্য। শব্দ অনন্ত একথা শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন তাহা স্মরণ আছে।

গুরু। হংসের কথা শ্রবণ কর—

শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল, উভয়েই আমি সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তা একথা বলেন। অনন্তর যুদ্ধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হন। দুইজনে ইহা কি নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্রহ্মা হংসরূপে ঊর্দ্ধে উড্ডীন হন এবং বিষ্ণু শ্বেত বরাহরূপে নিম্নভাগে গমন করিয়া চারি সহস্র বৎসর অধোভাগে অবতরণ করিয়াও লিঙ্গের মূল প্রাপ্ত হন না। ব্রহ্মাও তাঁহার সীমানির্ণয়ে অক্ষম হন।

ব্রহ্মোবাচ

হংসশ্চাহং তদা জাতঃ সুন্দরঃ পক্ষসংযুতঃ।
তদাপ্রভৃতি মামাহুর্হংস-হংস-বিরাড়িতি॥
হংস-হংসেতি যো ব্রূয়াৎ সোহং সোহং ভবিষ্যতি॥ ৬৬

শিবপুরাণ ২য় অধ্যায়

আমিও পক্ষসংযুক্ত দিব্য হংসরূপ ধারণ করিলাম, তদবধি লোকে আমাকে বিরাট্ হংস হংস বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি হংস হংস বলিয়া জপ করে সে অবশ্যই মৎস্বরূপ হইবে।

জগতের প্রতি অণু পরমাণু হইতে গগনস্পর্শী হিমালয় ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু পদার্থনিচয় এই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক হংসের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং হংস হংস এই স্পন্দনে অবস্থিত। ভিতরে

বাহিরে হংস হংস স্পন্দন চলিতেছে। যে মুহূর্ত্তে এই স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে তৎক্ষণাৎ তাহার আর চিহ্ন থাকিবে না।

হংসৌ তত্র সমুদ্ভূতৌ পুংস্ত্রিয়ৌ তত্র সম্মতৌ।
হং তত্র পুরুষঃ প্রোক্তঃ সকারঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতা।
তাবিমৌ সকলং বিশ্বং ব্যাপ্তৌ চ কৃতকোহনলম্॥

বিশ্বসার

সেই পর প্রণব হইতে পুরুষ প্রকৃতি উৎপন্ন হইলেন। "হং" পুরুষ, "স"কার প্রকৃতি বলিয়া কথিতা হন। ভস্ম যেরূপ অগ্নিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তদ্রূপ এই হংস বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থিত।

শিষ্য। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন, বরাহ কি?

গুরু। বর+আ+হন খে ড। বর শ্রেষ্ঠ, আ অনন্ত, হন এখানে গতি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ অনন্ত গতি হলেন সোহং।

শিষ্য। জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গটি কি?

গুরু। ওঙ্কার—এই হংসই স্থূল পদার্থসমূহ রচনা করিয়াছেন এবং সূক্ষ্মরূপে এই হংসই সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন।

শিষ্য। শ্রুতিসকল এ হংসের কথা কি বলিয়াছেন?

গুরু। অন্য শ্রুতিসমূহের কথা পরে বলিব, কঠশ্রুতির অন্তর্গত 'হংসবতী ঋক্' নামে প্রসিদ্ধ মন্ত্রের কথা শ্রবণ কর।

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদ্
অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ২।২।২

(ঋগ্বেদ ৪।৪০।৫)

সেই হংস স্বর্গে অবস্থান করেন বলিয়া "শুচিষৎ", সর্ব্বলোককে বাস করান বলিয়া "বসু", বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া "অন্তরিক্ষসৎ", স্বয়ং অগ্নিস্বরূপ বলিয়া "হোতা" "অগ্নির্বৈ হোতা", অথবা বিষয়সমূহ ভোগ করেন তজ্জন্য "হোতা", পৃথিবীরূপ বেদিতে বাস করেন তজ্জন্য "বেদিষৎ", তিনি সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত, তিনি মনুষ্যে স্থিত, তিনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থান করেন, তিনি জলে শঙ্খ-মৎস্যাদিরূপে, পৃথিবীতে ব্রীহি-যবাদিরূপে, যজ্ঞাঙ্গরূপে, পর্ব্বতসকল হইতে নদ্যাদিরূপে সমুৎপন্ন হন, স্বয়ং সত্যস্বরূপ এবং মহান্। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে কথিত আছে :—

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ১।৬

হংস জীবাত্মা আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ মনে করিয়া সমস্ত জীবের উৎপত্তি এবং বিলয় স্থান এরূপ বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে সংসারে অথবা স্থূলদেহে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, আবার সেই হংস পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নভাবে সেবিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।

শিষ্য। এখানে জীবাত্মাকে হংস বলা হইয়াছে।
গুরু। হাঁ।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৩।১৮

স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত লোকের নিয়ন্তা হংস-দেহী জীবাত্মা নবদ্বারযুক্ত শরীরে অবস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বাহিরে গমন করে।

শিষ্য। সকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ—এই তো।

গুরু। হাঁ—আরও শ্রবণ কর।

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥ ৬।১৫

এই ভুবনের মধ্যে একমাত্র হংস ওঙ্কার বিরাজমান। তিনি অগ্নি অর্থাৎ অকার, জলে তিনিই আছেন। জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে। মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। এখানে সলিল এই পদের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থ উপলক্ষিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত।

হংসেতি প্রকৃতির্জ্জ্ঞেয়া ওঙ্কারঃ প্রকৃতের্গুণঃ।
সকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥
হংসেতি পরমো মন্ত্রো জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥

নিরুত্তরতন্ত্র ৪ পটল

অজপা দ্বিবিধা দেবি ব্যক্তা-গুপ্তাক্রমেণ চ।
ব্যক্তা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা শব্দজ্যোতিঃস্বরূপিণী ॥
জ্যোতীরূপা চ সা দেবী হৃদিস্থানে প্রতিষ্ঠিতা।
ঠকাররূপা গুপ্তা চ শিবশক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

হংস প্রকৃতি, ওঙ্কার প্রকৃতির গুণ, "স"কারের দ্বারা প্রাণ বহির্দ্দেশে গমন করে এবং "হং"কারের দ্বারা পুনরায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, জীব "হংস" এই পরম মন্ত্র সতত জপ করে।

হে দেবি, ব্যক্তা ও গুপ্তাক্রমে অজপা দ্বিপ্রকারা। ব্যক্তা শব্দ ও

জ্যোতিরূপ দ্বিবিধা। জ্যোতিরূপা সেই দেবি হৃদয়ে অবস্থিতা ও ঠকাররূপা গুপ্তা মহাধ্বনি শিবশক্তি বলিয়া কথিত হন।

"ঠ"কারের অর্থ—শিব, মহাদেব, মহাধ্বনি, মন্দ্রমণ্ডল, শূন্যস্থান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। নাদবিন্দু-শ্রুতি-কথিত পরমহংসের কথা শ্রবণ কর।

ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারং পুচ্ছমিত্যাহুরর্দ্ধমাত্রা তু মস্তকম্॥ ১
পাদাদিকং গুণাস্তস্য শরীরং তত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মোঽস্য দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মোঽথ পরঃ স্মৃতঃ॥ ২

ওঁ—অকার দক্ষিণ পক্ষ, উকার বাম পক্ষ, মকার পুচ্ছ ও অর্দ্ধমাত্রা মস্তক, গুণসকল তাঁহার চরণাদি, তত্ত্ব শরীর, ধর্ম্ম ইহার দক্ষিণ চক্ষু, অধর্ম্ম বাম চক্ষু। তাঁহার পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, জানুতে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠে তপোলোক, ভ্রূ এবং ললাটমধ্যে সত্যলোক অবস্থিত। ইনিই সহস্রবর্ণ মন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। হংসযোগ-বিচক্ষণ অর্থাৎ হংসমন্ত্র অভ্যাসের দ্বারা যাঁহারা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অতীত প্রণবনাদ লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ইঁহাতে উত্তমরূপে আরোহণ করিয়াছেন।

ইঁহার ঘোষিণী, বিদ্যা, পতঙ্গিনী, বায়ুবেগিনী, নামধেয়া, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, শাঙ্করী, মহতী, ধৃতি, নারী, পরা মাত্রা ব্রাহ্মী—এই দ্বাদশটি মাত্রা।

সাধকের প্রাণ প্রথম মাত্রার সহিত বিনির্গত হইলে তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম রাজা হন। এইরূপ দ্বিতীয়ে মাহাত্ম্যবান্ যক্ষ, তৃতীয়ে বিদ্যাধর, চতুর্থীতে গন্ধর্ব্ব, পঞ্চমী মাত্রায় সোমলোকে দেবগণের সাহায্যে পূজালাভ, ষষ্ঠীতে ইন্দ্রসাযুজ্য, সপ্তমীতে বৈষ্ণবপদ, অষ্টমীতে

রুদ্রসামীপ্যলাভ, নবমীতে মহর্লোক, দশমীতে জনলোক, একাদশীতে তপোলোক এবং দ্বাদশীমাত্রায় দেহত্যাগ হইলে শাশ্বত ব্রহ্মলাভ হয়।

শুনিলে পরমহংসের কথা ?

শিষ্য। আমি ধন্য হইলাম। এই মাত্রার ধ্যানের সময় নাদ থাকেন ?

গুরু। নিশ্চয়ই, অকারে ও উকারে সামান্যভাবে, তৃতীয় মাত্রা মকার হইতেই বিশেষভাবে নাদ আরম্ভ হয়।

অতঃপর ধ্যানবিন্দু-শ্রুতিতে কথিত হংসের কথা শ্রবণ কর।

মেঢ্রের উর্দ্ধে নাভির নিম্নে পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় একটি কন্দ আছে। তাহা হইতে ৭২০০০ হাজার নাড়ী উৎপন্না হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ, শঙ্খিনী—এই দশটি প্রধানা প্রাণবাহিনী নাড়ী। ইহাদের মধ্যে সোম সূর্য্য অগ্নিরূপিণী মেরুর বামে দক্ষিণে মধ্যে অবস্থিতা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নানাম্নী নাড়ীত্রয় প্রাণমার্গ বলিয়া কথিত হয়। প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান অন্তর্বায়ু এবং নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয় বহিঃস্থ বায়ুপঞ্চক। এই বাহাত্তর হাজার নাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময় নাদ অবস্থিত—প্রাণ অপানের বশে বাম দক্ষিণ মার্গের দ্বারা উর্দ্ধে এবং অধো ধাবিত হইতেছেন—চঞ্চলত্ব হেতু দৃষ্টিগোচর হয় না। ভুজদণ্ডের দ্বারা প্রেরিত কন্দুক যেমন উর্দ্ধে চালিত হয় তদ্রূপ প্রাণ ও অপানের দ্বারা সম্যক্ প্রেরিত জীব বিশ্রাম লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণ সেই জ্যোতির্ম্ময় নাদরূপ জীববিন্দুকে অপান হইতে আকর্ষণ করে, আবার অপানও প্রাণ হইতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ পক্ষীদ্বয়ের ন্যায় যিনি ইহা জানেন তিনিই যোগবিৎ।

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥ ৬২
হংস-হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
শতানি ষট্ দিবারাত্রং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ ৬৩
এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা ॥ ৬৪
অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ॥ ৬৫
অনয়া সদৃশং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥

হকারের দ্বারা বহির্গত হয়, পুনর্ব্বার সকারের দ্বারা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। জীব হংস হংস এই মন্ত্র দিবারাত্রিতে ২১৬০০ একুশ হাজার ছয় শত বার সকল সময় জপ করে। ইহা যোগিগণের সদা মোক্ষদায়িনী, অজপানামক গায়ত্রী, ইহার সঙ্কল্পমাত্রেই নর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ইঁহার সদৃশ বিদ্যা, ইঁহার সমান জপ, ইঁহার তুল্য পবিত্র, হয় নাই হইবে না।

শিষ্য। হংস মন্ত্রের অপার মহিমা!

গুরু। যাঁহারা হংস মন্ত্রে অবস্থান করেন, তাঁহারা সত্যযুগেই অবস্থিত।

ব্রহ্মবিদ্যাশ্রুতি বলিয়াছেন :—

অনাহতধ্বনিযুতং হংসং যো বেদ হৃদ্‌গতম্ ॥ ২০
স্বপ্রকাশচিদানন্দং স হংস ইতি গীয়তে ॥

অনাহত-ধ্বনিযুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় আনন্দস্বরূপ হৃদয়স্থিত হংসকে যিনি অবগত আছেন, তিনি হংস বলিয়া কথিত হন। রেচক-পূরক ত্যাগ করিয়া কুম্ভকে স্থিত সুবুদ্ধি যোগী নাভিকন্দে প্রাণ ও

অপানকে সম একীভূত করিয়া সমাহিত হইয়া সহস্রারগলিত 'সুধা পানপূর্ব্বক ঃ—

দীপাকারং মহাদেবং জ্বলন্তং নাভিমধ্যমে।

অভিষিচ্যামৃতেনৈব হংস-হংসেতি যো জপেৎ ॥ ২৩

নাভিমধ্যে দীপশিখাতুল্য দীপ্তিযুক্ত মহাদেবকে সহস্রারগলিত সুধায় অভিষিক্ত করত যিনি "হংস হংস" সাদরে জপ করেন, তাঁহার জগতে জরামরণরোগাদি হয় না; অণিমাদি বিভূতির সিদ্ধির জন্য প্রতিদিন এইরূপ করিবে।

ঈশ্বরত্বমবাপ্নোতি সদাভ্যাসরতঃ পুমান্।

সদা অভ্যাসপরায়ণ যোগী ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন। হংসবিদ্যা ভিন্ন জগতে অন্য আর নিত্যত্বসাধন নাই। যিনি এই হংসাখ্য মহাবিদ্যা দান করেন, পরম প্রজ্ঞার সহিত তাঁহার দাসত্ব করিবে, শুভ অশুভ অথবা অন্য যাহা কিছু বলিবেন শিষ্য সন্তুষ্টচিত্তে অবিচারে তাহা করিবে।

হংস-হংসেতি যো ব্রূয়াদ্ধংসো ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।

গুরুবক্ত্রাত্তু লভ্যেত প্রত্যক্ষং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৩৪

হংস হংস যিনি বলেন, হংস ব্রহ্মা হংস হরি ও শিব, গুরুমুখে প্রত্যক্ষ সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বদিগভিমুখ হংস মন্ত্র লাভ করিতে হয়।

সর্ব্বদা যোগধ্যান করত জ্ঞানে তন্ময় হইবে।

জ্ঞানাৎ স্বরূপং পরমং হংসমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥ ৫৯

প্রাণিনাং দেহমধ্যে তু স্থিতো হংসঃ সদাচ্যুতঃ।

হংস এব পরং সত্যং হংস এব তু শক্তিকম্ ॥ ৬০

হংস এব পরং বাক্যং হংস এব তু বাদিকম্।

হংস এব পরো রুদ্রো হংস এব পরাৎ পরম্ ॥ ৬১

সর্ব্বদেবস্য মধ্যস্থো হংস এব মহেশ্বরঃ ॥

জ্ঞানস্বরূপ পরম হংসমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। প্রাণিগণের দেহমধ্যে অচ্যুত হংস সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। হংসই পরম সত্য এবং হংসই শক্তি, হংসই পর বাক্য ও হংসই বক্তা, হংসই পরম রুদ্র, হংসই পরাৎপর—সর্ব্বদেবের মধ্যস্থিত হংসই মহেশ্বর। এই উপনিষদে এইরূপ হংসের গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অকারাদি বর্ণসকল হংস হইতে সমুৎপন্ন ইহাও বলিয়াছেন।

সদা সমাধিং কুর্ব্বীত হংসমন্ত্রমনুস্মরন্।
নির্ম্মলস্ফটিকাকারং দিব্যরূপমনুত্তমম্॥ ৬৫

নির্ম্মল স্ফটিকমণির তুল্য জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হংসমন্ত্র পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্ব্বক সমাধি করিবে।

নিরঞ্জন দেব প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া হংস হংস এই বাক্য বলিয়া থাকেন, তাহা প্রাণ অপানের গ্রন্থি "অজপা" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যহ ২১৬০০ বার সকল সময়ে উচ্চারণ করিতে করিতে পাঠকারী হংস সোহম্ এই বলিয়া অভিহিত হন। ৭৮

শিষ্য। জীবগণের দেহ আশ্রয় করত পরমাত্মাই হংসমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন ?

গুরু। নিশ্চয়ই। "চিত্তের স্পন্দনই প্রাণের স্পন্দন; অতএব প্রতি প্রাণস্পন্দনে চৈতন্যেরই রমণ বা ক্রীড়া দ্যোতিত হয়।"

শিষ্য। হংসমন্ত্র আশ্রয় করিতে পারিলেই জীব নির্ভয় হইয়া যায়।

গুরু। হাঁ, হংস হইল অন্তর্মুখ স্রোত, হংসই সোহং ওঁ হইয়া সুষুম্নায় নাদরূপে লীলা করেন। "সোহং" "সোহং" স্বতউত্থিত এই নাদ যোগীকে অপরিসীম আনন্দ দান করিয়া থাকেন।

যোগচূড়ামণি-শ্রুতিতে আছে :—

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥ ৩১
হংস-হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ ৩২
এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা ॥ ৩৩
অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ॥ ৩৪
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
কুণ্ডলিন্যা সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী ॥ ৩৫
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ।
কন্দোর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিরষ্টধা কুণ্ডলাকৃতিঃ ॥ ৩৬
ব্রহ্মদ্বারমুখং নিত্যং মুখেনাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।
যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারমনাময়ম্ ॥ ৩৭
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী ॥

শিষ্য। হংসের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন।

গুরু। এ শ্রুতিকথিত মার কথা শ্রবণ কর। কুণ্ডলিনী হইতে প্রাণধারিণী অজপা গায়ত্রী সমুদ্ভূতা। প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা। সে বিদ্যা যিনি অবগত আছেন তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা। কন্দের উর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তি অষ্টপ্রকার কুণ্ডলাকৃতিবিশিষ্টা, মুখের দ্বারা ব্রহ্মদ্বারমুখ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতা। যে দ্বারে অনাময় গন্তব্য ব্রহ্মদ্বার, পরমেশ্বরী মুখের দ্বারা সেই দ্বার আচ্ছন্ন করিয়া নিদ্রিতা আছেন।

শিষ্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই তো ইনি জাগরিতা হন ?

গুরু। হাঁ, আরও শ্রবণ কর :—

জাগ্রন্নেত্রদ্বয়োর্মধ্যে হংস এব প্রকাশতে।
সকারঃ খেচরী প্রোক্তস্ত্বং-পদং চেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬২
হকারঃ পরমেশঃ স্যাত্তৎপদং চেতি নিশ্চিতম্।
সকারো ধ্যায়তে জন্তুর্হকারো হি ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬৩

জাগ্রৎ কালে নেত্রদ্বয় মধ্যে হংসই প্রকাশিত হন। "স"কার খেচরী—আকাশগামিনী বলিয়া কথিতা হন। তিনি নিশ্চিত ত্বংপদ বাচ্য। "হ"কার পরমেশ্বর—তিনি নিশ্চয় তৎপদবাচ্য। যে জীব সকার ধ্যান করেন নিশ্চয়ই তিনি হকার হন।

শিষ্য। হংসই সব দেখিতেছি।

গুরু। যোগশিখ-শ্রুতিতে আছে :—

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥ ১৩০
হংস-হংসেতি মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বৈর্জীবৈশ্চ জপ্যতে।
গুরুবাক্যাৎ সুষুম্নায়াং বিপরীতো ভবেৎ জপঃ ॥ ১৩১
সোঽহং সোঽহমিতি প্রোক্তো মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে।
প্রতীতির্মন্ত্রযোগাচ্চ জায়তে পশ্চিমে পথি ॥ ১৩২
হকারেণ তু সূর্য্যঃ স্যাৎ সকারেণেন্দুরুচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোরৈক্যং হঠ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৩৩ (১ম অঃ)

হংসমন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপ করে, গুরুবাক্য অর্থাৎ গুরুদত্ত মন্ত্রপ্রভাবে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিলে সোঽহং সোঽহং—এই বিপরীত জপ হয়। ইহার নাম মন্ত্রযোগ। মন্ত্রযোগের প্রতীতি পশ্চিম মার্গে অর্থাৎ মেরুদণ্ড-স্থিত সুষুম্নায় হইয়া থাকে। হকার সূর্য্য, সকার চন্দ্র, সূর্য্য-চন্দ্রের একতার নাম হঠ। হঠযোগের দ্বারা সর্ব্বদোষসমুদ্ভব জড়তা নষ্ট হয়, যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার ঐক্য হইয়া থাকে। তাঁহাদের ঐক্য হইলে চিত্ত বিলীন হইয়া যায়।

পবনঃ স্থৈর্য্যমায়াতি লয়যোগোদয়ে সতি। ১৩৫
লয়াৎ সংপ্রাপ্যতে সৌখ্যং স্বাত্মানন্দং পরং পদম্॥

লয়যোগের উদয় হইলে প্রাণবায়ু স্থির হয়, লয়যোগ হইতে সুখাধার প্রণব—আত্মলাভজনিত ভূমাসুখ—পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। নাদপ্রাপ্তিই তো লয়যোগের উদয়।

গুরু। হাঁ, এই উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, প্রাণ অপানের বশে জীব ঊর্দ্ধে এবং অধো ধাবিত হয়। বাম এবং দক্ষিণ পথে প্রাণ এবং অপানের বশে জীব অধ এবং ঊর্দ্ধে ধাবিত হয়, চঞ্চলত্বহেতু দৃষ্ট হন না। হস্তের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত কন্দুক যেমন ঊর্দ্ধদেশে চালিত হয়, সেইরূপ প্রাণ ও অপানের দ্বারা প্রেরিত জীব বিশ্রামে সমর্থ হয় না। অপান প্রাণকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ॥ ৫৩
হংস-হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
তদ্বিদ্বানক্ষরং নিত্যং যো জানাতি স যোগবিৎ॥ ৫৪

হংস হংস এই মন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপ করে। যে জ্ঞানী সেই নিত্য অক্ষরকে জানেন—তিনি যোগবিৎ। এক কথা অনেকবার বলিতেছি।

শিষ্য। আমি আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতেছি; পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ব্যতীত বস্তুর যথার্থ নির্ণয় হয় না, তাহা আমি আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কথা এক হইলেও কিছু না কিছু নূতনত্ব আছে দেখিতেছি।

গুরু। পাশুপতব্রহ্মশ্রুতি এই :—

পরমাত্মস্বরূপো হংসঃ। অন্তর্বহিশ্চরতি হংসঃ। অন্তর্গতোঽনবকাশান্তর্গতসুপর্ণস্বরূপো হংসঃ। মনো যজ্ঞস্য হংসো

যজ্ঞসূত্রম্। প্রণবঃ ব্রহ্মসূত্রং ব্রহ্মযজ্ঞময়ং। প্রণবান্তর্বর্ত্তী হংসো ব্রহ্মসূত্রম্। হংসপ্রণবয়োরভেদঃ। হংসস্য প্রার্থনা-স্ত্রিকালাঃ। অন্তরাদিত্যে জ্যোতিঃস্বরূপো হংসঃ। প্রণব-হংসান্তর্ধ্যানপ্রকৃতিং বিনা ন মুক্তিঃ।

অন্তঃপ্রণবনাদাখ্যো হংসঃ প্রত্যয়বোধকঃ।

পরব্রহ্মোপনিষৎ :—প্রণবহংসঃ পরং ব্রহ্ম। ন প্রাণহংসঃ। প্রণবো জীবঃ। অপবর্গস্য যতেঃ শিখাযজ্ঞোপবীতমূলং প্রণবমেকমেব বদন্তি। হংসঃ শিখা। প্রণব উপবীতম্। নাদঃ সন্ধানম্। প্রণব-হংসোনাদস্ত্রিবৃৎ সূত্রং স্বহৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি ত্রিবিধং ব্রহ্ম। তদ্বিদ্ধি প্রাপঞ্চিকশিখোপবীতং ত্যজেৎ।

সশিখং পবনং কৃত্বা বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্‌বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎ সূত্রমিতি ধারয়েৎ॥ ১

বহিঃপ্রপঞ্চশিখোপবীতিত্বমনাদৃত্য প্রণবহংসশিখোপবীতি-ত্বমবলম্ব্য মোক্ষসাধনং কুর্য্যাদিত্যাহ ভগবাঞ্ছৌনক ইত্যুপনিষৎ॥

শিষ্য। যাঁহারা পরমহংস সন্ন্যাসী তাঁহাদের কথাই এ শ্রুতি বলিয়াছেন।

গুরু। হাঁ, ত্রিপুরাতাপিনী শ্রুতিতে **"হংসঃ শুচিষদ্‌বসুরন্ত-রিক্ষসদ্"**—এ মন্ত্রটি আছে। কঠ শ্রুতি হইতে ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। আরও কথিত হইয়াছে—

অথ গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বত্যজপা মাতৃকা প্রোক্তা তয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তম্।............

গায়ত্রী প্রাতঃ সাবিত্রী মধ্যন্দিনে সরস্বতী সায়মিতি

নিরন্তরমজপা। হংস ইত্যেব মাতৃকা। পঞ্চাশদ্‌বর্ণবিগ্রহেণা-কারাদিক্ষকারান্তেন ব্যাপ্তানি ভুবনানি শাস্ত্রাণি চ্ছন্দাংসীত্যেবং ভগবতী সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীত্যেব তস্যৈ বৈ নমো নম ইতি। তান্ ভগবানব্রবীদেতৈর্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবীং যঃ স্তৌতি স সর্ব্বং পশ্যতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি য এবং বেদেত্যুপনিষৎ ॥

গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী অজপা মাতৃকা বলিয়া কথিতা হন, তাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত।

ঐং বাগীশ্বরি বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বরি ধীমহি সৌস্তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।

গুরুদেবের উপদেশে ঐং বাগীশ্বরীকে জানি, ক্লীং কামেশ্বরীকে ধ্যান করি, সৌঃ সেই শক্তি আমাকে মোক্ষপথে সুষুম্নায় প্রেরণ করুন। প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে সরস্বতী—এই নিরন্তর অজপা হংসই মাতৃকা পঞ্চাশদ্‌বর্ণ—অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণময় দেহের দ্বারা ত্রিভুবন, শাস্ত্রসকল, বেদ চতুষ্টয়ব্যাপ্ত; এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী মহাদেবী সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তাঁহাদিগকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—এই মন্ত্রসমূহের দ্বারা নিত্য দেবীকে যিনি স্তব করেন, তিনি সমস্ত দর্শন করেন, তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। একই জিনিষ শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন, তাহার মধ্যে কিছু না কিছু বিশেষ আছেই।

গুরু। হাঁ—লয়যোগসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

কুণ্ডলিন্যাঃ সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী।
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেদ স বেদবিৎ ॥ ২৫

লয়ক্রিয়াবর্ণন

প্রাণধারিণী গায়ত্রী কুণ্ডলিনী হইতে সমুৎপন্না হইয়াছেন। প্রাণ-বিদ্যারূপ মহাবিদ্যা যিনি অবগত আছেন তিনি বেদতত্ত্ববেত্তা। সোহং মন্ত্র জপ করিতে করিতে অজপা দেবীকে হৃদয়ে ভাবনা করিবে। মন্ত্রে মনের লয় হইলে, মন ও প্রাণ উভয়েরই লয় হইবে। সেই গায়ত্রী ত্রিকালে তিন প্রকারে উপাসনা করা কর্ত্তব্য, তন্ত্রবেদিগণ ইহার ত্রিবিধ ভেদ বলিয়াছেন। প্রথমে মন্ত্র-প্রাণ-স্থিরত্ব, দ্বিতীয়ে প্রাণ এবং মন্ত্রার্থের স্থৈর্য্য উৎপন্ন হয়, তৃতীয়ে ভাব এবং মনের স্থিতি কথিত হয়।

ততঃ পশ্যন্তি তে দেবং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥

অনন্তর জ্যোতির্ম্ময় অক্ষয় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে।

শিষ্য। যেমন প্রণব অকার উকার মকার, তদ্রূপ হংস সোহং ওঁ।

গুরু। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় কথিত হইয়াছে ঃ—

অতো বক্ষ্যে মহেশানি প্রত্যহং প্রজপেন্নরঃ।
মোহবন্ধং ন জানাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে ॥
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপ্যতে যদা।
উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ ॥
উচ্ছ্বাসৈরেব নিঃশ্বাসৈর্হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তস্মাৎ প্রাণস্য হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ ॥
নাভেরুচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাৎ হৃদয়াগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
ষষ্টিশ্বাসৈঃ ভবেৎ প্রাণঃ ষট্ প্রাণাঃ নাড়িকা মতাঃ ॥
ষষ্টিনাড্যা হ্যহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ।
একবিংশতিসাহস্রং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি ॥

জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্ ।
উৎপত্তির্জপমারম্ভো মৃত্যুস্তস্য নিবেদনম্ ॥
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী ॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃত

তন্ত্রসারে এই অজপা মন্ত্রের দেবতা অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বিয়দর্দ্ধেন্দুললিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ ।
অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ ॥

তন্ত্রসার

অনুস্বারযুক্ত হকার ও বিসর্গযুক্ত সকারের নামই অজপা। দুই অক্ষর সমন্বিত এই মন্ত্র কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ।

শিষ্য। ধ্যানটি কি ?

গুরু। উদ্যদ্ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমূর্দ্ধাম্বিকেশং
পাশাভীতিং বরদ-পরশুং সন্দধানং করাব্জৈঃ।
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু নশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্ ॥

এই অজপা মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, গিরিজাপতি দেবতা, হকার বীজ, সকার শক্তি, মোক্ষার্থে প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্রজপে স্ত্রী এবং শূদ্রের অধিকার নাই।

শিষ্য। শাস্ত্রে এই নিষেধ আছে ?

গুরু। হাঁ।

প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা।
আত্মমন্ত্রং গুরোর্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকম্ ॥

স্বাহা-প্রণব-সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্॥

তন্ত্রান্তর

নৃসিংহতাপনীতে কথিত হইয়াছে :—

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধোগচ্ছতি॥

"প্রণব-ঘটিত মন্ত্র, নিজের মন্ত্র, গুরুর মন্ত্র এবং অজপ হংস মন্ত্র শূদ্রকে কোন মতে প্রদান করিবে না। স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিলে সেই ব্রাহ্মণ অধোগত হয় এবং শূদ্র নরকগামী হইয়া থাকে। বৈদিক গায়ত্রী, প্রণব, স্বাহামন্ত্র ও লক্ষ্মীমন্ত্র (শ্রীং) পরিজ্ঞানে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই। যদি ইহারা এই সকল মন্ত্র জানে, তবে মৃত্যুর পর অধোগামী হয়।" (তন্ত্রসার)

শিষ্য। কেন? স্ত্রী শূদ্র এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যেজন্য তাঁহাদিগকে এ মন্ত্রদান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে?

গুরু। স্ত্রী-শূদ্র-দেহপ্রাপ্তি অপরাধ না থাকিলে হয় না। আচ্ছা আরও শ্রবণ কর :—

শিখাং সূত্রঞ্চ গায়ত্রীং গৃহং দারান্ কুমারকান্।
পরিত্যজ্য জপস্ত্বেতং প্রণবং সাঙ্গমুত্তমম্॥ ২৫

প্রণবকল্প

শিখা, সূত্র, গায়ত্রী, গৃহ, দার, পুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অঙ্গের সহিত এই উত্তম মন্ত্র প্রণব জপ করিবে।

গায়ত্রীমপি সাবিত্রীং শিখাং সূত্রঞ্চ কর্ম্ম চ॥ ২১
ত্যক্ত্বা সংন্যস্য জপ্যোঽহং মোক্ষবাঞ্ছা ভবেদ্ যদি॥

ওঁকারগীতা

গায়ত্রী সাবিত্রী, শিখা, সূত্র ও কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক আমাকে জপ করিবে—যদি মোক্ষলাভে ইচ্ছা থাকে।

শিষ্য। ওঙ্কারজপের অধিকার তো সংসারত্যাগের পর নির্দ্দেশ করিলেন!

গুরু। মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক যিনি তিনিই হংসমন্ত্র বা প্রণবের অধিকারী, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। হংসমন্ত্রের মোক্ষার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্ত্রী শূদ্র তো দূরের কথা, ব্রাহ্মণ যদি মোক্ষার্থী না হন, তাহা হইলে তিনিও হংস বা ওঙ্কারের অধিকারী নহেন।

শিষ্য। তাহা হইলে মোক্ষার্থী যে কেহ হইবেন, তিনিই হংসাদি মন্ত্রের অধিকারী হইবেন তো?

গুরু। সখের মোক্ষার্থী নহে।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয়ত কোন একজন সিদ্ধিলাভের জন্য প্রযত্ন করেন।

প্রাণে গতে যথা দেহো সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তেঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥

প্রাণ দেহ ত্যাগ করিয়া যাইলে যেমন শরীর সুখদুঃখ কিছু অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ যদি প্রাণযুক্ত অবস্থায় হয় তাহা হইলে তিনি মোক্ষাশ্রমের উপযুক্ত। অধিকারী না হইয়া জপ করিলে বিপরীত ফল হইবে, তজ্জন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কাম-ক্রোধাদি আছে, ধনজনলাভে ইচ্ছাও আছে, তাঁহাদের পক্ষে হংসপ্রণবাদিমন্ত্র জপ করা আত্মবঞ্চনা করা,—মহা অপরাধ। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের অনুগীতা পর্ব্বে কথিত একটি আখ্যায়িকা তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

"দেবতা ঋষি সর্প ও অসুরগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া প্রার্থনা জানায়, আমাদের শ্রেয়লাভ যাহাতে হয় সেইরূপ উপদেশ আমাদিগকে দিন। প্রজাপতি ওঁ এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহার অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের মনে দংশনপ্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্ভভাব, দেবতাদিগের চিত্তে দানপ্রবৃত্তি এবং মহর্ষিগণের অন্তরে দমগুণের সঞ্চার হইল।" একই সময়ে এক উপদেষ্টার মুখে একটিমাত্র শব্দই তাহাদের প্রকৃতিগত ভাবকে বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল। এই হেতু তপস্যা শ্রদ্ধা ব্রহ্মচর্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া সগুণ মন্ত্রের সাধনপূর্ব্বক ইষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবন্মুক্তি লাভের পর সাধক প্রণবের প্রকৃত অধিকারী হইয়া থাকেন।

শিষ্য। অধিকারভেদের সন্দেহ এতদিনে দূর হইল। চিত্তশুদ্ধি না হইলে প্রণবাদি মন্ত্র বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তজ্জন্য সগুণ মন্ত্র দ্বারা ইষ্ট-সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রাণপণ করাই সাধকগণের কর্ত্তব্য।

গুরু। হাঁ, ইষ্ট-সাক্ষাৎকার হইলেই মন্ত্র ইষ্টে লীন হইয়া যায়, সুষুম্নাদ্বার মুক্ত হয়, স্বতঃই প্রণবধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে, অধিকার অনধিকার আর থাকে না। হৃদয়তন্ত্রী আপনি বাজিয়া উঠে, জ্যোতঃ-নাদে সাধক আপনহারা হইয়া যান।

শিষ্য। তন্ত্র অজপার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

স হংকারঃ পুমান্ প্রোক্তঃ স ইতি প্রকৃতিঃ স্মৃতা।
অজপেয়ং মতা শক্তিস্তথা দক্ষিণবামতঃ॥
বিন্দুর্দক্ষিণভাগস্তু বামভাগো বিসর্গকঃ।
তেন দক্ষিণবামাখ্যৌ ভাগৌ পুংস্ত্রীবিশেষিতৌ॥

বিন্দুঃ পুরুষ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতা।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকো হংসস্তদাত্মকমিদং জগৎ ॥

অধ্যাত্মমুক্তাবলীধৃত প্রপঞ্চসারতন্ত্র ৪।১৭-১৯

"এই অজপা মন্ত্রের "হং"বর্ণকে পুরুষ ও "সঃ"বর্ণকে প্রকৃতি বলে ; এইজন্য অজপা মন্ত্রের অন্য নাম পুংপ্রকৃত্যাত্মক মন্ত্র। এই মন্ত্রের গতি দক্ষিণ হইতে বামদিকে হয়, তখন ইহার নাম হয় "সোহং" মন্ত্র, ইহাকে দক্ষিণ-বাম মন্ত্রও বলে। এই সংকোচাত্মক হংশব্দ ও বিকাশাত্মক সঃশব্দ জগতের সর্ব্বপ্রাণীতে সর্ব্ববস্তুতে বিদ্যমান।"

অধ্যাত্মমুক্তাবলী

উচ্ছ্বাসে চৈব নিশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তস্মাৎ প্রাণস্তু হংসাত্মা আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ ॥

ঐ ধৃত প্রাণতোষিণীতন্ত্র

প্রাণের উর্দ্ধগমন ও নির্গমনকালে হং সঃ এই দুইটি অক্ষর ধ্বনিত হয়, তজ্জন্য প্রাণই হংস—শরীরমধ্যে তাহা আত্মাকারে অবস্থিত আছেন।

পুংপ্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষিভিঃ।
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতৌ বিন্দুসর্গাবসানকৌ ॥
হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ।
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে ॥

অধ্যাত্মমুক্তাবলীধৃত নারদপঞ্চরাত্র (৫।১১।১৯।২১)

"হংসমন্ত্রের অন্তর্গত হংমন্ত্রকে পুরুষ ও 'স'কে প্রকৃতি বলা হয়। এইজন্য হংসমন্ত্রের অপর নাম পুঃপ্রকৃত্যাত্মক মন্ত্র। ইহার অপর নাম অজপা। জীব এই অজপার আশ্রয়ে বা অবলম্বনে অবস্থিত। এই

মন্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে জপ স্বতঃই বন্ধ হইয়া যায় ও সমাধির উদয় হয়।" (অধ্যাত্মমুক্তাবলী)

সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
অজপা-নাম-গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥ ঐ

সকারে বহির্গমন করে, হকারে পুনঃ প্রবেশ করে, একুশহাজার ছয়শত এই অজপা গায়ত্রী জীব সর্ব্বদা জপ করে।

রামপ্রসাদ বলেছেন :—

মন, কি কর বসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ
ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরাইয়ে॥
হংবর্ণ পূরকে হয় সঃবর্ণ রেচকে বয়
অহর্নিশ করে জপ হংস হংস বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ কোথা রবে রসরঙ্গ
সকলি হইবে ভক্ত ভবানীরে না ভাবিয়ে॥
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয় ততোধিক নিদ্রায় হয়
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয় ততোধিক সঙ্গমসময়ে॥

আচ্ছা ভূতশুদ্ধি-তন্ত্রোক্ত অজপার ধ্যান শ্রবণ কর।

হংসং নিত্যমনন্তগুণং স্বভাবতো নির্গতা যান্তী।
স্বাশ্রয়মর্ককোটিরুচিরা ধ্যেয়া জগন্মোহিনী॥

অধ্যাত্মমুক্তাবলীধৃত

অপ্রকাশ্যমিদং তত্ত্বং পশোর্গোপ্যং সদা প্রিয়ে।
হৃদয়ে মম দেবেশি অজপা সংপুটে স্থিতা।
সর্ব্বাসাং নরনারীণাং সম্পুটং হংসপক্ষিণম্‌॥

ঐ-ধৃত ভূতশুদ্ধিতন্ত্র, ১১ পটল

"হে পার্ব্বতি, এই অজপাতত্ত্ব কখনও অদীক্ষিত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে না। ইহা সর্ব্বদাই আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত। সহস্র নরনারীর হৃৎকোটরেই এই হংস পক্ষী (অর্থাৎ অজপা) বাস করিতেছে।"

"হে পার্ব্বতি, এই অজপাতত্ত্ব অকথ্য অর্থাৎ অপ্রকাশ্য হইলেও তোমার প্রতি আমার প্রীতিবশতঃই আমি তোমাকে বলিতেছি। এই হংস বীজ ত্রিকূটান্তে অর্থাৎ দ্বিদলে অবস্থিত; ইহা বিন্দুনাদ-সমাযুক্ত; অর্থাৎ এই হংসমন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রথমে শুভ্র বিন্দুবৎ জ্যোতিঃ ও পরে অনাহতনাদ অনুভূত হয়। এই মন্ত্রকে বিপরীতভাবে অর্থাৎ সোঽহং আকারেও জপ করা যায়। হকারকে প্রাণ এবং সকারকে জীব বলে। এইজন্য হংসমন্ত্রকে জীবমন্ত্রও বলে। এই মন্ত্রের কেবলমাত্র ধারণা করিতে হয়, জপ করিতে হয় না। এইজন্য ইহার নাম অজপা। ইহার সঙ্কোচাত্মক হংকারকে শিব ও বিস্তারাত্মক সকারকে শক্তি বলে। এইজন্য অজপামন্ত্রের অপর নাম শিবশক্তিমন্ত্র।" (অধ্যাত্মমুক্তাবলীধৃত ভূতশুদ্ধিতন্ত্র ৩০ পটল)

অভিষিচ্যামৃতেনৈব হংস-হংসেতি যো জপেৎ।
জরা-মরণ-রোগাদি ন তস্য ভুবি বিদ্যতে॥

ঐ-ধৃত সূতসংহিতা ৭।৭।৩৪

"সহস্রার হইতে বিগলিত অমৃত দ্বারা অভিষেক করিয়া যিনি

হংসমন্ত্র জপ করেন, তাঁহার জরামরণ ও রোগাদি হয় না।" তুমি কি হংসের কথা আরও শুনিতে চাও?

শিষ্য। বলুন দেব, "হংস"মন্ত্রের মহিমা শুনিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, আরও বলুন।

গুরু। প্রণবাজ্জায়তে হংসো হংসঃ সোঽহংপরো ভবেৎ।
সোঽহং-জ্ঞানং মহাজ্ঞানং যোগিনামপি দুর্লভম্॥
নিরন্তরং ভাবয়েদ্ যঃ স এব পরমো ভবেৎ।
হং পুমান্ শ্বাসরূপেণ চন্দ্রেণ প্রকৃতিস্তু সঃ।
এতদ্ হংসং বিজানীয়াৎ সূর্য্যমণ্ডলভেদকঃ॥

অধ্যাত্মমুক্তাবলীধৃত রুদ্রযামলতন্ত্র ইত্যাদি

"প্রণব হইতে হংসের উৎপত্তি এবং বিপরীতক্রমে উহাই সোঽহং মন্ত্রে পরিণত হয়। সোঽহং জ্ঞানই অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ইহা যোগীদিগের পক্ষেও দুর্লভ। যিনি সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনাপরায়ণ হন তিনিই পরম জ্ঞানী। ঊর্দ্ধগ শ্বাসের সহিত যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাই হং, তাহারই নাম পুরুষ এবং অধোগামী প্রশ্বাসের সহিত যে ধ্বনি বহির্গত হয় তাহাই সঃ, উহারই নাম প্রকৃতি। ইহারই নাম হংসমন্ত্র, ইহার সাহায্যে দ্বিদল ভেদ করে সহস্রারে যাওয়া যায়। হংসমন্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে যখন "হ" ও "স" উভয়ই লুপ্ত হইয়া যায় তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রণব। যাঁহারা এই মন্ত্র স্বাধিষ্ঠানে মনঃসন্নিবেশ করিয়া অভ্যাস করেন, তাঁহারা সূর্য্যমধ্যগ, সূর্য্যমণ্ডলভেদক নহেন। হংসই সূর্য্য এবং সোঽহংই চন্দ্র। দেহমধ্যে এইরূপ নিত্যই হয়।" (ঐ অনুবাদ)

শিষ্য। ভক্তের কি "সোঽহং" জ্ঞান হয়?

গুরু। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

জীব ব্রহ্মাংশ—তখন সোঽহং জ্ঞান হইবার বাধা কোথায়—অগ্নিকণা কি অগ্নি নহে? নাদময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইয়া "সোহং" "সোহং" গান করিতে করিতেই ব্রহ্মানন্দ-পারাবারে নিমজ্জিতা হন।

শিষ্য। জীবের স্বরূপ কি?

গুরু। চিৎকণ—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৯

কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে কল্পনায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ এবং তাহা অনন্ত।

শিষ্য। আচ্ছা হংসের কথা বলুন।

গুরু। হংস-হংসেতি যো ব্রূয়াৎ সর্ব্বদা শিব এব সঃ।

সূতসংহিতা ৭।৭।৩০

"যিনি সর্ব্বদা হংসমন্ত্র জপ করেন তিনি স্বয়ংই শিব।"

হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ।
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে॥

ঐ-ধৃত সারদাতিলকতন্ত্র ২৫

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কথিত হইয়াছে ঃ—

সন্ন্যাসপ্রদানানন্তরং গুরুঃ শিষ্যস্য দক্ষিণে কর্ণে বদেৎ—
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥ ৮।২৬৫

"গুরু শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে হংসমন্ত্র দিবেন ও বলিবেন,—এই মন্ত্র বিপরীত ভাবেও জপ করিবে ও চিন্তা করিবে—তুমিই সেই আত্মা এবং জগতের সর্ব্ববিষয়ে মমতাপরিশূন্য এবং দেহাত্মবোধরহিত হইয়া স্ব স্বভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরমসুখে বিচরণ করিবে।" ঐ

মূর্ত্তিং হংসাক্ষরেণৈব বিন্দুভিন্নেন কল্পয়েৎ।
অর্দ্ধচন্দ্রকৃতাটোপাং সস্বনাং তুহিনপ্রভাম্॥

ঐ-ধৃত স্বচ্ছন্দতন্ত্র ১।৩৯

"এই হংসমন্ত্র সশব্দে জপ করিতে করিতে সাধক শুভ্রজ্যোতি দর্শন করেন।" ঐ

শরীরিণামজস্যান্তং হংসত্বং পারদর্শনম্॥ ৫
হংসো হংসাক্ষরং চৈতৎ কূটস্থং যত্তদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহ্যান্মরণ-জন্মনী॥ ৬

উত্তরগীতা

জীবের অবধিভূত পরব্রহ্মস্বরূপত্ব—জীবের পরম জ্ঞান ব্রহ্ম, হংসাক্ষর এবং প্রণবের সাক্ষীভূত যাহা তাহা অক্ষর বলিয়া কথিত হয়। সেই স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া—সেই অক্ষর বস্তুলাভ করিয়া—জননমরণ-প্রবাহরূপ সংসার ত্যাগ করিবে।

শিষ্য। এই হংসমন্ত্র কি সকলেই উপাসনা করেন ?

গুরু। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কাহারও স্বতঃই হংসমন্ত্র উপস্থিত হয়—কিভাবে হয় তাহা বুঝিতে পারেন না। কোন শিষ্যকে গুরু হংসমন্ত্র দান করেন। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া গান

করিতে করিতে মস্তকে উঠিয়া অজস্র "সোহং" "সোহং" ধ্বনি করিতে থাকেন। সাধকের এমন সাধ্য নাই যে, সে নাদ বন্ধ করিতে পারেন। হংস হংস মন্ত্রজপের দ্বারা কাহারও কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন।

অশিরস্কং হকারান্তমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রম্ উচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥

অধ্যাত্মমুক্তাবলীধৃত যোগবাশিষ্ঠ ৫।৮।১৩

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত অনন্ত আকারে পরমাত্মার অবস্থান, অজস্র হংসমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমরা তাঁহার উপাসনা করি।" ঐ

ঊর্দ্ধং প্রাণোহধ্যধো জীবো বিসর্গাত্মা পরোচ্চরেৎ।
উৎপত্তিদ্বিতয়স্থানে ভরণাদ্ ভবিতা স্থিতিঃ॥

ঐ-ধৃত বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্র

"প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধে ও অপান বায়ু নিম্নে গমন করিতেছে। এই উভয় বায়ুর গমনাগমনে হকার ও সকার শব্দ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতেছে। বিসর্গই আত্মা। এই অক্ষরগুলির সংযোগে যে হংসমন্ত্র উদ্ধৃত হয়, তাহা নিরন্তর উচ্চারণ ও ধারণা করিবে। শব্দোৎপত্তির দ্বিতীয় স্থান উকার বা দ্বিদলে ধারণা স্থির হইলেই সাধকের পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে।" ঐ

যো দদাতি মহাবিদ্যাং হংসাখ্যাং পারমেশ্বরীম্।
তস্য দাস্যং সদা কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধয়া পরয়া সহ॥
শুভমশুভমন্যদ্বা যদুক্তং গুরুণা ভুবি।
তৎ কুর্য্যাদবিচারেণ শিষ্যঃ সন্তোষসংযুতঃ॥ ইত্যাদি

অধ্যাত্মমুক্তাবলীধৃত সূতসংহিতা ৭।৭।৩৮

"যে গুরু হংসবিদ্যা প্রদান করেন, তাঁহার দাস হইয়া থাকাই শিষ্যের

কর্ত্তব্য। গুরু শিষ্যকে যে বাক্য বলেন, তাহা শিষ্যের জ্ঞানে শুভই হউক, অথবা অন্য কোন প্রকারই হউক, শিষ্য তাহা অবিচারে সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করিবেন। গুরুর নিকট হইতে হংসবিদ্যা লাভ করিয়া গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া হংসবিদ্যার অভ্যাস ও আত্মজ্ঞানের বিচার দ্বারা নিজেকে সেই পরমব্রহ্ম বলিয়া দৃঢ়জ্ঞান করিবে এবং দেহ সম্বন্ধ, জাতিকুল প্রভৃতির সম্বন্ধ, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি স্বকীয় পদধূলির ন্যায় ত্যাগ করিবে।" ঐ

শিষ্য। শাস্ত্রসকল ত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, বেদান্ শাস্ত্রাণি চান্যানি পাদপাংশুমিব ত্যজেৎ।

ইহা হইল চরমের কথা। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ তুরীয়াতীত ওঙ্কারনাদে পূর্ণ হইয়া থাকেন, অন্য কোন কিছু পাঠ করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকে না।

সোহং হংসেতি পশ্যতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।

ঐ জীবন্মুক্তিগীতা

যিনি হংসমন্ত্রের দ্বারা সোহংজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন তিনি জীবন্মুক্ত।

হংসঃ পরংব্রহ্মরূপঃ। ঐ প্রাণতোষিণীতন্ত্র

হংস পরব্রহ্মরূপ।

আত্মনঃ পরমং বীজং হংসাখ্যং স্ফটিকামলম্।

ঐ গরুড়পুরাণ পূর্ব্ব ১৯।১২

আত্মার স্ফটিকোপম নির্ম্মল বীজ হংস। বেশী কথা কি :—

হংসবিদ্যামবিজ্ঞায় মুক্তৌ যত্নং করোতি যঃ।
স নভোভক্ষণেনৈব ক্ষুন্নিবৃত্তিং করিষ্যতি॥

ঐ সূতসংহিতা ৭।৭।২৭

হংসমন্ত্র না জানিয়া যিনি মুক্তি ইচ্ছা করেন, আকাশ ভক্ষণে ক্ষুধা নিবৃত্তির ন্যায় তাঁহার সে চেষ্টা বৃথা হয়।

শিষ্য। আমি হংসমন্ত্রের মহিমা শ্রবণে কৃতার্থ হইলাম।

———:*:———

৬৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

শ্রীমতে সদ্‌গুরবে দাশরথয়ে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

পঞ্চম হিল্লোল

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাস-বিলাসায় ওঙ্কারায় নমঃ॥
যো গূঢ়ঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতানি শাস্তি যঃ।
সর্ব্বভূতস্বরূপী চ ওঙ্কারং তং নমাম্যহম্‌॥

গুরু। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে :—

যোঽয়মন্তঃ পুরুষো যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈব ঘোষো ভবতি যদেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্যন্‌ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি।

এই দেহাভ্যন্তরে যে এই পুরুষ, যিনি অন্ন পাক করেন, যাহা ইনি ভোজন করেন—তাঁহারই ঘোষ যাহা কর্ণ আচ্ছাদন করত শ্রুতিগোচর হয়। মৃত্যুকাল সমাগত হইলে তাহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না।

শিষ্য। শ্রবণের ফল ইনি কিছু বলিলেন না।

গুরু। না। তেজোবিন্দু উপনিষদে আছে ঃ—(পঞ্চম অধ্যায়)

সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতঃ সর্ব্বনাদময়ঃ শিবঃ।
সর্ব্ববর্জ্জিতচিন্মাত্রঃ সর্ব্বানন্দময়ঃ পরঃ ॥ ২
সর্ব্বতেজঃপ্রকাশাত্মা নাদানন্দময়াত্মকঃ।
সর্ব্বানুভবনির্মুক্তঃ সর্ব্বধ্যানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩
সর্ব্বনাদকলাতীত এষ আত্মাহমব্যয়ঃ।
আত্মানাত্মবিবেকাদি-ভেদাভেদবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪
শান্তাশান্তাদিহীনাত্মা নাদান্তর্জ্যোতীরূপকঃ।
মহাবাক্যার্থতো দূরো ব্রহ্মাস্মীত্যতিদূরতঃ ॥ ৫
তচ্ছব্দবর্জ্যস্ত্বংশব্দহীনো বাক্যার্থবর্জ্জিতঃ।
ক্ষরাক্ষরবিহীনো যো নাদান্তর্জ্যোতিরেব সঃ ॥ ৬
অখণ্ডৈকরসো বাহমানন্দোঽস্মীতিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাতীতস্বভাবাত্মা নাদান্তর্জ্যোতিরেব সঃ ॥ ৭

* * *

সর্ব্বনাদান্তরোঽসি ত্বং কলাকাষ্ঠাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭১

সমস্ত সঙ্কল্পরহিত, সব নাদময়, শিব, সর্ব্ববর্জ্জিত, চিন্মাত্র, সর্ব্ব আনন্দময়, পরপ্রণব, সর্ব্বতেজ, প্রকাশাত্মা, নাদানন্দময়াত্মক, সর্ব্বঅনুভব-নির্মুক্ত, সর্ব্বধ্যান-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বনাদকলাতীত—এই অব্যয় আত্মা আমি, আত্ম-অনাত্ম-বিবেকাদি ভেদ-অভেদ-বর্জ্জিত। শান্ত অশান্ত আদিবিহীন আত্মা, নাদ মধ্যগত জ্যোতিঃস্বরূপ, তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে দূরে, ব্রহ্মাস্মি এই মহাবাক্যের অতিদূরে, তৎশব্দবর্জ্জিত, ত্বংশব্দহীন, বাক্যার্থবর্জ্জিত। ক্ষর অক্ষরবিহীন নাদ-মধ্যগত জ্যোতিই

তিনি অর্থাৎ আত্মা। অখণ্ড একরস বা—অহম্ আনন্দ অস্মি—আমি আনন্দস্বরূপ—এবোধ-বর্জ্জিত, সকলের অতীত স্বভাব-আত্মা, নাদমধ্যগত জ্যোতিই তিনি।

শিষ্য। ব্রহ্মাস্মি তৎ ত্বং হীন—ইহার অর্থ কি ?

গুরু। যতক্ষণ ব্রহ্মাস্মি বা তত্ত্বমসি ইত্যাদি বিচার বা বোধ থাকে, ততক্ষণ আমি বোধ যায় না, ধ্যানের দ্বারা অহংজ্ঞানের লোপ হইলে, "আছি" এ ভাবও দূর হইলে, তবে স্ব স্বরূপ লাভ হয়।

শিষ্য। নাদমধ্যগত জ্যোতি আত্মা বলিলেন, তখন তো নাদ শ্রুতি থাকে ?

গুরু। না, নাদ শুনিতে শুনিতে জ্যোতির আবির্ভাবে অহংজ্ঞানের সম্পূর্ণ লোপ হয়। তৎকালে মাত্র জ্যোতিই থাকে। সর্ব্বনাদ-কলাতীতভাবে স্থিতি লাভ হয়—তখন দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য, এই ত্রিপুটীর লয় হইয়া যায়। ইহা অনির্ব্বচনীয় স্থিতি। "ধ্যানস্য বিস্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে"—ইহাই সমাধি।

"কলাকাষ্ঠাদিশূন্য তুমি সমস্ত নাদমধ্যগত জ্যোতিঃস্বরূপ"

শিষ্য। নাদের ভূমি কয়টি ?

গুরু। প্রত্যাহারাদাসমাধের্নাদভূমিরুদাহৃতা।

প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি এই চারিটি নাদের ভূমি।

আচ্ছা শ্রবণ কর,—নাদবিন্দু শ্রুতি বলিয়াছেন—

ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ং গতে॥ ২৯
ব্রহ্মপ্রণবসন্ধানং নাদো জ্যোতির্ময়ঃ শিবঃ।
স্বয়মাবির্ভবেদাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব॥ ৩০

সিদ্ধাসনে স্থিতো যোগী মুদ্রাং সন্ধায় বৈষ্ণবীং।
শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং সদা ॥ ৩১
[অন্তর্লক্ষ্যং বহির্দৃষ্টি নিমেষোন্মেষবর্জ্জিতা।
এষা সা বৈষ্ণবী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥
শাণ্ডিল্যশ্রুতিঃ ১৪]
অভ্যস্যমানো নাদোঽয়ং বাহ্যমাবৃণুতে ধ্বনিঃ।
পক্ষাদ্ বিপক্ষমখিলং জিত্বা তুর্য্যপদং ব্রজেৎ ॥ ৩২
শ্রূয়তে প্রথমাভ্যাসে নাদো নানাবিধো মহান্।
বর্দ্ধমানে তথাভ্যাসে শ্রূয়তে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতঃ ॥ ৩৩
আদৌ জলধি-জীমূত-ভেরী-নির্ঝরসম্ভবঃ।
মধ্যে মর্দ্দলশব্দাভো ঘণ্টাকাহলজস্তথা ॥ ৩৪
অন্তে তু কিঙ্কিণী-বংশ-বীণা-ভ্রমর-নিস্বনঃ।
ইতি নানাবিধা নাদাঃ শ্রূয়ন্তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ ॥ ৩৫
মহতি শ্রূয়মাণে তু মহাভের্য্যাদিকধ্বনৌ।
তত্র সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং নাদমেব পরামৃশেৎ ॥ ৩৬
ঘনমুৎসৃজ্য বা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মমুৎসৃজ্য বা ঘনে।
রমমাণমপি ক্ষিপ্তং মনো নান্যত্র চালয়েৎ ॥ ৩৭
যত্র কুত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ।
তত্র তত্র স্থিরীভূত্বা তেন সার্দ্ধং বিলীয়তে ॥ ৩৮
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদে দুগ্ধাম্বুবন্মনঃ।
একীভূয়াথ সহসা চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ৩৯
উদাসীনস্ততো ভূত্বা সদাভ্যাসেন সংযমী।
উন্মনীকারকং সদ্যো নাদমেবাবধারয়েৎ ॥ ৪০

সর্ব্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্য সর্ব্বচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ।
নাদমেবানুসন্দধ্যান্নাদে চিত্তং বিলীয়তে ॥ ৪১
মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো গন্ধান্নাপেক্ষতে যথা।
নাদাসক্তং সদা চিত্তং বিষয়ং নহি কাঙ্ক্ষতি ॥ ৪২
বদ্ধঃ সুনাদগন্ধেন সদ্যঃ সংত্যক্তচাপলঃ।
নাদগ্রহণতশ্চিত্তমন্তরঙ্গভুজঙ্গমঃ ॥ ৪৩
বিস্মৃত্য বিশ্বমেকাগ্রঃ কুত্রচিন্নহি ধাবতি।
মনোমত্তগজেন্দ্রস্য বিষয়োদ্যানচারিণঃ ॥ ৪৪
নিয়ামনসমর্থোঽয়ং নিনাদো নিশিতাঙ্কুশঃ।
নাদোঽন্তরঙ্গসারঙ্গবন্ধনে বাগুরায়তে ॥ ৪৫
অন্তরঙ্গসমুদ্রস্য রোধে বেলায়তেঽপি বা।
ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ননাদো জ্যোতির্ম্ময়াত্মকঃ ॥ ৪৬
মনস্তত্র লয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
তাবদাকাশসংকল্পো যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৭
নিঃশব্দং তৎ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমীয়তে।
নাদো যাবন্মনস্তাবন্নাদান্তেঽপি মনোন্মনী ॥ ৪৮
[মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃস্থৈর্য্যং প্রজায়তে।
যো মনঃসুস্থিরো ভাবো সৈবাবস্থা মনোন্মনী ॥ ১০
শাণ্ডিল্যশ্রুতি]
সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্।
সদা নাদানুসন্ধানাৎ সংক্ষীণা বাসনা তু যা ॥ ৪৯
নিরঞ্জনে বিলীয়েতে মনোবায়ূ ন সংশয়ঃ।
নাদকোটিসহস্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ ॥ ৫০

সর্ব্বে তত্র লয়ং যান্তি ব্রহ্ম-প্রণব-নাদকে।
সর্ব্বাবস্থাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫১
মৃতবত্তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনাদঞ্চ ন শৃণোতি কদাচন ॥ ৫২
কাষ্ঠবজ্জায়তে দেহ উন্মন্যাবস্থয়া ধ্রুবম্।
ন জানাতি চ শীতোষ্ণং ন দুঃখং ন সুখং তথা ॥ ৫৩
ন মানং নাবমানঞ্চ সন্ত্যক্ত্বা তু সমাধিনা।
অবস্থাত্রয়মন্বেতি ন চিত্তং যোগিনঃ সদা ॥ ৫৪
জাগ্রন্নিদ্রাবিনির্ম্মুক্তঃ স্বরূপাবস্থতামিয়াৎ ॥ ৫৫

দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনা সদৃশ্যং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা প্রযত্নম্।
চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং
স ব্রহ্মতারান্তরনাদরূপঃ ॥ ৫৬

অনন্তর কালবশে প্রারব্ধের ক্ষয়ে মেঘ অপগত হইলে সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ন জ্যোতির্ম্ময় কল্যাণনিধান নাদ আত্মা স্বয়ং আবির্ভূত হন। যোগী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণে অন্তর্গত নাদ সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে। পুনঃ পুনঃ নাদের চিন্তা করিতে করিতে এই নাদ বাহ্য শব্দকে আবরণ করে। এক পক্ষের মধ্যে সমস্ত বিক্ষেপকে জয় করত মন তুর্য্যপদে গমন করিয়া থাকে। প্রথম অভ্যাস কালে নানাবিধ মহান্ নাদ শ্রুতিগোচর হয়। অভ্যাস বৃদ্ধিশীল হইলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নাদ শ্রবণ করিয়া থাকে। প্রথমে, অর্থাৎ বায়ুর ব্রহ্মরন্ধ্রে গমনসময়ে, সমুদ্র মেঘ ভেরী (ড্রাম) নির্ঝরের (ঝরণার) শব্দের ন্যায় এবং মধ্যে, অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ুর

স্থৈর্য্যাবস্থা হইলে, মাদল ঘণ্টা কাহল বৃহৎ ঢাকের শব্দের মত ও শেষে, অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণবায়ু স্থিরতা লাভ করিলে, কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্রঘণ্টিকা) ঘুঙুর বেণু বীণা (তন্ত্রী) ভ্রমরধ্বনি—এইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ভেরী প্রভৃতি মহান্ শব্দ শ্রূয়মাণ হইলে সেই নাদের মধ্যে সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম নাদই চিন্তা করিবে (সূক্ষ্ম নাদের চিরস্থায়িত্বহেতু তাহাতে আসক্তচিত্ত চিরকালের জন্য স্থির হইয়া যাইবে)। মেঘ ভেরী প্রভৃতি ঘন অর্থাৎ মহান্ নাদ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম নাদে, সূক্ষ্ম নাদ ত্যাগ করত ঘন নাদে রমমাণ ক্রীড়াকারী—ক্ষিপ্ত রজোগুণ হেতু অত্যন্ত চঞ্চল মনকে বিষয়ান্তরে প্রেরণ করিবে না, নাদই চিন্তা করিবে। বিষয়ান্তরে গমনে সমাধির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যে কোন নাদে ক্রীড়মান হইলে অবশ্যই সমাহিত হইবে। অথবা যে কোন ঘন নিবিড় নাদে কিম্বা সূক্ষ্ম নাদে প্রথমে মন লগ্ন হয়—সেই নাদেই সুস্থির হইয়া সেই নাদের সহিত বিলীন হইয়া যায়। ২৯—৩৮

সমস্ত বাহ্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া দুগ্ধে জলের ন্যায় মন নাদে একীভূত হয়, অনন্তর সহসা চিদাকাশে বিলীন হইয়া যায়। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় যোগী সর্ব্বদা নাদানুসন্ধানহেতু সমস্ত সম্পর্কশূন্য হইয়া সদ্য উন্মনীকারক নাদই চিন্তা করিবে। সকল চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বচেষ্টাবিবর্জ্জিত হইয়া নাদই অনুসন্ধান করিবে। নাদে চিত্ত বিলীন হইয়া থাকে। যেরূপ ভ্রমর মধুপান করিতে করিতে গন্ধের অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ সতত নাদে আসক্তচিত্ত সাধক বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে না। অন্তরঙ্গ চিত্তরূপ ভুজঙ্গ নাদগ্রহণহেতু সুনাদ গন্ধের দ্বারা বদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তমরূপ চপলতা ত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বজগৎ বিস্মৃত হইয়া একাগ্র হইয়া কোন স্থানেই ধাবিত হয় না। বিষয়-উদ্যান-বিহারী মনরূপ মত্ত মাতঙ্গের এই নিনাদরূপ শাণিত অঙ্কুশই সংযমন করিতে সমর্থ

হয়। মনোমৃগের বন্ধনে নাদই জাল হয়, অথবা চিত্তরূপ সমুদ্রের রোধবিষয়ে নাদ বেলাস্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ন জ্যোতির্ম্ময়াত্মক নাদ, মন সেই স্থানে লয় হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যতক্ষণ অনাহতধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, ততক্ষণ আকাশের সম্যক্ কল্পনা হইয়া থাকে; নিঃশব্দ সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। নাদ যতক্ষণ মনও ততক্ষণ, নাদান্তে মনের উন্মনী অবস্থা হয়। সশব্দ অক্ষর ক্ষয় হইলে নিঃশব্দ পরম পদ। সর্ব্বদা নাদানুচিন্তনের দ্বারা বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়, মন এবং বায়ু নিরঞ্জনে বিলীন হয়, কোটিসহস্র প্রকার নাদ এবং শতকোটি প্রকার বিন্দু অর্থাৎ জ্যোতি (বিন্দতি অনেন) ব্রহ্মপ্রণবনাদে লয় হইয়া যায়। সমস্ত অবস্থা—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি মূর্চ্ছা মরণ-লক্ষণ পঞ্চ ব্যুত্থান অবস্থা—হইতে বিশেষভাবে মুক্ত, সকলচিন্তাবিবর্জ্জিত যোগী মৃতের ন্যায় অবস্থান করেন। তিনি মুক্ত এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। উন্মনী অবস্থায় দেহ নিশ্চল কাষ্ঠের ন্যায় হয়, শঙ্খ দুন্দুভিআদি কোন নাদই তাঁহার কর্ণগোচর হয় না। তিনি শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ এবং মান অপমান জানিতে পারেন না। সর্ব্বদা যোগিগণের চিত্ত সমাধি ত্যাগ করত জাগ্রদাদি অবস্থার অনুবর্ত্তন করে না, জাগ্রৎ ও নিদ্রা হইতে বিশেষরূপ মুক্ত চিত্ত স্বরূপ অবস্থা লাভ করে। কোন দৃশ্য ব্যতিরেকে যাহার দৃষ্টি স্থির, বিনা প্রযত্নে যাহার বায়ু স্থির, অবলম্বন ব্যতীত যাহার চিত্ত স্থির, তিনি ব্রহ্মপ্রণব অন্তর্গত নাদস্বরূপ।

শিষ্য। পরম পদ নিঃশব্দ!

গুরু। পরা বাক্‌ই নিস্পন্দা পরম পদ। পদের অর্থ অজয় বলেন :—

পদং স্থানে পরিত্রাণে ব্যবসায়োপদেশয়োঃ।
বাক্যে বস্তুনি শব্দে চ পাদ-তচ্চিহ্নয়োরপি॥

পদের অর্থ স্থান, পরিত্রাণ, ব্যবসায় (যত্ন উদ্যম অনুষ্ঠান অভিপ্রায় নিশ্চয়), উপদেশ, বাক্য, বস্তু, শব্দ, চরণ ও চরণচিহ্ন।

পরম পদ অর্থে পরম শব্দ, বাক্য, বস্তু, স্থান, পরিত্রাণ—যাহাই বল না কেন একই অর্থ।

শিষ্য। ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ন কি বলিলেন ?

গুরু। ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ন জ্যোতির্ম্ময়াত্মক নাদ—মন তাহাতে লয় হয়, তাহাই বিষ্ণুর পদ।

শিষ্য। নাদকেও তো বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়াছেন। এ নাদের লয় হয় ?

গুরু। ব্রহ্মপ্রণবনাদের লয় হয় না, মনের লয় হয়, মনের উন্মনী অবস্থা হইলে নাদ গ্রহণ কে করিবে ? ব্রহ্মপ্রণবনাদ হইতে সহস্র কোটি প্রকার নাদ, শতকোটি প্রকার জ্যোতি আবির্ভূত হয় ; আবার ব্রহ্মপ্রণবনাদে লয় হইয়া যায়, ওঙ্কারনাদই চরম নাদ—নাদব্রহ্ম। যে কোন নাদেই মন খেলা করুক—সে ব্রহ্মেই রমণ করে। ক্রীড়ান্তে স্থিতি হয় শান্ত অবস্থায়। পরা বাক্ পরব্রহ্ম একই কথা—মাণ্ডুক্যশ্রুতি ইহাকে চতুর্থ অবস্থা বলিয়াছেন।

অনন্তর ধ্যানবিন্দু-শ্রুতির কথা শ্রবণ কর :—

বীজাক্ষরং পরং বিন্দুং নাদং তস্যোপরি স্থিতং।
সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ॥ ২
অনাহতং তু যচ্ছব্দং তস্য শব্দস্য যৎ পরম্।
তৎ পরং বিন্দতে যস্তু স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৩

বীজ অক্ষর পরম বিন্দু অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্ম পরা বাক্ নাদ ; তাহার উপরে অবস্থিত সশব্দ অক্ষর—ক্ষণরহিত নাদ ক্ষীণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম

হইলে নিঃশব্দ পরম পদ। অনাহত যে শব্দ সেই শব্দের যাহা পর অর্থাৎ নিস্পন্দা পরা বাক্—সেই পরকে যে যোগী অবগত হইতে পারেন, তিনি সংশয়শূন্য হন।

বালাগ্রশতসাহস্রং তস্য ভাগস্য ভাগিনঃ।
তস্য ভাগস্য ভাগার্দ্ধং তৎক্ষয়ে তু:নিরঞ্জনম্॥ ৪

কেশাগ্রকে কোটি ভাগ করিলে সেই ভাগের ভাগ সকল সেই ভাগের অর্দ্ধ ভাগ; তাহা ক্ষয় হইলে নিরঞ্জন—সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতিসঙ্গ-বিরহিত।

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যপ্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১৮

তৈলধারাব ন্যায় অখণ্ডিত, দীর্ঘ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় সন্তত, অকথনীয় প্রণবের অগ্র—আদি, যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিই প্রকৃত বেদতত্ত্বজ্ঞ।

ওঙ্কারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণান্তিকম্।
যাবদ্ বলং সমাদধ্যাৎ সম্যঙ্ নাদলয়াবধি॥ ২৩

ওঙ্কারধ্বনিনাদের সহিত রেচকপূরকাদিক্রমে নিয়মিত বায়ুর উপসংহার পর্য্যন্ত, উত্তমরূপে নাদ লয় হওয়া অবধি, যথাশক্তি সম্যক্ ধারণ করিবে।

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
বিন্দুনাদকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ৩৭

তৈলধারার ন্যায় অচ্ছিন্ন, দীর্ঘ ঘণ্টানিনাদের ন্যায় অখণ্ড, বিন্দুনাদ-কলার অতীত, যে তাঁহাকে জানে—সেইই যথার্থ বেদবেত্তা।

শিষ্য। নাদবিন্দুকলার অতীত নাদ!

গুরু। ত্রিপাদ-বিভূতি-মহানারায়ণ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঃ—

পরমমঙ্গলানন্তদিব্যতেজোভির্জ্বলন্তমনিশং বাচামগোচর-মনন্ততেজোরাশ্যন্তর্গতমর্ধমাত্রাত্মকং তুর্য্যং ধ্বন্যাত্মকং তুরীয়াতীতমবাচ্যং নাদবিন্দুকলাধ্যাত্মস্বরূপং চেত্যাত্মনন্তাকারেণাবস্থিতং নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং নির্ম্মলং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং নিরাকারং নিরাশ্রয়ং নিরতিশয়াদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণমাদিনারায়ণং ধ্যায়েদিত্যুপনিষৎ।

(৭ অধ্যায়)

পরম মঙ্গল, অনন্ত অলৌকিক তেজসকলের দ্বারা অহর্নিশি প্রদীপ্ত, বাক্যের অগোচর, অনন্ত তেজোরাশির অন্তর্গত অৰ্দ্ধমাত্রাত্মক, তুর্য্য ধন্যাত্মক, তুরীয়াতীত, অকথনীয় নাদবিন্দু-কলা, অধ্যাত্মস্বরূপ ইত্যাদি অনন্ত আকারে অবস্থিত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, উৎকৃষ্ট, নিরঞ্জন, নিরাকার, নিরাশ্রয়, নিরতিশয়, অদ্বৈত, পরম আনন্দলক্ষণ আদিনারায়ণকে ধ্যান করিবে।

শিষ্য। তুরীয়াতীত নাদবিন্দুকলা আছে ?

গুরু। শ্রুতি সেই কথা বলিলেন। এই নাদবিন্দুকলার অতীত একটি তৈলধারার ন্যায় অখণ্ড এবং দীর্ঘ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় সন্তত নাদ পর প্রণব ওঙ্কারে আছে, সেই নাদকে যিনি অবগত আছেন তিনিই যথার্থ বেদবিৎ। সে নাদ বর্ণনা করিবার ভাষা বা শ্রবণ করিবার কর্ণ প্রাকৃত জীবের নাই। প্রকৃতির বাহুপাশ হইতে চিরমুক্তিই তাহার অধিকারী।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

চারুস্মিতং সোমকলাবতংসং
বীণাধরং ব্যক্তজটাকলাপম্ ॥
উপাসতে কেচন যোগিনস্ত-
মুপাত্তনাদানুভবপ্রমোদম্ ॥ ১১ দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র

যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা যাঁহার শিরোভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার জটাকলাপ বিস্তৃত, নাদানুসন্ধান যোগ দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত—তাঁহাকে কোন কোন (ভাগ্যবান্) যোগী উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে নাদের আবির্ভাবের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা সেই নাদবিন্দুকলাতীত নাদ।

শিষ্য। গোমুখী হইতে গঙ্গাধারা ভূতলে পতিত হইয়াছে। হিমালয় মধ্যে অবশ্যই ধারা আছে, নচেৎ ইহা কোথা হইতে আসিল? তবে এ ধারা সে ধারা নয়, তদ্রূপ এ নাদ সে নাদ নহে,—তাহা প্রাকৃত-চলনশূন্য নিস্পন্দ নাদ। এই তো?

গুরু। হাঁ, অনন্তর ধ্যানবিন্দু-শ্রুতি শ্রবণ কর—

অমূর্ত্তো বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডসমুত্থিতঃ।
শঙ্খনাদাদিভিশ্চৈব মধ্যমেব ধ্বনির্যথা॥ ১০২
ব্যোমরন্ধ্রগতো নাদো মায়ূরং নাদমেব চ।
কপালকুহরে মধ্যে চতুর্দ্ধারস্য মধ্যমে॥ ১০৩
তদাত্মা রাজতে তত্র যথা ব্যোম্নি দিবাকরঃ।
স্বাত্মানং পুরুষং পশ্যেন্মনস্তত্র লয়ং গতম্॥ ১০৪
রত্নানি জ্যোৎস্নিনাদন্তু বিন্দুমাহেশ্বরং পদম্।
য এবং বেদ পুরুষঃ স কৈবল্যং সমশ্নুতে॥ ১০৫

মেরুদণ্ডস্থিতা পদ্মসূত্রসদৃশী শুভ্রা সুষুম্নামধ্যে অমূর্ত্ত শঙ্খনাদাদির ন্যায় ও মধ্যম "মা" ধ্বনির ন্যায় নাদ অবস্থিত; ব্যোমরন্ধ্রগত নাদ এবং মায়ুর নাদ ও কপালকুহরমধ্যে চতুর্দ্ধারের মধ্যমে আছে সেই আত্মা—যেমন আকাশে দিবাকর শোভা পান তদ্রূপ বিরাজমান;

ভ্রূদ্বয়মধ্যে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে শক্তিও অবস্থান করিতেছেন। স্বাত্ম পুরুষকে দর্শন করিবে, মন সেই স্থানে লয় হয়। রত্নসকলের ন্যায় নাদ এবং জ্যোৎস্নাবৎ নাদ, বিন্দু মহেশ্বর পদ—যিনি এইরূপ জানেন তিনি কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। মন লয় না হইলে কৈবল্য প্রাপ্তি হয় না ?

গুরু। মনই সংসার রচনা করে। দ্রষ্টার দৃশ্যভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মনোনাশ হয় না। সমাধিতে মন ও বায়ু পরমাকাশে পরম পদে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর শ্রবণ কর। ব্রহ্মবিদ্যা-শ্রুতিতে আছে ঃ—

অনাহতধ্বনিযুতং হংসং যো বেদ হৃদ্‌গতম্। ২০
স্বপ্রকাশচিদানন্দং স হংস ইতি গীয়তে ॥

ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ব্রহ্মস্থানে তু নাদঃ স্যাচ্ছাকিন্যামৃতবর্ষিণী।
ষট্‌চক্রমণ্ডলোদ্ধারং জ্ঞানদীপং প্রকাশয়েৎ ॥ ৭৬
সর্ব্বভূতস্থিতং দেবং সর্ব্বেশং নিত্যমর্চ্চয়েৎ।
আত্মরূপং তমালোক্য জ্ঞানরূপং নিরাময়ম্ ॥ ৭৭

ব্রহ্মস্থানে অমৃতবর্ষিণী শাকিনী নাড়ীতে নাদ আছেন, তিনি ষট্‌চক্র-মণ্ডলমোচন জ্ঞানদীপ প্রকাশ করেন, সর্ব্বভূতে অবস্থিত, জ্যোতির্ম্ময়, সকলের ঈশ্বর, আত্মস্বরূপ, জ্ঞানরূপ, নিরাময় (সর্ব্বোপদ্রবশূন্য)—তাঁহাকে দেখিয়া নিত্য অর্চ্চনা করিবে।

দৃশ্যন্তং দিব্যরূপেণ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ।
হংস হংস বদেদ্ বাক্যং প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ॥ ৭৮

জ্যোতির্ম্ময়রূপে দৃশ্যমান সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন প্রাণিসকলের দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক হংস হংস এই বাক্য বলিয়া থাকেন।

শিষ্য। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। সর্ব্বগত নাদব্রহ্মই প্রাণিদেহ-মধ্যগত জীব হইয়া হংস হংস এই বাক্য উচ্চারণ করেন।

গুরু। নাদব্রহ্মের বহুত্ব "খণ্ডভাব" মাত্র আধার ভেদে প্রতীত হয়। এক অখণ্ড অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ওঙ্কারনাদই লীলা করিতেছেন, আর সেই নাদই ঘনীভূত হইয়া অনন্ত পদার্থে রূপ ধারণ করিয়াছেন। মনে আছে তো?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। শাকিনী নাড়ীর স্থান কোথায়?

গুরু। নাভির নিম্নদেশস্থিত আধারকন্দ হইতে শঙ্খিনী নাড়ী উর্দ্ধদেশে গমন করত বাম কর্ণের প্রান্তদেশ যাবৎ বিস্তৃতা।

যোগতত্ত্বশ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

অকারে রেচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিদ্যতে। ১৩৮
মকারে লভতে নাদমর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্॥ ১৩৯
লভতে যোগযুক্তাত্মা পুরুষস্তৎ পরং পদম্॥

অকারে পদ্ম উর্দ্ধমুখ হয়, উকারে বিকসিত, মকারে নাদ লাভ হয়, অর্দ্ধমাত্রা নিশ্চলা; বিশুদ্ধ স্ফটিকমণির ন্যায় নিষ্কল নিরবয়ব পাপ-বিনাশক যোগমুক্ত চিত্ত পুরুষ সেই পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন।

হংসঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসব্যপদেশেন নাদানুসন্ধানং করোতি। (নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ)

উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস সংযোগে হংস সোহং মন্ত্রের দ্বারা নাদানুসন্ধান করিবে।

সীতোপনিষদে কথিত হইয়াছে ঃ—

প্রথমা শব্দব্রহ্মময়ী স্বাধ্যায়কালে প্রসন্না উদ্ভাবনকরী

সাত্ত্বিকা, দ্বিতীয়া ভূতলে হলাগ্রে সমুৎপন্না, তৃতীয়া ঈকাররূপিণী অব্যক্তস্বরূপা ভবতীতি সীতা ইত্যুদাহরন্তি।

ক্রিয়াশক্তিস্বরূপং হরের্মুখান্নাদঃ। তস্মান্নাদাদ্ বিন্দুঃ। বিন্দোরোঙ্কারঃ। ওঙ্কারাৎ পরতো রাম বৈখানসপর্ব্বতঃ॥

শিষ্য। নাদের বিশেষ কোন পরিচয় দিলেন না। শব্দব্রহ্মময়ী বেদাদিরূপা, হলাগ্রে অপ্রাকৃত দিব্যরূপধারিণী এবং ঈকাররূপিণীই তো অব্যক্তা পরা বাক্?

গুরু। হাঁ, যোগচূড়ামণি-শ্রুতিতে আছে :—

অনাহতস্বরূপেণ জ্ঞানিনামূর্দ্ধগো ভবেৎ॥ ৭৮
তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
প্রণবস্য ধ্বনিস্তদ্বৎ তদগ্রং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥ ৮০
জ্যোতির্ম্ময়ং তদগ্রং স্যাদবাচ্যং বুদ্ধিসূক্ষ্মতঃ।
দদৃশুর্যে মহাত্মানঃ যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ৮১

প্রণব জ্ঞানিগণের উর্দ্ধমুখ হন, অজ্ঞানে অধোমুখ, এইরূপে প্রণব অবস্থান করেন,—যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি বেদবেত্তা। তৈলধারার ন্যায় অচ্ছিন্ন, দীর্ঘ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অখণ্ডিত, সেইরূপ প্রণবের ধ্বনি। তাঁহার অগ্র ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন; জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার অগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারাও বলা যায় না। যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা দর্শন করেন; যিনি তাহা অবগত আছেন তিনি বেদবিৎ।

শিষ্য। ধ্যানবিন্দু শ্রুতিতেও নাদের কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

গুরু। হাঁ, এ শ্রুতি আরও বলিয়াছেন :—

যথেষ্টধারণং বায়োরনলস্য প্রদীপনং।
নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং জায়তে নাড়ীশোধনাৎ॥ ৯৯

নাড়ী শোধিত হইলে যথেষ্ট বায়ুধারণের শক্তি, জঠরাগ্নির দীপ্তি, নাদের অভিব্যক্তি এবং আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। নাড়ীশোধন হইলে তবে নাদের প্রকাশ হয়?

গুরু। হাঁ।

গগনং পবনে প্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্।
ঘণ্টাদীনাং প্রবাদ্যানাং নাদসিদ্ধিরুদীরিতা॥ ১১৫

প্রাণবায়ু আকাশে গমন করিলে ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যের ন্যায় মহান্ ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা নাদসিদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

যৎ সমাধৌ পরং জ্যোতিরনন্তং বিশ্বতোমুখং।
তস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়াকর্ম্ম যাতায়াতো ন বিদ্যতে॥ ১১২

সমাধিকালে যে অপরিসীম সর্ব্বতোমুখ অত্যুত্তম জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা দর্শন করিলে ক্রিয়াকর্ম্ম যাতায়াত থাকে না।

শিষ্য। নাদ শুনিতে শুনিতে কি জ্যোতি দেখা যায়?

গুরু। নাদ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম হইতে থাকেন ততই জ্যোতি অত্যন্ত প্রকাশময় ও অচঞ্চল দৃষ্ট হন, শেষে দ্রষ্টৃত্বভাব আর থাকে না। ইনি ইহার পূর্ব্বেও বলিয়াছেন ঃ—

সমাধৌ পরমং জ্যোতিরনন্তং বিশ্বতোমুখং। ১০
তস্মিন্ দৃষ্টে মহাযোগে যাতায়াতো ন বিদ্যতে॥

নাদের দেহই হইল জ্যোতি ও বিন্দু। হঠযোগীর ন্যায় ধ্যেয় জ্যোতি এবং লয়যোগীর ন্যায় ধ্যেয় বিন্দু। এ বিন্দুদর্শনের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। নাদ শুনিতে শুনিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দু স্বয়ং আবির্ভূত হন, পুস্তকাদি পাঠকালে বা লিখিবার সময়ও সে বিন্দু বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয়—এত সূক্ষ্ম তাহা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু দেখা যায়।

নির্ব্বাণ-শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—**শ্মশানে অনাহতাঙ্গী**। শ্মশান শব্দের অর্থ সুষুম্না। অনাহত মন্ত্র।

অনাহতনাদই যতির শেষ সম্বল, তিনিই যতিকে পরম পদ দান করেন। মণ্ডলব্রাহ্মণ-শ্রুতিতে জ্যোতি আকাশ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। জ্যোতির কথা কি বলিয়াছেন ?

গুরু। ভীষণ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সূক্ষ্মমার্গ অবলম্বন করিয়া—

সত্ত্বাদিগুণানতিক্রম্য তারকমবলোকয়েৎ ভ্রূমধ্যে সচ্চিদানন্দ-তেজঃকূটরূপং তারকং ব্রহ্ম।

সত্ত্বাদিগুণ অবতরণ করত তারক অবলোকন করিবে। ভ্রূমধ্যে সচ্চিদানন্দ তেজ গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চল—তাহাই তারকব্রহ্ম। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যসদৃশপ্রভাবিশিষ্টা তন্মধ্যে মৃণালতন্তুসূক্ষ্মা জ্যোতির্ম্ময়ী কুণ্ডলিনী। সে স্থানে তমোনিবৃত্তি,—তাহার দর্শনে সর্ব্বপাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অন্তর্লক্ষ্য সুষুম্না প্রভৃতি, বহির্লক্ষ্য নাসাগ্রে জ্যোতিদর্শন। মস্তকের উপর দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ জ্যোতি-দর্শনে অমৃতত্ব লাভ। মধ্যলক্ষ্য আকাশাদির কথা বলিয়াছেন।

মূর্ত্তামূর্ত্ত ভেদে তারক দুই প্রকার—যাহা ইন্দ্রিয়ান্ত তাহা মূর্ত্ত তারক, যাহা ভ্রূযুগাতীত তাহা অমূর্ত্ত তারক।

অমা পূর্ণিমা প্রতিপৎ—তিন প্রকার দৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিমীলিত দৃষ্টি অমাদৃষ্টি, অর্দ্ধোন্মীলিত প্রতিপৎ, সর্ব্বোন্মীলন পূর্ণিমা। পূর্ণিমা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য—তাহার লক্ষ্য নাসাগ্র।

শিষ্য। জ্যোতির স্বরূপ কি ?

গুরু। তদা পশ্চিমাভিমুখপ্রকাশঃ স্ফটিক-ধূম্রবিন্দুনাদ-কলানক্ষত্র-খদ্যোত-দীপনেত্র-সুবর্ণনবরত্নাদিপ্রভা দৃশ্যন্তে। তদেব প্রণবস্বরূপম্।

তখন মেরুদণ্ডস্থিত সুষুম্নায় স্ফটিকমণি (কাচ) ধূম্রবিন্দু (চন্দ্রকলার ন্যায় জ্যোতি) নাদ ("দীপশিখাবৎ জ্যোতিঃ") কলা ("বিদ্যুদ্রেখাবৎ জ্যোতিঃ") নক্ষত্র জোনাকী দীপনেত্র সুবর্ণ নবরত্ন প্রভৃতি আকারের জ্যোতি দেখা যায়—তাহাই প্রণবের স্বরূপ। ষন্মুখীকরণ-মুদ্রার দ্বারা অর্থাৎ দুই করাঙ্গুলির দ্বারা কর্ণরন্ধ্র নিরোধপূর্ব্বক প্রণবধ্বনি শুনিবার কথাও বলিয়াছেন।

শিষ্য। প্রণব জ্যোতি নাদ—ইঁহারা তো অভিন্ন পদার্থ ?

গুরু। নিশ্চয়, তবে কোন কোন সাধক অগ্রে জ্যোতি, পরে নাদ প্রাপ্ত হন। কেহ বা অগ্রে নাদ লাভ করেন। জ্যোতি যে নাদের রূপ—একথা মনে আছে তো ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আচ্ছা আকাশ কয় প্রকার ?

গুরু। এই শ্রুতিতে ব্যোমপঞ্চক কথিত হইয়াছে—আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, সূর্য্যাকাশ, পরমাকাশ। বাহ্য অভ্যন্তরময় আকাশ, বাহ্য অভ্যন্তরে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় পরাকাশ ; বাহ্য অভ্যন্তরে অপরিমিত জ্যোতির ন্যায় তত্ত্ব মহাকাশ ; বাহ্য অভ্যন্তরে সূর্য্যের ন্যায় সূর্য্যাকাশ ; অনির্ব্বচনীয়জ্যোতি সর্ব্বব্যাপক নিরতিশয় আনন্দলক্ষণ পরমাকাশ। যে সাধক যে আকাশ দর্শন করেন তাহার অভ্যাসে সেইরূপ হন।

শিষ্য। আকাশ নাদই তো ?

গুরু। নাদের সমষ্টিই আকাশ।

"শব্দ যেখানে লয় হয় তাহাই পরম ব্যোম। বিবিধ শব্দজাত উপশান্ত হইলে যে শব্দ সামান্য অবশিষ্ট থাকেন তাহাই পরমব্যোম।"

দয়াল মহারাজ

শব্দঃ তন্মাত্রভূতঃ, আকাশস্য মিথ্যাভূতাকাশস্য, গুণঃ পরিণাম্যুপাদানং॥ গৌড়পাদ উত্তরগীতা

গুণের অর্থ পরিণামী উপাদান।

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ॥
যন্মনস্ত্রিজগৎসৃষ্টিস্থিতিব্যসনকর্ম্মকৃৎ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তল্লয়াচ্ছুদ্ধাদ্বৈতং ভেদাভাবাৎ। এতদেব পরমতত্ত্বম্।

অনাহত শব্দের যে ধ্বনি—ধ্বনির অন্তর্গত যে জ্যোতিঃ—জ্যোতির অভ্যন্তরে মন। যে মন ত্রিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ করিয়া থাকে, সেই মন যাহাতে বিলীন হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। মনোলয় হইলে ভেদের অভাবে শুদ্ধ অদ্বৈত। ইহাই পরম তত্ত্ব।

অদ্বয়-তারক-শ্রুতিতে মণ্ডলব্রাহ্মণ-শ্রুতির ন্যায় তারকজ্যোতি দর্শনের কথা আছে।

চিৎস্বরূপোঽহমিতি সদা ভাবয়ন্ সম্যঙ্ নিমীলিতাক্ষঃ কিঞ্চিদুন্মীলিতাক্ষো বান্তর্দৃষ্ট্যা ভ্রূদহরাদুপরি সচ্চিদানন্দতেজঃকূটরূপং পরং ব্রহ্মাবলোকয়ংস্তদ্রূপো ভবতি।

চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কম্।
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং মহামুনে॥ ৫৪

মহোপনিষৎ

গর্ভ জন্ম জরা মরণ সংসার মহাভয় হইতে সম্যক্ তারণ করেন **—তস্মাত্তারকমিতি।**

প্রায়ই সব একরূপ। আকাশের বিশেষ—প্রাতশ্চিত্রাদিবর্ণ **অখণ্ড** সূর্য্যচক্রের ন্যায়, বহ্নিজ্বালাসমূহের মত, তদ্‌বিহীন অন্তরীক্ষের মতন দেখে তদাকারে আকারিত হইয়া অবস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ দর্শনে গুণরহিত আকাশ। বিশেষরূপে বিকাশযুক্ত তারকার ন্যায় সম্যক্ দীপ্যমান গাঢ়তমের ন্যায় পরমাকাশ। কালানলের ন্যায় দীপ্তিমান মহাকাশ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম তেজ প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশমান তত্ত্বাকাশ। কোটিসূর্য্য প্রকাশ সমান সূর্য্যাকাশ।

শিষ্য। আকাশের কি কি নাম এ শ্রুতি বলিয়াছেন ?

গুরু। আকাশ, পরমাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ, সূর্য্যাকাশ।

শিষ্য। মণ্ডলব্রাহ্মণ-শ্রুতি আকাশের নাম কি বলিয়াছেন ?

গুরু। আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, সূর্য্যাকাশ, পরমাকাশ—একরূপই, পরমাকাশ বা তত্ত্বাকাশ একই কথা।

তস্মাচ্ছুক্লতেজোময়ং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্। তদ্‌ব্রহ্ম মনঃ-সহকারি-চক্ষুষান্তর্দৃষ্ট্যা বেদ্যং ভবতি।

শুক্ল তেজোময় জ্যোতি ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম মনঃ-সহকারি চক্ষুর দ্বারা অন্তর্দৃষ্টিতে জ্ঞেয় হন।

শাণ্ডিল্যশ্রুতি :—

যথেষ্টধারণং বায়োরনলস্য প্রদীপনং।
নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং জায়তে নাড়ীশোধনাৎ ॥ ৭

নাড়ী শোধিত হইলে যথেষ্ট বায়ুধারণের শক্তি, অনলের দীপ্তি ও নাদের প্রকাশ হয়।

কেবলকুম্ভকাৎ কুণ্ডলিনীবোধো জায়তে। ততঃ কৃশবপুঃ

প্রসন্নবদনো নির্ম্মললোচনোঽভিব্যক্তনাদো নির্মুক্তরোগমালো জিতবিন্দুঃ পটুগ্নির্ভবতি।

শিষ্য। নাদের অভিব্যক্তি কেবল-কুম্ভক-সিদ্ধ না হইলে হয় না।

গুরু। নাড়ীশুদ্ধি হইসে কেবল-কুম্ভক-সিদ্ধ হয়, তখন বিনা চেষ্টায় সর্ব্বদা নাদ শ্রুতিগোচর হইতে থাকে।

জ্যোতীরূপমশেষবাহ্যরহিতং দেদীপ্যমানং পরং।
তত্ত্বং তৎ পরমস্তি বস্তুবিষয়ং শাণ্ডিল্য বিদ্ধীহ তৎ॥ ১৬

জ্যোতিরূপ, অশেষ বাহ্যরহিত, দেদীপ্যমান পরম তত্ত্ব জগতের যে পরম বস্তু তাহাই জ্যোতি।

অথ কস্মাদুচ্যতে মহেশ্বর ইতি। যস্মান্ মহত ঈশঃ শব্দধ্বন্যা চাত্মশক্ত্যা চ মহত ঈশতে তস্মাদুচ্যতে মহেশ্বর ইতি।

যেহেতু মহান্ ঈশ্বর শব্দধ্বনির দ্বারা এবং আত্মশক্তির দ্বারা মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন সেই হেতু মহেশ্বর।

যোগশিখোপনিষদে আছে :—(২য় অধ্যায়)

আত্মমন্ত্রসদাভ্যাসাৎ পরতত্ত্বং প্রকাশতে।
তদভিব্যক্তিচিহ্নাণি সিদ্ধিদ্বারাণি মে শৃণু॥ ১৮
দীপজ্বালেন্দুখদ্যোতবিদ্যুন্নক্ষত্রভাস্বরাঃ।
দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মরূপেণ সদা যুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৯
অণিমাদিকমৈশ্বর্য্যমচিরাত্তস্য জায়তে॥

সর্ব্বদা আত্মমন্ত্রের অভ্যাসহেতু পরতত্ত্বের প্রকাশ হয়। সিদ্ধির দ্বারস্বরূপ তাহার প্রকাশের চিহ্নসকল আমার নিকট শ্রবণ কর। দীপশিখা, চন্দ্র, জোনাকী, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতির ন্যায় দীপ্তিশীল

জ্যোতিসকল সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বদা যুক্ত যোগিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অতিশীঘ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই জ্যোতিসকল সিদ্ধির দ্বারস্বরূপ—ইহাদের দর্শনে সিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে।

গুরু। হাঁ, এই জ্যোতিসকল দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ মনে না করিয়া প্রাণপণে সাধন করিতে হইবে।

শিষ্য। কতদিন?

গুরু। যতদিন না সাধন শেষ হয় অর্থাৎ মনোলয় না হয়। ভগবান্ আত্মসাৎ না করেন।

অন্নপূর্ণা-শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে :—

স্বশরীরে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
ক্ষীণদোষাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়াবৃতাঃ॥ ৩৬

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ক্ষীণদোষ যোগিগণ স্বীয় শরীরে সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশিত জ্যোতি দর্শন করেন। মায়ার দ্বারা আবৃত অসাধকগণ তাহা দেখিতে সমর্থ হয় না।

পাশুপত-ব্রহ্মশ্রুতি—**তন্ময়যজ্ঞো নাদানুসন্ধানং।**

অন্তঃপ্রণবনাদাখ্যো হংসঃ প্রত্যয়বোধকঃ।
অন্তর্গতপ্রমাগূঢ়ং জ্ঞাননালং বিরাজিতম্॥ ৩
শিবশক্ত্যাত্মকং রূপং চিন্ময়ানন্দবেদিতম্।
নাদবিন্দুকলা ত্রীণি নেত্রং বিশ্ববিচেষ্টিতম্॥ ৪
ত্রিয়ঙ্গানি শিখা ত্রীণি দ্বিত্রাণাং সাংখ্যমাকৃতিঃ।
অন্তর্গূঢ়প্রমা হংসঃ প্রমাণান্নির্গতং বহিঃ॥ ৫

ব্রহ্মসূত্রপদং জ্ঞেয়ং ব্রাহ্ম্যং বিধ্যুক্তলক্ষণম্।
হংসার্কপ্রণবধ্যানমিত্যুক্তো জ্ঞানসাগরে ॥ ৬
স্বশরীরে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং পারমার্থিকম্।
ক্ষীণদোষাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়াবৃতাঃ ॥ ৩৩

শিষ্য। এই মন্ত্রটি অন্নপূর্ণোপনিষদে আছে, দ্বিতীয় চরণটি মাত্র অন্যরূপ।

গুরু। হাঁ, রুদ্রহৃদয়-শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঃ—

স্বশরীরে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
ক্ষীণদোষাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়াবৃতাঃ ॥ ৪৯
এবং রূপপরিজ্ঞানং যস্যাস্তি পরযোগিনঃ।
কুত্রচিদ্ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণস্বরূপিণঃ ॥ ৫০
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি।
তদ্বৎ স্বাত্মপরিজ্ঞানী কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৫১
স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম যো বেদ বৈ মুনিঃ!
ব্রহ্মৈব ভবতি স্বস্থঃ সচ্চিদানন্দমাতৃকঃ ॥ ৫২

আপনার দেহে ক্ষীণদোষ যোগিগণ স্বতঃ জ্যোতি দর্শন করেন। মায়ার দ্বারা আবৃত অন্য লোকসকল তাহা দেখিতে পায় না। যে পরম যোগীর এবম্বিধ জ্যোতির রূপের উত্তমরূপে জ্ঞান হয়, সেই পূর্ণস্বরূপ যোগীর কোথাও গমন নাই। যেরূপ একমাত্র সম্পূর্ণ আকাশ কোথাও গমন করে না, তদ্রূপ সেই জ্যোতির্ম্ময় আত্মদর্শনকারী কোন স্থানে গমন করেন না। সেই প্রসিদ্ধ পরম ব্রহ্মকে যে মুনি অপরোক্ষ করেন, তিনি স্বস্থ সচ্চিদানন্দ কারণ ব্রহ্মই হন।

শিষ্য। একই মন্ত্র তিনখানি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, কিন্তু এ

শ্রুতি যে ভাবে ইহার কথা বলিলেন তাহা বড় আশাপ্রদ। এই জ্যোতিই ব্রহ্ম, ইহার দর্শনে যোগী পূর্ণ হইয়া যান।

গুরু। দর্শন অর্থে স্থিতিলাভ। কোন সময়ই এ জ্যোতিশূন্য যিনি না থাকেন, অন্তরে বাহিরে নিয়ত যিনি এই জ্যোতি দর্শন করেন, তিনি কৃতার্থ হন, তাঁহার যাতায়াত নিবৃত্তি হয়।

অন্নপূর্ণা-শ্রুতিতে এই মন্ত্রের পর কথিত হইয়াছে :—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়েদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ৩৭

সেই জ্যোতিকে বিশেষরূপে জানিয়া ধীর ব্রাহ্মণ বুদ্ধিকে তদাকারা করিবেন, বহু শব্দ ধ্যান করিবেন না, তাহা বাক্যের গ্লানিজনক।

পাশুপত-ব্রহ্মোপনিষদেও এই মন্ত্রের শেষে আছে—

এবং স্বরূপবিজ্ঞানং যস্য কস্যাস্তি যোগিনঃ।
কুত্রচিদ্ গমনং নাস্তি তস্য সম্পূর্ণরূপিণঃ॥ ৩৪
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্ন হি গচ্ছতি।
তদ্বদ্ ব্রহ্মাত্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৩৫

এই জ্যোতি-দর্শন-রূপ স্বরূপ-বিজ্ঞান যে কোন যোগীর হয়, সেই সম্পূর্ণহৃদয় যোগীর কোন স্থলে গমন হয় না। যেমন একমাত্র সম্পূর্ণ আকাশ কোন স্থানে গমন করে না, তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মবিৎ প্রধান কোথাও গমন করেন না—অর্থাৎ সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। জ্যোতিঃই আত্মা—জ্যোতিঃই ব্রহ্ম।

গুরু। হাঁ, নাদ, জ্যোতি, প্রণব—তিনটি একই। এ কথা ভুলো না।

শিষ্য। আজ্ঞা না, জ্যোতি প্রণবের স্বরূপ, নাদ প্রণবের আদি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

গুরু। শ্রবণ কর—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রমাত্মানমধূমজ্যোতিরূপকম্।
প্রকাশয়ন্তমন্তস্থং ধ্যায়েৎ কূটস্থমব্যয়ম্॥ ২৬
যোগকুণ্ডলীশ্রুতি (৩য় অঃ)

প্রকাশশীল, হৃৎপদ্মস্থিত, ধূমশূন্য জ্যোতিরূপ, অক্ষয়, নিশ্চল, একরূপে চিরস্থায়ী, অঙ্গুষ্ঠ মাত্র আত্মাকে ধ্যান করিবে।

মহাবাক্য-শ্রুতিতে আছে :—

অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেত্যজপয়োপহিতং হংসঃ সোঽহম্। প্রাণাপানাভ্যাং প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং সমুপলভ্যৈবং সা চিরং লব্ধ্বা ত্রিবৃদাত্মনি ব্রহ্মণ্যভিধ্যায়মানে সচ্চিদানন্দঃ পরমাত্মাবির্ভবতি। সহস্রভানুমচ্ছুরিতাপূরিতত্বাদলিপ্যা পারাবারপূর ইব। নৈষা সমাধিঃ। নৈষা যোগসিদ্ধিঃ। নৈষা মনোলয়ঃ। ব্রহ্মৈক্যং তৎ।

এই আদিত্য ব্রহ্ম অজপার দ্বারা উপহিত হংস সোহংমন্ত্র অনুলোমে প্রতিলোমে, অর্থাৎ অনুলোমে হংস প্রতিলোমে সোহংমন্ত্রের দ্বারা সম্যক্ উপলভ্য—তাহা দীর্ঘকাল লাভ করিয়া ত্রিবিদ্ আত্মা ওঙ্কার ব্রহ্ম ধ্যায়মান হইলে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা আবির্ভূত হন। সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন সম্যক্ পূরিত সমুদ্রের জলরাশির মত যে মহান্ জ্যোতি, তাহা সমাধি নহে, যোগসিদ্ধি নহে, মনোলয় নহে—তাহা জীবব্রহ্মের ঐক্য।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী-শ্রুতিতে নবচক্রের জ্যোতির কথা আছে, তাহা পরে বলিব।

মুক্তিকোপনিষদে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন :—(২য় অঃ)

বহুশাস্ত্রকথাকন্থারোমন্থেন বৃথৈব কিম্।
অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন মারুতে জ্যোতিরান্তরম্॥ ৬৩

বহু শাস্ত্রকথা রোমন্থনে কি প্রয়োজন, মারুতে প্রযত্ন সহকারে আন্তর জ্যোতি অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। মহান্ জ্যোতি জীবব্রহ্মের ঐক্য, অন্যান্য সমস্ত জ্যোতিই তো ব্রহ্মজ্যোতি ?

গুরু। হাঁ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে :—

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ ২।১১

যোগাভ্যাসরত ব্যক্তির যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার সময় উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ব্বে তুষার ধূম সূর্য্য বায়ু অগ্নি জোনাকী বিদ্যুৎ স্ফটিক ও চন্দ্র—ইহাদের রূপ স্পর্শ ও জ্যোতিঃ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—যোগাভ্যাসরত ব্যক্তির যোগসিদ্ধির পূর্ব্ব চিহ্নসকল বলা হইতেছে—নীহার অর্থ তুষার, সেই তুষারের মত (মৃদুমন্দভাবে) চিত্তের বৃত্তি বা চিন্তাধারা হইতে থাকে। তাহার পর ধূমের ন্যায় চিত্তবৃত্তি হয়, অনন্তর সূর্য্য, পশ্চাৎ বায়ুর ন্যায় বৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহার পর অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ বাহিরের বায়ুর ন্যায় বিক্ষোভিত প্রবল বায়ু প্রকাশিত হয়। কখনও আকাশ জোনাকী পোকায় শোভিতের মত দেখা যায়, কখনও বা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, কখনও স্ফটিক কখনও বা পূর্ণচন্দ্রবৎ দেখা যায়। যোগসাধনে রত থাকিলে ব্রহ্মস্ফুরণের পূর্ব্ববর্ত্তী

এই সকল চিহ্ন প্রকাশ হইলে বুঝিতে হইবে যথার্থই যোগসিদ্ধি হইবে।

বাসুদেবোপনিষৎ—

অথবা ন্যস্তহৃদয়পুণ্ড্রমধ্যে বা হৃদয়কমলমধ্যে বা।
তস্যমধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা।
নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবৎ তন্বী পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥ ইতি

হৃদয়ে ন্যস্ত পুণ্ড্র মধ্যে অথবা হৃদয়কমল মধ্যে নীলমেঘ মধ্যস্থিত বিদ্যুৎলেখার ন্যায় দীপ্তিশীল উড়িধান্যের সূক্ষ্ম অগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পরমাত্মা হৃদয়কমলে অবস্থিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামকে দেবগণ ষোড়শকল ব্রহ্মের উপদেশ করেন। প্রথমে প্রকাশবান্ ব্রহ্মের প্রাচী প্রতীচী দক্ষিণা উদীচী চতুষ্কল পাদ। পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যৌঃ সমুদ্র অনন্তবান্ নামক ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদ।

অগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সৌম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্ নাম॥ ৪।৭

জ্যোতিষ্মান্ নামক ব্রহ্মের অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ—এই চতুষ্কল পাদ। প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, আয়তনবান্ নামক চতুষ্কল পাদ বলিয়াছিলেন।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে :—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ২।২।৯

জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ হৃদয়পদ্মে অবিদ্যাদোষশূন্য নিষ্কল—কলাহীন

যে ব্রহ্ম অবস্থিত, তিনি শুভ্র জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি প্রভৃতির জ্যোতিস্বরূপ,—আত্মজ্ঞগণ তাঁহাকে জানেন।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩ ঐ

যখন যোগী স্বর্ণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা ঈশ্বর জগৎকারণ পরম পুরুষকে দর্শন করে, তখন সেই আত্মদর্শনকারী জ্ঞানী পুণ্য ও পাপ বিশেষরূপে নিরাস করত নিরঞ্জন নির্ম্মল পরম সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৩।১।৫ ঐ

যাঁহাকে দোষশূন্য যতিগণ দর্শন করেন, এই সেই জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র আত্মাই হৃদয়াকাশে নিত্য—নিরন্তর সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই লভ্য—প্রাপ্তব্য।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।১২

এই মহান্ প্রভু সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা হৃদয়কমলে অবস্থিত,—সুনির্ম্মল মুক্তি যাঁহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই বুদ্ধিসত্ত্বের প্রেরক, সকলের শাসনকর্ত্তা, অক্ষয় জ্যোতির্ম্ময়।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ ৬।১৯ ঐ

কলাবিহীন, ক্রিয়াবিরহিত, শান্ত, উত্তম, নির্ম্মল, অমৃতের—মোক্ষের সেতুস্বরূপ, দগ্ধকাষ্ঠে অনলের ন্যায়, অর্থাৎ কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে পর ধূমাদিশূন্য অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান, সেই ওঙ্কারের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

জ্যোতির কথা আর বলিব ?

শিষ্য। বলুন, আমি আগ্রহের সহিত শুনিতেছি।

গুরু। ধ্যানবিন্দুপনিষৎ :—

হৃদিস্থানে অষ্টদলপদ্মং বর্ত্ততে তন্মধ্যে রেখাবলয়ং কৃত্বা জীবাত্মরূপং জ্যোতীরূপমণুমাত্রং বর্ত্ততে॥

হৃদয়পদ্মে জ্যোতিরূপ অণুমাত্র জীবাত্মা অবস্থিত।

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ—

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যেঽথ হ্যকারঃ শঙ্খমধ্যগঃ।

উকারশ্চন্দ্রসঙ্কাশস্তস্য মধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥ ৭

মকারশ্চাগ্নিসঙ্কাশো বিধূমো বিদ্যুতোপমঃ।

তিস্রো মাত্রাস্তথা জ্ঞেয়াঃ সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণঃ॥ ৮

শিখা তু দীপসঙ্কাশা অস্মিন্নুপরি বর্ত্ততে॥

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অকার শঙ্খমধ্যগত, তন্মধ্যে উকার চন্দ্রের ন্যায়, মকার চন্দ্রসদৃশ ধূমশূন্য বিদ্যুতের ন্যায়—তিনটি মাত্রা চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিরূপ, দীপের ন্যায় শিখা তাহার উপর বর্তমান।

ত্রিশিখব্রাহ্মণ-শ্রুতিঃ—

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থং চৈতন্যজ্যোতিরব্যয়ম্॥ ১৫৫

কদম্বগোলকাকারং তুর্য্যাতীতং পরাৎপরম্।
অনন্তমানন্দময়ং চিন্ময়ং ভাস্করং বিভুম্॥ ১৫৬
নিবাতদীপসদৃশমকৃত্রিমমণিপ্রভম্।
ধ্যায়তো যোগিনস্তস্য মুক্তিঃ করতলে স্থিতা॥ ১৫৭

হৃদয়পদ্মস্থিত, কদম্বগোলাকার, অব্যয়, তুর্য্যাতীত, পরাৎপর, আনন্দময়, চৈতন্যময়, ভাস্বর, সর্ব্বব্যাপী, বায়ুশূন্য স্থানস্থিত দীপশিখার ন্যায়, অকৃত্রিম মণির ন্যায়, চৈতন্যজ্যোতি-ধ্যানকারী যোগীর মুক্তি করতলগত হয়।

শিষ্য। জ্যোতির বহুবিধ ভেদ আছে।

গুরু। হাঁ, বিন্দুকোটিশতানি চ। জ্যোতি শতকোটি প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত জ্যোতিই নিষ্কল ব্রহ্ম।

শুক্লং তেজোময়ং ব্রহ্ম (অদ্বয়তারকশ্রুতিঃ)।

হংসোপনিষদেও শ্বেতজ্যোতি নাদের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আরও শ্রবণ কর ঃ—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥
কঠোপনিষৎ ২।১।১৩

যিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা, তিনিই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তরাত্মা, ধূমশূন্য জ্যোতির ন্যায় যোগিগণ দ্বারা লক্ষিত হন; তিনিই অদ্য সর্ব্বপ্রাণীতে বর্ত্তমান, তিনি আবার কল্যও বর্ত্তমান থাকিবেন।

সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে অমানাম্নী অর্দ্ধচক্রের ষোড়শীকলা আছেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এই অমাকলা রক্তবর্ণা, নির্ম্মলা বিদ্যুৎসদৃশ তেজস্বিনী, পদ্মমৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা ও অধোমুখী। এই অমাকলাই চন্দ্রের অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকেন। অমাকলার ক্রোড়ে অমাকলার

ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী নির্ব্বাণকলা। কেশের সহস্র ভাগের তুল্য সূক্ষ্মা। ইনিই সকলের ইষ্টদেবতা। ইহার কোলে পরম নির্ব্বাণ শক্তি। সূর্য্যসদৃশী অতিসূক্ষ্মা তত্ত্বজ্ঞানজনিকা। ইহার উপর বিন্দু বিসর্গ শক্তি—ইহাই নিত্য আনন্দস্থান ও নিখিল আনন্দের মূল। এই পর্য্যন্তই গুরুশিষ্য উপদেশ।

লয়যোগসাধনে নবচক্রে জ্যোতির কথা শ্রবণ কর।

১। মূলাধারচক্রে ভগাকৃতি ; এই চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গে তেজোরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া অধিষ্ঠিতা আছেন। ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিকে জীবরূপে ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও মুক্তি হইয়া থাকে।

২। স্বাধিষ্ঠানচক্রে প্রবালাঙ্কুরসদৃশ উড্ডীয়মান নামক পীঠোপরি কুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করিলে মনোলয় এবং জগৎ আকর্ষণের শক্তি জন্মে।

৩। মণিপুরচক্রে পঞ্চাবর্ত্তবিশিষ্টা বিদ্যুৎবরণী চিৎস্বরূপা ভুজগী শক্তির ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সর্ব্বসিদ্ধিভাজন হয়।

৪। অনাহতচক্রে জ্যোতিঃস্বরূপ হংসকে ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও জগৎ বশীভূত হয়।

৫। বিশুদ্ধচক্রে নির্ম্মলজ্যোতি ধ্যান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

৬। তালুমূলে ললনাচক্রকে ঘণ্টিকাস্থান ও দশমদ্বার কহে, সেখানে শূন্যধ্যানে চিত্তলয় হয়।

৭। আজ্ঞাচক্রে বর্ত্তুলাকার জ্যোতি ধ্যান করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। ব্রহ্মরন্ধ্রে অষ্টমচক্রস্থিত সূচিকার অগ্রভাগতুল্য ধূমাকার জলন্ধর নামক স্থানে ধ্যান দ্বারা চিত্তলয় করিলে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়।

৯। সোমচক্রে পূর্ণা সচ্চিৎরূপা অর্দ্ধশক্তিকে ধ্যান করিলে মনোলয় ও মোক্ষপদ লাভ হয়। (যোগীগুরু)

এই নবচক্রের কথা সৌভাগ্যলক্ষ্মী-শ্রুতিতেও আছে। ইহা অপেক্ষা তাহাতে কিছু বিশেষ কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। আপনি মূল বলুন তাহা হইলেই হইবে।

অথ হৈনং দেবা উচুর্নবচক্রবিবেকমনুব্রূহীতি। তথেতি স হোবাচ। আধারে ব্রহ্মচক্রং ত্রিরাবৃতং ভগমণ্ডলাকারম্। তত্র মূলকন্দে শক্তিঃ পাবকাকারং ধ্যায়েৎ। তত্রৈব কামরূপপীঠং সর্ব্বকামপ্রদং ভবতি। ইত্যাধারচক্রম্। দ্বিতীয়ং স্বাধিষ্ঠানচক্রং ষড়্দলম্। তন্মধ্যে পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং প্রবালাঙ্কুরসদৃশং ধ্যায়েৎ। তত্রৈবোড্যানপীঠং জগদাকর্ষণসিদ্ধিদং ভবতি। তৃতীয়ং নাভিচক্রং পঞ্চাবর্ত্তং তন্মধ্যে কুণ্ডলিনীং বালার্ককোটিপ্রভাং তড়িৎপ্রভাং (তনুমধ্যাং) ধ্যায়েৎ। সামর্থ্যশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ভবতি। মণিপূরকচক্রং হৃদয়চক্রম্ অষ্টদলমধোমুখম্। তন্মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়লিঙ্গাকারং ধ্যায়েৎ। সৈব হংসকলা সর্ব্বপ্রিয়া সর্ব্বলোকবশ্যকরী ভবতি। কণ্ঠচক্রং চতুরঙ্গুলম্। তত্র বামে ইড়া চন্দ্রনাড়ী দক্ষিণে পিঙ্গলা সূর্য্যনাড়ী তন্মধ্যে সুষুম্নাং শ্বেতবর্ণাং ধ্যায়েৎ। য এবং বেদানাহতা সিদ্ধিদা ভবতি। তালুচক্রম্। তত্রামৃতধারাপ্রবাহঃ। ঘন্টিকালিঙ্গমূলচক্ররন্ধ্রে রাজদন্তাবলম্বিনী বিবরং দশদ্বাদশারম্। তত্র শূন্যং ধ্যায়েৎ। চিত্তলয়ো ভবতি। সপ্তমং ভ্রূচক্রমঙ্গুষ্ঠমাত্রম্। তত্র জ্ঞাননেত্রং দীপশিখাকারং ধ্যায়েৎ। তদেব কপালকন্দং বাক্‌সিদ্ধিদং

ভবতি। আজ্ঞাচক্রমষ্টমম্। ব্রহ্মরন্ধ্রং নির্ব্বাণচক্রম্। তত্র সূচিকা-গেহেতরং ধূম্রশিখাকারং ধ্যায়েৎ। তত্র জালন্ধরপীঠং মোক্ষ-প্রদং ভবতীতি পরব্রহ্মচক্রং। নবমমাকাশচক্রম্। তত্র ষোড়শদলপদ্মমূর্দ্ধমুখং তন্মধ্যকর্ণিকাত্রিকূটাকারম্। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধশক্তিঃ। তাং পশ্যন্ ধ্যায়েৎ। তত্রৈব পূর্ণগিরিপীঠং সর্ব্বেচ্ছাসিদ্ধিসাধনং ভবতি।

শিষ্য। ইহাতে চক্রের মতভেদ নামভেদ আছে।

গুরু। হাঁ, অন্য শ্রুতির কথা শ্রবণ কর।

তস্মিন্ শুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ।
এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেন··· । বৃহদারণ্যক ৪।৪।৯

অকল্পিতো স্বয়ংজ্যোতিরাত্মনো দেবতা ন কিম্।

অনুভবসংগ্রহধৃত গীতাসার

যে জ্যোতি বিনা কল্পনায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়, তাহা কি নিজের দেবতা নয়?

যোগসন্ধ্যাধৃত বচন

অকল্পিতোদ্ভবং জ্যোতিঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ প্রকাশিতম্।
অকস্মাদ্ দৃশ্যতে জ্যোতিস্তৎ জ্যোতিঃ পরমাত্মনি ॥ ঐ

যে জ্যোতি বিনা কল্পনায় উৎপন্ন হয়, যে জ্যোতি স্বয়ং প্রকাশিত হয় এবং যে জ্যোতি হঠাৎ দেখা যায় সেই জ্যোতি পরমাত্মায় অবস্থিত।

অগ্নিপুরাণ

হৃদয়ে দীপবৎ ব্রহ্মধ্যানাৎ জীবো অমৃতো ভবতি। ঐ

বৃহন্নীলতন্ত্র

পরং ব্রহ্ম মহেশানি প্রদীপকলিকাকৃতি। ঐ

কালীতন্ত্র ও ঘেরণ্ড সংহিতা

বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্ দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ।

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ

স্বয়মেব তু সংপশ্যেদ্ দেহে বিন্দুঞ্চ নিষ্কলম্। ঐ

দেহে নিষ্কলবিন্দুকে সাধক স্বয়ংই দেখিতে পায়। ঐ

তত্ত্বসারায়ণ অন্তর্গত রামগীতা

মূলাধারে অগ্নি, স্বাধিষ্ঠানে প্রবালাঙ্কুর, নাভিতে বিদ্যুৎ, হৃদয়ে লিঙ্গাকৃতি, কণ্ঠে শ্বেতবর্ণ, তালুতে শূন্য, ভ্রূচক্রে দীপ, আজ্ঞাচক্রে ধূম্রশিখা এবং আকাশচক্রে পরশু—এই সকল বস্তুর ন্যায় জ্যোতিঃ নবচক্রে ধ্যানগোচর হয়। ১—৬

শিষ্য। এ নবচক্রেরও ভেদ আছে।

গুরু। রামগীতার কথা পুনরায় শ্রবণ কর :—

প্রত্যেক ধ্যানগোচর জ্যোতিঃ এক অখণ্ড আনন্দ প্রদান করে বলিয়া তৎস্বরূপ ; সুতরাং উহারা সকলে এক। তথাপি উহারা উপাধিবশতঃ বিভিন্নাকার ধারণ করে। (যেমন এক আলোক বিভিন্ন বর্ণের ও গঠনের কাঁচে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়)। তথাপি ঐ উপাধিও ঐ অখণ্ডানন্দ হইতে ভিন্ন নহে॥ ৭

বিদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী অন্তরে খেলা করিতে থাকিলে অগ্নি হইতে যেমন বহু ফুলকি ছুটিতে থাকে, সেইরূপ এক অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে বিবিধ আকৃতির প্রকাশ হয়॥ ৮

প্রত্যগাত্মা নামক—এই সকল ধ্যেয় বস্তু অচেতন—ইহা যেন প্রত্যক্ষদর্শনকারীরা স্বপ্নেও না ভাবে॥ ৯

চৈতন্যস্বরূপ অন্যান্য আকারও যোগীরা দেখিয়া থাকে। তাহা বলিতেছি শোন॥ ১০

বটবীজ, শ্যামাক (শ্যামানামক তৃণধান্য), শ্যামাক তণ্ডুল, চুলের অগ্রভাগের শতভাগের একভাগ, উড়ীধানের শুঁয়া, শুক্রগ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র, পরমাণু, প্রাদেশ প্রমাণ সূক্ষ্ম, জোনাকী স্ফটিক অথবা তার (মুক্তা)—ইহাদের ন্যায় জ্যোতিঃ; অথবা নীল লাল অথবা সাদা রঙের জ্যোতিঃ; অথবা নানাপ্রকার জ্যোতিঃ একত্র দর্শন হয়। আত্মা সমস্ত জ্যোতিরই জ্যোতিঃ। এই সকল প্রকাশিত আকার ব্রহ্মে অবস্থিত॥ ১১—১৪

যে সকল যোগীর চিত্ত, শ্বাস ও ইন্দ্রিয় জয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই সকল চিদাকার (চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃ) পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়॥ ১৫

সাধনকাল ব্যতীত ব্যবহারদশায় ও কর্ম্মকরার কালে স্তম্ভ (আমখুট) দেওয়াল ধান্যাগার প্রভৃতির উপর এই সকল খণ্ড জ্যোতিঃ যোগীর নিকট প্রকাশ পায়। যে যে পদার্থে যোগীর দৃষ্টি পড়ে, সেই ক্ষণে সেই সকল তাড়িতের ন্যায় স্পষ্ট চিন্ময় বলিয়া প্রকাশিত হয়॥ ১৬—১৭

জ্যোতিঃই পরম ব্রহ্ম, জ্যোতিঃই পরম সুখ, জ্যোতিঃই পরম শান্তি এবং জ্যোতিঃই পরম পদ॥ ১৮

জ্যোতিরেব পরং ব্রহ্ম জ্যোতিরেব পরং সুখম্।
জ্যোতিরেব পরা শান্তির্জ্যোতিরেব পরং পদম্॥

যে যোগাবলম্বনে নবচক্রে বা যে কোন স্থানে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সদ্‌গুরুর মুখে পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির আকারে কূটস্থ আত্মার বিষয় শুনিয়া ধ্যান এবং ভদ্রা (শাম্ভবী) মুদ্রার দ্বারা স্বয়ং উহাকে দেখিতে হয়॥ ১৯—২০

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যগাত্মাকে—প্রত্যক্ষ আত্মাকে—চিত্তশুদ্ধির জন্য যে

প্রত্যেক চক্রেই দেখিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। যে কোন স্থানে বা যে কোন আধারচক্রে ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে দেখিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে পর মহাবাক্য শ্রবণে অধিকার হয়॥ ২১—২২

যোগিযাজ্ঞবাল্ক্যে, ঐ

বৈশ্বানর অগ্নিকে নিম্নোক্তরূপে দেখিয়া উহাই আমি এইরূপ ভাবনা হইলে, সগুণ ধ্যানের মধ্যে ইহা উত্তম—ইহাতে মুক্তি হয়।

(১) প্রকাণ্ড অগ্নি যেন সর্ব্বদিকে শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে; (২) তদপেক্ষা যেন এক ছোট অগ্নি জ্বলিতেছে; আপাদমস্তক দেহে তাপবোধ হইতেছে; (৪) নিশ্চল্ ফটিক প্রদীপ যেন জ্বলিতেছে; (৫) নীল মেঘের মধ্যে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে অথবা (৬) উড়ীধানের শুঁয়ার ন্যায় সূক্ষ্ম এবং হলুদে বর্ণ এক জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে।

শিষ্য। এ জ্যোতিসমূহের দর্শনের উপায় কি?

গুরু। গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে মন্ত্র জপ করিতে করিতে এ জ্যোতিঃরূপ প্রণবাত্মা দর্শন দান করেন। সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই এই জ্যোতিঃ দর্শন লাভে সমর্থ হন।

আরও শ্রবণ কর ঃ—

সোঽহমর্কঃ পরং জ্যোতিরর্কজ্যোতিরহং শিবঃ।
আত্মজ্যোতিরহং শুক্রঃ সর্ব্বজ্যোতিরসাবদোম্॥

মহাবাক্য-শ্রুতিঃ

যদ্‌ব্রহ্ম তজ্জ্যোতির্যজ্জ্যোতিঃ স আদিত্যঃ।
স বা এষ ওমিত্যেতদাত্মা॥ মৈত্রায়ণী শ্রুতিঃ

গুরুগীতা ঃ—

পরাৎ পরতরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকম্।
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্॥ ৬৮

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ধ্যায়তে চিন্ময়ং হৃদি।
তত্র স্ফুরতি যো ভাবঃ শৃণু তং কথয়াম্যহম্॥ ৬৯

ধ্যানবিন্দুপনিষৎ

হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে স্থিরদীপনিভাকৃতিম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম॥ ১৯

পৈঙ্গলোপনিষৎ

ধ্যাত্বা মধ্যস্থমাত্মানং কলশান্তরদীপবৎ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমাত্মানমধূমজ্যোতীরূপকম্॥ ১ ৩য় অঃ

মৈত্রেয়ী শ্রুতিঃ

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যে তু ভাবয়েৎ পরমেশ্বরং।
সাক্ষিণং বুদ্ধিবৃত্তস্য পরমপ্রেমগোচরম্॥

যোগশিখাশ্রুতিঃ

বিন্দুনাদকলাজ্যোতীরবীন্দুধ্রুবতারকম্।
শান্তঞ্চ তদতীতঞ্চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে॥ ৬৬ (৬ অঃ)

মনের দ্বারা মনরূপ ব্রহ্মকে দেখিলে দশপ্রকার প্রত্যয় দর্শন হয়, তখন সাধক যোগীশ্বর হন। এই দশ প্রত্যয়কে পরমব্রহ্ম বলে—বিন্দু নাদ কলা জ্যোতিঃ, লাল নীল প্রভৃতি বর্ণের জ্যোতিঃ, সূর্য্য চন্দ্র ধ্রুব তারকাসকল ইন্দ্রিয়ের উপরমে শান্তভাব এবং মনের বৃত্তিহীন এক অব্যক্ত অবস্থা যাহার নাম শান্তাতীত।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ

ললাটমধ্যে হৃদয়াম্বুজে বা যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীংপ্রভাং তু।
শক্তিং সদা দীপবদুজ্জ্বলন্তীং পশ্যন্তি তে ব্রহ্ম তদেকদৃষ্ট্যা॥

দেবীভাগবত

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্য্যসমপ্রভাম্।
পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে॥

ঘেরণ্ডসংহিতা

মূলাধারে কুণ্ডলিনী ভুজগাকাররূপিণী।
জীবাত্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ॥
ধ্যায়েত্তেজোময়ং ব্রহ্ম তেজোধ্যানং পরাৎপরম্॥
ভ্রুবোর্মধ্যে মনোর্দ্ধে চ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকম্।
ধ্যায়েজ্জ্বালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেব হি॥

ঐ সূক্ষ্মধ্যান

বহুভাগ্যবশাদ্ যস্য কুণ্ডলী জাগ্রতী ভবেৎ।
আত্মনঃ সহযোগেন নেত্ররন্ধ্রাদ্ বিনির্গতা॥
বিহরেদ্ রাজমার্গে চ চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে।
শাম্ভবীমুদ্রয়া যোগী ধ্যানযোগেন সিধ্যতি।
সূক্ষ্মধ্যানমিদং গোপ্যং দেবানামপি দুর্লভম্॥

গুরু। জ্যোতির কথা আরও শুনিবে?

শিষ্য। বলুন দেব।

গুরু। সত্যজ্ঞানাত্মকোঽনন্তঃ পরমানন্দবিগ্রহঃ।
পরমাত্মা পরং জ্যোতিরব্যক্তোঽব্যক্তকারণম্।
নিত্যো বিশুদ্ধঃ সর্ব্বাত্মা নির্লেপোঽয়ং নিরঞ্জনঃ॥

মিতভোজন, সন্ধ্যায় এবং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আত্মহৃদয়ে আত্মসাক্ষাতের

অভ্যাসসঞ্চারী প্রজ্বলিত দীপকের মত আপনার মনঃপ্রদীপের দ্বারা নিরাকার আত্মার দর্শনলাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ধর্ম্মব্যাধের উপদেশ।

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে কথিত হইয়াছে :—

স্থূলদেহের সহিত আত্মার অভেদ-বিমুক্ত যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে সূক্ষ্মনীহারবৎ দর্শন করেন। সেই ধূম তিরোহিত হইলে জল, জল অন্তর্ধান হইলে অগ্নি, তাহা তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ দর্শন হয়, উহা সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় দৃষ্ট হয়, উহা শুদ্ধগতি প্রাপ্ত হইলে বিরূপ আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ২৩৬ অধ্যায়

মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্বলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎ অগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

ঐ ২৪০ অধ্যায়

আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধূম পাবকের ন্যায়, রশ্মিসংযুক্ত দিবাকরের ন্যায়, বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন।

ঐ ৩০৫ অধ্যায়

যোগে উত্তমরূপে নৈপুণ্য জন্মিলে গাঢ়তর অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত জ্বলনতুল্য অব্যয়ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হয়। ঐ ৩১৭ অধ্যায়

যখন তোমার ইন্দ্রিয়সমুদয় বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারাই সেই সর্ব্বব্যাপী বিধূম পাবকের ন্যায় পরব্রহ্মকে দর্শন করেন। ঐ ২৫০ অধ্যায়

পণ্ডিত ব্যক্তিরা সতত যোগসাধন ও অল্পাহার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভ এবং চিত্তপ্রসাদ নিবন্ধন শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া শাশ্বত সুখাস্বাদন করেন। শরীরমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহাকে জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। শান্তিপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়

শিষ্য। তাহা হইলে জ্যোতিই আত্মা।

গুরু। আর শুনিবে?

শিষ্য। বলুন।

গুরু। তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজং।
সর্ব্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্॥ ১৯

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১২

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্॥ ৬০

ঐ ৪।২৪

অক্ষরং পরমং ব্যোম শৈবং জ্যোতিরনাময়ং।
যস্তন্ন বেদ কিং বেদৈর্ব্রাহ্মণস্য ভবিষ্যতি॥ ১৬
নান্যো বেদ্যঃ স্বয়ংজ্যোতীরুদ্র একো নিরঞ্জনঃ।
তস্মিন্ জ্ঞাতেঽখিলং জ্ঞাতমিত্যাহুর্বেদবাদিনঃ॥ ১৭

সৌরপুরাণ ২য় অঃ

অশেষসূত্রান্তরসন্নিবিষ্টং প্রধানসংযোগবিয়োগহেতুম্।
তেজোময়ং জন্মবিনাশহীনং প্রাণাভিধানম্ প্রণতোঽস্মি রূপম্॥

অদ্ভুতরামায়ণ

যত্তদ্ ব্রহ্মময়ং জ্যোতিরাকাশমিতি সংজ্ঞিতং।
তত্র ব্রহ্মা সমুদ্ভূতঃ সর্ব্বভূতপিতামহঃ ॥ ২৫

হরিবংশ ভবিষ্য ১৬ অঃ

ত্যক্তৈষণাত্রয়মবেক্ষিতমোক্ষমার্গাঃ
ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিতদেহযাত্রাঃ।
জ্যোতিঃ পরাৎ পরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যাঃ দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি ॥

ধন্যাষ্টক

হৃদয়কমলমধ্যে দীপবৎ বেদসারং
প্রণবময়মতর্ক্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
হরিগুরুশিবযোগং সর্ব্বভূতস্থমেকং
সকৃদপি মনসা বৈ চিন্তয়েদ্ যঃ স মুক্তঃ ॥

ব্রহ্মানুচিন্তন (শ্রীশঙ্কর)

——:*:——

ও৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

শ্রীমতে সদ্‌গুরবে দাশরথয়ে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

ষষ্ঠ হিল্লোল

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদবিলাস-বিলাসায় ওঙ্কারায় নমঃ॥

প্রণবঃ পরমং ব্রহ্ম প্রণবঃ পরমঃ শিবঃ।
প্রণবঃ পরমো বিষ্ণুঃ প্রণবঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
উৎপত্তিস্থিতিসংহারাঃ জায়ন্তে জগতো যতঃ।
কার্য্যকারণকর্ত্তারমোঙ্কারং তং নমাম্যহম্॥

গুরু। অতঃপর যোগশিখা-শ্রুতির কথা শ্রবণ কর ঃ—

নানা নাদাঃ প্রবর্ত্তন্তে সংস্রবেচ্চন্দ্রমণ্ডলম্॥ ১২৭
নশ্যন্তি ক্ষুৎপিপাসাদ্যাঃ সর্ব্বদোষাস্ততস্তদা।
স্বরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিতিমাপ্নোতি কেবলম্॥ ১২৮
প্রথম অধ্যায়

রেচক পূরক ত্যাগ করিয়া বায়ু স্থিরভাবে অবস্থিত হয়। বহুবিধ নাদ প্রকাশিত হয়, চন্দ্রমণ্ডল হইতে সুধা ক্ষরিত হইয়া থাকে, তখন ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি সমস্ত দোষ নষ্ট হয়, অনন্তর স্বরূপ সচ্চিদানন্দে নিশ্চল স্থিতিলাভ করিয়া থাকে।

আদৌ রোগাঃ প্রনশ্যন্তি পশ্চাজ্জাড্যং শরীরজম্।
ততঃ সমরসো ভূত্বা চন্দ্রো বর্ষত্যনারতম্॥ ১৪৭
ধাতূংশ্চ সংগ্রহেদ্বহ্নিঃ পবনেন সমন্ততঃ।
নানা নাদাঃ প্রবর্ত্তন্তে মার্দ্দবং স্যাৎ কলেবরে॥ ১৪৮

প্রথমে রোগসকল নষ্ট হয়, অনন্তর শরীরজাত জড়তা, তদন্তর সমরস হইয়া চন্দ্র অবিরত সুধাবর্ষণ করিতে থাকে এবং অগ্নি পবনের সহিত চতুর্দ্দিকে সর্ব্বপ্রকারে ধাতুসকলকে শুদ্ধ করে, নানা নাদ প্রবর্ত্তিত হয়, শরীরে কোমলতা হইয়া থাকে।

শিষ্য। যোগাগ্নি দ্বারা দেহ দগ্ধ হইলে যোগী অলৌকিক শক্তিলাভ করেন।

গুরু। সর্ব্বজ্ঞ কামরূপী পবনের গতিসম্পন্ন ত্রিলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অনন্তর শ্রবণ কর—সুষুম্নামধ্যস্থ মূলাধারচক্র ত্রিকোণাকার।

শিবস্য জীবরূপস্য স্থানং তদ্ধি প্রচক্ষতে।
যত্র কুণ্ডলিনী নাম পরা শক্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা॥ ১৬৯
যস্মাদুৎপদ্যতে বায়ুর্যস্মাদ্ বহ্নিঃ প্রবর্ত্ততে।
যস্মাদুৎপদ্যতে বিন্দুর্যস্মান্নাদঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১৭০
যস্মাদুৎপদ্যতে হংসো যস্মাদুৎপদ্যতে মনঃ॥
তদেব কামরূপাখ্যং পীঠং কামফলপ্রদম্॥ ১৭১

তাহাই জীবরূপ শিবের স্থান, যেখানে কুণ্ডলিনী নাম্নী পরাশক্তি

শুদ্ধং সূক্ষ্মং নিবাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
অনন্তমপরিচ্ছেদ্যমনূপমমনাময়ম্॥ ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরব্রহ্ম পরম সত্য সচ্চিদানন্দলক্ষণ প্রমাণের অযোগ্য অনির্দ্দেশ্য বাক্য ও মনের অগোচর শুদ্ধ সূক্ষ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অনন্ত অপরিচ্ছেদ্য অনুপম অনাময় হইলেন পরম রূপ।

শিষ্য। স্থূল সূক্ষ্ম রূপই মনের গোচর, পরম রূপ হইতে মন বহুদূরে।

গুরু। হাঁ।

নাস্তি নাদাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ। ২০
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা নহি তৃপ্তেঃ পরং সুখম্॥

নাদ হইতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই, স্বীয় আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, নাদানুসন্ধান হইতে শ্রেষ্ঠ পূজা নাই, তৃপ্তির অপেক্ষা সুখ নাই।

অক্ষরং পরমো নাদঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার আধার বিন্দুরূপিণী শক্তি হইতে নাদের উৎপত্তির কথা প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, বর্ণোৎপত্তি বর্ণনাকালে তাহা বলিয়াছেন।

গুরু। পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে :—

আকাশমণ্ডলং বৃত্তং শ্রীমন্নারায়ণোঽত্রাধিদেবতা।
নাদরূপং ভ্রুবোর্মধ্যে মনসো মণ্ডলং বিদুঃ॥ ১৫

শিষ্য। একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, দেবতা মাত্র প্রভেদ—সদাশিব এবং নারায়ণ।

গুরু। হাঁ এখানেও বলিয়াছেন :—

স্থূলং সূক্ষ্মং পরং চেতি ত্রিবিধং ব্রহ্মণো বপুঃ।
স্থূলং শুক্লাত্মকং বিন্দুঃ সূক্ষ্মং পঞ্চাগ্নিরূপকম্॥ ২৮
সোমাত্মকঃ পরঃ প্রোক্তঃ সদা সাক্ষী সদাচ্যুতঃ॥

স্থূল শুক্লাত্মক জ্যোতি; সূক্ষ্ম কালাগ্নি, বাড়বাগ্নি, কাষ্ঠ-পাষাণজ অগ্নি, অন্তরিক্ষগত বিদ্যুৎ অগ্নি ও সূর্য্যরূপ অগ্নি। কালাগ্নি মূলাধারে অবস্থিত—তাহা হইতে নাদ প্রবর্ত্তিত হয়। বাড়বাগ্নি শরীরের অস্থিমধ্যে উৎপন্ন হয়, কাষ্ঠপাষাণস্থিত অগ্নিও অস্থিমধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈদ্যুত অগ্নি স্বীয় অন্তরাত্মক, সূর্য্যরূপ অগ্নি নাভি-মণ্ডলে অবস্থিত।

ভ্রূমধ্যনিলয়ো বিন্দুঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।
মহাবিষ্ণোশ্চ দেবস্য তৎ সূক্ষ্মং রূপমুচ্যতে॥ ৩৪

ভ্রূমধ্যস্থিত বিশুদ্ধ স্ফটিকমণির ন্যায় বিন্দু জ্যোতির্ম্ময় মহাবিষ্ণুর সূক্ষ্ম রূপ বলিয়া কথিত হয়।

সোমাত্মক পররূপ, তিনি সদা সাক্ষী এবং সর্ব্বদা একরূপে স্থিত।

শিষ্য। ইহা কি প্রকারে দর্শন করিতে পারা যায়?

গুরু। জিতেন্দ্রিয় শান্ত জিতশ্বাস সাধকই এরূপ দর্শনে সমর্থ। সিদ্ধিসমূহও তাঁহাকে ভজনা করে।

নাদে মনোলয়ং ব্রহ্মন্ দূরশ্রবণকারণম্।
বিন্দৌ মনোলয়ং কৃত্বা দূরদর্শনমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৭

৫ম অধ্যায়

নাদে মন লীন হইলে দূরদর্শন শক্তি এবং বিন্দুতে মনোলয়ে দূর-শ্রবণ শক্তি লাভ হয়।

শিষ্য। এরূপ ক্ষুদ্র সিদ্ধি প্রকৃতযোগী আকাঙ্ক্ষা করেন না?

গুরু। না, তাঁহাদের পরম পদই আকাঙ্ক্ষিত।

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিষোঽন্তর্গতং মনঃ॥
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ২১

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনাহত শব্দের যে ধ্বনি—ধ্বনিমধ্যগত জ্যোতিঃ—জ্যোতির অন্তর্গত মন, সেই স্থানে মন বিলীন হইয়া যায়, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

শিষ্য। মনোলয়ই সকল সাধনার লক্ষ্য। নাদ শুনিতে শুনিতেই তো মনোলয় হইয়া থাকে?

গুরু। হাঁ, নাদের আবির্ভাব হইলে মনকে অবশভাবে লয় করিয়া দিয়া থাকেন।

আরও শ্রবণ কর।

ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাস্থানে বর্ত্ততে সততং শিবা।
চিচ্ছক্তিঃ পরমা দেবী মধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিতা॥ ৪৭
মায়াশক্তির্ললাটাগ্রভাগে ব্যোমাম্বুজে তথা।
নাদরূপা পরা শক্তির্ললাটস্য তু মধ্যমে॥ ৪৮
ভাগে বিন্দুময়ী শক্তির্ললাটস্যাপরাংশকে।
বিন্দুমধ্যে তু জীবাত্মা সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্ততে॥ ৪৯
হৃদয়ে স্থূলরূপেণ মধ্যমেন তু মধ্যমে॥

মহাস্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে শিবা সতত অবস্থিতা, জ্যোতির্ম্ময়ী পরমা চিচ্ছক্তি মধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিতা আছেন, ললাটের অগ্রভাগে ব্যোমপদ্মে মায়াশক্তি এবং নাদরূপা পরাশক্তি ললাটের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছেন। বিন্দুশক্তি ললাটের অপর অংশে—বিন্দুমধ্যে জীবাত্মা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত।

হৃদয়ে স্থূল অর্থাৎ জ্যোতিরূপে এবং দেহমধ্যে "মধ্যম" স্বর নাদরূপে অবস্থান করিতেছেন। বাম দক্ষিণমার্গে প্রাণ অপানের বশে জীব অধ ও উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছেন, চঞ্চলত্বহেতু দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিষ্য। জীবাত্মা সূক্ষ্মরূপে ললাটস্থ বিন্দুমধ্যে এবং স্থূল জ্যোতিরূপে হৃদয়পদ্মে এবং মধ্যম ধ্বনিরূপে অবস্থান করিতেছেন—এই তো?

গুরু। হাঁ।

মনসা মন আলোক্য যোগনিষ্ঠঃ সদা ভবেৎ ॥ ৬৪
মনসা মন আলোক্য দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া দশ।
যদা প্রত্যয়া দৃশ্যন্তে তদা যোগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৬৫
বিন্দুনাদকলাজ্যোতীরবীন্দুধ্রুবতারকম্।
শান্তঞ্চ তদতীতঞ্চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ৬৬

বিশুদ্ধ মনের দ্বারা মনকে সম্যক্‌রূপে দেখিয়া যোগনিষ্ঠ হইবে। শুদ্ধ মনের দ্বারা মন উত্তমরূপে দৃষ্ট হইলে দশটি প্রত্যয় অর্থাৎ চিহ্ন দেখা যায়—বিন্দু, নাদ, কলা, জ্যোতিঃ, রবি, চন্দ্র, ধ্রুব, তারকা, শান্ত এবং শান্তাতীত—তাহা পরমব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। শান্ত "শান্তিময় ভাব", শান্তাতীত দেহ মনের বৃত্তিহীন এক অব্যক্ত অবস্থা। তখন যোগী হাস্য করে, উল্লাস করে, প্রীতিসহকারে ক্রীড়া করে, আনন্দিত হয়, আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, তত্ত্ব বুঝিয়া সকল বিষয় হইতে ভীত হইয়া থাকে, শোক রুদ্ধ করিতে ও তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয়, সম্পদের দ্বারা মুগ্ধ হয় না, শত্রুতা করিতে কম্পিত হয়। সেই হাস্যকারী কামে রত হয় না—কামবস্তু উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে।

যত্র দেশে বসেদ্ বায়ুশ্চিত্তং তদ্বসতি ধ্রুবম্। ৬৯
মনশ্চন্দ্রো রবির্বায়ুর্দৃষ্টিরগ্নিরুদাহৃতঃ।
বিন্দুনাদকলা ব্রহ্মন্ বিষ্ণুব্রহ্মেশদেবতাঃ ॥ ৭০

সদা নাদানুসন্ধানাৎ সংক্ষীণা বাসনা ভবেৎ।
নিরঞ্জনে বিলীয়েতে মরুন্মনসী পদ্মজ ॥ ৭১
যো বৈ নাদঃ স বৈ বিন্দুস্তদ্বৈ চিত্তং প্রকীর্ত্তিতং।
নাদো বিন্দুশ্চ চিত্তঞ্চ ত্রিভিরৈক্যং প্রসাদয়েৎ ॥ ৭২
মন এব হি বিন্দুশ্চ উৎপত্তিস্থিতিকারণম্।
মনসোৎপদ্যতে বিন্দুর্যথা ক্ষীরং ঘৃতাত্মকম্ ॥ ৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে স্থানে বায়ু সেই স্থানে নিশ্চয় চিত্ত অবস্থান করে। মন চন্দ্র, রবি বায়ু, দৃষ্টি অগ্নি বলিয়া অভিহিত হয়। হে ব্রহ্মন্! বিন্দু, নাদ ও কলা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর। সর্ব্বদা নাদানুসন্ধান হেতু বাসনা সম্যক্ ক্ষীণা হইয়া থাকে। হে পদ্মজ! বায়ু এবং মন নিরঞ্জনে বিলীন হয়। যাহা নাদ তাহা বিন্দু তাহাই চিত্ত, নাদ বিন্দু এবং চিত্ত তিনটির দ্বারা ঐক্য উত্তমরূপে নিষ্পাদিত করিবে। নিশ্চয় মন ও বিন্দু উৎপত্তি স্থিতির কারণ; যেমন ঘৃতাত্মক ক্ষীর তদ্রূপ মন হইতে বিন্দু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য। নাদ বিন্দু চিত্ত—তিনটির ঐক্য তো নাদ শুনিলে হইয়া যাইবে।

গুরু। হাঁ, ত্রিপুরাতাপিনী-শ্রুতি বলিয়াছেন :—

স্বরেণ সল্লয়েদ্ যোগী স্বরং সংভাবয়েৎ পরং।
অস্বরেণ তু ভাবেন ন ভাবো ভাব ইষ্যতে ॥ ৭

৫ম অধ্যায়

নাদের দ্বারা যোগী ব্রহ্মে লীন হইবেন, ওঙ্কারের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ওঙ্কার নাদকে সম্যক্ ভাবনা করিবেন, শব্দশূন্য ভাবের দ্বারা অনুরাগ উৎপত্তি দেখা যায় না।

শব্দমায়াবৃতো যাবত্তাবত্তিষ্ঠতি পুষ্কলে।
ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেকমেবানুপশ্যতি ॥ ১৫
শব্দার্ণমপরং ব্রহ্ম তস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরং।
তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্ যদীচ্ছেচ্ছান্তিমাত্মনঃ ॥ ১৬
দ্বে ব্রহ্মণী হি মন্তব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৭ ঐ

যতক্ষণ শব্দ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন ততক্ষণ বহুত্বে অবস্থান করে, অন্ধকার অপগত হইলে একত্ব—একই দর্শন করিয়া থাকে। শব্দের বর্ণ অপর ব্রহ্ম, তাহা ক্ষীণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইলে—মধ্যমা পশ্যন্তীরূপে পরিণত হইলে —যে অক্ষর নাদব্রহ্ম, বিদ্বান্ যদি আপনার শান্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই নাদকেই ধ্যান করিবেন। শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুইটি মননের যোগ্য; শব্দব্রহ্মে নিপুণ হইলে পরব্রহ্মকে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শব্দব্রহ্মের গৌণ অর্থ বেদ, মুখ্য অর্থ ওঙ্কার; নাদ এখানে মুখ্য অর্থাৎ গ্রাহ্য—কেন না বেদে নৈপুণ্য লাভ করিলেই পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয় না।

যোগকুণ্ডলী-শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে :—

ভ্রুবোর্মধ্যং তু সংভিদ্য যাতি শীতাংশুমণ্ডলম্।
অনাহতাখ্যং যচ্চক্রং দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্ ॥ ৬৯

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল ভেদ করত চন্দ্রমণ্ডলে ষোড়শদলযুক্ত অনাহত নামক যে চক্র তাহাতে গমন করে।

শিষ্য। অনাহতচক্র তো হৃদয়ে?

গুরু। ভ্রূমধ্যে ও হৃদয়ে অনাহতচক্র আছে?

তদেব হৃদয়ং নাম সর্ব্বশাস্ত্রাদিসম্মতম্।
অন্যথা হৃদি কিঞ্চাস্তি প্রোক্তং যৎ স্থূলবুদ্ধিভিঃ॥

যোগস্বরোদয়

উহাই অর্থাৎ অ জ্ঞাপদ্মই সকলশাস্ত্রসম্মত হৃদয়, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরাই অন্য স্থলকে (বক্ষঃস্থলকে) হৃদয় বলিয়া থাকেন।

আচ্ছা আরও শ্রবণ কর।

পরায়ামঙ্কুরীভূয় পশ্যন্ত্যাং দ্বিদলীকৃতা। ১৮
মধ্যমায়াং মুকুলিতা বৈখর্য্যাং বিকসীকৃতা।
পূর্ব্বং যথোদিতা যা বাগ্ বিলোমেনাস্তগা ভবেৎ॥ ১৯
অস্যা বাচঃ পরো দেবঃ কূটস্থো বাক্প্রবোধকঃ।
সোহমস্মীতি নিশ্চিত্য যঃ সদা বর্ত্ততে পুমান্॥ ২০
শব্দৈরুচ্চাবচৈর্নীচৈর্ভাষিতোঽপি ন লিপ্যতে॥

পরায় অঙ্কুর, পশ্যন্তীতে দ্বিদল, মধ্যমাতে মুকুলিত হইয়া বৈখরীতে বিকসিতা হয়। অনুলোমক্রমে উচ্চারিত বাক্যসমূহ বিলোমে পরা বাকে লীন হইয়া যায়। সেই বাক্যের অতীত, বাক্যপ্রবোধককারী জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থ পুরুষ, সেই আমি—ইহা নিশ্চয় করত যে ব্যক্তি সতত অবস্থিত হন, নানাবিধ ভাল মন্দ নীচ বাক্যসকল উচ্চারণ করিলেও তিনি লিপ্ত হন না।

শিষ্য। ফল-শ্রুতি এই মাত্র ?

গুরু। ভালমন্দ বাক্য উপলক্ষণ—কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হন না।

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

বরাহোপনিষদে কথিত হইয়াছে। (২য় অধ্যায়)

দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।

দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা ॥ ৭৬

সদ্গুরুর করুণা ব্যতীত বিষয়ত্যাগ দুর্লভ, তত্ত্বদর্শন দুষ্প্রাপ্য, সহজ অবস্থা দুর্লভ।

উৎপন্নশক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।

যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে ॥ ৭৭

যাঁহার কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইয়াছেন, সমস্ত কর্ম্মত্যাগী সেই যোগীর সহজাবস্থা অর্থাৎ জীবন্মুক্তি স্বয়ংই আবির্ভূত হয়।

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ।

মারুতস্য লয়ো নাথস্তন্নাথং লয়মাশ্রয় ॥ ৮০

ইন্দ্রিয়গণের নাথ মনঃ, মনের নাথ বায়ু, বায়ুর নাথ লয়, সেই লয় আশ্রয় কর।

সর্ব্বচিন্তাং পরিত্যজ্য সাবধানেন চেতসা।

নাদ এবানুসন্ধেয়ো যোগসাম্রাজ্যমিচ্ছতা ॥ ৮৩ (২য় অঃ)

বরাহশ্রুতি

যোগরূপ সাম্রাজ্য—সর্ব্বপ্রধান রাজ্য—লাভেচ্ছু যোগী সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া সাবধান চিত্তে নাদই অনুসন্ধান করিবে।

পটমধ্যং তু যৎ স্থানং নাভিচক্রং তদুচ্যতে।

নাদাধারা সমাখ্যাতা জ্বলন্তী নাদরূপিণী ॥২৯ ঐ (৫ম অঃ)

পট অর্থাৎ দেহমধ্যে যে স্থান—তাহাকে নাভিচক্র বলে, তাহা নাদাধারা বলিয়া কথিত হয়, নাদরূপিণী জাজ্বল্যমানা।

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ ॥ ৬৯

অবাচ্যং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

শিষ্য। এ মন্ত্রটি বহু শ্রুতি বলিয়াছেন।

গুরু। সৌভাগ্যলক্ষ্মী-শ্রুতিতে আছে ঃ—

শ্রবণমুখনয়ননাসানিরোধনেনৈব কর্ত্তব্যম্।
শুদ্ধসুষুম্নাসরণৌ স্ফুটমমলং শ্রূয়তে নাদঃ॥ ৪

বিচিত্রঘোষসংযুক্তানাহতে শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।
দিব্যদেহশ্চ তেজস্বী দিব্যগন্ধোঽপ্যরোগবান্॥ ৫

সম্পূর্ণহৃদয়ে শূন্যে ত্বারম্ভে যোগবান্ ভবেৎ।
দ্বিতীয়াং বিঘটীকৃত্য বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ॥ ৬

দৃঢ়াসনো ভবেদ্‌যোগী পদ্মাদ্যাসনসংস্থিতঃ।
বিষ্ণুগ্রন্থেস্ততো ভেদাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ॥ ৭

অতিশূন্যে বিমর্দ্দশ্চ ভেরীশব্দস্ততো ভবেৎ।
তৃতীয়াং যত্নতো ভিত্ত্বা নিনাদো মর্দ্দলধ্বনিঃ॥ ৮

মহাশূন্যং ততো যাতি সর্ব্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্।
চিত্তানন্দং ততো ভিত্ত্বা সর্ব্বপীঠগতোঽনিলঃ॥ ৯

নিষ্পত্তৌ বৈষ্ণবঃ শব্দঃ ক্বণতীতি ক্বণো ভবেৎ।
একীভূতং তদা চিত্তং সনকাদিমুনীড়িতম্॥ ১০

অন্তেঽনন্তং সমারোপ্য খণ্ডেঽখণ্ডং সমর্পয়ন্।
ভূমানং প্রকৃতিং ধ্যাত্বা কৃতকৃত্যোঽমৃতো ভবেৎ॥ ১১

শ্রবণদ্বয়, মুখ, চক্ষুর্দ্বয় এবং নাসিকাছিদ্রদ্বয়—দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের দ্বারা কর্ণ, তর্জ্জনীদ্বয়ের দ্বারা চক্ষুযুগল, অনামিকাদ্বয়ের দ্বারা নাসাপুটদ্বয় এবং কনিষ্ঠা দুইটি দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত নাদ শ্রবণ কর্ত্তব্য—ইহার নাম পরাঙ্মুখী মুদ্রা। প্রাণায়ামের দ্বারা

মলরহিতা সুষুম্না মার্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্ত অমল স্পষ্ট নাদ শ্রুতিগোচর হয়।

নানাবিধ শব্দযুক্ত অনাহতচক্রে নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। শূন্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে নাদ আরম্ভ হইলে যোগী বায়ুর দ্বারা সম্যক্‌পূর্ণ রূপলাবণ্য ও বলসম্পন্ন দেহধারী, প্রতাপবান্ অলৌকিক গন্ধযুক্ত ও রোগরহিত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় ঘটাবস্থায় প্রাণবায়ু আত্মার সহিত অপান নাদ ও বিন্দুকে এক করিয়া কণ্ঠস্থানে মধ্যচক্রগত হয়, সেই অবস্থায় যোগী স্থির আসনে—পদ্মাদি আসনে—সংস্থিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদের পর কণ্ঠে বর্ত্তমান বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদ হইলে পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দসম্ভবসূচক কণ্ঠাবকাশে বিমর্দ্দ "মড়মড়" ভেরী (দুমদুম) ড্রামের শব্দের ন্যায় নাদ তখন হইয়া থাকে।

তৃতীয়া যত্নসহকারে ভেদ করিয়া মাদলের ন্যায় নাদ শ্রুতিগোচর হয়, সেই কালে অণিমাদি সমস্ত সিদ্ধির স্থান মহাশূন্যে প্রাণবায়ু গমন করে। অনন্তর চিত্তানন্দ ভেদ করত আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি—ঈশ্বরের পীঠ—তাহা প্রাণবায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নিষ্পত্তি অবস্থাতে অর্থাৎ প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিলে বেণুর শব্দ বীণার ধ্বনির ন্যায় নাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, তখন সনকাদি মুনিগণ স্তুত পরমাত্মায় চিত্ত একীভূত হইয়া যায়।

অন্তে জীবাত্মায় অনন্ত পরমাত্মা সম্যক্ আরোপণ করত খণ্ডে অখণ্ড সমর্পণ করিয়া ভূমা প্রকৃতিকে ধ্যানপূর্ব্বক যোগী কৃতকৃত্য ও অমৃত হইয়া থাকেন—ইহা হঠযোগপ্রদীপিকায় বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

নাদের চারিটি অবস্থা—আরম্ভ অবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয় 'অবস্থা এবং নিষ্পত্তি অবস্থা। আরম্ভ অবস্থা সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ করত ভ্রূমধ্যাকাশে গমন হয়, উহা মহাকাশ—উহাতে স্থিতিলাভ হইলে অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। নিষ্পত্তি অবস্থায় প্রাণ সহস্রারে গমন করে।

শিষ্য। যোগীকে হইার জন্য কিরূপ প্রযত্ন করিতে হয়?

গুরু। সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক অল্পাহারনিরত হইয়া নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া নাদানুসন্ধান করিলে পর্য্যায়ক্রমে চারিটি অবস্থা স্বতঃই উপস্থিত হয়। অধিক কি বলিব—শ্রুতি বলেন ঃ—

মনোঽন্যত্র বিনিক্ষিপ্তং চক্ষুরন্যত্র পাতিতং।
তথাপি যোগিনাং যোগো হ্যবিচ্ছিন্নঃ প্রজায়তে॥

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে মন ভিন্ন বিষয়ে নিক্ষিপ্ত, চক্ষু ভিন্ন স্থানে ন্যস্ত, তথাপি যোগিগণের যোগ অবিচ্ছিন্নভাবে উত্তমরূপে চলিতে থাকে। তোমায় শ্রীজাবালদর্শন-উপনিষদুক্ত নাদের বিবরণ বলা হয় নাই—শ্রবণ কর ঃ—

ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে বায়ৌ নাদশ্চোৎপদ্যতেঽনঘ।
শঙ্খধ্বনিনিভশ্চাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা॥ ৩৬
শিরোমধ্যগতে বায়ৌ গিরিপ্রস্রবণং যথা।
পশ্চাৎ প্রীতো মহাপ্রাজ্ঞঃ সাক্ষাদাত্মোন্মুখো ভবেৎ॥ ৩৭

ষষ্ঠ খণ্ডঃ

পরাঙ্মুখী মুদ্রার দ্বারা বায়ু রোধ করিলে—বায়ু ব্রহ্মগত হইলে—প্রথমে শঙ্খধ্বনি, মধ্যে মেঘধ্বনির ন্যায় নাদ উৎপন্ন হয় এবং বায়ু শিরোমধ্যগত হইলে প্রস্রবণ অর্থাৎ ঝরণার শব্দের ন্যায় নাদ শ্রবণগোচর হয়। অনন্তর পরম আনন্দিত মহাপ্রাজ্ঞ যোগী সাক্ষাৎ আত্মোন্মুখ হইয়া থাকেন।

শিষ্য। ইহা তো অতি সহজ উপায়, সকলেই তো করিতে পারে। লয়যোগে গুরুর কোন প্রয়োজন নাই দেখিতেছি।

গুরু। না বৎস, সমস্ত যোগেই গুরুর প্রয়োজন আছে। গুরুর নির্দ্দেশক্রমে নাদানুসন্ধান না করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। যখন মহাভেরী প্রভৃতির নাদ উত্থিত হয়, তখন আপনাকে স্থির রাখা খুব কঠিন হইয়া পড়ে। দিবারাত্রি যে সময় নাদ চলিতে থাকে, তখন কখন কখন যোগীর "আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে" বলিয়া সন্দেহ হয়। অনেকস্থলে গুরুকৃপায় সাধক নাদ লাভ করিয়াও তাহা ব্যাধি মনে করত চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। যে কোন সাধনপথ গুরুর উপদেশ না লইয়া পুস্তক দৃষ্টে অনুষ্ঠান করা, আর নানাবিধ জটিলরোগ ও মৃত্যুকে বরণ করা এক কথা।

কোন্ আসনে উপবেশন করিয়া কোন্ সময় এবং কতক্ষণ কি ভাবে বায়ু ধারণ করিতে হয় তাহা গুরুমুখে বিদিত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য, অল্পাহার, লোকসঙ্গবর্জ্জন না করিয়া কেবলমাত্র পরাঙ্মুখী মুদ্রার অনুষ্ঠান বা কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করত নাদানুসন্ধান—ইহা দুর্বুদ্ধি বিশেষ।

শিষ্য। ইহা সত্যকথা। যখন বর্ণশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বেদবেদান্ত পাঠে এবং লৌকিক সমস্ত কার্য্যে গুরুর প্রয়োজন, তখন যোগাদি সাধনা যে গুরু ভিন্ন হইতে পারে না—ইহা অতি নিশ্চয়।

গুরু। শ্রুতিসমূহ নাদের কথা যাহা বলিয়াছেন তোমাকে তাহা একরূপ বলিলাম। ইহা যে আমি সব বুঝিয়াছি একথা বলিতে পারি না—কারণ শ্রুতিসকলের অর্থ দুরবগাহ।

শিষ্য। উপনিষদ্‌সমূহে নাদব্রহ্মের অপূর্ব্ব লীলা কথা শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

——:*:——

৺৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

শ্রীমতে সদ্‌গুরবে দাশরথয়ে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

সপ্তম হিল্লোল

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাসবিলাসায় ওঁকারায় নমঃ।
প্রণবঃ পরমং ব্রহ্ম প্রণবঃ পরমঃ শিবঃ।
প্রণবঃ পরমো বিষ্ণুঃ প্রণবঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
বিশ্বং চরাচরং সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিবেশ যঃ।
তিলেষু তৈলবৎ সূক্ষ্মঃ প্রণবং তং নমাম্যহম্॥

গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতে নাদের সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন—আমি পূর্ব্বে তাহা তোমাকে বলিয়াছি, অধুনা শিবপুরাণে ভগবান্ শঙ্কর নাদব্রহ্মের কথা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন—তাহা শ্রবণ কর।

শিষ্য। বলুন দেব।

গুরু।

দেব্যুবাচ

কথং হি জীয়তে কালো যোগিভির্মে বদেশ্বর।
ধ্যানেন জাপ্যমাত্রেণ তৎ সর্ব্বং কথয় প্রভো॥ ১৯

শঙ্কর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিতকাম্যয়া।
পরং জ্ঞানমকথ্যঞ্চ ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥ ২০

শ্রদ্দধানায় দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় ধীমতে।
অনাস্তিকায় শুদ্ধায় ধর্ম্মনিত্যায় ভামিনি॥ ২১

সুখাসনেঽথ শয্যায়াং যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ॥ ২২

দীপং বিনান্ধকারে তু প্রজাসুপ্তে তু ধারয়েৎ।
তর্জ্জন্যা পিহিতৌ কর্ণৌ পীড়য়িত্বা মুহূর্ত্তকম্॥ ২৩

তস্মাৎ সংশ্রূয়তে শব্দস্তুন্দবহ্নিসমুদ্ভবঃ।
স ধ্যাতো ভুক্তমেব হি পচত্যন্নং ক্ষণাদপি।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু জ্বরাদ্যুপদ্রবান্ বহূন্॥ ২৪

যশ্চোপলক্ষয়েন্নিত্যমেকান্তে ঘটিকাদ্বয়ম্।
জিত্বা মৃত্যুং যথাকামং স্বেচ্ছয়া পর্য্যটেদিহ॥ ২৫

সর্ব্বতঃ সর্ব্বদর্শী চ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৬

যথাভ্রং নদতে নাদং প্রাবৃণ্ নভসি সংস্থিতম্।
তৎ শ্রুত্বা মুচ্যতে যোগী সদ্যঃ সংসারবন্ধনাৎ॥ ২৭

ততঃ স যোগিভির্নিত্যং সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মতরো ভবেৎ।
এতত্তে কথিতং দেবি শব্দব্রহ্মবিধিক্রমম্॥ ২৮

পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ বন্ধমশেষতঃ।
শব্দব্রহ্ম ইদং প্রাপ্য যে কেচিদন্যকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঘ্নন্তি তে মুষ্টিনাকাশং কণ্ডুয়ন্তি ক্ষুধা তুষান্ ॥ ২৯
জ্ঞাত্বা পরমিদং ব্রহ্ম সুখদং মুক্তিকারণম্।
অবাচ্যমক্ষরং চৈব সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩০
মোহিতাঃ কালপাশেন মৃত্যুপাশবশং গতাঃ।
শব্দব্রহ্ম ন জানন্তি পাপিনস্তে কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩১
তাবদ্ ভ্রমতি সংসারে যাবদ্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি।
বিদিতে তু পরে তত্ত্বে মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৩২
নিদ্রালস্যং মহাবিঘ্নং জিত্বা শত্রুং প্রযত্নতঃ।
সুখাসনে স্থিতো নিত্যং শব্দব্রহ্মাভ্যসেন্নিশি ॥ ৩৩
শতবৃদ্ধঃ পুমাল্লঁব্ধ্বা যাবদায়ুষ্যমভ্যসেৎ। ৩৪
মৃত্যুঞ্জয়বপুস্তস্ত আরোগ্যঞ্চায়ুর্ব্বর্দ্ধনম্।
প্রত্যয়ো দৃশ্যতে বৃদ্ধে কিং পুনস্তরুণে জনে ॥ ৩৫
ন চোঙ্কারো ন মন্ত্রোঽপি নৈব বীজং ন চাক্ষরং।
অনাহতমনুচ্চার্য্যং শব্দব্রহ্ম পরং শিবম্ ॥ ৩৬
তস্মাচ্ছব্দা নব প্রোক্তাঃ প্রাণবিদ্ভিস্তু লক্ষিতাঃ।
তান্ প্রবক্ষ্যামি যত্নেন নাদসিদ্ধিরনুক্রমাৎ ॥ ৩৭
ঘোষং কাংস্যং তথা শৃঙ্গং ঘণ্টা-বীণাদি-বংশকম্।
দুন্দুভিঃ শঙ্খশব্দশ্চ নবমং মেঘগর্জ্জিতম্ ॥ ৩৮
নবশব্দং পরিত্যজ্য ওঙ্কারন্তু সমাশ্রয়েৎ।
ধ্যায়ন্নেব সদা যোগী পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৩৯

ন শৃণোতি যদা শৃণ্বন্ ষন্মাসে তু তদাম্বিকে।
ম্রিয়তেঽভ্যস্যমানস্তং যোগী তিষ্ঠেদ্ দিবানিশম্ ॥ ৪০
তস্মাদুৎপদ্যতে শব্দো মৃত্যুজিৎ সপ্তভির্দিনৈঃ। ৪১
প্রথমং নদতে ঘোষ আত্মশুদ্ধিকরং পরম্।
সর্ব্বব্যাধিহরং নাদং বশ্যাকর্ষণমুত্তমম্ ॥ ৪২
দ্বিতীয়ং নদতে কাংস্যং স্তম্ভয়েৎ প্রাণিনাং গতিম্।
বিষং ভূতগ্রহান্ সর্ব্বান্ বন্ধয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
তৃতীয়ং নদতে শৃঙ্গমভিচারে নিয়োজয়েৎ।
বিদ্বেষোচ্চাটনে শত্রোর্মারণে চ প্রযোজয়েৎ ॥ ৪৪
ঘণ্টানাদং চতুর্থন্তু বদতে পরমেশ্বরঃ।
আকর্ষে সর্ব্বদেবানাং কিং পুনর্মানুষা ভুবি ॥ ৪৫
যক্ষগন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ তস্যাকৃষ্টা দদন্তি হি।
যথেপ্সিতাং মহাসিদ্ধিং যোগিনঃ কামতোঽপি বা ॥ ৪৬
বীণা তু পঞ্চমো নাদঃ শ্রূয়তে যোগিভিঃ সদা।
তস্মাদুৎপদ্যতে দেবি দূরদর্শনমেবহি ॥ ৪৭
ধ্যায়তে বংশনাদন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
দুন্দুভিং ধ্যায়মানস্তু জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৮
শঙ্খশব্দেন দেবেশি কামরূপং প্রপদ্যতে।
যোগিনো মেঘনাদেন বিয়ৎসঙ্গমতো ভবেৎ ॥ ৪৯
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ কামরূপী ব্রজত্যসৌ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫০

শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা (৪৭ অধ্যায়)

দেবী বলিলেন,—হে প্রভো! হে ঈশ্বর! যোগিগণ কি প্রকারে, ধ্যান অথবা মন্ত্রজপের দ্বারা কালকে জয় করিয়া থাকেন—সেই সমস্ত আমাকে বলুন।

শঙ্কর কহিলেন,—হে দেবি, যোগিগণের হিতকামনায় আমি তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। এই পরম জ্ঞান অকথ্য—যাহাকে তাহাকে দেয় নহে। হে ভামিনি! শ্রদ্ধান্বিত ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমান্ আস্তিক শুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণকে দান করা কর্ত্তব্য।

যোগবেত্তা, সকলে নিদ্রিত হইলে দীপ নির্ব্বাণ করিয়া অন্ধকারে সুখাসনে অথবা শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া এই যোগযুক্ত হইবে। তর্জ্জনীদ্বয়ের দ্বারা কর্ণরন্ধ্রযুগল এক মুহূর্ত্তকাল রুদ্ধ করিলে তাহা হইতে জাঠরাগ্নি সম্ভূত শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সেই শব্দ ক্ষণকাল মধ্যে ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করে, শীঘ্র সমস্ত রোগ জ্বর প্রভৃতি বহু উপদ্রব নষ্ট করিয়া থাকে। যে যোগী নির্জ্জনে নিত্য দুই ঘটিকা (দুই দণ্ড) কাল এই শব্দ শ্রবণ করে, সেই যোগী মৃত্যুকে জয় করিয়া ইচ্ছামত এই জগতে বিচরণ করিয়া থাকে এবং সকল বিষয়ে সর্ব্বদর্শী ও সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বর্ষাকালে গগনস্থিত মেঘ যেরূপ গর্জ্জন করে সেই শব্দ শ্রবণ করত যোগী সংসারবন্ধন হইতে সদ্যঃ মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর অনবরত সেই নাদ যোগিগণ কর্ত্তৃক চিন্তিত হইলে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়। হে দেবি! এই তোমার নিকট শব্দব্রহ্মের বিধান ব্যবহার কথিত হইল। যেরূপ ধান্যার্থী ব্যক্তি ধান্য গ্রহণ করত পলাল (পোয়াল) সকল ত্যাগ করে, তদ্রূপ এই নাদতত্ত্ব অবগত হইয়া বন্ধনের কারণসমূহ অশেষ প্রকারে ত্যাগ করিবে। এই শব্দব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তিগণ অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা আকাশে মুষ্টিপ্রহার এবং ক্ষুধায় তুষ ভক্ষণ করিয়া থাকে (অর্থাৎ নাদানুসন্ধান

ত্যাগ করত যে কোন মোক্ষের উপায় আকাশে মুষ্ট্যাঘাত এবং ক্ষুধায় তুষভক্ষণের ন্যায় নিষ্ফল)।

এই আনন্দপ্রদ মুক্তির কারণ সমস্ত উপাধিশূন্য অক্ষর নাদব্রহ্মকে অবগত হইয়া প্রকাশ করিবে না।

যে কুবুদ্ধি পাপিগণ কালপাশে মোহিত হইয়া শব্দব্রহ্ম জানে না, তাহারা মৃত্যুপাশের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

জীব ততদিন পর্য্যন্ত সংসারে ভ্রমণ করে—যতদিন না নাদব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারে; পরম নাদব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইলে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

যোগী প্রযত্নসহকারে মহাবিঘ্ন নিদ্রা আলস্যরূপ শত্রু দুইটিকে জয় করিয়া, নিত্য রাত্রিকালে সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নাদব্রহ্মানুসন্ধান করিবে।

শত বৎসরের প্রাচীন বৃদ্ধ মৃত্যুজয়প্রদ, চিরস্থায়ী শরীরপ্রদানকারী, আরোগ্য এবং আয়ুর্বর্দ্ধক এই নাদব্রহ্মকে লাভ করিয়া যতদিন জীবিত থাকিবে—অভ্যাস করিবে; যখন বৃদ্ধ ব্যক্তিতেও প্রমাণ দৃষ্ট হয় তখন তরুণ জনে হইবে এ সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য?

ওঙ্কার নহে, মন্ত্রও নহে এবং বীজ নহে—অক্ষরণরহিত অনুচ্চার্য্য অনাহত শব্দব্রহ্ম পরম মঙ্গলপ্রদ; অর্থাৎ উচ্চার্য্যমান বৈখরী ওঙ্কারাদি, পশ্যন্তী-অবস্থাপন্ন স্বতউত্থিত নাদব্রহ্মের তুল্য নহে।

তাহা হইতে নয়টি শব্দ প্রাণতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ কর্তৃক লক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, সেই নয় প্রকার শব্দ এবং তাহার সিদ্ধি যথাক্রমে বলিতেছি—যত্নসহকারে শ্রবণ কর। ঘোষ জনকোলাহল, কাংস্য কাঁসীর শব্দ, শিঙ্গার শব্দ, ঘণ্টা, বীণানিনাদ, বংশীধ্বনি, দুন্দুভি, শঙ্খনাদ ও নবম মেঘগর্জ্জন—এই নয়টি শব্দ ত্যাগ করিয়া যোগী ওঙ্কারনাদকে সম্যক্‌রূপে

আশ্রয় করিবে, সর্ব্বদা এইরূপ নাদানুসন্ধানকারী যোগী পুণ্যপাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না।

শুনিতে শুনিতে যখন এই শব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না, তখন ছয় মাসের মধ্যে যোগী মৃত হইয়া থাকে। সেই সময় যোগী দিবানিশি নাদানুসন্ধান অভ্যাস করিতে থাকিবে। সেই অভ্যাস হইতে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুজয়ী শব্দ উৎপন্ন হইবে। প্রথম ঘোষনাদ আত্মশুদ্ধিকর অর্থাৎ দেহমনের পরম শুদ্ধিজনক, সর্ব্বরোগনাশক, উত্তম বশীকরণ ও আকর্ষণকারক। দ্বিতীয় কাংস্যনাদ প্রাণিগণের গতি স্তম্ভন করে, বিষ এবং সমস্ত ভূত ও গ্রহগণকে সংযমন করে—এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। তৃতীয় শৃঙ্গনাদ শত্রুর বিদ্বেষ উচ্চাটন ও মারণাদি অভিচারে প্রযোজ্য। পরমেশ্বর বলিতেছেন—চতুর্থ ঘণ্টানাদ সমস্ত দেবগণের আকর্ষণে প্রযোক্তব্য—মানুষের সম্বন্ধে কি আর বলা যাইবে? যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব কন্যাগণ তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত মহাসিদ্ধি অথবা যোগীর বাঞ্ছিত বস্তু দান করে। যে সময় পঞ্চম নাদ বীণাধ্বনি যোগিকর্ত্তৃক সর্ব্বদা শ্রুত হয়, তাহা হইতে দূরদর্শন শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বেণুনাদ ধ্যান করিলে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। দুন্দুভিনাদ চিন্ত্যমান হইলে জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত হয় (বৃহৎ ঢাক বা নাগ্‌রাকে দুন্দুভি বলে)। শঙ্খনাদ শ্রবণগোচর হইলে সুন্দর অথবা স্বেচ্ছাক্রমে রূপ ধারণ করিতে পারে। মেঘনাদের দ্বারা যোগিগণের আকাশে মিলন অর্থাৎ মনোলয় হইয়া থাকে—এই যোগী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী এবং ইচ্ছামত রূপধারণে সমর্থ হয়। তোমাকে সমস্ত বলিলাম, পুনরায় আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ—তাহাই বল।

শিষ্য। ভগবান্ শঙ্কর কর্ণ রুদ্ধ করিয়া নাদশ্রবণের অপূর্ব্ব ফল বলিলেন। এ সব সিদ্ধি কি নাদযোগী মাত্রেই লাভ করিতে পারে?

গুরু। নিশ্চয়ই, তবে যাঁহারা প্রকৃত মুমুক্ষু তাঁহারা সিদ্ধি কামনা করেন না, তাঁহাদের কামনার ধন একমাত্র পরমানন্দময় পরমাত্মা পর প্রণব, সিদ্ধিসকল সমাধিলাভে বিঘ্নস্বরূপ। পাতঞ্জলে কথিত হইয়াছে—

"তে সমাধাবুপসর্গাব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।"

শিষ্য। যাঁহারা সিদ্ধিকামী তাঁহারা কি ভাবে বিভূতিসমূহ লাভ করিতে পারেন?

গুরু। সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক অল্পাহারনিরত নির্জ্জনে সতত অবস্থান করত নিয়ত নাদানুসন্ধানে দীর্ঘকাল রত থাকিলে দেহদোষ নষ্ট হইলে পর বিভূতিসকল আবির্ভূত হইয়া থাকে। বিভূতিসকলকে উপেক্ষা করিলে তবে পরম পদে স্থিতিলাভ হয়। বিভূতিও বন্ধনের কারণ।

শিষ্য। বিভূতি না চাহিলেও আসে?

গুরু। হাঁ, তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত মুমুক্ষু অগ্রসর হন। শ্রবণ কর স্কন্দপুরাণে আছে ঃ—

সর্ব্বদানক্রতুভবং পুণ্যং ভবতি যোগতঃ।
যোগাৎ সকলকামাপ্তির্ যোগাদ্ভুবি প্রাপ্যতে॥ ৭৩
যোগান্ন হৃদয়গ্রন্থির্ যোগান্মমতা রিপুঃ।
ন যোগসিদ্ধস্য মনো হর্ত্তুং কেনাপি শক্যতে॥ ৭৪
স এব বিমলো যোগী যচ্চিত্তং শিরসি স্থিতং।
স্থিরভূতব্যথং নিত্যং দশমদ্বারসম্পুটে॥ ৭৫
কর্ণং পিধায় মর্ত্তস্য নাদরূপং বিচিন্বতঃ।
তদেব প্রণবস্যাগ্রং তদেব ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ৭৬
তদেবানন্তরূপাখ্যং তদেবামৃতমুত্তমম্।
ঘ্রাণবায়ৌ প্রঘোষোঽয়ং জাঠরাগ্নের্মহৎ পদম্॥ ৭৭

পঞ্চভূতনিবাসং যজ্ জ্ঞানরূপমিদং পদম্।
পদং প্রাপ্য বিমুক্তিঃ স্যাজ্ জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥ ৭৮
যদাপ্তির্দুর্লভা লোকে যোগসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥ ৭৯
এবং ব্রহ্মময়ং বিভাতি সকলং বিশ্বং চরং স্থাবরং
বিজ্ঞানাখ্যমিদং পদং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্বয়ং ব্যাপকঃ।
জ্ঞাত্বা তং শিরসি স্থিতং বহুবরং যোগেশ্বরাণাং পরম্
প্রাণী মুঞ্চতি সর্পবজ্জগতিজাং নির্ম্মোকমায়াকৃতিম্॥৮০
নাগরখণ্ড ২৬২ অধ্যায়

যোগ হইতে সমস্ত দান ও যজ্ঞজাত পুণ্য হয়, যোগ হইতে সংসারে সকল কাম্য বস্তু লাভ হইয়া থাকে, যোগ ভিন্ন কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যোগ হইতে হৃদয়গ্রন্থি (চিজ্জড়মিলনাত্মক) ভেদ হয়, মমতারূপ শত্রু দূরে পলায়ন করে; যোগসিদ্ধ ব্যক্তির মনোহরণে কেহ সমর্থ হয় না। কর্ণযুগল রুদ্ধ করত নাদানুচিন্তনকারী যে মানবের ভয়-শোকাদি ব্যথাবিহীন চিত্ত মস্তকে দশম দ্বার ব্রহ্মরন্ধ্ররূপ আধারে নিত্য অবস্থিত, তিনি বিমল পরমযোগী। সেই নাদই প্রণবের প্রধান, তাহাই শাশ্বত ব্রহ্ম, তাহাই অনন্তরূপ, তাহাই উত্তম—অমৃত। জাঠর অগ্নির প্রাণবায়ুতে এই পরম শব্দ উত্থিত হয়—ইহাই মহৎ পদ—পঞ্চভূতের নিবাসস্থান অর্থাৎ পঞ্চভূত এই নাদেই অবস্থিত। জ্ঞানরূপ এই পদ সংসারে যোগসিদ্ধিপ্রদায়ক। যাহার প্রাপ্তি দুর্লভ, সেই নাদরূপ পদ প্রাপ্ত হইলে জন্ম সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ হইয়া থাকে; এই প্রকারে স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞান নামক এই পদই ব্যাপক ভগবান্ স্বয়ং বিষ্ণু, সকলের শ্রেষ্ঠতম শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বরগণের শিরঃস্থিত—তাঁহাকে অবগত হইয়া জীব সর্প যেমন

নির্ম্মোক (খোলস) ত্যাগ করে তদ্রূপ মায়ারূপী নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া থাকে।

কাশীখণ্ডে কথিত হইয়াছে ঃ—

যথেষ্টধারণং বায়োরনলস্য প্রদীপনম্।
নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং ভবেন্নাড়ীবিশোধনাৎ ॥ ৮৯

পূর্ব্বার্দ্ধ ৪১ অধ্যায়

নাড়ীশুদ্ধি হইলে যথেষ্ট বায়ুধারণের শক্তি, জাঠরাগ্নির দীপ্তি এবং নাদের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। বহু শ্রুতিতেও এ কথা উক্ত হইয়াছে।

গুরু। পবনে ব্যোম সংপ্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্।
ঘণ্টাদীনাং প্রবাদ্যানাং ততঃ সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৯৭

পবন আকাশ প্রাপ্ত হইলে ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দের ন্যায় মহানাদ উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী অবগত হওয়া যায়।

আকাশং ধারয়ানস্য ব্যোম সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
পশ্যতে মণ্ডলং সূক্ষ্মং ঘোষশ্চাস্য প্রবর্ত্ততে ॥

গুরুতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

"আকাশে মন ধৃত হইলে সূক্ষ্ম আকাশ তত্ত্ব প্রবর্ত্তিত হয়, তখন যোগী অন্তরে সূক্ষ্ম জ্যোতি দেখে এবং শব্দ শোনে।"

উক্তাত্মভানতঃ পূর্ব্বং পশ্চাচ্চ বিবিধাঃ কপে।
অভিব্যজ্যন্ত এতস্য নাদাস্তৎসিদ্ধিসূচকাঃ ॥

ঐ তত্ত্বসারায়ণান্তর্গত রামগীতা

"জ্যোতিরূপ আত্মার প্রকাশের পূর্ব্বে বা পরে সাধকের মধ্যে বিবিধ নাদের অভিব্যক্তি হয়; উহারা সাধকের সিদ্ধি সূচনা করে।"

শিষ্য। ইনি জ্যোতিকেই আত্মা বলিলেন। হংসোপনিষদে তো মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ জ্যোতিকেই নাদ বলিয়াছে।

গুরু। জ্যোতি নাদ একই, নিবিড় নাদই জ্যোতিঃ। যিনি যে ভাবে দর্শন পাইয়াছেন সেই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন; তবে প্রণব নাদ ও জ্যোতি—তিনটিই এক, মনে রাখিও।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তরগীতায় আছে :—

তৈলধারামিবাচ্ছিনং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবব্যঙ্গং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ২৩

প্রণবের গূঢ়ার্থপ্রকাশক বৃত্তির দ্বারা বোধ্য অর্থাৎ প্রণবের দ্বারা লক্ষ্য অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ও দীর্ঘঘণ্টাধ্বনির মত সন্তত, বাক্যের অগোচর—তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত বেদতত্ত্বজ্ঞ।

শ্রবণ কর—কুলার্ণবতন্ত্রে আছে :—

পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো জপঃ।
জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটিসমো লয়ঃ॥
ন হি নাদাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্॥

স্তোত্র কোটি পূজার সমান, জপ কোটি স্তোত্রসদৃশ, ধ্যান কোটি জপের সমান এবং লয় কোটি ধ্যানের তুল্য। নাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই। আত্মদেবতা অর্থাৎ ওঙ্কার হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, নাদানুসন্ধান হইতে মহতী পূজা নাই, তৃপ্তির অপেক্ষা পরম ফল নাই।

ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে :—

বিজিতো ভবতীহ তেন বায়ুঃ
সহজো যস্য সমুত্থিতঃ প্রণাদঃ।

অণিমাদিগুণা ভবন্তি তস্যা-

মিতপুণ্যঞ্চ মহাগুণোদয়স্য ॥

যাঁহার স্বাভাবিকভাবে উত্তম চিৎপ্রকাশক নাদ সম্যক্ উত্থিত হয়, তাঁহার দ্বারা বায়ু বিশেষরূপে জিত হইয়াছে। সেই মহাগুণবান্ যোগীর অণিমাদি বিভূতিসকল এবং অমিত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

সুররাজতনূজবৈরিরন্ধ্রে

বিনিরুদ্ধে স্বকরাঙ্গুলিদ্বয়েন।

জলধেরিব ধীরনাদমন্তঃ

প্রসরন্তং সহসা শৃণোতি মর্ত্ত্যঃ ॥

স্বীয় করাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কর্ণযুগল বিশেষভাবে নিরুদ্ধ করিয়া ধৈর্য্যশালী মানব সুষুম্নামধ্যে উত্তমরূপে শব্দকরী নাদ সহসা শ্রবণ করিয়া থাকে।

শিষ্য। সুররাজ-তনূজ-বৈরি অর্থে—

গুরু। সুররাজ ইন্দ্র, তাঁহার তনূজ অর্জ্জুন, তাঁহার শত্রু কর্ণ, অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রে।

শিষ্য। সহজে বুঝিবার উপায় নাই।

গুরু। আরও শ্রবণ কর :—

আদৌ মত্তালিমালাজনিতরবসমস্তারসংস্কারকারী

নাদোঽসৌ বাংশিকস্যানিলভরিতলসদ্বংশনিঃস্বানতুল্যঃ।

ঘণ্টানাদানুকারী তদনু চ জলধিধ্বানধীরো গভীরো

গর্জ্জন্ পর্জ্জন্যঘোষঃ পর ইহ কুহরে বর্ত্ততে ব্রহ্মনাড্যাঃ ॥

প্রণবের উদ্দীপ্তিকারক নাদ প্রথমে ভ্রমরসমূহের শব্দের ন্যায় এবং পরে এই নাদ পবন-ভরিত শোভিত মধুর বংশীধ্বনিতুল্য, অনন্তর

ঘণ্টাধ্বনির মত, তাহার পর সমুদ্রের শব্দতুল্য, তৎপশ্চাৎ গর্জ্জনশীল মেঘের শব্দের ন্যায় গম্ভীর—এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত নাদসকল এই দেহে সুষুম্নানাড়ী মধ্যে আছে।

শিষ্য। অনেক শ্রুতি ও পুরাণ মেঘনাদকেই শেষ নাদ বলিয়াছেন।

গুরু। মেঘনাদই শেষ নাদ, ইহা সমস্ত অধিকারীর পক্ষে নয়। শ্রুতি অনেক স্থলে বীণা বেণু প্রভৃতিকে শেষ নাদ বলিয়াছেন। সমস্ত নাদই ওম্ নাদে লয় হইয়া যায়। শিবসংহিতা এইরূপই বলিয়াছেন :—

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণাসদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনঃ।
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ॥

প্রথম মত্ত ভ্রমর বেণু ও বীণার সদৃশ ধ্বনি—এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে সংসার-অন্ধকার-নাশন ঘণ্টারবের সমান এবং তদনন্তর মেঘগর্জ্জনতুল্য নাদ শ্রুতিগোচর হয়।

শিষ্য। ইনি পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রের অনুরূপ বলিয়াছেন।

গুরু। হাঁ—

নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলং।
ন খেচরীসমা মুদ্রা ন নাদসদৃশো লয়ঃ॥ ঐ

সিদ্ধাসনের মত আসন, কুম্ভকসদৃশ বল, খেচরীর তুল্য মুদ্রা এবং নাদের ন্যায় লয় নাই।

তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে :—

অঙ্গুলীভির্দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাং বিলোচনে॥

নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যামন্যাভির্বদনং দৃঢ়ম্।
বদ্ধাত্মপ্রাণমনসামেকত্বং সমনুস্মরন্।
ধারয়েন্মারুতং সম্যগ্ যোগোঽয়ং যোগিবল্লভঃ॥

পরাঙ্মুখী মুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক প্রাণ এবং মনের একত্ব সম্যক্ চিন্তা করত উত্তমরূপে বায়ু ধারণ করিবে; এই যোগ যোগিগণের প্রিয়তম। অবিচ্ছেদে অভ্যাসকারী যোগির সত্বর নাদ উৎপন্ন হয়।

মত্তভৃঙ্গাবলীগীতসদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
বংশীকাংস্যানিলপূর্ণবংশধ্বনিনিভোঽপরঃ।
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাদ্‌ঘনমেঘস্বনোঽপরঃ॥
এবমভ্যসতঃ পুংসঃ সংসারধ্বান্তনাশনং।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পূর্ব্বং হংসলক্ষণমব্যয়ম্॥

প্রথম মত্ত ভ্রমরগণের গীতসদৃশ ধ্বনি, দ্বিতীয় বেণু কাংস্য (কাঁসী) বায়ুপূর্ণ বংশধ্বনির ন্যায় নাদ, অনন্তর ঘণ্টারবের ন্যায় ও নিবিড় জলপূর্ণ মেঘধ্বনির মত তৃতীয় নাদ শ্রুতিগোচর হয়—এইরূপ অভ্যাসকারী পুরুষের সংসার-অন্ধকার-নাশক অপূর্ব্ব অক্ষয় হংসলক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞান হয়। একমাত্র ওঙ্কারই কার্য্যকারণ-রূপে অবস্থিত—এই জ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়।

শিষ্য। ঠিক মেঘের মত শব্দ শোনা যায়?

গুরু। নিশ্চয়ই, সেই গুরুগম্ভীর মেঘধ্বনি যখন যোগীর কর্ণগোচর হয় তখন তাঁহার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। গৃহের মধ্যে থাকিলে মনে হয় বাহিরে জল হইতেছে। ঘেরণ্ডসংহিতায় আছে:—

অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরীকুম্ভকং চরেৎ।
মন্দঞ্চ রেচয়েৎ বায়ুং ভৃঙ্গনাদস্ততো ভবেৎ॥

অন্তঃস্থং ভ্রামরীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনো নয়েৎ।
সমাধির্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ॥
বেদোদ্ঘোষং পূরকং কুম্ভকঞ্চ ভৃঙ্গীনাদং রেচকং মন্দমন্দম্।
যোগীন্দ্রানামেবমভ্যাসযোগাচ্চিত্তে জাতা কাচিদানন্দবলী॥

ধীরে ধীরে বায়ু পূরক করত ভ্রামরী কুম্ভক করিবে, মন্দবেগে বায়ু রেচন করিবে, তাহাতে ভ্রমরধ্বনির ন্যায় নাদ শ্রুতিগোচর হইবে। দেহমধ্যস্থ ভ্রামরী নাদ শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে মনকে একাগ্র করিবে, অনন্তর সোঽহম্ এই আনন্দ সমাধি উৎপন্ন হইবে।

শিষ্য। সোঽহম্ আনন্দ সমাধি কি ?

গুরু। অবিরাম সোহং সোহং সোহং—এই ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিবে। যোগী সেই সোহং নাদ শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

গোরক্ষ-সংহিতায় আছে ঃ—

অর্দ্ধরাত্রে গতে যোগী জন্তূনাং শব্দবর্জ্জিতে।
কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভকম্॥

যোগী অর্দ্ধরাত্র গত হইলে প্রাণিদিগের শব্দশূন্য নির্জ্জন স্থানে হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণযুগল আচ্ছাদনপূর্ব্বক পূরক কুম্ভক করিবে। দক্ষিণ কর্ণে দেহান্তর্গত কল্যাণপ্রদ নাদ শ্রবণ করিতে হয়। প্রথমে ঝিল্লী ও বংশী নাদ, অনন্তর মেঘ ঝর্ঝর ভ্রামরী ঘণ্টা কাঁসীর ন্যায় নাদ, তৎপশ্চাৎ তুরী ভেরী মৃদঙ্গ ঢক্কা প্রভৃতির নিনাদ—নিত্য এইরূপ নাদ অভ্যাসে নানাবিধ নাদ শ্রবণগোচর হয়। অনাহত শব্দ ; সেই শব্দের ধ্বনি, ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ, জ্যোতির অন্তর্গত মন।

তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

সেই স্থানে মন বিলীন হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ; এইরূপ উত্তমরূপে ভ্রামরীসিদ্ধ যোগী সমাধিসিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। ইনিও কর্ণ বন্ধ করিয়া নাদ শ্রবণের কথা বলিলেন।

গুরু। হাঁ। যোগতত্ত্ব-বারিধিতে কথিত হইয়াছে ঃ—

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণাসদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনঃ।
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ॥

প্রথমে মত্ত ভৃঙ্গ বেণু ও বীণা সদৃশ ধ্বনি উত্থিত হয়। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে শেষে সংসার-অন্ধকার-নাশন ঘণ্টানাদ; অনন্তর মেঘধ্বনির ন্যায় নাদ কর্ণগোচর হয়; আরও অভ্যাসে প্লুতস্বরে প্রণব ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সেই ধ্বনিতে মন দিয়া যখন সাধক পূর্ণভাবে অবস্থিত হন তখন চিত্ত লয় হইয়া যায়। সেই নাদে যোগীর চিত্ত অত্যন্ত সংলগ্ন হয়, তখন সমস্ত বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইয়া নাদের সহিত মন শমপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। ইনি কি ভাবে নাদানুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন?

গুরু। পরাঙ্মুখী মুদ্রার দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি রোধপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বায়ু সাধন করিলে—

তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যতি।
তত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলম্।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥

জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি ক্ষণকাল মাত্র এই আত্মজ্যোতির দর্শন পান তাঁহার সমস্ত পাপ দূর হয় এবং পরমা গতি লাভ হয়। প্রাগুক্তরূপ সাধনা নিরন্তর অভ্যাস করিলে যোগী নিষ্পাপ হইয়া স্থূলদেহ প্রভৃতি বিস্মরণপূর্ব্বক তন্ময় হইয়া

উঠেন। যে যোগী সর্ব্বদা গুপ্তভাবে এই যোগ অভ্যাস করেন, তিনি যদিও কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকেন—তথাপি পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন।

গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ॥

ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপন রাখিবে; এই যোগ সদ্য প্রত্যয়কারক। ইহার অবিচ্ছেদে অভ্যাসে নাদ (ব্রহ্ম) প্রত্যক্ষ হইতে থাকেন।

শিষ্য। পরাঙ্মুখী মুদ্রায় নাদের আবির্ভাব যোগিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়াছেন।

গুরু। হাঁ, যোগবিদ্যায় কথিত হইয়াছে ঃ—

ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্নায়াং মৃণালান্তরসূত্রবৎ।
নাদোৎপত্তিস্তনেনৈব শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা॥
আমূর্দ্ধ্নো বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডবদুত্থিতঃ।
শঙ্খধ্বনিনিভস্ত্বাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা॥
ব্যোমরন্ধ্রগতে নাদে গিরিপ্রস্রবণং যথা।
ব্যোমরন্ধ্রগতে বায়ৌ চিত্তে চাত্মনি সংস্থিতে॥
তদানন্দী ভবেদ্দেহী বায়ুস্তেন জিতো ভবেৎ॥

সুষুম্নায় ব্রহ্মরন্ধ্রে মৃণালমধ্যগত সূত্রের ন্যায় শুদ্ধ স্ফটিকমণির তুল্য নাদোৎপত্তি হয়। মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বীণাদণ্ডের ন্যায় উত্থিত সুষুম্নায় নাদ অবস্থিত। প্রথমে শঙ্খধ্বনির ন্যায়, মধ্যে মেঘগর্জ্জনতুল্য নাদ শ্রুত হয়, ব্রহ্মরন্ধ্রগত হইলে পর্ব্বতনির্ঝরের ন্যায় শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু গমন করিলে চিত্ত আত্মাতে উত্তমরূপে স্থিত হইলে তখন যোগী আনন্দময় হন, তৎকর্ত্তৃক বায়ু জিত হইয়া থাকে। উহাতে অন্যত্র কথিত আছে ঃ—

প্রণবস্য তু নাদান্তে পরমানন্দবিগ্রহম্।
ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
চেতসা তং প্রপশ্যন্তি সন্তঃ সংসারভেষজম্॥

প্রণবের নাদান্তে পরমানন্দবিগ্রহ ঋত সত্য পরব্রহ্ম কৃষ্ণপিঙ্গল সংসারব্যাধির ভেষজ সেই ওঙ্কার পরমাত্মাকে সাধুগণ চিত্তের দ্বারা দর্শন করেন।

মুক্তেরয়ং মহামার্গো মকারাখ্যোঽন্তরাত্মনঃ।
নাদশ্চোৎপাদয়ত্যেষ কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ॥

মকারাখ্য অন্তরাত্মার মুক্তির এই মহামার্গ—এই প্রাণসংযম কুম্ভক নাদ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

শিষ্য। নাদান্ত শব্দের অর্থ কি নাদের শেষ?

গুরু। নাদের আর শেষ কি হইবে? বায়ু যত স্থির হইতে থাকে তত নাদ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম হন, মনবায়ুই লয় হইয়া যায়। বিশ্বের অন্তরে বাহিরে যে ওঙ্কার নাদ অবস্থান করত বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সেই অনাদি অনন্ত নাদব্রহ্মের শেষ হয় না—হয় যোগীর বিক্ষিপ্ত চিত্তের অবসান। একাগ্র ক্ষেত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ বর্ত্তমান থাকে, নিরুদ্ধ ক্ষেত্রে কিছুই থাকে না, মন নাদের অন্তর্গত পরমাত্ম-জ্যোতিতে একীভূত হইয়া যায়। অতঃপর হঠযোগপ্রদীপিকায় কথিত নাদব্রহ্মের কথা বলিব। নাদবিন্দু-শ্রুতিতে ইহার অনেক কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে অনেক প্রকার সমাধির উপায় বর্ণনা করত শেষে নাদানু-সন্ধানরূপ উপায় বলিতেছেন—মূর্খত্ব হেতু যাহারা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে অক্ষম তাহাদেরও প্রিয় অভিমত এই নাদানুচিন্তনরূপ মহাযোগ গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন।

শ্রীশঙ্কর ভগবান্ সওয়াকোটি লয়যোগের প্রকার বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বোত্তম একমাত্র নাদানুসন্ধানই লয়সাধনের মধ্যে অতিশয় মুখ্যতম বলিয়া আমরা মনে করি।

যোগী সিদ্ধাসনে উপবেশন করত অন্তর্লক্ষ্য বহির্দৃষ্টি এই শাম্ভবী মুদ্রা করিয়া একাগ্রচিত্তে দক্ষিণ কর্ণে দেহমধ্যস্থিত সুষুম্নায় বর্ত্তমান নাদ শ্রবণ করিবে।

পরাঙ্মুখী মুদ্রার দ্বারা নাদ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। সমস্ত যোগেই আরম্ভ, ঘট, পরিচয় এবং নিষ্পত্তিরূপ অবস্থাচতুষ্টয় আছে।

যখন অনাহতচক্রে বর্ত্তমান ব্রহ্মগ্রন্থির ভেদ হয়, তখন হৃদয়াকাশে উৎপন্ন আনন্দজনক নানাবিধ ভূষণ-শব্দের ন্যায় স্বতউথিত নাদ কর্ণগোচর হইয়া থাকে।

হৃদয় বিশুদ্ধ এবং ভ্রূমধ্যস্থিত আকাশ যথাক্রমে শূন্য, অতিশূন্য এবং মহাশূন্য নামে কথিত হয়। হৃদয়াকাশে নাদ আরম্ভ হইলে আনন্দপূর্ণ হৃদয় দিব্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন প্রতাপবান্ এবং উত্তম গন্ধবান্ রোগশূন্য হন।

দ্বিতীয় ঘটাবস্থাতে প্রাণ আত্মার সহিত নাদবিন্দু একীভূত করত কণ্ঠচক্রে উপস্থিত হইলে যোগী দৃঢ়াসন দেবতুল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কুশল বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদের পর কণ্ঠস্থিত বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইলে তথায় ব্রহ্মানন্দসূচক অনেক প্রকার বিমর্দ্দ মড়মড় শব্দ ভেরী অর্থাৎ বড় ঢক্কা নাগরার ন্যায় শব্দ ঐ সময় হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচয় অবস্থাতে ভ্রূমধ্যাকাশে মাদলের শব্দের ন্যায় নাদ বিশেষভাবে কর্ণগোচর হয়। সেই অবস্থায় অণিমাদিসিদ্ধিসমূহের স্থান মহাশূন্য ভ্রূমধ্যাকাশে যেরুদ্রগ্রন্থি তাহা ভেদ করত ঈশ্বরের পীঠ ভ্রূমধ্যে যখন প্রাণ গমন করে তখন নাদশ্রুতিজন্য আনন্দকে অভিভূত করিয়া

আত্মসুখের আবির্ভাব হন, যোগী দোষ দুঃখ জরা ব্যাধি ক্ষুধা নিদ্রা-বিবর্জ্জিত হন।

ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণ গমন করিলে নিষ্পত্তি অবস্থা হয়, তখন বেণু ও বীণার ধ্বনিতুল্য নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। তখন চিত্ত একীভূত হইয়া যায়—তাহার নাম রাজযোগ। এই নাদানুসন্ধানকারী যোগী সৃষ্টিসংহার কর্ত্তা ঈশ্বরের তুল্য হন। মুক্তি হউক আর না হউক, নাদানুসন্ধানে অখণ্ড সুখ রাজযোগ হইতে লাভ হয়।

উন্মনী অবস্থা লাভের জন্য ভ্রূধ্যান করা স্বাত্মারাম যোগীর অভিমত, অল্পবুদ্ধিগণেরও রাজযোগ প্রাপ্তির সুখসাধ্য উপায়—নাদ হইতে চিত্ত লয়, ইহা শীঘ্র প্রতীতিকব হইয়া থাকে।

নাদানুসন্ধানকারী যোগীশ্বরগণের হৃদয়ে বুদ্ধিশীল অনির্ব্বচনীয় সেই আনন্দ একমাত্র শ্রীগুরুদেবই অবগত আছেন। নাদানুসন্ধানের আনন্দ শ্রীগুরুদেবের দয়াতেই প্রতীত হইয়া থাকে।

যোগী হস্তদ্বারা কর্ণ রুদ্ধপূর্ব্বক ধ্বনি শ্রবণ করত যতক্ষণ তুর্য্যাবস্থা না হয় ততক্ষণ অস্থির চিত্তকে স্থির করিবে।

চিন্ত্যমান এই নাদ বাহ্য শব্দকে আবরণ করে। যোগী এক পক্ষের মধ্যে সমস্ত চিত্তচাঞ্চল্যকে জয় করিয়া আত্মানন্দরূপ সুখ প্রাপ্ত হন। প্রথম অভ্যাসে বহুবিধ মহাধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, অনন্তর অভ্যাস বৃদ্ধিশীল হইলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে সমুদ্র কল্লোল, মেঘগর্জ্জন, ভেরী ঝর্ঝর ; মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু স্থির হইলে মাদল, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টা (কাহল) ঢাকের শব্দের ন্যায় নাদ এবং শেষে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু স্থির হইলে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা (ঘুঙুর), বেণুবীণা, তন্ত্রী, ভ্রমরধ্বনির ন্যায় দেহমধ্যস্থ নানাবিধ নাদ যোগী শ্রবণ করেন। মেঘ ভেরী আদি মহাধ্বনি শ্রূয়মাণ হইলে সেই নাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম নাদ চিন্তা করিবে।

শিষ্য। নাদবিন্দু-শ্রুতিতেও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন।

গুরু। হাঁ—মহানাদ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম নাদে, সূক্ষ্ম নাদ ত্যাগপূর্ব্বক মেঘ ভেরী প্রভৃতি মহানাদে ক্রীড়াকারী মনকে বিষয়ান্তরে চালিত করিবে না। অর্থাৎ বিষয়ান্তরে যাইলে চিত্ত সমাহিত হইবে না, যে কোন নাদে রমমাণ হইলেও সমাহিত হইয়া যাইবে।

অথবা যে কোন নাদে মন প্রথম লগ্ন হইবে সেই নাদের সহিত সুস্থির হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। মধুপান করিতে করিতে ভ্রমর যেরূপ গন্ধের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ নাদাসক্তচিত্ত ভোগ্যবিষয় কামনা করে না। বিষয়োদ্যানচারী মনোরূপ মত্ত গজেন্দ্রের শাসনে নাদই নিশিত অঙ্কুশ। এই স্থানে প্রত্যাহার কথিত হইয়াছে ঃ—

ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ।

নাদরূপ বন্ধনসাধনের দ্বারা বদ্ধ হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় চপলতা ত্যাগপূর্ব্বক স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে ধারণা বলা হইয়াছে—

শুভাশ্রয়ে চিত্তস্থাপনং ধারণা।

সমস্ত বাহ্যান্তর চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাবধান একাগ্রচিত্তে যোগ-সাম্রাজ্য রাজযোগ-অভিলাষী যোগীর কেবলমাত্র নাদই অনুচিন্তন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ নাদাকারা বৃত্তিপ্রবাহ করণীয়। এই স্থলে ধ্যান বলা হইয়াছে ঃ—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

যোগিগণের মনোরূপ চঞ্চল অশ্বের নাদই অশ্বশালার দ্বারের অর্গল-স্বরূপ। এই হেতু যোগীর নিত্য নাদোপাসনা করা কর্ত্তব্য।

নাদরূপ গন্ধক সম্বন্ধের দ্বারা চাঞ্চল্যহরণ হেতু বদ্ধ অর্থাৎ একমাত্র নাদাসক্ত মন, পারদপক্ষে গুটিকাকৃতি প্রাপ্ত, এই হেতু ত্যক্তচাপল্য অর্থাৎ বিষয়াকারপরিণাম পক্ষে লৌল্য—মনই পারদ নিরালম্ব নামক ব্রহ্মাকাশে

গমন করে, পারদপক্ষে আকাশগমন করিয়া থাকে। যেমন বদ্ধ পারদ আকাশে গমন করে তদ্রূপ বদ্ধ মন ব্রহ্মাকারা বৃত্তিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে।

নাদশ্রবণ হেতু মনরূপ সর্প শীঘ্র সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কোন স্থলে ধাবিত হয় না। সর্প যেমন চপল ও নাদপ্রিয় মনও তদ্রূপ। এই শ্লোকে সমাধি বলা হইয়াছে— তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ পাতঞ্জলোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

কাষ্ঠে প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠের সহিত উপশমিত হয় সেইরূপ নাদে প্রবর্ত্তিত চিত্ত নাদের সহিত লীন হইয়া যায়।

ঘণ্টা শঙ্খ মর্দ্দল ঝর্ঝর দুন্দুভি প্রভৃতি নাদে আসক্ত নিশ্চল মনোরূপ হরিণের প্রহরণ নানা বৃত্তিপ্রতিবন্ধ অন্তঃকরণপক্ষে, হরিণপক্ষে হনন শরের ন্যায় দ্রুতগামী বায়ুর সন্ধান সুষুম্নামার্গে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরোধন, হরিণপক্ষে বাণের সন্ধান ধনুতে যোজন—তাহাতে যদি নিপুণ হন তাহা হইলে সুখেই মনোরূপ হরিণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন।

অনাহত শব্দের যে ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় সেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্যোতি স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতির অন্তর্গত মন, সেই জ্যোতিতে মন বিলুপ্ত হয়—তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

যতক্ষণ অনাহতধ্বনি শোনা যায় ততক্ষণ আকাশের সম্যক্ কল্পনা হয়। দয়াল মহারাজ বলেন ঃ—যতদিন অনাহত ধ্বনি শুনা যায় ততদিন আকাশের মত হইয়া থাকা যায়। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ শুনিতে গুণীর ভাব আসিয়া যায়। শব্দের আকাশ গুণত্বহেতু অথবা গুণ ও গুণীর অভেদহেতু মনের সহিত শব্দের বিলয় জন্য শব্দরহিত যে পরব্রহ্ম —তিনিই পরমাত্মা শব্দে কথিত হন।

যাহা কিছু নাদরূপে শোনা যায় তাহাই শক্তি, যাহাতে তত্ত্বসকলের লয় হয় তিনি নিরাকার—তিনিই পরমেশ্বর। সর্ব্ববৃত্তি ক্ষয় হইলে যিনি স্বরূপে অবস্থিত হন তিনি আত্মা।

সর্ব্বদা নাদানুসন্ধানে পাপসমূহের নাশ হয়, নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্গুণ চৈতন্যে মন এবং প্রাণ অবশ্যই লীন হইয়া থাকে।

উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি কোন নাদই কোন সময় শ্রবণ করেন না। দেহ কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি মূর্চ্ছা মরণ—এই পঞ্চ ব্যুথান অবস্থা বিশেষভাবে রহিত করিয়া সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিত যে যোগী মৃতের ন্যায় অবস্থান করেন তিনি মুক্ত এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

শিষ্য। এগুলি নূতন শুনিতেছি।

গুরু। আরও শ্রবণ কর।

সমাধিযুক্ত যোগীকে মৃত্যু ভক্ষণ করে না। শুভাশুভ কর্ম্মে জন্ম-মরণাদি ক্লেশ হয় না। কোন পুরুষের দ্বারা অথবা যন্ত্র-মন্ত্রাদির দ্বারা তিনি জেয় বা নিবর্ত্তনীয় হন না।

সমাধিতে যুক্ত যোগী গন্ধরসরূপস্পর্শ বাহ্য আভ্যন্তর শব্দ আপনার দেহ ও পরের দেহ আদি কিছুই জানিতে পারেন না।

প্রসন্নেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ জাগ্রৎ অবস্থাতে যে যোগী সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন এবং নিঃশ্বাস-উচ্ছ্বাসহীন তিনি নিশ্চিত মুক্ত—জীবন্মুক্তই।

সমাধিযুক্ত যোগী শাস্ত্রের দ্বারা অবধ্য, সমস্ত দেহিগণ তাঁহাকে বলের দ্বারা জয় করিতে সমর্থ হয় না, বশীকরণ আদির দ্বারা বশ করিতে পারে না।

শিষ্য। সমাধিস্থ যোগী মৃতবৎ হন। শ্বাস প্রশ্বাস কোনরূপ ক্রিয়া

থাকে না—তাহা হইলে সমাধিস্থ ও মৃত ইহার প্রভেদ কিরূপে নির্ণয় হয় ?

গুরু। মৃত ব্যক্তির শরীর হইতে গন্ধ নির্গত হইতে থাকে, যোগীর তাহা হয় না এবং দেহকান্তির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হয় না। এইজন্য যতক্ষণ শরীর হইতে গন্ধ নির্গত না হয় ততক্ষণ যোগীর দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত অথবা জলে প্রক্ষেপ করিতে নাই। দুই একদিন তো সামান্য কথা এখনও ৩০।৪০ দিন সমাহিত যোগীর কথা শোনা যায়। অবশ্য আমি হিমালয়স্থিত যোগিগণের কথা বলিতেছি না, তাঁরা বহু বৎসর সমাধিস্থ হইয়া থাকেন।

হঠযোগপ্রদীপিকার শেষ শ্লোক :—

যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্মারুতো মধ্যমার্গে
যাবদ্‌বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ।
যাবদ্ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবদ্ জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ ॥ ১১৪

সুষুম্নায় প্রাণবায়ু বিচরণপূর্ব্বক যতক্ষণ না ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিয়া স্থির হয়, যে কাল পর্য্যন্ত কুম্ভকের দ্বারা প্রাণবায়ুর স্থিরকরণ হেতু বীর্য্য দৃঢ় অচঞ্চল না হয়, যাবৎ চিত্ত সহজ সদৃশ স্বাভাবিক ধ্যেয়াকার বৃত্তিপ্রবাহময় না হয়, তাবৎ কেহ যদি জ্ঞান শব্দ ব্রহ্মাস্মি সোহহং ইত্যাদি বলে, অর্থাৎ আমি জ্ঞানী এইরূপ অভিমান করে, তাহা দম্ভ-মিথ্যাপ্রলাপ—জ্ঞানকথনের দ্বারা আমি জগতে পূজ্য হইব—এই বুদ্ধিতে দম্ভপূর্ব্বক মিথ্যাভাষণ।

শিষ্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তাহা হইলে ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারে না ?

গুরু। না।

চলত্যেষ যদা বায়ুস্তদা বিন্দুশ্চলঃ স্মৃতঃ।
বিন্দুশ্চলতি যস্যাঙ্গে চিত্তং তস্যৈব চঞ্চলম্॥
চলে বিন্দৌ চলে চিত্তে চলে বায়ৌ চ সর্ব্বদা।
জায়তে ম্রিয়তে লোকঃ সত্যং সত্যমিদং বচঃ॥

অমৃতসিদ্ধৌ

যামবস্থাং ব্রজেদ্‌বায়ুর্বিন্দুস্তামভিগচ্ছতি।
যথা হি সাধ্যতে বায়ুস্তথা বিন্দুপ্রসাধনম্॥
মূর্চ্ছিতো হরতি ব্যাধিং বদ্ধং খেচরতাং নয়েৎ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরো লীনো নিশ্চলো মুক্তিদায়কঃ॥

শিষ্য। বায়ু স্থির না হইলে কিছুই হয় না দেখিতেছি।

গুরু। নাদব্রহ্মের উপাসকগণের স্থির অস্থির বায়ুর জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না, নাদব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে বায়ু স্বতঃই লয় হইয়া যায়। অতঃপর তোমায় লয়যোগ-সংহিতায় কথিত নাদের কথা বলিব।

নিষ্পন্নে শ্রূয়তে নাদঃ প্রত্যাহারস্য সাধনে।
অন্তর্জগৎপ্রবেশায় স স্যাদ্ রাজপথোপমঃ॥ ১৫

প্রত্যাহার বর্ণনে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম আদি সাধনের পর প্রত্যাহার সাধননিষ্পন্ন—সিদ্ধিসম্পন্ন—হইলে নাদ শ্রুতিগোচর হয়, সেই নাদ অন্তর্জগৎ প্রবেশে রাজপথের ন্যায়।

মনোন্মন্যৈ নমস্তুভ্যং মহাশক্ত্যৈ চিদাত্মনে।
অশক্যতত্ত্ববোধানাং মূঢ়ানামপি সম্মতম্॥

মনোন্মনী মহাশক্তি চিদাত্মাকে নমস্কার। তত্ত্ববোধে অসমর্থ মূর্খগণেরও অভিমত প্রিয় নাদানুসন্ধান।

হঠযোগপ্রদীপিকায় কথিত নাদানুসন্ধানপ্রকারই বলিয়াছেন—

অধিকন্তু—

প্রত্যাহারাদা সমাধের্নাদভূমিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
নাদশ্রুতেঃ ক্রমোন্মেষো জায়তে ক্রমশস্ততঃ॥
অন্তর্জগদগ্রসরাঃ সাধকাঃ স্যুর্যথা যথা।
নাদ এব মহদ্ব্রহ্ম পরমাত্মা পরঃ পুমান্॥

প্রত্যাহার হইতে ধারণা ধ্যান সমাধি পর্য্যন্ত নাদের ভূমি, সাধক যেমন যেমন অন্তর্জগতে অগ্রসর হন, নাদশ্রবণের অবিচ্ছেদ প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ক্রমে সাধক ধারণাদি ভূমিরূপ অন্তর্জগতে অগ্রসর হন।

স্থূলধ্যানাচ্ছতগুণং জ্যোতির্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ততোঽপি বিন্দুধ্যানস্য ফলং শতগুণং ভবেৎ॥

স্থূলধ্যান হইতে জ্যোতির্ধ্যান শতগুণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইতে বিন্দুধ্যান শতগুণ। অতি সূক্ষ্মতম বিন্দুধ্যান যত্নসহকারে গোপন করা কর্ত্তব্য।

কৃপয়া গুরুদেবস্য মহামায়াপ্রসাদতঃ।
বিন্দোর্ধ্যানস্যোপলব্ধির্জায়তে সাধকস্য বৈ॥ ১২

ধ্যানবর্ণন

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় মহামায়ার প্রসাদেই সাধকের বিন্দুধ্যান উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যোগসাধনাভিজ্ঞ যোগিরাজ পরমগুরু বিন্দুধ্যানের উপদেশ দান করিয়াই শিষ্যের পরম মঙ্গল সাধন করেন।

নাদধ্বনি শ্রবণ করত যখন প্রত্যাহার দৃঢ় হয়—অবস্থা ভেদে উত্তর উত্তর নাদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার সাহায্যে ধারণার সিদ্ধি এবং

ধ্যানেরও সিদ্ধি হয়। ধারণাতে কিঞ্চিৎ জ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে, ক্রমে ধারণার সহিত জ্যোতি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

ধূম্রনীহারখদ্যোতশশিসূর্য্যাগ্নিভেদতঃ।
ভেদাচ্চ পঞ্চতত্ত্বস্য বিকাশো জ্যোতিষো ভবেৎ॥ ১৬

ধূম, নীহার, জোনাকী, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি ভেদে এবং পঞ্চতত্ত্বের ভেদ হইতে জ্যোতির প্রকাশ অর্থাৎ উন্মেষ হয়। ধারণা দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত হইলে সাধকের সিদ্ধি উৎপন্ন হয়। ধারণা সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মের ন্যায় শক্তিরূপ পরমাত্মদর্শন বিন্দুধ্যানে নিত্য উত্তমরূপে সঞ্জাত হয়, গুণসম্পন্ন-রূপ তত্ত্বেই বিন্দুধ্যান প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

জন্মজন্মান্তরপ্রাপ্তসাধনক্রিয়য়া ভবেৎ।
বিন্দুধ্যানোপলব্ধির্হি যোগিনঃ সাধকস্য বৈ॥ ১৯

জন্ম জন্মান্তর প্রাপ্ত সাধন ক্রিয়ার দ্বারা যোগী সাধকেরই বিন্দুধ্যানের উপলব্ধি (প্রতীতি) হইয়া থাকে।

শিষ্য। বিন্দু কি রকম ?

গুরু। অতি সূক্ষ্মতম চিৎকণা বিন্দু, ভিতরে এবং বাহিরে দেখা যায়, দেখা যাইলেও কত সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না।

ইহাতে ওঙ্কারক্রিয়া এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবস্যাঙ্গং স সাক্ষাদীশ্বরোঽব্যয়ঃ॥

শিষ্য। ইনি অখণ্ড নাদকে প্রণবের অঙ্গ বলিয়াছেন।

গুরু। পর প্রণবের অঙ্গ তো বটেই, অপর প্রণবেরও মুখ্য অঙ্গ। তারপর নাদ শ্রুতির সম্যক্ উন্নতি হইলে গুরুগণ এই সাধনবিধি শিষ্যগণকে উপদেশ করেন; ইহার সেই ক্রিয়া দুই প্রকার, প্রথম আধার হইতে সমুত্থিত এবং সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত সেই নাদে মনের লয়

হয়। দ্বিতীয়, আজ্ঞাচক্র ও কূর্ম্মচক্র যুক্তিসহকারে, উভয়কে সংযোজিত করিয়া, যাহা হইতে নাদ উৎপন্ন হয় তাহাতে অবস্থান করত সেই স্থানে যোগী অক্ষয় আত্মারামত্ব প্রাপ্ত হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে এই ক্রিয়া প্রযত্নসহকারে গোপনীয়।

শিষ্য। গুরু উপদেশ ব্যতীত আজ্ঞাচক্র কূর্ম্মচক্রের যোজনাপ্রকার জানা যাইবে না, শুধু শ্রবণ অশ্রবণেরই তুল্য।

গুরু। সমাধিবর্ণনা শ্রবণ কর ঃ—

সরিৎপতৌ পতিত্বাম্বু যথাভিন্নমিয়াল্লয়ম্।
তথাভিন্নং মনস্তত্র সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥ ১
সলিলং সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ।
তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে॥ ২
মহাভাবো মহাবোধো মহালয় ইতি ক্রমাৎ।
ত্রিধা সমাধির্ভবতি প্রোক্তমেতন্মহর্ষিভিঃ॥ ৩
প্রশস্তলয়যোগস্য সমাধির্হি মহালয়ঃ।
নাদস্য বিন্দোঃ সাহায্যাৎ সমাধিরধিগম্যতে॥ ৪
নাদস্য বিন্দোশ্চৈকত্বে মনস্তত্র বিলীয়তে।
দৃশ্যনাশাৎ তদা দ্রষ্টুরূপমেতি প্রকাশতাম্॥ ৫
প্রশস্তং সাধনমিদং সমাধির্ব্যপদিশ্যতে।
ব্রহ্মনিষ্ঠৈর্গুরুপরৈঃ প্রাপ্যোঽসৌ সুদৃঢ়ব্রতৈঃ॥ ৬

সাগরে জল পতিত হইয়া যেমন অভিন্নভাবে লয় হয়, সেইরূপ তাঁহাতে অপৃথক্ মন সমাধি লাভ করে। জল ও সৈন্ধব একত্র করিলে যেমন সমত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মা এবং মনের ঐক্য সমাধি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মন্ত্রযোগে মূর্ত্তিধ্যানের দ্বারা মহাভাব, হঠযোগে

জ্যোতির্ধ্যানদ্বারা মহাবোধ এবং লয়যোগে বিন্দুধ্যানের প্রভাবে মহালয় নামক সমাধি সঞ্জাত হয়। লয়যোগের মহালয় সমাধিই উত্তম, যোগী নাদ এবং বিন্দুর সাহায্যে তাহা লাভ করেন, নাদ ও বিন্দুর একত্ব হইলে মন সেই স্থানে লীন হয়, দৃশ্যনাশহেতু তখন দ্রষ্টার রূপপ্রকাশ অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়। এই প্রশংসনীয় উত্তম সাধনের দ্বারা সমাধি লাভ হয়। ইহা সুদৃঢ়ব্রত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপরায়ণ সাধকগণেরই প্রাপ্তব্য।

শিষ্য। ইহার নাম কৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি। ভক্তগণ তো এরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন না। সেবাই ভক্তের কাম্য।

গুরু। যে ভক্ত যেরূপ ভাবে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি সেই রূপেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। যোগিগণ সেই মুক্তি চান। ভক্তও যখন ভগবদ্‌ধ্যানলীলা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান, তখন তাঁহারও এই অবস্থা হয়।

শিষ্য। এতে কি ভক্ত তৃপ্ত হন?

গুরু। না। ভক্ত ভগবান্‌কে চান। এক অদ্বয় জ্ঞানের নামই ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্। জ্ঞানীর কাম্য নির্বিশেষ পরমাকাশ। যোগীর কাম্য অপরিমিত জ্যোতি পরমাত্মা এবং ভক্তের ঈপ্সিততম ভগবান্। এই নাদের দ্বারা জ্ঞানী যোগী ভক্ত সকলেই স্ব স্ব প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। নাদ শুনিতে শুনিতে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়?

গুরু। নিশ্চয়ই হয়।

অতঃপর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কথা শ্রবণ কর :—

সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষ-
লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।

নাদানুসন্ধানসমাধিমেকং
মন্যামহে নান্যতমং লয়ানাম্ ॥ ২
সরেচপূরৈরনিলস্য কুম্ভৈঃ
সর্ব্বাসু নাড়ীষু বিশোধিতাসু।
অনাহতাদম্বুরুহাদুদেতি
স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধঃ ॥ ৩
নাদানুসন্ধান নমোঽস্তু তুভ্যং
ত্বাং সাধনং তত্ত্বপদস্য জানে।
ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং
বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে ॥ ৪ যোগতারাবলী

"এ সংসারে সদাশিব কথিত সপাদ একলক্ষ লয়যোগ বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে একমাত্র নাদানুসন্ধানরূপ সমাধিকে আমি সমস্ত লয়ের শ্রেষ্ঠ মনে করি। বায়ুর রেচক পূরক কুম্ভক দ্বারা সমস্ত নাড়ী বিশেষরূপে শোধিত হইলে অনাহত পদ্ম হইতে আত্মলাভের উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হয়।

হে নাদানুসন্ধান! তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার। আমি তোমাকে তত্ত্বপদের সাধন বলিয়া জানি, তোমার অনুগ্রহে প্রাণবায়ুর সহিত আমার মনঃ ব্রহ্মপদে বিলীন হইবে।" (২।৩।৪)

শিষ্য। নাদানুসন্ধানকে তত্ত্বপদের সাধন বলিতেছেন—তাহা হইলে নাদকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

গুরু। হঁা—অন্যত্র তিনি নাদকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন :—

চারুস্মিতং সোমকলাবতংসং
বীণাধরং ব্যক্তজটাকলাপং।

উপাসতে কেচন যোগিনস্ত-

মুপাত্তনাদানুভবপ্রমোদম্ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র

যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা যাঁহার শিরোভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার জটাকলাপ বিস্তৃত, নাদানুসন্ধান যোগ দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত—তাঁহাকে কোন কোন ভাগ্যবান্ যোগী উপাসনা করিয়া থাকেন।

সগুণব্রহ্ম দক্ষিণামূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্করকে নাদানুসন্ধানরূপ যোগ দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত বলিলেন। এই নাদ নির্গুণ নাদ। শুধু এ নাদ কেন, নাদই নির্গুণ। ওঙ্কার উপাসনা নির্গুণ উপাসনা বলিয়া কথিত হয়।

প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ।

ক্বচিৎ সগুণতাপ্যুক্তা প্রণবোপাসনস্য হি ॥ ১৪৭

পঞ্চদশী ৯ম পরিচ্ছেদ

প্রণবের উপাসনা প্রায় নির্গুণরূপে সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে, কচিত্ তাহার সগুণত্ব কথিত হইয়াছে।

সোঽকামো নিষ্কাম ইতি হ্যশরীরো নিরিন্দ্রিয়ঃ।

অভয়ং হীতি মুক্তত্বং তাপনীয়ে ফলং শ্রুতম্ ॥ ৪৪১ ঐ

নির্গুণ উপাসনায় মোক্ষফল বিষয়ে প্রমাণ—"সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম" ইত্যাদি তাপনীয় শ্রুতি বাক্যে নির্গুণ উপাসনায় মুক্তিফল শ্রুত আছে।

"সেই অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম, তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এই স্থানেই লীন হয়, **ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি**।" ওঙ্কার উপাসনার সদ্য মুক্তিফল তাপনীয় শ্রুতি বলিয়াছেন।

১৪৩ সূত্রে মীমাংসা করিয়াছেন—নিষ্কাম প্রণব উপাসনায় মুক্তি এবং সকাম প্রণব উপাসনায় সত্যলোক প্রাপ্তি হয়। আমার একথা উত্থাপনের কারণ বুঝিয়াছ ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। প্রণব-উপাসনাই যখন নির্গুণ উপাসনা, তখন নাদের উপাসনা নিশ্চয় নির্গুণ উপাসনা। আমার সন্দেহ এই যে, নাদ যখন শ্রুতিগোচর হয়—তখন নাদ কি প্রকারে নির্গুণ হইতে পারেন ?

গুরু। পুরুষের চেষ্টার দ্বারা যে শব্দ উত্থিত হয় তাহাকে তুমি সগুণ বলিতে পার, কিন্তু যে অনাহত ধ্বনি স্বতঃ উত্থিত হইতেছে, যাহাকে নিবারণ করিবার শক্তি কাহারও নাই, তাহাকে তুমি সগুণ কি করিয়া বলিবে ? নাদ যিনি, নাদের শ্রোতাও তিনি। তিনিই নাদরূপে লীলা করিতেছেন এবং কর্ণের কর্ণরূপে নাদ শুনিতেছেন। আরও এক কথা, পরমাত্মা যখন নির্গুণ তখন তাঁহার নাম ওঙ্কারও নির্গুণ। ওঙ্কারের মুখ্য অঙ্গ নাদ কি প্রকারে সগুণ হইতে পারেন ?

নাদঃ পরঃ পুমানীশো নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ঃ শিবঃ ॥ শিবপুরাণ
নাদ এব মহদ্ব্রহ্ম পরমাত্মা পরঃ পুমান্ ॥ লয়যোগসংহিতা
নাদঃ পরমঃ পুরুষঃ ॥ নাদলিঙ্গং চিদাত্মকম্ ॥

যোগশিখোপনিষৎ

তন্ত্রে চিৎ অচিৎ মিশ্রিত নাদ—একথা বলা হইয়াছে। পরা নাদই চিন্নাদ। অতঃপর যোগতারাবলীর কথা শ্রবণ কর—

ব্রহ্মরন্ধ্রগতে বায়ৌ গিরেঃ প্রস্রবণং ভবেৎ।
শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ৩০

প্রাণবায়ু যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে, অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মে অবস্থান করে, তখন গিরির (মেরুর) প্রস্রবণ হয়, অর্থাৎ সহস্রদল পদ্ম হইতে

সুধা ক্ষরিত হয়, তখন যোগী শ্রবণাতীত অর্থাৎ অপূর্ব্ব নাদ (ধ্বনি) শ্রবণ করেন। মুক্তির সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

প্রবোধসুধাকর বলিয়াছেন :—

যাবৎ ক্ষণং ক্ষণার্দ্ধং বা স্বরূপচিন্তনং ক্রিয়তে।
তাবদ্ দক্ষিণকর্ণে সংশ্রূয়তেঽনাহতশব্দঃ॥ ১৪৪
সিদ্ধ্যারম্ভ-স্থিরতা-বিশ্রম-বিশ্বাস-বীজ-শুদ্ধীনাম্।
উপলক্ষণং হি মনসঃ পরমং নাদানুসন্ধানম্॥ ১৪৫
ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খাদ্যাহত-নাদে মনঃ ক্ষণং রমতে।
কিং পুনরনাহতেঽস্মিন্ মধুমধুরেঽখণ্ডিতে স্বচ্ছে॥ ১৪৬
চিত্তং বিষয়োপরমাৎ যথা যথা যাতি নৈশ্চল্যং।
বেণোরিব দীর্ঘতরস্তথা তথা শ্রূয়তে নাদঃ॥ ১৪৭
নাদাভ্যন্তরবর্ত্তি জ্যোতির্যদ্ বর্ত্ততে চিরম্।
তত্র মনোলীনং চেন্ন পুনঃ সংসারবন্ধায়॥ ১৪৮
পরমানন্দানুভবাৎ সুচিরং নাদানুসন্ধানাৎ।
শ্রেষ্ঠশ্চিত্তলয়োঽয়ং সংস্বন্যলয়েষ্বনেকেষু॥ ১৪৯

যতক্ষণ ক্ষণার্দ্ধকাল স্বরূপের চিন্তা করা যায়, ততক্ষণ কিন্তু দক্ষিণ কর্ণে অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধি আরম্ভ স্থিরতা বিশ্রাম বিশ্বাস বীজ এবং শুদ্ধির উপলক্ষণই মনের পরম নাদানুসন্ধান। যখন ভেরী মৃদঙ্গ শঙ্খ প্রভৃতির আহত নাদে ক্ষণকালের নিমিত্ত মনের রতি হয়, তখন মধু হইতেও সুমধুর অখণ্ডিত অতি পবিত্র অনাহত নাদে যে মন রমণ করিবে তাহার সন্দেহ কি ?

বিষয়ের উপরমনিবন্ধন চিত্ত যে প্রকার নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয় ক্রমে সে প্রকার বেণুর শব্দের ন্যায় দীর্ঘতর অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

নাদের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি রহিয়াছে, তাহা যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং তাহাতে যদি চিত্ত বিলীন হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসার-বন্ধন হয় না। অন্যবিধ লয় অনেক থাকিলেও নাদানুসন্ধান হইতে উৎপন্ন বহুকালব্যাপী পরমানন্দানুভব হইতে চিত্তের যে লয় তাহাই শ্রেষ্ঠ।

মঠাম্নায়সেতুতে এইরূপ কথিত আছে :—

সপ্তমে নিষ্কলাম্নায়ে শুদ্ধঃ শ্রীআনন্দমঠঃ।
সম্প্রদায়ো ব্রহ্মানন্দঃ শ্রীগুরোঃ পাদুকে তথা॥
তত্রানুভূতিক্ষেত্রং স্যাদ্বিশ্বরূপোঽস্য দেবতা।
দেবী চৈতন্যশক্তিঃ স্যাদাচার্য্যঃ সদ্‌গুরুস্ততঃ॥
নাদস্য শ্রবণং তীর্থং জন্মমৃত্যুবিনাশনম্।
পূর্ণানন্দক্রমেণৈব সন্ন্যাসং তত্র চাশ্রয়েৎ॥

সপ্তম নিষ্কল আম্নায়ে শুদ্ধশ্রী আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ শ্রীগুরুপাদুকা সম্প্রদায়, ক্ষেত্র অনুভূতি, বিশ্বরূপ দেবতা, দেবী জাগ্রতা কুণ্ডলিনী চৈতন্যশক্তি, আচার্য্য সদ্‌গুরু, জন্মমৃত্যুবিনাশন নাদের শ্রবণ তীর্থ, ক্রমে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে।

শিষ্য। পূর্ণানন্দক্রম কি ?

গুরু। সাধ্যযোগে দীক্ষাক্রম সপ্ত প্রকার—মন্ত্রদীক্ষা, শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা ও পূর্ণদীক্ষা।

শিষ্য। মন্ত্রদীক্ষাদির কি প্রকার ?

গুরু। কুলদেবতার মন্ত্র গ্রহণানন্তর পুরশ্চরণ করিবে, তারপর শাক্তাভিষিক্ত হইবে—ইহার নাম মন্ত্রদীক্ষা। শাক্তাভিষেক :—শাক্তাভিষিক্ত হইয়া বার, তিথি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর পুরশ্চরণ করিবে। তারপর নক্ষত্র, গ্রহ, করণ, যোগ ও সংক্রান্তি

পুরশ্চরণ করিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হইবে। পূর্ণাভিষেক ঃ—পূর্ণাভিষিক্ত হইলে ষট্‌কর্ম্মের (মারণাদির) অধিকার জন্মে, তাহা করিবে না। ব্রহ্মমন্ত্র জপ, পাদুকামন্ত্র জপ, রহস্য পুরশ্চরণ, বীর পুরশ্চরণ, দশার্ণমন্ত্র শ্রবণ, বীর সাধন, চিতা সাধন, যোগিনী সাধন, মধুমতী সাধন, সুন্দরী সাধন, লতা সাধন, শ্মশান সাধন, শিবাবলি, চক্রানুষ্ঠান। অনন্তর ক্রমদীক্ষা ঃ—ককারকূটস্তোত্র, মেধা সাম্রাজ্য স্তোত্র পাঠ, কালী তারা ও ত্রিপুরা দেবীর রহস্য পুরশ্চরণ। ক্রমদীক্ষায় দীক্ষিত না হইলেও পূর্ণাভিষিক্তের সকল কার্য্য করিবার অধিকার আছে। সাম্রাজ্যদীক্ষা হওয়ার পর ঊর্দ্ধাম্নায় অধিকার—পরাপ্রসাদ মন্ত্র অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বর মন্ত্র সাধন এবং মহাষোঢ়া মন্ত্র জপ করিবে।

শিষ্য। "হংস" মন্ত্রই তো অর্দ্ধনারীশ্বর মন্ত্র ?

গুরু। হাঁ—তারপর মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা। মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা হইলে যোগ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সাধন করিবে।

শিষ্য। মহাসাম্রাজ্যদীক্ষায় কি "সোঽহং" মন্ত্র জপ করিতে হয় ?

গুরু। হাঁ বৎস। শেষে পূর্ণদীক্ষা। পূর্ণদীক্ষা হইলে সহজ জ্ঞান প্রাপ্তি, সর্ব্বসাধন ত্যাগ, অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি মহাবাক্য সকলের জ্ঞানলাভপূর্ব্বক অদ্বৈতভাব গ্রহণ, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্য—সেই ব্রহ্ম আমিই—ইত্যাকার জ্ঞান করিবে। সাধন করিতে করিতে এতদূর আসিয়া পহুঁছিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। ইহাই সাধনের চরম ফল, তখন আর মায়া মমতা কিছুই থাকিবে না—একবারে সর্ব্বপ্রকার আসক্তিশূন্য হইবে, অহঙ্কারশূন্য হইবে এবং জীবন্মুক্ত হইবে। তাহা হইলেই সংসারের সাধ মিটিয়া যাইবে। আর সংসারে আসিতে হইবে না, জীবিত অবস্থায় জীবন্মুক্ত হইয়া থাকিবে এবং অন্তে মোক্ষলাভ করিবে।

শিষ্য। তান্ত্রিক সাধনা খুব শক্ত দেখিতেছি।

গুরু। সাধন কঠিন ত বটেই, তবে যাঁহারা সিদ্ধগুরুর কৃপা প্রাপ্ত হন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তান্ত্রিক সাধনায় সপ্তাচার ও তিনটি ভাব আছে—বৈদিক আচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত। সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত, কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত।

শিষ্য। এই পথে নাদ জ্যোতিঃ আছে?

গুরু। নাদ জ্যোতিঃ ভিন্ন তো পথ নাই, এই পথেই সকলকে যাইতে হয়। তারপর জ্ঞানী যোগী ও ভক্ত স্ব স্ব অভিমত নির্ব্বিশেষ পরমাকাশ ব্রহ্ম, অপরিমিত জ্যোতি পরমাত্মা, এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

৺৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

শ্রীমতে সদ্‌গুরবে দাশরথয়ে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত

অষ্টম হিল্লোল

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায় সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাস-বিলাসায় ওঙ্কারায় নমঃ॥

নাদং নাদিতশাস্ত্রবৃন্দধরণং শাস্ত্রৈকবেদ্যং শুভং
শাস্ত্রাবাদিকৃপালুপাদরসিকৈঃ সাক্ষাৎ কৃতং সর্ব্বদা।
শাস্ত্রং শাসনরূপদিব্যমমলং প্রোৎসাহনোদ্দণ্ডনং
শব্দব্রহ্ম নিরস্তদোষমমলং নিত্যোৎসবেশং ভজে॥

অর্দ্ধমাত্রামমাত্রাঞ্চ দেবতাং বিজলোজ্জ্বলাম্।
ওঙ্কাররূপিণীং দেবীং নিত্যং বন্দে সুনির্ম্মলাম্॥

সুষুম্নায়ৈ কুণ্ডলিন্যৈ সুধায়ৈ চন্দ্রজন্মনে।
মনোন্মন্যৈ নমস্তুভ্যং মহাশক্ত্যৈ চিদাত্মনে॥

আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তং ভূতানি ব্যাপ্য জীববৎ।
জনকং যৎ পরং বস্তু তারকং তং নমাম্যহম্॥

গুরু। এইবার কবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণ নাদের কথা যেরূপ বলিয়াছেন শ্রবণ কর।

জঁহসে আয়ে অমর ব দেশরা।
না হুরাঁ ধরতী ন পৌন অকসরা॥
না হুরাঁ চাঁদ স্বূরজ পরগস্রা।
না হুরাঁ ব্রাহ্মণ শূদ্র ন শেখরা॥
না হুরাঁ ব্রহ্মা ন বিষ্ণু মহেশ্বর।
না যোগী জঙ্গম দরবেশরা॥
কহৈঁ কবীরলৈ আয়ন সন্দেসরা।
সার স্থর গহৌ চলৌ রহি দেসরা॥ ৬০৫

সানুবাদ দোহাবলী

তুমি যে স্থান হইতে আসিয়াছ সেই দেশ অমর—তথায় পৃথিবী নাই, বায়ু নাই, আকাশ নাই; তথায় চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ নাই; তথায় ব্রাহ্মণ নাই, শূদ্র নাই বা শেখ (মুসলমান) নাই; সে স্থানে ব্রহ্মা নাই, বিষ্ণু নাই, মহেশ্বর নাই; সেখানে যোগী নাই, গতিশক্তিশালী সাধারণ জীব নাই; দরবেশও নাই। আমি এই সকল সমাচার লইয়া আসিয়াছি। সেই পূর্ণ স্বরের অর্থাৎ অখণ্ড নাদের মধ্যে ডুবিয়া থাক এবং তথায় চল।

সাধো সহজৈ কায়া সোধো।
যৈঁছে বটকাবীজ তাঁহিমে, পত্র ফল ফুলছায়া।
কায়ামদ্ধ্যে বীজ বিরাজে, বীজ মদ্ধে কায়া॥

আগ্নি পবন পানী পিরথী নভ, তাবিন মিলৈ নাহী।
কাজী পণ্ডিত করো নিরণয় কোন আপামাহী ॥
জলভর কুম্ভ জলৈ বীচ ধরিয়া বাহর ভীতর সোই।
উনকো নাম কহন কো নাহী, দুধা ধোখা হই ॥
কহেঁ কবীরা শুন ভাই সাধো, সত্য শব্দ নিজ সারা।
আপামদ্ধে আপৈ বোলে, আপৈ সিরজনহারা ॥ ৬০৯ ঐ

হে সাধো! সরলচিত্তে দেহের পবিত্রতা সাধন কর। বটবীজের অভ্যন্তরে যেমন সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষ ফল ফুল ও ছায়া অবস্থিত, সেইরূপ দেহের ভিতর বীজ আর বীজের ভিতর দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে। বহ্নি বায়ু সলিল ক্ষিতি ব্যোম—কিছুই তাঁহাকে ছাড়া পাওয়া যায় না। কাজী ও পণ্ডিত—তোমরা উভয়ে মিলিয়া এই কথাটি স্থির কর যে, সেই আত্মার ভিতর কি না আছে। জলপূরিত কলস জলের ভিতরই অধিষ্ঠিত; বাহিরেও জল, ভিতরেও জল; পাছে দ্বৈতের সন্দেহ জন্মে এ হেতু উহার নাম বলিতে নাই অর্থাৎ নাম বলিতে গেলেই পরব্রহ্ম এবং বক্তা দুইই আসিয়া পড়ে। হে সজ্জন! স্বীয় সার সেই সত্য শব্দ (নাদ) শ্রবণ কর; সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম আপনার ভিতর আপনি গাইতেছেন, আপনিই সে গানের প্রণেতা, বক্তা ও শ্রোতা। ৬০৯

শিষ্য। বাক্যপদীয়েতে ঠিক এই কথা আছে। গ্রাহ্য ও গ্রাহক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

গুরু। হাঁ।

বুঝ বুঝ পংডিত পদ নির্ব্বাণ।
সাঁজ পরে কহঁবা বসে ভান ॥
উচঁ নীচ পর্ব্বত ঢেলানা ঈট।
বিনু গায়ন তহঁবা উঠে গীত ॥

চাহন প্যাস মংদির নহিঁ জহঁবা।
সহস্রৌ ধেনু দুহাবৈ তহঁবা॥
নিত অমাবস নিত সংক্রাত।
নিত নিত নবগ্রহ বৈঁঠে পাঁত॥
মৈঁ তো হি পুছৌ পংডিত জনা।
হৃদয়া গ্রহণ লাগু কেহিখনা॥
কহহিঁ কবীর ইতনো নহি জান।
কৌন শব্দ গুরু লাগা কাণ॥

হে তত্ত্বজ্ঞ নির্ব্বাণ পদটি বুঝিয়া গ্রহণ কর। সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য্য কোথায় থাকেন? তথায় উচ্চ নাই, নীচ নাই, ঢেলা নাই, পর্ব্বত নাই, ইট নাই। কেহ গাহিতেছে না অথচ অনুক্ষণ তথায় গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে (অনাহত নাদ)। তথায় মন্দির নাই, বিচারক নাই, তৃষ্ণা নাই, তথায় সহস্র সহস্র গাভী যুগপৎ দোহন হইতেছে। তথায় নিত্য অমাবস্যা বিদ্যমান; নিত্য পৌর্ণমাসী বিরাজিত, তথায় সর্ব্বদা নবগ্রহ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে। হে তত্ত্বজ্ঞ, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—কোন্ ক্ষণে হৃদয়ের গ্রহণ উপস্থিত হয়? তুমি যদি এটুকুও না জান, তাহা হইলে গুরু কোন্ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করাইয়াছেন? ৬১২

গগন মণ্ডল বীচমে, যাঁহা সোহং গম ডোরি।
সব্দ অনাহদ হোত হৈ, সুরত লগী তাঁহা মোরি॥ ১
কবীর কমল প্রকাসিয়া, উগা নির্ম্মল সুর।
রৈন আঁধরী মিটি গই, বাজৈ অনহদ তুর॥ ২
নির্ঝর ঝরৈ অনহদ বাজৈ, তব উপজৈ ব্রহ্ম গিয়ান।
অবিগতি অংতর প্রগটহী, লগা প্রেম নিজ ধ্যান॥ ৩

দাসবোধ-গ্রন্থে রামদাস স্বামী বলিয়াছেন—

নাদরূপ জ্যোতিরূপ চৈতন্যরূপ।
সত্তারূপ সাক্ষরূপ স্বস্বরূপ ঐসীং নামেং ॥

শিষ্য। শিবাজীর গুরু ইনি তো?

গুরু। হাঁ। নানকজী বলিয়াছেন—

কৈসি অবরহি হোই,
ভব খণ্ডনা তেরি আরতি।
অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী ॥

জয় জয় জয় হে আরতি।
যোগীর হৃদয় মাঝে
অনাহত ভেরী বাজে
ওহে ভব খণ্ডন মহান্ আরতি ॥

জপজী দরবেশ

হুক্‌মৈ অন্দরি সভকো, বাহর হুকুমন কোই।
নানক হুক্‌মৈ জেবু ঝৈত ইতমে কহৈ ন কোই ॥ ৬ ঐ

সর্ব্বঘটে বিরাজিত অনাহত ধ্বনি,
অগম্য তাঁহার তত্ত্ব চির গুপ্ত খনি ;
হুকুম যে বুঝে তার সরে না বচন,
আমি আমি ব্যর্থ বাণী কহে না সে জন।
জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত তার মহিমার বনে,
নানক তাহার তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।

গুরুমুখি নাদং গুরুমুখি বেদং
গুরু মুখি রহিয়া সমাই ॥ ৫ ঐ

গুরু মুখে নাদ ধ্বনি গুরু মুখে বেদবাণী
গুরু জ্ঞানদাতা মন, রাখ পদে রতি।
মজ মন নাম গানে তাঁর গুণ শুন কাণে
সকল যাতনা হতে পাইবে মুকতি ॥

বাজে নাদ অনেক অসংখ্য কে তে বা বন হারে ॥ ২৭
চারিদিকে স্তব স্তুতি অসংখ্য কে জানে কত,
অনিন্দ্য রাগিণী ধ্বনি শুনা যায় অবিরত।

ভূপতি গিয়ান্ দয়া ভাণ্ডারণ, ঘটঘট বাজহি নাদ।
আপি নাথ নাথী সব জাকী, রিধি সিধি অবরাসাদ ॥২৯ ঐ
গিয়ান খণ্ড নহি গিয়ান পরচণ্ড।
তিথৈ নাদ বিনোদ কোড় আনন্দ ॥ ৩৬ ঐ
স্বতঃ প্রকাশিত দিব্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-মণি,
বিনোদ নিনাদে তার কোটি আনন্দের খনি ॥

পঞ্চম শিখ গুরু অর্জ্জুনদেব সুখমনীতে বলিয়াছেন।
শুংন সমাধি অনিহত তহ নাদ।
কহন নবই অচরজ বিসমাদ ॥ ১।২৩ অঃ
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অনাহত ধ্বনি।
সে আশ্চর্য্য বার্ত্তা নহে প্রকাশ্যক খনি ॥ দরবেশ
জৈ জৈ শবদ অনাহদ বাজৈ।
শুনি শুনি অনদ করে প্রভু গাজৈ ॥ ৩ ঐ
অনাহত ধ্বনি কর্ণে বাজে জয় জয়।
সুখে সেই শব্দ শুনে প্রভুরে দেখয় ॥ ঐ

শিষ্য। ইহারা তাহা হইলে নাদের সাধক ?

গুরু। হাঁ, ইঁহাদের পূর্ব্বেও বহু নাদের সাধক ছিলেন—দাদু সাহেবের কথা শ্রবণ কর।

(দাদূ) সবদৈঁ বংধ্যা সবরহৈ, সবদৈঁ সবহী জায়।
সবদৈঁ হী সব উপজৈ, সবদৈঁ সবৈ সমায়॥ ১

(দাদূ) সবদৈঁ হী সচু পাইয়ে, সবদৈঁ হী সন্তোষ।
সবদৈঁ হী ইন্দ্রির ভয়া, সবদৈঁ ভাগা সোক॥ ২

য়ারী সাহেব বলিয়াছেন—

বাজ অনহদ বাঁস্থরী তির বেনীকে তীর।
রাগ ছতীসী হোই রহে গরজ্ঞ গগন গঁভীর॥ ৪
আট পহর নিরখত রহৌ, সম্মুখ সদা হুজুর।
কহয়ারী ঘরহী মিলে, কাহে জাতে দূর॥ ৫
জৈসে তিলমে ফুলজো বাগ জো রহা সমায়।
ঐ সে সবদ শজীবনী, সব ঘট স্থরতি দিখায়॥ ১
কহ দরিয়া সংতয়হ, সবদহি করো বিচার।
জব হীরা হিরংবর হৈ, তব ছুটি হৈ সংসার॥ ২

শুকদেবশিষ্য চরণদাসজীর বাণীগুলি বড় মিষ্ট—

অনহদ সরদ অপার দূর স্থঁদূর হৈ।
চেতন নির্ম্মল স্থদ্ধ দেঁহ ভরপুর হৈ॥ ১
নিঃচ্ছর হৈ তাহি, ঔর নিঃকর্ম্ম হৈ।
পরমাতম তেহি মানি, বহী পরব্রহ্ম হৈ॥ ২

সন্তবাণীসংগ্রহ

শিষ্য। ইনি নাদকেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম বলিলেন।

গুরু। হাঁ। অতঃপর **সন্ত বা রাধাস্বামী** মত শ্রবণ কর।

সন্তেরা ধ্বন্যাত্মক বর্ণাত্মক শব্দকেই নাম বলেন। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের উপর হইতে আইসে—তাহা ধ্বন্যাত্মক। যাহা লিখনে বাক্যকথনে ব্যবহৃত হয়, তাহা বর্ণাত্মক। নাম দুইপ্রকার—প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, ওঁকার তাঁহার প্রাকৃতিক নাম।

সন্তগণ বলেন সূর্য্যকিরণ যেমন সূর্য্যের অংশ, জীবও সেইরূপ সত্যপুরুষ রাধাস্বামীর অংশ। জীবকে ইঁহারা সুরত বলেন।

আদি শব্দের নাম স্বামী, আদি সুরতের নাম রাধা। আদিতে যখন সর্ব্বাধিপতির প্রকাশ হয় তখন সর্ব্বাগ্রে শব্দ হইয়াছিল, ঐ শব্দই স্বামী। সেই শব্দ হইতে যে ধারা নির্গত হইয়াছিল তাহার নাম আদি সুঁরত।

প্রেমীর নাম রাধা, প্রিয়তম বা প্রেমাস্পদের নাম স্বামী ; স্বামী সিন্ধুরূপ জলরাশি সদৃশ ও রাধা তাহার তরঙ্গস্বরূপ। যেমন জল ও তরঙ্গে কোন বিভেদ নাই, তদ্রূপ রাধা স্বামী এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই।

৬। প্রশ্ন। সুরতের ধারাকে জীবন ও আত্মার প্রবাহ বলে—ইহাকে কি প্রকারে অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে হয়?

৬। উত্তর। সুরতের ধারাই অমৃতপ্রকাশ এবং শব্দের ধারা—ইহাকে নাদ বা গুপ্তধ্বনি বলে। ইংরাজীতে ইহাকে ওয়ার্ড বলে। আদিতে শব্দের দ্বারা সর্ব্বাধিপতির প্রকাশ হইয়াছিল এবং সেই শব্দের ধারা প্রত্যেক স্থানে বা মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া রচনা করিতে করিতে নিম্নে আসিয়াছে। এই ধারার দ্বারা মনুষ্য ও যাবতীয় জীবজন্তু সচেতন আছে, এবং এই ধারাই যেস্থানে যেরূপ সৃষ্টির উপযোগী পদার্থ আছে

সেই স্থানে সেইরূপ রচনা করিয়াছে। বাস্তবিক শব্দই সকলের কর্ত্তা এবং এই শব্দই বেদে শব্দব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পারস্য ভাষায় ইহাকে কলাম ঈলাহী ও কুদরৎ অর্থাৎ ঈশ্বরবাণী ও ঐশী শক্তি বলে। এবং ইংরাজী ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে "আদিতে শব্দ, ঐ শব্দ ঈশ্বরের সহিত ছিল, ঐ শব্দই ঈশ্বর ছিল।"

আর ইহাও সকলে অবগত আছেন যে, শব্দের ন্যায় পথপ্রদর্শক এবং উদ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে সক্ষম কেহই নাই। যেমন অন্ধকারময় মেঘাচ্ছন্ন নিশীথে চন্দ্র নক্ষত্র বিদ্যুৎ অথবা কোনপ্রকার আলোক না থাকিলে, বনমধ্যে পথভ্রান্ত ব্যক্তি দূর হইতে মনুষ্য অথবা কোন গ্রাম্য জন্তুর শব্দ শ্রবণ ও লক্ষ্য করিয়া এক ক্রোশ অথবা দুই ক্রোশ দূরস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ যিনি আদি কর্ত্তার ধামে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা অর্থাৎ শব্দের ধারা অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ দেহমধ্যে চলিলে লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইতে পারিবেন। প্রত্যেক স্থানের শব্দ পৃথক্ পৃথক্। ইহার তত্ত্ব অর্থাৎ কোন্ শব্দ অবলম্বনে কোথায় যাইতে হয়, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞ ও সাধক গুরুর নিকট জানা যাইতে পারে। এই সকল শব্দ মনুষ্য দেহে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। কোন জীবই শব্দবিহীন নাই, কারণ শব্দই চৈতন্যের স্বরূপ ও নিদর্শন। মনুষ্যকে বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ বলে, এবং বাক্য অর্থাৎ শব্দই ইহার স্বরূপ। প্রত্যেক স্থানের শব্দের ক্ষমতা ও প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন, এবং কোন শব্দই শক্তিহীন নহে। সন্তগণ এই শব্দকে নাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহারা বলেন—কলিযুগে গুরু ও নাম ব্যতিরেকে জীবের উদ্ধার হইবে না। বেদে, বাইবেলে এবং মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তকেও এ কথার প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন। ৭॥ ঘটাভ্যন্তরিক শব্দ ও বৈখরী অর্থাৎ জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত শব্দ—এতদুভয়ের কোন প্রভেদ আছে কিনা?

উত্তর। ৭॥ হাঁ, এই দুই শব্দের প্রভেদ আছে এবং ইহাদের উৎপত্তি স্থানেরও বিভিন্নতা আছে। নেত্রদ্বয়ের উপরিস্থিত স্থান সকল হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে এবং এই শব্দের ধ্বনি জিহ্বার সাহায্য ব্যতিরেকে সর্ব্বদা উপরিস্থ ঘটে অর্থাৎ মস্তকের অভ্যন্তরে ধ্বনিত হইতেছে। বৈখরী শব্দকে বর্ণাত্মক শব্দ বলে। ইহা লেখা ও বাক্যকথনে ব্যবহৃত হয়। হৃদয়ের শব্দকে পশ্যন্তী এবং কণ্ঠের শব্দকে মধ্যমা বলে। এই বর্ণাত্মক শব্দের শক্তি ও প্রভাব প্রত্যহই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। রাজ্যের 'ব্যবস্থা বিচারালয়ের কার্য্য ও সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্ম এই শব্দ দ্বারাই চলিতেছে, এবং ইহার এতাদৃশ ক্ষমতা যে, ইহা নিমেষ মধ্যে লোককে হাসাইতেছে কাঁদাইতেছে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেছে—অধীনতা স্বীকার করাইতেছে এবং মিত্রতা ও শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে। এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত, যখন এই নিম্ন ও স্থূল দেহের শব্দ এতাদৃশ বিশেষ ক্ষমতাশালী, তখন যে শব্দ উচ্চ ও সূক্ষ্ম স্থান হইতে উত্থিত হইতেছে, তাহার ক্ষমতা কত অধিক হইবে। শেষোক্ত শব্দের দ্বারাই তিন লোক ও উহার উপরিস্থ লোকের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। ঘট দুইটি—নিম্নস্থ ঘট জঙ্ঘা হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় ঘট কণ্ঠ হইতে শিখা পর্য্যন্ত। এই দুই ঘট পরস্পর এইরূপে মিলিত আছে যেন দুইটি কলসীর মুখ একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। নিম্নস্থ ঘটের তত্ত্ব সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু উপরিস্থ ঘটের তত্ত্ব কেবল সন্তগণই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন এবং বর্ত্তমান কালে দয়াময় রাধাস্বামী জীবের উপর অতিশয় দয়া করিয়া সন্ত সদ্‌গুরুরূপ ধারণপূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। সারোপদেশ ২৯।৩০।৩১ পৃষ্ঠা

সুরত শব্দ মতলে তেরে ভলেকী কহুঁ

সুরত চড়া নভমাহি তেরে ভলেকী কহু

গগন ত্রিকুটি যাও তেরে ভলেকী কহুঁ
দশম দ্বার সমাও তেরে ভলেকী কহু
ভ্রমর গুফা চড় আও তেরে ভলেকী কহুঁ
অলখ অগমকো পাও তেরে ভলেকী কহুঁ

শিষ্য। ইহা তো সমস্ত উপনিষদাদিশাস্ত্র কথিত পথ, মাত্র পরাদি শব্দের স্থানের কথা অন্যরূপ আছে। নিম্নঘট, উপরিঘট—এ দুইটির পার্থক্য বলিয়াছেন।

গুরু। বরাহশ্রুতিতে আছে ঃ—

মূলাধারাদি ষট্‌চক্রং শক্তিস্থানমুদীরিতম্।
কণ্ঠাদুপরি মূর্দ্ধান্তং শাম্ভবং স্থানমুচ্যতে॥ ৫৩

মূলাধারাদি ষট্‌চক্র শক্তিস্থান এবং কণ্ঠের উপর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শাম্ভব স্থান। দেহকে ঘটশ্রুতি অনেক স্থলে বলিয়া ইহাকে পিণ্ডও বলিয়াছেন।

নাড়ীনামাশ্রয়ঃ পিণ্ডো নাড্যঃ প্রাণস্য চাশ্রয়ঃ।
জীবস্য নিলয়ঃ প্রাণো জীবো হংসস্য আশ্রয়ঃ॥ ৫৪
হংসো শক্তেরধিষ্ঠানং চরাচরমিদং জগৎ।

শিষ্য। বাইবেলেও শব্দের কথা আছে।

গুরু। বেদবাণীর প্রতিধ্বনি ঃ—

"In the begining was the word and the word was with God and the word was God."

সৃষ্টির আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ পরমেশ্বরে অবস্থিত ছিল এবং সেই শব্দই ঈশ্বর।

শিষ্য। বেদ এবং বাইবেলে তো এ কথাই বলা হইয়াছে।

গুরু। কোরাণেও শব্দকে ঈশ্বরবাণী বা ঐশী শক্তি বলে।

শিষ্য। শব্দ তো ঈশ্বরের শক্তিই। প্রত্যেক মণ্ডলের শব্দ ভিন্ন বলিয়াছেন।

গুরু। একথা পরে বলিতেছি।

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্যসঙ্কলিত পাতঞ্জল-দর্শনে আছে :—

বৈষয়িক ধারণার মধ্যে শব্দের ধারণা ও জ্যোতির ধারণা প্রধান। ইহার মধ্যে হার্দ্দ জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের ধারণা (অর্থাৎ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি প্রধান)। শব্দধারণার মধ্যে অনাহত নাদের ধারণা প্রধান। উহা নিঃশব্দ স্থানে (গিরিগুহাদিতে) সাধন করিলে হয়। নিঃশব্দ স্থানে চিত্ত স্থির করিলে, বিশেষতঃ কিছু প্রাণায়াম করিলে, নানাপ্রকার অভ্যন্তরস্থ নাদ (প্রায়শঃ দক্ষিণ কর্ণে) শ্রুত হয়। চিঁনাদ, শঙ্খনাদ, ঘণ্টানাদ, করতলগতনাদ, মেঘনাদ প্রভৃতি অনাহত নাদ। অভ্যস্ত হইলে উহারা সর্ব্বশরীরে হৃদয়ে সুষুম্নার ভিতরে ও মস্তকে শ্রুত হয়। ঐরূপ আধ্যাত্মিক দেশে উহা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দুতে উপনীত হইতে হয়। শব্দ বস্তুতঃ ক্রিয়ার ধারা, সুতরাং শব্দে চিত্ত স্থির হইলে দৈশিক বিস্তারজ্ঞান লোপ হয়। তাহাই বিন্দু। শব্দের বিস্তারহীন মানসিক ভাবমাত্রই বিন্দু। সুতরাং তদ্দ্বারা মনে উপনীত হইতে হয়। শাস্ত্রে আছে নাদের মধ্যে বিন্দু, বিন্দুর মধ্যে মন, সেই মন যখন বিলয় হয়—তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

মার্গধারণাও অন্যতম জ্যোতির্ধারণা, কারণ জ্যোতির দ্বারাই ব্রহ্মমার্গ চিন্তা করিতে হয়, এবং উহার শাস্ত্রোক্ত নামও অর্চ্চিরাদি মার্গ। উহা দ্বিবিধ—একটি পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড মার্গ, অন্যটি উপরোক্ত শিবযোগ মার্গ।

প্রাণীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে এক এক লোকে গতি হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দেহাভিমান ত্যাগ হয়। যে যে পরিমাণে দেহাদির অভিমান ত্যাগ হয় তত্তৎ অনুসারে উচ্চ উচ্চ লোকে গতি হয়। সুতরাং নিরভিমানতার এক একটি অবস্থার সহিত এক একটি লোক সম্বন্ধ। ১৬৩ পৃষ্ঠা

আকাশ শব্দগুণক। শব্দ আকারহীন ক্রিয়াপ্রবাহ মাত্র। সর্ব্বশরীর সেইরূপ ক্রিয়াপুঞ্জমাত্র—এইরূপ ভাবনাই কায়াকাশের সম্বন্ধ ভাবনা। শরীরব্যাপী অনাহত নাদভাবনার দ্বারাও উহা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রান্তরে তাই অনাহত নাদ বিশেষ ভাবনার দ্বারা আকাশ গতি সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে। ঐ ২১৫ পৃষ্ঠা

জ্ঞেয় বিষয়জ্ঞ স্মৃতি সাধনের মধ্যে অনাহত নাদের বোধ স্মৃতি এবং হৃদয়স্থ জ্যোতির বোধ স্মৃতিই প্রধান। ঐ ৩৬৯ পৃষ্ঠা

শিষ্য। শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি—একথাও তো ইনিই বলিয়াছেন!

গুরু। হাঁ—যোগরসায়নে কথিত আছে :—

বংশীশব্দনিভশ্চাথো মৃদঙ্গসদৃশো ধ্বনিঃ।
ভেরীরবসমঃ পশ্চান্মেঘগর্জ্জনসন্নিভঃ॥
ক্রমেণাভ্যসতশ্চৈবং শ্রূয়তেঽনাহতধ্বনিঃ।
পৃথগ্ বিমিশ্রিতশ্চাপি মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ॥

শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকৃত গুরুগীতাব্যাখ্যা (আর্য্যমিশন)।

কূটস্থ কাশীক্ষেত্রে সদা বাস করিবে, সেখানে তারকব্রহ্ম ওঙ্কারধ্বনি হইতেছে। ১৩

তন্নিমিত্ত সকল প্রযত্নে গুরুর আরাধনা কর অর্থাৎ ওঙ্কারধ্বনি শুন। ১৬

সর্ব্বশ্রুতির শিরোরত্ন ওঙ্কারধ্বনির স্বরূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম যাঁহার পাদপদ্মে বিরাজিত, বেদান্তের স্বরূপ যে পদ্ম—যাহা সহস্রারে আছে, এমন গুরুকে নমস্কার। ৩৭

ওঙ্কারধ্বনি সব মন্ত্রের মূল হইতেছে। ৩৮

ঐ ওঙ্কারধ্বনি শুনিতে শুনিতে চন্দ্রের আভা কপালে দৃষ্ট হয়। ৩৯

সর্ব্বপ্রকারে গুরুরই পূজা করিবে অর্থাৎ ওঙ্কারধ্বনি সদা শুনিবে।

শিষ্য। ইনি তো হঠযোগী ?

গুরু। হাঁ।

দয়াল মহারাজের বিচারচন্দ্রোদয় :—

যোগী দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা কর্ণবিবর চাপিয়া ধরিবে। তাহাতে যে অনাহত ধ্বনি উঠিবে, সেই শব্দ শুনিয়া চিত্ত স্থির করিবে। যতক্ষণ না পরম শান্ত তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে। তুর্য্যাবস্থা হইতেছে চিৎ অভিব্যঞ্জক নাদ অনুভব। ইহাই নাদানুসন্ধান। নাদানুসন্ধানে বায়ু স্থির হইবে এবং অণিমাদি সিদ্ধি আসিবে। নাদের অভ্যাসে বাহিরের শব্দ আর শ্রবণে আসিবে না। অর্দ্ধমাস ধরিয়া ইহার অভ্যাসে সমস্ত চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইবে এবং যোগী তখন সুখলাভ করিতে থাকিবেন। প্রথম অভ্যাসে সমুদ্রগর্জ্জন, মেঘধ্বনি, ভেরীশব্দ ইত্যাদির মত শব্দ শোনা যাইবে। আরও অভ্যাসে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন সময়ে সমুদ্র, মেঘ, ভেরী ইত্যাদি শব্দ তুলিবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু স্থির হইলে মাদল, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি শব্দ শুনা যাইবে। প্রাণ বহুকাল ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতিলাভ করিলে ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কিঙ্কিণী ধ্বনি, বীণা, ভ্রমর ঝঙ্কার ইত্যাদি বহুপ্রকারের শব্দ দেহমধ্যে শুনা যাইবে। বহুল শব্দ শুনিয়া শুনিয়া তন্মধ্যগত সূক্ষ্ম

সূক্ষ্ম ধ্বনি চিন্তা করা উচিত। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দ স্থায়ী হইলে চিত্ত তাহাতে আসক্ত হইয়া স্থির হইয়া যাইবে।

শিষ্য। দয়াল মহারাজ হঠযোগপ্রদীপিকার কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেন—যেরূপ শক্তি এক অখণ্ড, সেইরূপ নাদও এক অখণ্ড। যতদিন এই অখণ্ড শক্তির বা নাদের সন্ধান না পাওয়া যায়, ততদিনই উহারা বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শক্তি—অনির্ব্বচনীয়া, উহার প্রথম অভিব্যক্তি—নাদ। নাদ ও শক্তি পরস্পর অবিনাভাবী। যেখানে শক্তির অভিব্যক্তি সেইখানেই নাদ। সাধকগণ মাতৃকৃপায় মহতী শক্তির সন্ধান পাইলেই এই সুমহান্ নাদেরও সন্ধান পায়। এ জগতে যতকিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা অন্তরে যে কোন ভাবের উদয় হয়, উহা এক একটি শব্দমাত্র। শব্দ নাই অথচ পদার্থ কিংবা ভাব আছে, ইহা হয় না। জীব এতদিন এক একটি বিশিষ্ট শব্দে আসক্ত ছিল, তাই বহুত্বের বন্ধন—মহিষাসুরের অত্যাচার ছিল। কিন্তু বহু সুকৃতির ফলে আজ অখণ্ড নাদের সন্ধান পাইয়াছে—উহা মায়েরই নাদ।

অব্যক্তা মা আমার নাদময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইয়াছেন। প্রথমতঃ উহা অনাহত নাদরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, সমুদয় ব্যোমমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সে নাদ উত্থিত হয়; পরে শরীরের প্রতি পরমাণুতে উহা প্রতিধ্বনিত হইয়া দেহটিই নাদময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সেই অবস্থায় এই সমগ্র বিশ্ব একটি অখণ্ড নাদ ব্যতীত অন্য কিছুই মনে হয় না। সেই অখণ্ড নাদে আমিত্বকে মিলাইয়া সাধক যে অনুপম আনন্দ ভোগ করেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায়

না। উহাই মায়ের ঘোর নাদ, উহাতে লোকসকল বিক্ষুব্ধ হয়, সমুদ্র-সকল কম্পিত হয়, বসুধা চালিত হয় এবং মহীধরগণ প্রচলিত হইতে থাকে। অনন্ত জ্ঞানরত্নের আকর বলিয়াই ইহাকে বসুধা বলা হয়। সচ্চিদানন্দময়ীর ঘোরনাদ উঠিয়াছে, সে নাদ বুঝি সর্ব্বভাবকে—বহুত্বকে দলিত মথিত করিয়া পূর্ণ অখণ্ড চৈতন্য রাজ্যে মিলাইয়া দিবে! বুঝি বা জড়ত্বের অধিকার বিলুপ্ত হয়! তাই ইহাদের ক্ষুব্ধভাব বা কম্পন। যে নাদ মহাশক্তিরূপিণী মাতৃকণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া সপ্তলোক ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, সে নাদের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! যতদিন মাতৃচরণে তোমার নিজত্বটি অর্পণ না করিবে, ততদিন সে আহ্বান শুনিতে পাইবে কি? অথবা পাইলেও উহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে কি? সেই চিদানন্দ ক্ষেত্রের অপূর্ব্ব আহ্বান—অনির্ব্বচনীয় নাদ—যদিও ঘোর, যদিও মহান্, যদিও অমেয় তথাপি বড় মধুর! বড় প্রাণমাতান সে ধ্বনি! চণ্ডীর চণ্ডেশ্বরের অভয়বাণী! সে যথার্থই অতুলনীয়। মা! তুই তো দিবানিশি অশ্রান্ত অনাহত নাদে আমাদেরই হৃদয়মধ্য হইতে ডাকিতেছিস্। আমরা যে তোর আহ্বান শুনিয়াও শুনি না—জগতের কোলাহল, ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় সন্ধানে ছুটাছুটির গোলমালে, তোর সে ডাক আমাদের কাণে পৌঁছায় না। তাইত মা ঘরের ছেলে ঘরে যাই না, বাহিরে প্রচণ্ড রৌদ্রে—শোক দুঃখের প্রবল দাবানলে পুড়িয়াও মোহের খেলনা নিয়ে মত্ত আছি। কত রক্তচক্ষু ক'রে, কত ক্রোধের ভান ক'রে আমাদিগকে ডাকছিস্, কিন্তু আমাদের এই দুর্ব্বার মোহ কিছুতেই ভাঙ্গে না। সে আকর্ষণময় মধুর বংশীনাদ, আর ঐ উৎপীড়িত সন্তানের অসুরভীতি নিবারক ঘোরনাদ। নাদই ব্রহ্ম। নাদতত্ত্বে অবগাহন করিতে পারিলেই, ব্রহ্মদর্শন বা মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করা যায়। বস্তুতঃ শব্দ বা নাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শুধু কতকগুলি

শব্দ দ্বারা এই জগৎ রচিত, কতকগুলি শব্দ দ্বারা পরিচালিত এবং কতকগুলি শব্দ দ্বারা ইহার প্রলয় হইতেছে। এ জগৎ কতকগুলি শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্বাভাবিক শব্দ হইতেই আণবিক স্পন্দন নির্ব্বাহিত হয়। স্পন্দনের সংযোগ বিয়োগের বৈচিত্র্যবশতঃ এই বিচিত্র জগৎ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই "অউম্" বা "ওঁ" সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম নাদ। সাধকগণ কর্ণবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, অথবা অন্য প্রক্রিয়া দ্বারা এই নাদ, অনাহত কেন্দ্র হইতে শুনিতে পান। জগদ্‌ব্যাপী সে নাদ আকর্ষণময়। সাধনসমর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪—১১০

শ্রীশ্রীশঙ্করপুরুষোত্তমতীর্থ মহারাজের যোগবাণীর শেষে কথিত হইয়াছে।

সময়ে সময়ে প্রাণ স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় যেন গুরুগম্ভীর স্বরে "ওঁ" ধ্বনি হইতেছে ; তাহা যে কত মধুর ও আনন্দপ্রদ তাহা ক্ষুদ্র লেখনীতে লিখিয়া ও ভাষায় বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যেমন মধুমক্ষিকা পুষ্পের মধ্যে মধু আহরণের নিমিত্ত বসিবার পূর্ব্বে গুণগুণ করিয়া পুষ্পের চারিদিকে ঘুরিয়া তাহার বসিবার স্থানটি নির্ণয় করতঃ তাহাতে বসে ও পরে মধুর আস্বাদে নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ যেন মহাপ্রাণস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি মধুর "ওঁ" ধ্বনি করিতে করিতে রূপস্বরূপ পরমশিব বা পরমব্রহ্মে মিলিত হইয়া নিঃশব্দ হইয়া যান— ইহাই ব্রহ্মভাব।

নিঃশব্দং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমীয়তে।

(নাদবিন্দূপনিষৎ)

পুনশ্চ—সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্।

(নাদবিন্দূপনিষৎ)

হে পুত্র! এইখানেই সাধকের নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি। এইরূপ স্থিতির দ্বারাই সাধক পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ বীজকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

প্রণবগীতায় পরমহংস শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী :—

প্রথম অধ্যায় ১৬।১৭।১৮।

তেজস্তত্ত্ব ধনঞ্জয় মণিপুর চক্র। বৈশ্বানর সকল দেবতার মুখ, তাঁহার স্থান ঐ চক্রে।

সাধনক্রমে এ মণিপুর থেকে যে বীণাশব্দবৎ শব্দ ওঠে তার নাম দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি, অনুভবাত্মিকা বৃত্তি বা সানন্দ **সম্প্রজ্ঞাত সমাধি** অবস্থা।

হৃদয়স্থ অনাহত চক্র, সাধনক্রমে এখান হতে দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদবৎ শব্দ উঠে; অহঙ্কার বৃত্তি বা **সস্মিতা সমাধি**।

আকাশতত্ত্ব যুধিষ্ঠির। স্থান কণ্ঠ—বিশুদ্ধ চক্র, এখান থেকে সাধন ক্রমে মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ উঠে, তাকেই অনন্তবিজয় শঙ্খ বলে, এশব্দে মন মিশিয়ে দিলে সর্ব্ববৃত্তিশূন্য **অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি** অবস্থা আসে।

রসতত্ত্ব নকুল, স্থান লিঙ্গমূল—স্বাধিষ্ঠান চক্র, এখান থেকে বেণুশব্দবৎ শব্দ ওঠে; তার নাম সুঘোষ শঙ্খধ্বনি, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বা **সবিচার সম্প্রজ্ঞাত** সমাধি অবস্থা।

সহদেব পৃথ্বীতত্ত্ব—স্থান মূলাধার, মত্তভৃঙ্গবৎ শব্দ ওঠে ;………, সংশয়াত্মিকা বৃত্তি বা **সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত** সমাধি ।

১৯। সাধক যখন এসকল স্বর শুনতে থাকেন তখন তিনি অবশ হয়ে সেই দিকে আকৃষ্ট হন। পৃথিবী (মূলাধার) আর আকাশ (বিশুদ্ধ) পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই নাদে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তখন তাঁর মনোবাসনা বৃত্তি প্রবল থাকায়, ভাল-মন্দ বুঝিতে না পেরে ঐ সকল শব্দ বিপত্তিজনক মনে ক'রে পরিত্যাগ কর্‌বার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না ; হৃদয়ে একপ্রকার ব্যাকুলতা এসে পড়ে, মনে হয় যেন হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। সাধনক্রমে সর্ব্বপ্রথমে নাদ উঠ্‌তে আরম্ভ হলেই ঐ ঐ প্রকার অবস্থা আসে, এসব নিজে বোঝবার জিনিষ বলে' বোঝান যায় না।

২।২৯ সেই প্রণবের গর্ভে নাদ, নাদের গর্ভে বিন্দু……অখণ্ড নাদের গর্ভে এই প্রকৃতি দেবীর তালে তালে পা ফেলায় যে ব্যঞ্জন মিলন হয় তাকেই ছন্দ বলে।

২।৪৫ (আজ্ঞাচক্র) ঐ কূটের মধ্যে এক অনুপম স্বুবর্ণোজ্জ্বল বিন্দু লক্ষ্য হয়—তাহাই অনাদি বিশ্বনাথ মহেশ্বর—সেইখানেই সরস্বতী উৎপন্না। ঐ মহেশ্বরের মুখ হতে অনবরত নাদলহরীযুক্ত বেদাদি মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে।

(গায়ত্রীর) ঐ চতুর্থ পাদ হতে সন্ন্যাস হয় অর্থাৎ শব্দ বিন্যাস এক প্রণবেই পরিসমাপ্ত হয়ে লহরীবিহীন একস্বুরো (অকম্পন) অনাহত নাদের উত্থান হয় ; এই নাদের ভেতোর থেকে একটা জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু ফুটে বেরোয় ; তাহাই তারকব্রহ্ম, তাঁর আর পরিণাম নেই, মন তাতে আটকে যায়। ঐ বিন্দুর মধ্য হতে এক হিরণ্ময় মূর্ত্তির প্রকাশ হয় ; তিনিই পরম শিবনারায়ণ ক্ষেত্রাতীত নিরঞ্জন পুরুষ।

২।৫২ "যদা তে মোহকলিলং।"

বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হলেই সব ভ্রম ঘুচে যায়, মোহ আর থাকে না, শব্দস্পর্শাদির আবরণে আর মোহিত হতে হয় না; তখন লয় মার্গে পরিশেষে একমাত্র শব্দই থাকে, কাল নির্ণয়ের আর কোন বিষয়ই থাকে না, এই শ্রুতি জ্ঞান দ্বারা কাল ব্যক্ত করা হয়েছে। শ্রোতব্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ এবং শ্রুত অর্থাৎ ভূত এ দুয়েরই জ্ঞান (বেদনা) থাকে না; কেবল বর্ত্তমানই থাকে, অর্থাৎ নাদ অচ্ছিন্ন ও অনাহত হয়ে যাওয়ায় তার আর আদি অন্ত থাকে না (সবই বর্ত্তমান হয়ে যায়)। প্রবাহ ফুরিয়ে আসায় আগু-পেছু থাকে না, সবই বর্ত্তমান হয়ে যায়; তখন কালস্রোত ফুরিয়ে গিয়ে সাধক নিজেই কালে পরিণত হন, কাজেই তাঁর আর ভূত ভবিষ্যৎ ব্যবচ্ছেদ থাকে না, তিনি অপরিণামী সৎ সত্তায় পরিণত হয়ে বর্ত্তমান হন, জীবের আমি মহান্ আমিতে মিশ্‌লে এক বই দুই থাকে না—সর্ব্ব বিষয়ে বেদশূন্য অবস্থা আসে।

২।৫৩ অচ্ছিন্ন অনাহত নাদের ভিতর মন দিলে চিত্ত তাতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ায়, বোধশক্তি আর অন্য কিছুরই ধারণা করে না, কেবল সেই নাদমধ্যগত প্রস্ফুটিত জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে থাকে; এই অবস্থায় বোধশক্তি "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" হয়ে অর্থাৎ প্রণব ধ্বনি শুন্‌তে শুন্‌তে নিশ্চয়াত্মিকা হয়ে "নিশ্চল" হয় অর্থাৎ এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে গমন করে না; পরে ব্রহ্মে সমাহিত হয়ে "অচল" অর্থাৎ স্থির হয়, অর্থাৎ বোধশক্তির ক্রিয়া থাকে না, সকল রকম স্পন্দন রহিত হয়ে যায়; সেই স্পন্দনরহিত অবস্থাই যোগাবস্থা।

তথাচ উত্তরগীতায়াং

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ॥

তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

৬।১৪ এই অবস্থায় প্রাকৃতিক সঙ্গ ত্যাগ হয়ে যাওয়ায়, অন্তর্দ্দেশে যে নাদব্রহ্মের উত্থান হয়, সাধক তারই অনুসরণ করতে থাকেন, অন্য কোন ক্রিয়াই করেন না,—কর্ম্মত্যাগী হন, সহস্রারে উঠে যান। এ সময় এক নাদব্রহ্ম মাত্র অবলম্বন থাকায় তিনি ব্রহ্মচারী হন, এবং তাঁর মনের সংকল্প বিকল্প ক্রিয়া আপনিই গুটিয়ে যায় বলে সংযতমনা হন; আর চিত্ত ক্রমেই সেই নাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকায় এক অপূর্ব্ব জ্যোতি লক্ষ্য হয়; পরে সেই জ্যোতির মধ্যেও প্রবেশ করে; ইহাই মচ্চিত্ত অবস্থা। শেষে এই অন্তরনুসরণ বৃত্তি ফুরিয়ে গিয়ে যে স্থির অবস্থা হয়, তাহাই মৎপর (মন্নিষ্ঠ) অবস্থা—এর পর আর চিত্তবৃত্তি থাকে না, সেই জ্যোতিতে মিশে যুক্ত হয়ে যায়; ইহাই বৃত্তিবিস্মরণ বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ সমাধান অবস্থা, যুক্ত (যোগপ্রাপ্ত) সমাহিত অবস্থা। এই অবস্থায় শরীর একটা জলভরা কুম্ভের মত বসে থাকে মাত্র।

৯।১৬। সাধক যখন ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা নাদে গিয়ে পৌঁছান, তখন তাঁর জ্যোতি প্রত্যক্ষ হয়। ঐ জ্যোতির এত মহীয়সী শক্তি যে, মন সঙ্কল্প বিকল্পকে আলাদা করে ফেলে ঐ জ্যোতির মধ্যে ঢুকে যায়। কেননা জ্যোতি মনকে ছেয়ে ফেলে, মন ফুরিয়ে যায়। মন না থাকায় শরীর বাক্যাদি সব বিস্মৃতিকে প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণের আবরণ খুলিয়ে দেয়। আর আমিই থাকে আমি ভিন্ন অন্য বোধ্য বোধন থাকে না। এইটিই সমাধিস্থিতি, ক্রিয়ার পরাবস্থা বা প্রশ্বাসের শেষ।

যোগীশ্বর শ্রীমদ্ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

"কি টান, কি আকর্ষণ! সংসারের সমস্ত বন্ধন পটাপট ক'রে ছিঁড়ে যাচ্ছে—প্রভু এই কি তোমার বাঁশীর গান, প্রভু এই কি তোমার

কৃষ্ণনাম ? এ যে একবার শুনিতে পায়, সে কি এক প্রচণ্ড প্রবাহের মধ্যে এসে পড়ে। একেবারে তাকে সেই অসীম নীলাম্বুপ্রতিম রূপরাশির নিকটে এনে তবে ছাড়ে। কারও "না" বা "চাই না" বলবার ক্ষমতা নাই।" বিল্বদল ৪১৬ পৃষ্ঠা

"ভগবানের আকর্ষণী শক্তিই তাঁহার বাঁশরী, যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ অর্থাৎ যাঁহারা বিষয়নিস্পৃহ, তাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃকরণে এই বংশীরব শুনিতে পান। সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত শ্যামসুন্দরের এই মনচুরি করা আনন্দ বংশীরব যে একবারও শুনিতে পায়, তাহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, মন সব ছাড়িয়া কোথায় যেন তখন ছুটিয়া যাইতে চাহে, কোন এক অমল ধবল শুভ্র জ্যোতিতে এই মনপ্রাণের বেগসমূহকে ডুবাইয়া দিতে ইচ্ছা করে—এই যে তীব্র অথচ মধুর টান—উহা শ্যামসুন্দরের অধরচুম্বিত বংশীধ্বনি। প্রেমময়ের এই ত্রিতাপহারী মুরলীরব একবার যাহার মনের কর্ণমূলে প্রবেশ করে তাহার আর সংসার করা অসম্ভব হয়।" বিল্বদল ৪২৮ পৃষ্ঠা

"যাহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, সেই তাঁর বংশীধ্বনি শুনিতে পায়। যোগীরা আপনাদের হৃদয়গুহার মধ্যে যে এক মধুর ধ্বনি শুনিতে পান, যাহাকে প্রণবধ্বনি বলে, তাহাই প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। সে ধ্বনি যখন শ্রুত হয়, তখন চিত্তের বহির্মুখ বৃত্তি রুদ্ধ হইতে থাকে। অব্যক্ত হইতে সে ধ্বনির উত্থান এবং অব্যক্তে যখন লয় হইতে থাকে, তেমনি মনও সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্তে প্রবেশ করে। প্রণবের এমনি সুমধুর নিক্কণ যে শুনিলেই অন্য কিছু আর ভাল লাগে না, সেই মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তও অসীমের মধ্যে লয় হইয়া যায়।" ঐ ৪৫০ পৃষ্ঠা

"যে বংশীর মধুর নিক্কণ শতধারে প্রতিনিয়ত নিনাদিত হইতেছে, তাহা শুনিবার মত মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে।

যদিও বংশীবাদকের বংশীধ্বনির বিরাম নাই, তথাপি সাধন সামর্থ্যহীন আমরা, আমাদের কর্ণের ভিতর তাহা কখন পশেও, কিন্তু মর্ম্মের মধ্যে তাহা প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহাদের সেই সৌভাগ্যের উদয় হয় তাঁহারাই তো তত্ত্বদর্শী, তাঁহারাই তো তাঁর ভক্ত প্রেমিক। ভগবানের সেই সুমধুর বংশীনিনাদ তাঁহাদের চিত্তকেই সবলে আকর্ষণ করে। এই মনোহরণকরা বাঁশী তাহারাই শুনিতে পায়—যাহারা শ্রদ্ধালু, নিয়মনিষ্ঠ ও সাধনশীল। যাহারা শরীর মন ইন্দ্রিয়ের সব ধর্ম্ম দূরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার স্মরণে মন লাগাইয়া রাখে, তাহাদের মন আর অন্য বস্তুতে লাগিয়া থাকিতে পারে না, সংসার যাতনা হইতে তাহারাই মুক্তিলাভ করে। সংসারের সুদৃঢ় বন্ধনী হইতে সহজে মুক্তিলাভ হয় না। কিন্তু ভগবানের বংশীধ্বনি যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন বাঁধভাঙ্গা জলের মত আমাদের মন তাঁহার পানে ছুটিয়া যায়।” বিল্বদল ৪৬৫ পৃষ্ঠা

“গুরুপদেশমত চলিতে চলিতে মন যখন একটু একটু করিয়া শুদ্ধ হয় অর্থাৎ লক্ষ্যপথে ধীরে ধীরে মগ্ন হইতে শিখে, তখন সাধনাভ্যাসকে আর কটু বলিয়া মনে হয় না, তখন আমরা আমাদের হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিতে পাই, তখন কাহাকেও আর মনে পড়ে না, তাই এ পথে নিঃসঙ্গ হইয়া একাকীই চলিতে হয়। সাধকেরা যে বংশীধ্বনি শুনিতে পান তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ বলে। প্রণবের অফুরন্ত ধ্বনির মধুর নিক্কণে চিত্তাকাশকে তখন ছাইয়া ফেলে। ভক্ত কবীর বলিয়াছেন—“রগ্ রগ্ বোলে রামজী র র রোম্ ররোরঙ্কার।” এই বংশীধ্বনি যে কত মধুর, কত যে প্রাণকাড়া তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই বংশীর মধুর সঙ্গীতকে “অনঙ্গ-বর্দ্ধনং” বলা হইয়াছে। এই বংশীধ্বনি যে শুনে তাহারই “কৃষ্ণকাম”—

কৃষ্ণকে পাইবার ইচ্ছা প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হয়। সে বংশীনাদ শুনিলে আর কাহার ঘরে বসিয়া থাকিবার জো নাই। গৃহ ছাড়িতেই হইবে। কৃষ্ণ সন্নিধানে যাইতেই হইবে।” বিল্বদল ৪৭৪ পৃষ্ঠা

“ইহাই বংশীর আকর্ষণ, এ টানের মধ্যে যে পড়ে তাহার সংসার করা তখন মাথায় উঠে ; তখন দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া সাধক কেবল বংশীধ্বনিকে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণাভিমুখে অভিসার করেন। সংসারের কোন আকর্ষণই আর তাঁহাকে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না।” বিল্বদল ৪৭৮ পৃষ্ঠা

“উহা সেই বংশীনিনাদরূপ প্রণবধ্বনি, যাহা শুনিলে আর দেহেন্দ্রিয়ের বোধ থাকে না, তখনই ধ্যান অতি প্রগাঢ় হইয়া যায় ; সেই অবস্থায় চিত্ত আত্মাতেই ডুবিয়া যায়। বাহিরের অন্য কোন বিষয়ে আর মন যাইতে পারে না।” বিল্বদল ৪৮৪ পৃষ্ঠা

“ইতর রাগ যাহাতে ভুলাইয়া দেয় এবং পরমানন্দ বর্দ্ধিত হয় ও সমস্ত শোক নষ্ট করে তাহা সেই নাদামৃত, যাহা ধরিয়াও ধরা যায় না, যাহা সাধক চেষ্টা করিলেও পায় না, কিন্তু সাধন করিতে করিতে সাধকের অন্তরে তাহা গুরুকৃপায় স্ফুরিত হয়, উহারই শ্রবণে ভবব্যাধির শান্তি হয়।” বিল্বদল ৫০৭—৫০৮ পৃষ্ঠা

“যোগীরা বলিয়া থাকেন—এই অবস্থায় অবস্থিত হইলে ভিতর হইতে সূক্ষ্মভাবে প্রণবধ্বনি উদ্‌গীত হইতে থাকে। স্থিরচিত্তের ইহাই একটি বিশেষ লক্ষণ। মন স্বতঃই ঈশ্বরমুখী হইলেও যদি কোনখানে আটকাইয়া থাকে, তাহাকে তখন তথা হইতে ছাড়াইয়া আনিবার প্রণবধ্বনিই প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাই শ্যামের বংশীবাদন। ইহা উদ্‌গীত হইবা মাত্রই মন সর্ব্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া আত্মবিষয়িনী স্থিরা বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন প্রাণের

সৌরজ্যোতিঃ, মনের সূক্ষ্ম চন্দ্রজ্যোতিঃ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শতাংশে বিভক্ত কেশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম—অথচ কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ এবং চন্দ্রকোটি সুশীতল অগ্নিজ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। এত বড় বিশ্ববেড়ানো মন একটু অণুপরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুর মধ্যে বিলীন হইতে থাকে। ইহাই ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মসঙ্গলাভ। ইহাই গোপিকাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বা রমণ। আলিঙ্গন কি? তোমা হইতে আমি পৃথক্ নহি, তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার সার্থকতা—এই বোধ হইতে থাকে। তখন এক নির্ম্মল আনন্দের বিমলধারা কুল ভরিয়া ছাপিয়া উঠে। এই বিপুল রসবোধের নামান্তরই প্রেম। তারপর সাধক শব্দ ও জ্যোতিকে অতিক্রম করিয়া যে ধামে প্রবেশ করেন তাহাই পরম ধাম—অব্যক্তা-বস্থার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন। সে সব ভুলে যাওয়ার দেশ। সেখানে গেলে সব চাওয়া পাওয়া মিটিয়া যায়, সেখানে যে একবার প্রবেশ করে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে"—ইহা শ্রুতি সম্মত সিদ্ধান্ত। ইহার জন্যই আমাদের সাধনা, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কত না যত্ন কত না তপস্যাই করিতে হয়। তুরীয় বা চতুর্থাবস্থা লাভ করিবার জন্য সাধককে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, এই চতুর্থ অবস্থার প্রবেশ মুখেই রাসরস বিহারের আরম্ভ হয়। এই সময়ই গুরুদত্ত ব্রহ্মমন্ত্র চৈতন্য লাভ করে, বহু জন্মব্যাপী সাধনার ফল ফলিতে থাকে। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়।" বিল্বদল ৫১৫—১৬ পৃঃ

যোগীশ্বর শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী মহারাজের শিষ্য **শ্রীমৎ অমূল্যধন ভট্টাচার্য্যের** যোগীগীতায় বিবৃত হইয়াছে ঃ—

"তারপর ক্রিয়ায় রত হলেই গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা এলেই ক্রমে নামের উত্থান হয়, মণিপুর চক্র থেকে নাদ ওঠে, সমস্ত শরীরকে ভর্ত্তি করে ফেলে। ক্রমে নাদ সূক্ষ্ম হয়ে বিন্দুতে লয় পায়। সেই বিন্দু থেকে আবার নানা রকমের সুরে বেদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়—সেদিনও সেই শব্দ শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। তারপর সেই ধ্বনি আবার যখন ফুরিয়ে যায় সাধকও তখন ফুরিয়ে যান। কোথায় ফুরিয়ে গেলেন সাধকের তখন বোধ থাকে না, কারণ তাঁর আমিত্ব আর থাকে না, কাজেই জানার অতীত অবস্থায় গিয়ে পড়েন।" ৬৪।৬৫ পৃষ্ঠা

"তখন সমস্ত শব্দই প্রণবে শেষ হয়। একসুরো অনাহত নাদ ওঠে। নাদের ভেতর একটা জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু দেখা যায়, মন তখন আটকে যায়।" ৮০ পৃষ্ঠা

"সাধকের যেদিন নাদ উত্থান হয় ওঙ্কারে সমস্ত শরীর ভরে যায়, তখন সাধক নাদে মন দিয়ে ফেলেন, অম্নি নাদের ভেতোর আমির জ্যোতি দেখে ফেলেন। তখন মন ভ্যাবাচাকা মেরে যায়, তার সঙ্কল্প বিকল্পের শক্তি হারিয়ে যায়, মন লয় হয়।" ৩২০ পৃষ্ঠা

"ভেতরে অপূর্ব্ব নাদ উত্থিত হয়, আর সেই নাদের মধ্যে জ্যোতি দেখে ফেলে তাতে মন লয় হয়ে বিষ্ণু পদই পাইয়ে দেয়।"

২য় খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা

শিষ্য। হঠযোগীরা তো জ্যোতির ধ্যান করেন ?

গুরু। নাদ জ্যোতি বিন্দু প্রণব সবই তো এক, জ্যোতির পর বিন্দু লাভ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। ভক্তেরা কি এ নাদের সাধন করেন ?

গুরু। যে ভক্তগণের শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র প্রিয় গ্রন্থ, ভগবান্ নাদরূপে বিহার করেন একথা তাঁহারা উত্তমরূপে বিদিত আছেন,

শ্রীভগবানে নামকীর্ত্তন একান্ত ভাবে সেবা লীলা চিন্তাদি করিতে করিতে নাদেতেই ডুবিয়া যান, অহরহ মুরলীর মধুর সুরে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া তাঁহার হইয়া যান।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—

"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।"

মুরলীর মোহন সুরে ব্রজগোপিকাগণ উন্মাদিনী—

"সই ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, মন মাঝে কি বন মাঝে"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

সজনি লো সই,
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই।
শ্যামের বাঁশীটি, দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরয ধরম
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী॥ ১১২

শিষ্য। তাহা কি এই বেণু নাদ?

গুরু। নিশ্চয়, চণ্ডীদাসের কথা শ্রবণ কর।

হ্রীঁ সে অক্ষর তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী দুন্দুভি বাজায়
বাঁশী জিনি তার স্বর॥
দুন্দুভি বাঁশীটি যখন বাজিবে
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত ভুবনে ব্যক্ত
সখীর সঙ্গিনী সে॥

শিষ্য। মধুর রসের ভিতরও এই বাঁশী?

গুরু। কানু ছাড়া গীত নাই, চণ্ডীদাসের কথা আরও শ্রবণ কর:—

চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ নাভিপদ্মে আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রাধারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে॥

এইভাবে ইনি সমস্ত পদ্মের বায়ুব বিবরণ সাধনতত্ত্বে উপদেশ করিয়াছেন।

শিষ্য। ইনি তো একজন বড় যোগী দেখিতেছি।

গুরু। যোগী নয় কে! যোগেশ্বরকে যে আশ্রয় করে সেইই যোগী হইয়া যায়। অনন্তর শ্রবণ কর। হংস-শ্রুতিতে নাদের বিবরণ এইরূপ পাওয়া—চিণি চিঞ্চিণী ঘণ্টা শঙ্খ তন্ত্রী তাল বেণু মৃদঙ্গ ভেরী মেঘ। নাদবিন্দু শ্রুতি, সাগর মেঘ ভেরী নির্ঝর মাদল ঘণ্টা ঢাক কিঙ্কিণী বেণু বীণা ভ্রমরনাদের কথা বলিয়াছেন। হঠযোগপ্রদীপিকা ও লয়যোগসংহিতায় নাদের বিবরণ প্রায় এইরূপই কথিত হইয়াছে। শিবপুরাণে ঘোষ, কাংস্য, শৃঙ্গ, ঘণ্টা, বীণাদি, বংশ, দুন্দুভি, শঙ্খ, মেঘনাদের কথা উক্ত হইয়াছে। নিনদ (গাঢ়ীর শব্দ) নদথু বৃষের শব্দ প্রভৃতি শব্দের কথা ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন। **নাদকোটি-সহস্রাণি**, নাদ কোটি সহস্র প্রকার। আর **বিন্দুকোটিশতানি চ**, জ্যোতি কোটি শত প্রকার। শ্রুতি মাত্র দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য কয়েকটি নাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই সমস্ত নাদই ওম্‌নাদে লয় হইয়া যায়। নাদব্রহ্ম যে কতরূপ ধারণ করিয়া লীলা করেন তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

শিষ্য। আমি আপনার শ্রীমুখে সাধকগণের অনুভূত নাদব্রহ্মের লীলা আরও শুনিতে চাহিতেছি।

গুরু। জপ করিতে করিতে সাধক খুব বড় ঘড়ির শব্দের মত নাদ শ্রবণ করেন।

স্ত্রীকণ্ঠে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এরূপ নাদ শুনেন। বহু যন্ত্রে বহু কণ্ঠে গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এইরূপ নাদ, বহু বাদ্যসহ আরাত্রিক নাদ। ঢোল খোল ট্যাম টেমী বাদ্য নাদ, মৃদুগীত নাদ, সমুদ্রগর্জ্জন নাদ, জলভরা মেঘগর্জ্জন নাদ, প্রবল ঝটিকার ন্যায় নাদ, মৃদুস্বরে পরস্পরের অস্পষ্ট আলাপ নাদ, ঝরণা নাদ, ভেকধ্বনি নাদ, ইঞ্জিন নাদ, জলোচ্ছ্বাস নাদ, নকুলশব্দবৎ নাদ, টানা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু নাদ—সোহং সোহং নাদ কেহ কেহ শ্রবণ করেন।

শিষ্য। স্পষ্ট জয়গুরু, সোহং—এইরূপ শ্রুতিগোচর হয়?

গুরু। শ্রুতিগোচর কি বলিতেছ—দিনের পর দিন—

জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, সোহং সোহং

নাদ চলিতে থাকেন।

শিষ্য। এ সব কি পর পর শোনা যায়?

গুরু। মেঘনাদ, জয়গুরু নাদ, সোহং নাদ এক সঙ্গেই শুনিতে পাওয়া যায়, এক নাদ চলিতে চলিতে অন্য নাদ আসিয়া উপস্থিত হন। যুগপৎ সোহং, মেঘ, সিসি নাদ চলে। টানানাদ, জনঘোষনাদ, ভ্রমর-নাদ, ওম্‌নাদ, ওম্‌গর্ভ শঙ্খনাদ, সোহংনাদ, ব্যক্তনাদ অর্থাৎ মেঘ আদি শব্দের অনুকারী নাদের কথা বলিলাম। তদ্ব্যতীত যে কত প্রকার অব্যক্ত নাদ লীলা করেন তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই—হয় তো পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করিতে কেহ সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু নাদ যে কত প্রকার লীলা করেন তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য কখনও কাহার হইবে না।

কখন ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লীলা করেন, কখন সোহং সোহং সোহং রূপে বহুক্ষণ ধরিয়া খেলা করিতে থাকেন।

চিত্ত এক স্তর হইতে যখন অন্য স্তরে উঠে সেখানে শব্দ পরিচিত মনে হয়। নামিবার পর সে স্মৃতি ধ্বংস হইয়া যায়। মনে করিয়া রাখিব মনে করিলেও রাখা যায় না। বাবা, আমার সাধ্য নাই যে নাদের বিবরণ তোমায় সব বলি।

মেঘনাদ, জয়গুরুনাদ, সোহংনাদ ইঁহারা যখন উপস্থিত হন, প্রায় সকল সময়ই ক্রীড়া করেন। আর একটি ইহাদের সঙ্গী নাদ আছেন—সি সি—দক্ষিণ কর্ণ থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ইঁহার বিহার ভূমি। যখন ইনি সীমন্ত প্রদেশে আসেন তখন হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, ভ্রূমধ্যে বিন্দু ভাসে, লিখিবার সময় খাতায় বিন্দু পড়ে, বিন্দু দেখা যায়, কিন্তু কত ক্ষুদ্র তাহা বলা যায় না। নাদ অবশ করিয়া আয়ত্ত করেন, গুরুকৃপায় যাঁহার নাদের অনুভূতি হইয়াছে—সর্ব্বদা যিনি নাদ অনুভব করেন—তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গে থাকিতে পারেন না। বাবা, আমি তোমায় ঠিক বুঝাইতে পারিলাম না।

শিষ্য। নাদ শুনিতে খুব আনন্দ হয়?

গুরু। মেঘনাদ, সোহংনাদ, বীণানাদ, মৃদুগীত নাদ খুব আনন্দপ্রদ; মৃদুতারের যন্ত্রের নাদ বড় মধুর, কুন কুন কি ঠিক বুঝা যায় না। শূন্যে শূন্যে এইরূপ একটি নাদ আছে সেটি বায়ুকে স্থির করিয়া দেয়। আবার বামদিকে একটানা একটি নাদ আছে তাহা শ্রবণে ভয় হয়—যেন মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে হইয়া থাকে।

কোন কোন সময় নাদ শুনিতে শুনিতে সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিলে মন ভয় পায়।

সি সি নাদটিকে আমি অর্দ্ধমাত্রা বা নকুলের ধ্বনি বলিয়া মনে করি। তার নাম দিয়াছি **পূর্ণামৃত**।

ছোট ছেলে নূপুর পায়ে দিয়ে নৃত্য করিলে যেরূপ শব্দ হয় এরূপ

নাদ আছে। ঝরণা নাদ স্পষ্ট মনে হয়—ঝরঝর ক'রে জল পড়িতেছে। কোন সময় মুখের স্বাদ স্বতন্ত্র প্রকার অনুভব হয়।

শিষ্য। জ্যোতি প্রভৃতি কোন্ নাদে দেখা যায়?

গুরু। জয়গুরু, সোহং, মেঘনাদ, সিসি নাদ—ইঁহারা যখন কণ্ঠের উপরিভাগে খেলা করেন, তখন ভিতরে বাহিরে জ্যোতিঃ দেখা যায়—অতিক্ষুদ্র বিন্দু বাইরে বেশী দেখা যায়। আকাশ, শ্বেতজ্যোতি প্রভৃতি স্বতঃই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কোন সাধক বৃষের নাদ শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া গিয়াছিলেন।

শিষ্য। নাদ শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া গেলেন!

গুরু। আহারের দোষ এবং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত না হইলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। যখন মহান্ নাদ উত্থিত হন তখন মাথা ঠিক রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, সাধকের সন্দেহ হয় যে—আমি হয়ত পাগল হইয়া গিয়াছি।

শিষ্য। সাধক শান্ত হন কি প্রকারে?

গুরু। নাদই শান্ত করিয়া দেন। কোন কোন সাধক নাদ উপস্থিত হইলে ব্যাধি বলিয়া চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। করাইলে কি হইবে, যতদিন না নাদময়ী মা আমার সহস্রারে পরম শিবে লীন হইবেন ততদিন এ নাদের বিরাম হইতে পারে না। নাদে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইলে সে সময় মৌন ধ্যান ত্যাগ করা উচিত।

শিষ্য। নাদযোগী ইহার দ্বারাই পূর্ণত্ব লাভ করেন।

গুরু। হাঁ, নাদযোগীদের অন্য কোন ধারণার আবশ্যক হয় না, নাদ শুনিতে শুনিতেই চিত্ত লয় হইয়া যায়।

শিষ্য। রাজযোগ লাভের জন্য বিচার অভ্যাস করিতে হয় না?

গুরু। খেচরী, নাদানুসন্ধান, ত্রাটক প্রভৃতির দ্বারা যে সমাধি হয় তাহা রাজযোগের অন্তর্গত।

রাজযোগসমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী।
অমরত্বং লয়স্তত্ত্বং শূন্যাশূন্যং পরং পদম্ ॥ ৩
অমনস্কং তথাদ্বৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনম্।
জীবন্মুক্তিশ্চ সহজা তুর্য্যা চেত্যেকবাচকাঃ ॥ ৪

ইহারা সবই এক সমাধি বাচক শব্দ।

শিষ্য। জ্ঞানবিচার করিতে হয় না ?

গুরু। না—স্বতঃই দেহাত্মবোধ দূর হয়, পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

শিষ্য। যোগী জ্ঞানীতে পার্থক্য কি ?

গুরু। প্রত্যাহার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাঁহারা তত্ত্ব ধারণা দ্বারা স্থিতিপদ লাভ করেন, তাঁহারা জ্ঞানী এবং যাঁহারা জ্যোতিঃ বা নাদের ধারণায় সমাধি লাভ করেন তাঁহাদিগকে যোগী বলিয়া থাকে। স্থিতির কোন তারতম্য হয় না। চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলে দ্রষ্টা স্ব স্ব রূপে অবস্থিত হন।

শিষ্য। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদের নাদের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ?

গুরু। নিশ্চয়ই। শ্রীভগবানের দর্শনপ্রার্থী অনন্যভক্ত নাদ শুনিতে শুনিতেই সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। লীলাচিন্তাসহ নাদানুসন্ধান বড় সরস সাধনা।

শিষ্য। এখনও ভক্ত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে সমর্থ হন ?

গুরু। হাঁ, যখন ভক্ত ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করত একান্তভাবে তাঁহাকে নাদ অবলম্বনে ধ্যান করিতে থাকেন, তখন

সমাধি উপস্থিত হয়; শ্রীভগবান্ দর্শন দান করত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

শিষ্য। মূর্ত্তির কোন কল্পনা করিতে হয়?

গুরু। না, মন্ত্র অথবা নাদ অনন্যভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিলেই দর্শন লাভ হয়, ইহা মনের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান নহে—ইহা

"ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ।"

শিষ্য। সাধকগণের কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়?

গুরু। অল্পাহার, সঙ্গত্যাগ, নির্জ্জনে অবস্থান এবং সমর্থ হইলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং মধ্য রাত্রে গুরূপদিষ্ট সাধন করা, তাহাতে অসমর্থ হইলে ভোরে এবং সন্ধ্যায় দুইবার জপাদির অনুষ্ঠান করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। অল্পাহার ব্রহ্মচর্য্য ও শ্বাসরক্ষাই সাধনার প্রাণ। সাধকের কর্ত্তব্য স্ত্রী হইতে দূরে অবস্থান এবং সাধিকারও কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সংস্রবত্যাগ। ইহাতে যাঁহারা উদাসীন হন তাঁহাদের পরমানন্দলাভ আকাশ-কুসুমসদৃশ অলীক।

অল্পাহার ব্যতীত সাধনা হইতে পারে না।

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে কথিত হইয়াছে :—

"অল্পাহারনিরত ব্রহ্মচারী তপস্বী সহজেই যোগসিদ্ধি লাভ করেন।"

"নির্জ্জন স্থানে সংযত হইয়া পূর্ব্বরাত্রে ও পররাত্রে ছয়মাস যোগানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শূন্য গিরিগুহা, নির্জ্জনগৃহ, দেবস্থান আশ্রয় করত যোগ করিতে হয়। যিনি ছয়মাসকাল ক্রমাগত যোগসাধন করেন তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিয়া থাকেন, শূদ্র বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী যদি এই পথ অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পরম গতি হয়।" শান্তিপর্ব্ব ২৪০ অধ্যায়

"মানব যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ, স্নেহ—এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়।" শান্তি-পর্ব্ব ৩০১ অধ্যায়

শিষ্য। নাদব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিলে তো যোগ, তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?

গুরু। পরাঙ্মুখী মুদ্রা প্রভৃতির দ্বারা নাদানুসন্ধান গুরুদেবের উপদেশক্রমে ব্রহ্মচারী, মিতাহারী, সঙ্গত্যাগী সাধক করিয়া থাকেন।

শিষ্য। উহা তো অস্বাভাবিক, যতক্ষণ কর্ণরুদ্ধ করা যায় ততক্ষণ থাকে, সর্ব্বদা নাদ লাভের উপায় কি?

গুরু। সাধ্যযোগে গুরুদেবের উপদেশক্রমে যথাবিধি মন্ত্রপুরশ্চরণ আদির দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য হইলে জ্যোতি ও নাদের আবির্ভাব হয়।

সিদ্ধযোগে গুরুদেব মন্ত্রচৈতন্য করিয়া দেন, সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে নাদজ্যোতিঃ লাভ হয়।

শিষ্য। যাহারা মন্ত্রাদি জপে অসমর্থ, ধৈর্য্যহীন অথবা সাংসারিক কর্ম্মের জন্য অবসর পায় না—তাহাদের উপায় কি?

গুরু। বাবা, কলিযুগে উপায়ের ভাবনা নেই। এ যুগে শুধু শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন দ্বারাই ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

বিষ্ণুরহস্য

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

স্কন্দপুরাণ

কেবল নামসঙ্কীর্ত্তন—নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই মানুষ কৃতকৃত্য হয়।

শিষ্য। নামকীর্ত্তনের দ্বারা নাদব্রহ্মকে লাভ করা যায়?

গুরু। নিশ্চয়ই, সর্ব্বদা নামকারী ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে সমর্থ হয়।

অতিবড় মহাপাপী, কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতিতে আকুলচিত্ত মানব যদি শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করে তাহা হইলে সে ব্যক্তিও ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হয়।

যে কোন প্রকারে হেলায় শ্রদ্ধায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় উপহাস করিয়াও যে ভগবানের নাম গ্রহণ করে সেও ধন্যবাদের যোগ্য। বাবা—

মধুরং মধুরেভ্যোঽপি মঙ্গল্যেভ্যোঽপি মঙ্গলং।
পাবনং পাবনেভ্যোঽপি হরের্নামৈব কেবলম্ ॥
দীয়তাং দীয়তাং কর্ণে নীয়তাং নীয়তাং বচঃ।
গীয়তাং গীয়তাং নিত্যং হরের্নামৈব কেবলম্ ॥
তৃণীকৃত্য জগৎ সর্ব্বং রাজতে সকলোপরি।
চিদানন্দময়ং শুদ্ধং হরের্নামৈব কেবলম্ ॥
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যূচুর্নাম একং কলৌ যুগে ॥ পরাশর
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে ॥

কেবল নাম কর, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইয়া যাইবে। নাম কর, আর জড় চেতন সকলকে প্রণাম করা অভ্যাস কর।

হরিনাম ব্রতং যস্য হরিনাম চ যত্তপঃ।

স্বয়ং ভবার্ণবাৎ ত্রাতা গোবিন্দো মুনিপুঙ্গব॥

যাঁহার হরিনাম ব্রত, হরিনাম তপস্যা, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহাকে স্বয়ং গোবিন্দ ভবসাগর হইতে ত্রাণ করে। জড় চেতন সব হরির শরীর মনে করিয়া নাম কর।

শ্রদ্ধয়াবিরতং কৃষ্ণনামগানরতো জনঃ।

কুর্য্যাৎ সদৈব সর্ব্বত্র তচ্চিন্তাং কৃপয়াচ্যুতঃ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে অবিরত কৃষ্ণ নামকীর্ত্তন করেন, অচ্যুত শ্রীভগবান্ সকল স্থানে সকল সময় তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। ভক্ত তখন প্রেমলাভ করিয়া পুলকে আলোকে অশ্রুতে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

যে নামযুক্তা বিচরন্তি ভূমৌ
ত্যক্ত্বা চ কামান্ বিষয়াংশ্চ ভোগান্।
তেষাঞ্চ মুক্তিং পরমাং নিনিষ্ঠাং
দাস্যামি নিত্যং মনসা নিযুক্তঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যাহারা আমার নামযুক্ত হইয়া কামনা বিষয়ভোগ সকল ত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতে ভ্রমণ করে, তাহাদের মুক্তি এবং পরম নিষ্ঠা আমি দান করি। প্রেম ভিন্ন পরমা শান্তি হয় না। ভগবৎপ্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহা তিনিই দান করেন।

নাহং বেদৈর্ন তপসা নেজ্যয়া নাপি তীর্থতঃ।

সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা নাম্নাং প্রকীর্ত্তনাৎ।

গানেন নামগুণয়োর্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

অদ্ভুতরামায়ণ

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী—বেদ তপস্যা যজ্ঞ ও তীর্থের দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না যেরূপ নামকীর্ত্তনের দ্বারা হইয়া থাকি, আমার নাম ও গুণগান করিলে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সর্ব্বাণি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হরির শরীর—এই মনে করিয়া সকলকে প্রণাম কর, আর নাম কর।

তন মনসে ভজন নবন পড়ে তো বচন সে হী ভজন করনা চাহিয়ে। ভজন মেঁ স্বয়ং ঐশী শক্তি হৈ জিসকে প্রতাপ সে আগে চল কর আপনে আপ হী সব কুছ ভজনময় হো জাতা হৈ॥

ঔর ভজন মেঁ আজ কালকে দুর্ব্বল প্রকৃতিকে নরনারিয়োঁকো লিয়ে সবসে অধিক উপযোগী ঔর লাভদায়ক হৈ—ভগবান্‌কে নামকা জপ ঔর কীর্ত্তন! বস, জপ আর কীর্ত্তন পর বিশ্বাস কর্‌কে নামকী শরণ লে লো, নাম আপনী শক্তি সে অপ্‌নে—আপহী তুমেঁ অপনা লেগা। ঔর নাম নামী মেঁ অভেদ হৈ, ইস লিয়ে নামকে দ্বারা অপনায়ে জাকর নামী ভগবানকে দ্বারা তুম সহজহী অপনায়ে জাওগে। যাদ্ রক্‌খো, জিসকো ভগবান নে আপনা লিয়া উসীকা জন্ম ঔর জীবন সফল হৈ ধন্য হৈ।

কলিযুগে লঘুপায় নাম ও লীলাচিন্তা। নাদযোগীও লীলাচিন্তার দ্বারা প্রেমলাভে সমর্থ হন। সব তিনি, সব তিনি, সব তিনি।

শিষ্য। দেব! এই শ্রীশ্রীনাদব্রহ্মলীলামৃত শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার চরণে আমার দৃঢ় অনুরাগ হয়। আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন।

গুরু। শ্রীভগবানের কৃপায় তুমি পরমা শান্তি লাভ কর। কেবল তুমি নহ, শ্রীশ্রীনাদব্রহ্মলীলামৃত তোমাকে বলিয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম।

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-সর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥
ধ্যানং বলাৎ পরমহংসকুলস্য ভিন্দন্
নিন্দন্ সুধামধুরিমানমধীরধর্ম্মা।
কন্দর্পশাসনধুরাং মুহুরেব শংসন্
বংশীধ্বনির্জয়তি কংসনিসূদনস্য॥
নাদাত্মকং নাদবীজং প্রযতং প্রণবস্থিতম্।
বন্দে তং সচ্চিদানন্দং মাধবং মুরলীধরম্॥
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজং।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥
কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥

——:*:——

জয়গুরু—শ্রীগুরু

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত উপসংহৃতি

নাদোপাসনা

১। নাদানুসন্ধানকারী আসনস্থ হইয়া জলশুদ্ধি আসনশুদ্ধি করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে গুরু ও ইষ্টদেবতার ধ্যান করত প্রণামান্তে মস্তকে গুরুদেবের ধ্যান করিবেন।

২। সূর্য্য স্থাবর-জঙ্গম সকলের আত্মা, সূর্য্যের রশ্মিসকল মানুষের নাড়ীসমূহের সহিত এক হইয়া আছে, যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাইবার পথ—তদ্রূপ নাড়ীসমূহ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত একটি পথ বিস্তৃত আছে, সূর্য্যের রশ্মির দ্বারা আমার ভিতর বাহির আচ্ছাদিত—এইরূপ ধ্যান করিবেন।

৩। সেই সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যমণ্ডলস্থ ইষ্টদেবতার কৃপাদৃষ্টি—তন্মধ্যে আমি ডুবিয়া আছি—এই প্রকার ধ্যান করিতে হয়।

৪। স্বর্গদ্বারের পাঁচটি দ্বারপাল আছেন—তাঁহাদের উপাসনা করা প্রয়োজন। প্রথম—হৃদয়ে "প্রাণায় প্রাণনাথায় প্রিয়ায় পরমাত্মনে নমঃ" বলিয়া মনে মনে প্রণাম করত দ্বিতীয়—গুহ্যদেশে "অপানায় নমঃ"—বলিয়া প্রণামান্তে তৃতীয়—সর্ব্বাঙ্গে "ব্যানায় নমঃ" বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক চতুর্থ—নাভিতে "সমানায় নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিয়া পঞ্চম—কণ্ঠে "উদানায় নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবেন।

৫। গুহ্যদেশে মূলাধারে বামে "ইড়ায়ৈ নমঃ", দক্ষিণে "পিঙ্গলায়ৈ নমঃ", মধ্যে "সুষুম্নায়ৈ নমঃ", সুষুম্নার মধ্যে "বজ্রায়ৈ নমঃ" প্রণাম করিবেন।

৬। মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্ম আছে, তন্মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডলে শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে (সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে—সারে তিন প্যাঁচে) ঘিরিয়া

কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা আছেন; "কুণ্ডলিন্যৈ নমঃ" বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক "সদানন্দময়ী মা—করুণাময় গুরো"—এইভাবে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট ডাকিলে সাড়া পাওয়া যাইবে, সম্ভব হইলে যতক্ষণ সাড়া না পাইবেন ততক্ষণ ডাকিবেন।

৭। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পদ্মসূত্রের মত সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিলে নাদযোগী সত্বর কৃতার্থ হইবেন।

৮। লীলাচিন্তা করিলে সরস ভাবে নাদের ধ্যান হইবে।

৯। সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করত নাদে ধ্যান দিলে যোগ-সাম্রাজ্য লাভ হইবেই।

১০। সূক্ষ্ম নাদে মস্তকস্থ নাদে ধ্যান দিবেন।

১১। নাদযোগী প্রথমে খণ্ড মৌন—পরে অখণ্ড মৌন গ্রহণে নাদের প্রকৃত রূপ লাভ করিতে সমর্থ হন।

অপূর্ব্ব এই নাদের লীলা, এই নাদ ধ্যান করিতে করিতে অনেক প্রকার ব্যক্ত অব্যক্ত নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় নাদ শ্রবণকালে কিছু দর্শন হয় না, পরে ক্রমশ নানাবিধ জ্যোতি দর্শন হইতে থাকে। নাদ সহস্রকোটি প্রকার, জ্যোতি শতকোটি প্রকার—কাহারও সাধ্য নাই ইহার সমস্ত বিবরণ দিতে সমর্থ হয়। কোনো শব্দের অনুকারী নাদকে ব্যক্ত ও যাহার মত শব্দ বাহিরে পাওয়া যায় না তাহাকে অব্যক্ত নাদ বলা হয়। সকলেরই যে এক প্রকার নাদ-ই শ্রুতিগোচর হইবে তাহা বলা যায় না। সচ্ছন্দলীলা নাদব্রহ্ম কাহাকে কি ভাবে কৃপা করত দর্শন দেন তাহা মানব-বুদ্ধির অগোচর। শাস্ত্রে যে-সব কথা আছে তাহা মূল গ্রন্থে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

কোনও সাধকের অনুভূত নাদে কিরূপ জ্যোতি আবির্ভাব হইয়াছিল বলা হইতেছে।

জয়গুরু নাদ, গুরু গুরু নাদ, সোহং নাদ, মেঘনাদ, ভ্রমরে জয় গুরু —সোহং নাদ আরম্ভ হইলে দক্ষিণ চক্ষু হইতে একটি রশ্মি নির্গত হইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিত, সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি বিন্দু দৃষ্ট হইত, আকাশ বিন্দু, চক্ষুর কোণে গোলাকার জ্যোতি, অন্যান্য জ্যোতি, ইঞ্জিনে জয়গুরু, বাহিরে দেওয়ালে নৃত্যন্তীর নৃত্য, আকাশে নৃত্য, শিরঃকম্প, বিবিধ জ্যোতি। ঝরণা, ছোট জ্যোতির মধ্যে একটি লাল শ্বেত বিন্দু, সাদা জ্যোতিতে কাল রশ্মি ফেলে নৃত্য ধুন ধুন ধুন নাদ, সাদা হলদে বিন্দু, হরিদ্রাগর্ভ শ্বেত জ্যোতি, সোহং সোহং জয়গুরু সোহং, নীরব ভাষায়—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য"—"একোহহং শুদ্ধোহহং" —বোম্ বোম্ বোম্। নৃত্যন্তীর নৃত্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু, মুখটি কূর্ম্মমুদ্রা, বক্ষ হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত অনুভব, শ্বেত জ্যোতির মধ্যে হরিদ্রা জ্যোতি—লাস্যময়ীর নৃত্য, কোন অজ্ঞাত ভাষার অক্ষর সৃষ্টি, হরিদ্রাগর্ভে শ্বেত জ্যোতি, নাভির নিকট ভ্রমরে সোহং সোহং ঝড়নাদ, সি সি নাদ, মাথায় জল নির্গমনের নাদ। মুখের মধ্যে ক্রিয়া; গুরু-গম্ভীর মেঘ, পাতলা হলদে জ্যোতি, ভুম ভুম নাদ, চিঁ চিঁ নাদ, ঝিঁঝি পোকার নাদ; সমুজ্জ্বল জ্যোতি, অপরূপ অনুপম জ্যোতি (শ্বেত গোল চতুর্দ্দিকে নীল বেষ্টনী) কাল জ্যোতির মধ্যে নিম্নমুখ ত্রিকোণ—ত্রিকোণের নিম্নমুখে বিন্দু; শিরঃকম্প, আকাশে নৃত্য—ঘোর কাল আকাশ। বোম্ বোম্ নাদের সহিত নৃত্যন্তীর ঘূর্ণন। ওঙ্কার নাদ তৈল-ধারার ন্যায় অচ্ছিন্ন—দীর্ঘ ঘণ্টার শব্দের মত বেশ বোঝা যায়। ওঙ্কার নাদে অনেক সময়ে আকাশে জ্যোতি দেখা যায়—ক্রমশ জ্ঞান লোপ হইয়া যায়। ইঞ্জিন নাদ, মৃদু জয়গুরু নাদ; শ্বেত জ্যোতি—গর্ভে হলদে জ্যোতি, মাথায় অতিক্রত ইছু ঝরণা, সাদা জ্যোতির মধ্যে গায় হলদে জ্যোতি,

দীপশিখার ন্যায় জ্যোতি, ভ্রূমধ্য হারিকেনের আলোর মত জ্যোতি, জলোচ্ছ্বাস নাদ, মাথায় ঝরণা, চন্দ্রাকার স্থায়ী জ্যোতি, শ্বেত জ্যোতিতে হরিদ্রার লহর তুলিয়া নৃত্যন্তীর নৃত্য, উজ্জ্বল সবুজ জ্যোতি, সাদা জ্যোতির মধ্যে কাল জ্যোতি, রক্তবর্ণ অপূর্ব্ব জ্যোতি—শূন্যে শূন্যে—খুব উজ্জ্বল বেগুনী জ্যোতি। চিক চিক নাদ, কথা কওয়া নাদ, জয়গুরু, ভেকনাদ ও মেঘনাদ; তারার মত উজ্জ্বল জ্যোতি, বংশীনাদ, শ্বেত জ্যোতি ঘেরা ঘনকৃষ্ণ জ্যোতির মধ্যে হরিদ্রা, নৃত্যন্তীর নৃত্য, বায়ু আকর্ষণে কুম্ভক হইয়া যায়। স্থায়ী চন্দ্রবৎ শ্বেত জ্যোতি, কৃষ্ণ আকাশ, শ্বেত আকাশ, পয়সার মত উজ্জ্বল শ্বেত জ্যোতি। ঝড়ে সোহং মহাঝড়ে সোহং সোহং, তারের যন্ত্রে জয়গুরু অতি মৃদুনাদ, ভ্রমরে সোহম্—ম্। নৃত্যন্তীর নৃত্যে শরীর কম্পিত হয়, কখন শরীর জমিয়া যায়। ফাঁকা থামের মধ্যে কথা কওয়া নাদ, মিশমিশে কাল জ্যোতিতে নৃত্যন্তীর নৃত্যে শ্বেত জ্যোতিরূপে পরিণতি, মাথায় সি-সি নাদ, অব্যক্ত যন্ত্রনাদ, পাপড়ীহীন শ্বেত পদ্মাকার শ্বেত জ্যোতি। সমস্ত বায়ু ভিতরে আকর্ষণ, ভীষণ ঝড়নাদ, দক্ষিণ কর্ণে ওম্, বাহিরের দেওয়ালে বিন্দু ও জ্যোতির সৃষ্টি করত নৃত্যন্তীর নৃত্য, বিন্দু লইয়া ক্রীড়া, টানা ওম্ নাদ। পাপড়ীহীন ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতি—গর্ভে শ্বেত পদ্মাকার জ্যোতি। ঝড়ে জয়গুরু সোহং কেবল কুম্ভক, প্রাণায়াম, পরিবর্ত্তনশীল বিবিধ জ্যোতি। ভ্রূমধ্যে পদ্মাকার কৃষ্ণজ্যোতি গর্ভে শ্বেত জ্যোতি—তন্মধ্যে বিন্দু। ভ্রমরে মৃদু সোহং নাদ যত মৃদু হয় জ্যোতিও তত গাঢ় হয় ইহার বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

মাত্র কয়েকদিনের কিছু অনুভবের কথা লিখিত হইল। অপূর্ব্ব এই নাদের রাজ্য—ক্ষণে ক্ষণে কত পরিবর্ত্তন হয়।

জয়গুরু নাদ, গুরু গুরু নাদ, ওঁ গুরু নাদ, ইঞ্জিননাদ, মেঘনাদ—

এইগুলি কিছুদিন মৌন গ্রহণ করিলে প্রায়ই সর্ব্বদা থাকেন,—অন্যান্য অনেক প্রকার নাদ যাতায়াত করেন। বিবিধ জ্যোতি ও লাস্যময়ীর নৃত্য চলিতে থাকে।

মেঘনাদটির কথা ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন—

"তৎ শ্রুত্বা মুচ্যতে যোগী সদ্যঃ সংসার-বন্ধনাৎ।"

—মেঘনাদ শ্রবণে যোগী সদ্যঃ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলিয়াছেন—

জব্‌তক প্রাণ অপান ইত্যাদি বায়ুকা নাশ নহী হোতা; তব্‌তক হৃদয়াকাশকো কো বাচা হোতী হৈ; ঔর শব্দ উৎপন্ন হোনে কোভী য়হী কারণ হৈ উস অখণ্ড ওঙ্কারকে মেঘ সমান ধ্বনিসে হৃদয়াকাশ গুঞ্জনে লগতা হৈ, তব্ ব্রহ্মরন্ধ্রকী খিড়কী সহজ খুল জাতী হৈ॥ শ্রীজ্ঞানেশ্বরী

সোহংনাদ সম্বন্ধে কবীরজীর উক্তি—

মিটী করম্ কো অঙ্ক, জবৈ আগমভয়ো।
পায়ো স্মৃরতি সোহং সংশয় সবগয়ো॥

নাদকোটিসহস্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ।
সর্ব্বে তত্র লয়ং যান্তি ব্রহ্মপ্রণব-নাদকে॥

নাদবিন্দুপনিষৎ

—কোটিসহস্র প্রকার নাদ, শতকোটি প্রকার জ্যোতি ব্রহ্মপ্রণব নাদে লয় হইয়া যায়।

ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ননাদো জ্যোতির্ম্ময়াত্মকঃ।
মনস্তত্র লয়ং যাতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

নাদবিন্দূপনিষৎ

—ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ন নাদ জ্যোতির্ময়াত্মক। মন তাহাতে লয় হয়—তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

যতক্ষণ নাদ প্রবর্ত্তিত হইবে ততক্ষণ আকাশ সংকল্প থাকিবে, সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম শব্দবিহীন। নাদ যাবৎকাল শ্রুতিগোচর হইবে তাবৎকাল মন থাকিবে, নাদ লয় হইলে মনোন্মনী অবস্থা লাভ হইয়া থাকে—

সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্।

—সশব্দ নাদ অক্ষর-ব্রহ্মে ক্ষীণ হইয়া যাইলে নিঃশব্দ পরমপদে স্থিতি লাভ হয়।

সর্ব্বদা নাদানুসন্ধানে বাসনা একেবারে ক্ষীণ হইলে মন ও প্রাণ নিরঞ্জনে বিলীন হইয়া যায়—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

লয়যোগীর কাম্য হইল—পরমপদ পরমাত্মা পরব্রহ্মকে লাভ করা, তাহা নাদের অবসানে প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই নাদ অবলম্বনে জ্ঞানী পরমাকাশ পরব্রহ্মকে, যোগী অপরিমিত জ্যোতি পরমাত্মাকে এবং ভক্ত তাঁহার বাঞ্ছিততমকে প্রাপ্ত হন। যিনি যাঁহাকে কামনা করিয়া নাদোপাসনা করিবেন তিনি তাঁহাকে লাভ করিবেনই।

উৎসাহ-সাহস-সম্পন্ন জনসঙ্গত্যাগী যোগী ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া নাদানুসন্ধাননিরত হইবেন। শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় "গুরু" অথবা কোন মন্ত্র যদি নাদে উচ্চারিত হইতে থাকে প্রাণপণে নাদটিকে ধরিয়া থাকিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

"জয়গুরু", "গুরু", "ওঁ গুরু"—এই নাদ যিনি পাইয়াছেন তিনি যেন আর কোন নাদে মনোনিবেশ না করেন, "গুরু" নাদে কৃতার্থ হইয়া যাইবেনই যাইবেন।

শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইয়া সর্ব্বসঙ্গত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে অবস্থান করত নাদানুসন্ধানকারী ভক্ত ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ধ্যানাবসরে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামায়ণ আদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলে ধ্যানে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে, অধিকারিবিশেষে মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব এবং উপনিষদ্‌সমূহ আলোচনা করিতে পারেন।

ব্রহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ পাবনম্।
শান্তয়ে কর্ম্মণামন্যদ্ যোগান্নাস্তি বিমুক্তয়ে॥

——:•:——

মহাভারতে যোগমার্গে ব্যাস

অপি বর্ণাবকৃষ্টস্তু নারী বা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণী।
তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাং গতিম্।
যদি বা সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো যদি বাপ্যকৃতী পুমান্।
যদি বা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠো যদি বা পাপকৃত্তমঃ॥
যদি বা পুরুষব্যাঘ্রো যদি বা ক্লৈব্যধারকঃ।
নরঃ সেব্যঃ মহাদুঃখজরামরণনাশকঃ।
অপি জিজ্ঞাসমানোঽপি শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

——:•:——

যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং যোগমযোকচিত্ততা।
জ্ঞানস্বরূপমেব স্যাচ্চিদ্রূপমজমব্যয়ম্॥

সৌরপুরাণ

যোগযোগান্তবেন্মুক্তির্যত্র সিদ্ধিরখণ্ডিতা।
সিদ্ধে মনৌ পরাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ॥

গৌতমীয়ে

খেলিছে খেলা পাষাণবালা আপন মনে।
কভু অন্তরে কখন বাহিরে কভু বা গগনে॥

জ্যোতিরাশি মনে হয় অলঙ্কার
উজ্জ্বল বিন্দু তিলক তাঁহার—
করিয়া উজার জ্যোতির ভাণ্ডার—
নাচিতেছে নিশিদিনে॥

চলে আসি—ছুটে তবু সে আসিয়া
লয়ে যায় মোরে আদরে ধরিয়া
চাহি নাকো তাঁরে তথাপি হাসিয়া
কয় কথা কানে কানে॥

গাহিছে নিয়ত সুমধুর গান
শ্রবণে সে গীত আকুল পরাণ।
জয়গুরু সোহং বিবিধ সুতান
তুলিছে শূন্যে সমীরণে॥

——:•:——

সন্তগণ এই নাদানুসন্ধানকেই বিহঙ্গমযোগ,* সুরত শব্দযোগ, সহজযোগ প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন।

দরিয়া সাহেব

মানু সব্দ জো করুবিবেক
অগমপুরুষ জহাঁ রূপন রেখ। ১
অষ্টদল কঁবল সুরতি লৌলায়
অজপা জপিকে মন সমুঝায়॥ ২
ভঁবর গুফামে উলটি' জায়।
জগমগ জোতি রহে ছবি ছায়॥ ৩
বংকলাল গহি খৈঁচে সূত।
চমকে বিজুলী মোতী বহুত॥ ৪
সেত ঘটা চহুঁ ঘনঘোর।
অজরা জহবাঁ হয় অঁজোর॥ ৫

---

* **বিহঙ্গম মার্গ**ঃ—

শুকশ্চ বামদেবশ্চ দ্বে স্তৃতী দেবনির্ম্মিতে।
শুকো বিহঙ্গমঃ প্রোক্তো বামদেবঃ পিপীলিকঃ॥

বরাহোপনিষৎ ৪।৩৩

—শুক ও বামদেব দুইটি দেবনিম্মিত পথ, শুক বিহঙ্গম মার্গ এবং বামদেব পিপীলিকা মার্গ।

যাঁহারা শুকমার্গ অনুসরণ করেন তাঁহারা সদ্য মুক্ত হন, বামদেব মার্গাবলম্বিগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করত যোগ সাংখ্য ও সাত্বিক কর্ম্মসমূহের আচরণপূর্ব্বক ক্রমে মুক্ত হইয়া থাকেন।

অমিয় কঁবল নিজ করো বিচার।

চুবত বুন্দ জহঁ অমৃতধার ॥ ৬

ছব চক্র খোজী খোজিকর নিবাস

মূলচক্র জহঁ জিবকো বাস ॥ ৭

কায়া খোজী যোগী ভূনান

কায়া বাহরূপ নিরবান ॥ ৮

সত গুরু সবদ জোকরৈ খোজ

কহে দরিয়া তব পূরণ যোগ ॥ ৯

কবীর দরিয়া প্রভৃতি সন্তগণ তাঁহাদের গ্রন্থে বংকলাল, ভ্রমরগুহা, অষ্টদল কমল, সুরতি, নিরতি, সত্যরাজ্য, সত্যপুরুষ ইত্যাদি এবং বহুবিধ নাদের অমৃতবর্ষণ ও অনেকপ্রকার জ্যোতির কথা বলিয়াছেন।

"সতগুরু" শব্দটি অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন—এইটি একটি বিশেষ নাদ বলিয়া মনে হয়।

বিশুদ্ধবাণীতে বিহঙ্গমযোগ শীর্ষকপ্রবন্ধে ও কবীরজীর শব্দাবলী এবং অন্যান্য সন্তগণের বংকলাল প্রভৃতির বিবরণ নিম্নপ্রকার উল্লিখিত হইয়াছে—

"বঙ্কনাল"

"বঙ্কনাল" একটি বিশিষ্ট নাড়ীর নাম—ইহা মূলাধার হইতে উদ্‌গত হইয়া নাভির বাম ভাগ দিয়া উঠিয়া হৃদয় ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করার পর আজ্ঞাচক্রস্থিত রুদ্রগ্রন্থিতে মিলিত হয়। তাহার পর রুদ্রগ্রন্থি হইতে উত্থিত হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌছে। অনন্তর মস্তকের পশ্চাতের দিকে বক্রভাবে কতকটা ঝুলিয়া পড়ে এবং পুনরায় উপরের দিকে উঠে। এই স্থানে এই নালটি অর্দ্ধবৃত্তের আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানেই ইহা বঙ্কনাল নামে পরিচিত। ইহার

পর নাড়ী ধুন্ধকারমণ্ডল পার হইয়া মহাশূন্তের প্রান্তে ভ্রমরগুহাতে প্রবেশ করে। ভ্রমরগুহা সত্যরাজ্যের দ্বারস্বরূপ।

ভ্রমরগুহাতে দৃশ্য কিছুই নাই—বস্তুতঃ ইহা শূন্যস্থান। তাই ইহাকে গুহা বলা হয়। এইখান হইতেই যোগী বিশুদ্ধ শব্দ শুনিতে পান। সেই শব্দের প্রভাবে সত্যরাজ্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই যে শব্দ শ্রবণ—ইহা যোগিগণের সুপ্রসিদ্ধ নাদানুসন্ধানের একটি অবস্থা।

অন্য জনৈক সন্ত বলিয়াছেন—সহস্রদল কমল এবং ত্রিকূটির মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় বাঁকা রাস্তার নাম বংকনাল। ত্রিকূটি—প্রণব বা ওঙ্কার পুরুষ, সেখানকার শব্দ ওঙ্কার অন্তর্গত মৃদঙ্গ ও মেঘগর্জ্জন।

তুরীয়া সব্দ উঠত অভি অন্তর সোহং সোহং টেবো।

(ভীখা সাহিব)।

ভঁবর গুফামেঁ বীচ উঠত হৈ সোহং বাণী।

(পল্টু সাহিব)।

ভঁবর গুফামেঁ সোহং বাজৈ, মুরলী অধিক বজায়া হৈ।

(কবীরজী)।

সব্দ সোহং উঁচে জীবতামেঁ বসৈ

(গুলাল সাহেব)।

সোহং পাদটি ভ্রমরগুহার নাদ।

ভ্রমরগুহা সত্যরাজ্য

"ইহার পর যথাসময়ে ভ্রমরগুহাতে প্রবেশ হয়। এই গুহামধ্যে নিরন্তর শব্দের গুঞ্জন হইয়া থাকে। নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর রূপ ও

দিব্যগন্ধ সর্ব্বদাই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইলেই যোগীসাধক অলৌকিক ও নির্ম্মল দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হয়—ইহার নাম দিব্যচক্ষু লাভ। ভ্রমরগুহা হইতে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করা অতি সহজ। সত্যরাজ্যে সত্যস্বরূপ নিরাকার চিন্ময় পুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন।”

“উদ্যমশীল যোগী সত্যরাজ্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখেন না, কারণ সত্যরাজ্যেরও একটি পরাবস্থা আছে। সত্যরাজ্যে কথা বলা যায় এবং কথা শোনা যায়, যদিও সে কথা নিঃশব্দ বাণী মাত্র এবং সেখানে মিথ্যার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু সত্যরাজ্যের উর্দ্ধে শব্দের কোন গতি নাই। সেই শব্দহীন রাজ্য হইতে একটি উর্দ্ধ কেন্দ্রে উর্দ্ধপ্রবাহের ফলে আরোহণ ঘটিয়া যায়। ঐ স্থানে গমন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া কেহ কেহ উহাকে আগমলোক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।”

“সত্যরাজ্য ভ্রমরগুহার অতীত এবং ভ্রমরগুহা মহাশূন্যের পরপারে অবস্থিত। সত্যরাজ্য তো দূরের কথা—মহাশূন্য ও ভ্রমর-গুহাও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, কিন্তু সহস্রদল-কমল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত।”

“শুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের ধর্ম্ম চিন্ময় শব্দকে সোহং নাদ—ওম্ নাদ—মেঘনাদ—নির্ঝর নাদ আশ্রয় করিয়া সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়—তখন সোহং জন্মে।”

কোন সন্ত বলিয়াছেন—

“শূন্য বা দশমদ্বার রং রং পুরুষ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ প্রকাশমান। মহাশূন্য অক্ষর পুরুষ অন্ধকার কুণ্ডলী এখানে শব্দ গুপ্ত। ভ্রমরগুহা সোহং পুরুষ মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ, সোহং অন্তর্গত মুরলী বংশীধ্বনি সত্য-লোক, সত্যপুরুষ, কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশমান, বীণাধ্বনি।”

কবীরজী বলিয়াছে—

পারব্রহ্ম মহাশূন্যমাঝারা, সই নিঃখছর রহা হৈ। ৬
ভঁবর গুহামেঁ সোহং বাজৈ মুরলী অধিক বজায়া হৈ॥ ৮
সত্তলোক সতপুরুষ বিরাজৈ অনখ অগম দোমায়া হৈ॥ ৯
পুরুষ অমানী সবপর স্বামী, ব্রহ্মগুপার জোগয়া হৈ॥ ১০

অষ্টদল কমল

"সন্তগণ বলেন—মানুষের প্রতি চক্ষুতে চারটি অবয়ব আছে, সুতরাং তাহার দুইটি চক্ষুতে আটটি অবয়ব আছে। এই আটটির সমষ্টিকে অষ্টদল কমল বলে, কারণ প্রত্যেকটি অবয়ব কমলের এক একটি দলস্বরূপ। এই চারটি অবয়ব কি—তাহার নির্দ্দেশ সন্তগণ স্পষ্টভাবেই করিয়াছেন। প্রতি চক্ষুতে যে চারিটি অংশ আছে তাহা এই—(১) চক্ষুর উজ্জ্বল তারা, (২) উহার অন্তরস্থিত নর্ত্তনকারী অপেক্ষাকৃত কম কালোবর্ণের পুত্তলী, (৩) কেন্দ্রস্থিত তারকাবৎ ছোট পুত্তলী, ও (৪) তারকার অন্তঃস্থিত সূচী—ছিদ্রের ন্যায় উজ্জ্বল সূক্ষ্ম বিন্দু (যাহার নামান্তর অগ্রনখ বা সূচী)।

মোট চারিটি। দুই চক্ষুতে এইরূপ আটটি অবয়ব অথবা দল আছে।

সন্তগণ বলেন—এই যে অগ্রনখের কথা বলা হইল ইহাই অগ্রদৃষ্টি, সুরতি এই অগ্রদৃষ্টি বা অগ্রনখরূপে পরিণত হইয়া অষ্টদল কমলকে ভেদ করে। তখন ইড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা ত্রিবেণী সঙ্গম একাকার হইয়া যায়। একাগ্রতা প্রভাবে সুরতিকে অগ্রনখের ভিতরের দিকে প্রেরণ করিতে হয়, এই প্রক্রিয়ার নাম উন্মনী মুদ্রা।"

সুরতি নিরতি

'সুরতি' বলিতে অসাধারণ দৃষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে।

এই দৃষ্টির উন্মীলন হইলে নানাপ্রকার অপরূপ দৃশ্য ও শব্দের অনুভব ঘটিয়া থাকে।

'নিরত্তি' শব্দে বুঝায় নির্ব্বিকল্প ধ্যান—ইহাতে দৃশ্যের ভান মোটেই থাকে না।

এই সমস্ত সন্তগণের অনুভবের কথা—যদি কোন নাদানুসন্ধানকারী অন্য কোনপ্রকার চিন্তা না করিয়া মাত্র নাদ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করেন তাহা হইলে তিনি প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন-ই।

অক্ষরং পরমো নাদঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে।
নাদঃ পরমপুরুষঃ ॥
নাদ এব মহদ্‌ব্রহ্ম পরমাত্মা পরঃ পুমান্।
নাদঃ পরঃ পুমানীশঃ নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ঃ শিবঃ ॥

তুমহীঁ সোহং সুবত হৌ তুমহী মন ঔর পৌন (প্রাণ)।
ইসামঁদূসর কোন হৈ আবৈজায় সো কৌন ॥

বংশী স্বনস্বনে নূপুরের স্বনে
প্রণব ঝঙ্কার পশিবে শ্রবণে
শুনিতে শুনিতে সে প্রণব স্বনে
'আমি' তাঁর চারুচরণে মিশিবে ॥

——:০:——

৺৭ শ্রী শ্রীগুরবেনমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৪।১০।৬২

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃতের পরিশিষ্ট

কবীর সাহেব সন্তবাণীসংগ্রহ

সুমিরণ প্রথম ভাগ ১৭ পৃষ্ঠা

সহজেহী ধূনি হোত হৈ, হরদম ঘটকে মাঁহি।
সুরত সবদ মেলা ভয়া, মুখকী হাজত নাহী॥ ১০
জাপ মরে অজপা মরৈ, অনহদভী মরি যায়।
সুরত সমানী সবদ মে, তাহিকাল নাহি খায়॥ ১১
জপতপ সংযম সাধনা, সব সুমিরণকে মাহি।
কবীর জানৈ ভক্তজন, সুমিরণ সমকিছু নাহি॥ ১২

সীতারাম

গগন মঁডল বীচ মে, যাঁহা সোহংগম ডোরি।
সবদ অনাহদ হোত হৈ, সুরত(১) লগী তাঁহা মোরি॥ ১
কবীর কমল প্রকাসিয়া, উগা নির্ম্মল সুর।
রৈন অঁধরী মিটি গই, বাজৈ অন্নহদ তূর॥ ২
নিঝর ঝরৈ অনহদ বাজৈ, তব উপজৈ ব্রহ্মগিয়ান্।
অবিগতি অংতর প্রগটহী, লগাপ্রেম নিজ ধ্যান॥ ৩

---

(১) অসাধারণ দৃষ্টি

সুন্ন মঁডল মে ঘর কিয়া, ৰাজৈ সৰদ রসাল।
রোম রোম দীপক ভয়া, প্রগটে দীন দয়াল॥ ৪
কবীর সৰদ শরীর মেঁ, বিন গুণ ৰাজৈ তাঁত।
ৰাহর ভিতর রমী রহা, তাতেঁ ছুটী ভ্রান্ত॥ ৫
সৰদ সৰদ বহু অন্তরা, সার সৰদ চিত দেয়।
জা সৰদৈ সাহিক মিলৈ সোই সৰদ গহি লেয়॥ ৬
সৰদ সৰদ সৰকোই কহৈ, বো তো সৰদ বিদেহা।
জিভ্যাপর আবৈ নহীঁ, নিরখি পরখি করি লেহা॥ ৭
এক সৰদ সুখ রাস হৈ, এক সৰদ দুঃখ রাস।
এক সৰদ বন্ধন কটৈ, এক সৰদ গল ফাঁস॥ ৮
সৰদ গুরু কো কীজিয়ে, ৰহুতক গুরু লবার।
অপনে অপনে লোভ কো, ঠৌর ঠৌর ৰট মার॥ ৯
সৰদ বিনা শ্রুতী আঁধরী, কহো কাঁহাকে জায়।
দ্বার ন পাবৈ সৰদ কা, ফিরি ফিরি বটকা খায়॥ ১০

সীতারাম

কবীর কমল প্রকাসিয়া, উগা নির্ম্মল সুর।
রৈন অঁধেরী মিটি গই, ৰাজৈ অনহদ তুর॥ ৭
আকাসে ঔঁধা কু আঁ, পাতালৈ পবনি হার।
জলহংসা কোই পাবই, ৰিরলা আদি বিচার॥ ৮
গগন গরজি ৰরসৈ অমী, ৰাদল গহির গঁভীর।
চহুঁ দিসি দমকৈ দামিনী, ভীঁজে দাস কবীর॥ ৯
কবীর জব হাম গাৰতে, তৰ জানা গুরু নাহিঁ।
অব গুরু দিল মে দেখিয়া, গাবন কো কছু নহিঁ॥ ১০

সীতারাম

মাঁগন মরণ সমান হৈ, মত কোই মাঁগো ভীখ।
মাঁগন তে মরণ ভলা, য়হ সদ্‌গুরুকী শিখ্‌॥ ১

ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১৮ পৃষ্ঠা

ভেদবাণী (২) সীতারাম

মহরম হোয় সো জানৈ সাধো, ঐসা দেস হমারা। টেক
ৰেদ কেতব পার নহি পাৰত, কহন সুনন সে ন্যারা।
জাতি বরণ কুল কিরিয়া নাহি, সংধ্যা নেম আচারা॥ ১
ৰিন জল বুঁদ পরত জাঁহা ভারী, নহি মীঠা নহি খাড়া।
সুন্ন মহলমেঁ নৌবত ৰাজৈ, কিংগরী বীন সিতারা॥ ২
ৰিন বাদর জহঁ বিজরী চমকৈ, ৰিন সূরজ উজিয়ারা।
ৰিনা সোপ জঁহা মতী উপজৈ, ৰিনা সুর সবদ উচারা॥ ৩
জোতি লজায় ব্রহ্ম জহঁ দরসৈ, আগে অগম অপারা।
কহ কবীর বঁহ রহনি হমারী, ৰুঝৈ গুরুমুখ প্যারা॥ ৪

সীতারাম ঐ ২৬ পৃষ্ঠা

জঁহ সত্‌গুরু খেলত ঋতু বসন্ত। পরম জোত জহাঁ সাধ সন্ত॥১
তিন লোকসে ভিন্ন রাজ। জঁহা অনহদ ৰাজা বজৈ বাজ॥ ২
চহুঁ দিসি জোতিকী বহৈ ধার। বিরলা জন কোই উতরৈ পার॥৩
কোটি কৃস্ন জহঁ জোরৈঁ হাথ। কোটি বিস্নু জহাঁ নূরৈঁ মথ॥ ৪
কোটি ব্রহ্মা পঢ়ৈ পুরাণ। কোটি মহেস জহাঁ ধরৈঁ ধ্যান॥ ৫
কোটি সরস্বতী ধরৈঁ রাগ। কোটি ইন্দ্র জহঁ গগন লাগ॥ ৬

সুর গন্ধর্ব্ব মুণিগণে না জায়। জহঁ সাহিব প্রকটে আপ আয়॥ ৭
চোবা চন্দন ঔর অবীর। পুহুপ বাস রস রহ্যো গঁভীর॥ ৮
সিরজত হিয়ে নিবাস লীহ্ন। সো যদি লোকসে রহত ভিন্ন॥ ৯
জব বসন্ত গহী রাগ লীহ্ন। সদ্‌গুরু সবদ উচার কীহ্ন॥ ১০
কহ কবীর মন হৃদয় লাহি। নরক উধারন নাম আহি॥ ১১

———:•:———

সীতারাম জ্ঞানগুদড়ী ৬ পৃষ্ঠা

টকটকী চন্দ্রচকোর জ্যেঁা রহতু হৈঁ
সুরত[১] ঔর নিরতকা[২] তার বাজৈ।
নৌবত খুরত হৈ রৈন দিন সুন্ন মে
কহে কবীর পিউ গগন গাজৈ॥

———:০:———

সীতারাম ঐ ৩২ পৃষ্ঠা

সবদকো খোজিলে সবদকো বুঝিলে,
সবদ হী সবদ তুঁ চলো ভাই।
সবদ আকাশ হৈ সবদ পাতাল হৈ,
সবদ তে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ছাই॥
সবদ বয়ন বসৈ সবদ সরবন বসৈ,
সবদকে খ্যাল মূরতি বনাই।

(১) অসাধারণ দৃষ্টি (২) নির্বিকল্পক ধ্যান

সবদ হী বেদ হৈ সবদ হী নাদ হৈ,

সবদ হী সাস্ত্র বহু ভাঁতি গাই ॥

সবদ হী জন্ত্র হৈ সবদ হী মন্ত্র হৈ,

সবদ হী গুরুসিষকো শুনাই।

সবদ হী তত্ত্ব হৈ সবদ নিতত্ত্ব হৈ,

সবদ আকার নিরাকার ভাই ॥

সবদ হী পুরুষ হৈ সবদ হী নারী হৈ,

সবদ হী তিন দেবা অপাই।

সবদ হী দৃষ্ট অদৃষ্ট ওঙ্কার হৈ,

সবদ হী সকল ব্রহ্মাণ্ড জাই ॥

কহৈ কবীর তৈ সবদকো পরখিলে,

সবদ হী আপ কর তার ভাই ॥

——ঃ০ঃ——

সীতারাম শব্দাবলী ৮২ পৃষ্ঠা

পঢ়ো মন ওনামাসীধংগ।* টেক

ওঙ্কার সবৈকোই সিরজে অংগ ॥

নিরংকার নির্গুণ অবিনাসী, কর বাহীকো সংগ ॥ ১

নাম নিরংজন নৈননমদ্ধে, নামরূপ ধরন্ত।

নিরংকার নির্গুণ অবিনাসী, নিরখে একৈ রংগ ॥ ২

মায়ামোহ মগন হোই নাচৈ, উপজৈ অংগ তরংগ।

মাটিকে তন থির ন রহতু হৈ, মোহ মমত কে সংগ ॥ ৩

* ওঁ নমঃ সিদ্ধং (অপভ্রংশ)

সীল সন্তোষ হৃদে বীচ দায়া, সবদ স্বরূপী অংগ
সাধকে বচন সত্ত করি মানৌ, সির্জন হারী সংগ ॥ ৪
ধ্যান ধীরজ জ্ঞান নির্ম্মল, নাম তত্ত গহংতা।
কহৈ কবীর শুন ভাই সাধো, আদি অংত পরযংতা ॥ ৫

——:০:——

সীতারাম ঐ ২য় ভাগ ১৩ পৃষ্ঠা

সুর নর মুনি সব ছলছল মারিন, চৌরাসী মে ডারা হো।
মদ্ধ আকাশ আপ জহঁা বৈঠে, জোতি সবদ উজিয়ার হো ॥ ৩
সেত স্বরূপ সবদ জহঁ ফুলে, হংসা করত বিহারা হো।
কোটিন সূর চংদা ছিপি জৈ হৈঁ, একরোম উজিয়ারা হো ॥ ৪
বহী পার ইক নগর বসতু হৈঁ, বরসত অমৃতধারা হো।
কহৈ কবীর সুনো ধর্ম্মদাসা, লখো পুরুষ দরবারা হো ॥ ৫

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৭ পৃষ্ঠা

জাকৈ গগন হৈ সহসৈ, তাকো সকল পসারা।
অনহদ্ নাদ সবদ ধুনি জাকে, সোই খসম হমারা ॥ ৫
সত্ গুরু সবদ হৃদয় দৃঢ় রাখো, করহু বিবেক বিচারা।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো, সৎ পুরুষ অপারা ॥ ৬

——:০:——

সীতারাম ঐ ৪৮ পৃষ্ঠা

পাঁচ সহেলী করত আরতী, মনসা বাচা সৎগুরু মেঁ।
অনহদ ঘংটা বজৈ মৃদংগা, তনসুখ লেহি রতন মেঁ ॥ ৪

ৰিনপানী লাগী জহঁ বরষ, মোতী দেখ ন দিন মে ।
জহ বাঁ মনুআ ৰিমল রহ্যো হৈ, চলো হংস ব্রহ্মাঁণ্ড মে॥ ৫
ইক ইস ব্রহ্মাণ্ড ছাই রহ্যো হৈ, সমঝৈ রিলৈ স্বূরা।
মুরখগঁবার কহা সমঝেঁগে, জ্ঞানকে ঘর হৈ দূরা ॥ ৬

——:০:——

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ১৫।১০।৬২

সীতারাম শব্দাবলী দ্বিতীয় ভাগ ৫০ পৃষ্ঠা

চুবত অমীরস ভরত তাল জহঁ, সৰদ উঠে আসমানী হো। টেক
সরিতা উমড় সিন্ধকো সোখে, নহি কছু জাত বখানি হো॥ ১
চাঁদ স্বূরজ তারাগণ নহিঁ বঁহ, নহি বঁহ রৈন ৰিহানী হো।
ৰাজে ৰজেঁ সিতার বাঁস্বুরী, ররূংকার মৃদুবানী হো ॥ ২
কোটি ঝিলিমিলী জহঁ বহঁ ঝলকৈঁ, বিনু জল বরসত পানী হো।
শিব অজ বিস্নু স্বুরেস সারদা, নিজ নিজ মতি উনমানী হো॥ ৩
দস অবতার এক তত রাজেঁ, অস্তুতি সহজ্সে আনি হো। ৬
কহে কবীর ভেদকী বাতৈঁ, বিরলা কোই পহিচানী হো॥ ৭
কহ পহিচান ফের ন আবৈ, জম জুলুমী কী খানী হো॥ ৮

——:০:——

সীতারাম শব্দাবলী ২য় ভাগ ৫৫ পৃষ্ঠা

মেরী নজর মে মোতী আয়া হৈ॥ টেক
কোই কহে হলকা কোই কহে ভারী, দূনো ভূল ভূলায়া হৈ॥ ১

ব্রহ্মা বিস্নু মহেসর থাকে, তিন হূঁ খোজ ন পায়া হৈ ॥ ২
সংকর সেষ ঔর সারদ হারে, পঢ়ি রটি গুণ বহু গায়া হৈ ॥ ৩
হৈ তিল, কে তিল, কে তিল ভিতর, বিরলে সাধু পায়া হৈ ॥ ৪
চহুঁ দিস কঁবল তিকুটী সাজৈ, ওঙ্কার দরসায়া হৈ ॥ ৫
ররংকার পদ সেত সুন্ন মধ, ষট্ দল কঁবল বঁতায়া হৈ ॥ ৬
পারব্রহ্ম মহাসুন্ন মঁঝারা, সই নিঃ অছর রহা হৈ ॥ ৭
ভঁবর গুহা মেঁ সোহং বাজৈ, মুরলী অধিক বজায়া হৈ ॥ ৮
সত্তলোক সতপুরুষ বিরাজৈ, অলখ অগম দোউ মায়া হৈ ॥ ৯
পুরুষ অমানী সবপর স্বামী, ব্রহ্মাঁণ্ড পার জো গয়া হৈ ॥ ১০
য়হ সব বাতৈ দেহী মাহৈঁ, প্রতিবিঁব অংডজ পায়া হৈ ॥ ১১
প্রতিবিঁব পিংড ব্রহ্মাঁণ্ড হৈ নিকলী, অসলী পার বতায়া হৈ ॥১২
কহে কবীর সতলোক মার হৈ, যঁহ পুরুষ নিয়ারা পায়া হৈ ॥১৩

———:•:———

সীতারাম ঐ ৫৮ পৃষ্ঠা

হংস হংসনী আরত উতারৈ, খোড়স ভানু সুর পুনি চারৈ ॥
পদ বীনা সত সবদ উচারে, জো বেধত হিয়ে মঝারা হৈ ॥
তাপর অগম মহল ইক ন্যারা, সংখন কোটি তা সুবিস্তারা।
বাগ বাবড়ী অমৃত ধারা, জহাঁ অধারী চলৈঁ ফুহারা হৈঁ ॥ ২৯
মোতী মহল ঔ হীরণ চৌরা, সেত বরণ তঁহ হংস চকোরা।
সহস সূর ছবি হংসন জোরা, ঐসা রূপ নিহারা হৈ ॥ ৩০
অধর সিংঘাসন জিংদা সাইঁ, অর্ব্বণ সূর রোম সম নাহী।
হংস হিরংবর চঁবর ঢুলাই, ঐসা অগম অপারা হৈ ॥ ৩১

তঁহা অধরী উপর অধর ধরাই, সংখন সংখ তাসু উচাই।
ঝিলমিল হঠ সো লোক কহাই, জহঁ ঝিলমিল ২ সারা হৈ॥ ৩২
বাগ বাগীচে ঝিলমিলকারী, রতন ন জড়ে পাত ঔ ডারী।
মোতী মহল ঔ রতন অঠারী, তাহা পুরুষ বিদেহ পধারা হৈ॥৩৪
কোটি ন ভানু হংসকো রূপা, ধ্বন হৈঁ বঁহকী অজয অনূপা।
হংসা করত চঁবর সির ভূপা, বিন কর চঁবর ডুলাবা হৈ॥ ৩৫
হংস কেল সুনো মন লাই, এক হংসকে জে চিত আই।
দূজা হংসা সমঝি পুনি জাই, বিন মুখ বৈন উচারা হৈ॥ ৩৬
তা আগে নিঃলোক হৈ ভাই, পুরুষ অনামী থকহ কহাই।
জো পহুঁচে জানেঁগে বাহী, কথন সুনন তৈঁ ন্যারা হৈ॥ ৩৭
রূপ স্বরূপ বঁহা কছু নাহীঁ, ঠৌর ঠাঁব কিছু দিসৈ নাহী।
অরজতুল(১) কছু দৃষ্টি ন আই, কৈ সে কহু সুমারা হৈ॥ ৩৮
জাপর কিরপা করহৈঁ সাই, গগনী মারগ পাবৈ তাহী।
সত্তর পরলয় মারগ মাহী, জব পাবৈ দীদারা হৈ॥ ৩৯
কহৈ কবীর মুখ কহা ন জাই, ন কাগদ পর অংক চড়াই।
মানো গুঁগে সম গুড় খাই, সৈনন বৈন উচারা হৈ॥ ৪০

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৬১ পৃষ্ঠা

সত এঁ কঁবল ত্রিকূট ভিতর, বহাঁ পহুঁ চিকে জাই।
জোতি সরূপী দেব নিরংজন, বেদ ন উনকো গাই॥ ৭

(১) দীর্ঘ্য প্রস্থ—

(১)বংকনালকী ঔ ঘটঘাটী, তহঁ ন পগ ঠহরাই।
ওওং ররংগ অড়ে জহঁ দুই দল, অজপা নাম স হাই ॥ ৮
জো জন এক খররব কে আগে, পুরুষ বিদেহ রহাই।
সেত কঁবল নিস বাসর ফূলে, শোভা বরণি ন জাই ॥ ৯
সেত ছত্র ঔর সেত সিংঘাসন, সেত ধূজা ফহারাই।
কোটিন ভানু চন্দ্র তারাগণ, ছত্রকো ছাঁই রহাই ॥ ১০
মনমে মন নৈননা মে নৈনা, মন জৈন একহৈব জাই।
সুরত সোহাগিনি মিলন পিয়াকো, তনকে তপন বুঝাই ॥ ১১
দ্বাদস উপর মিলে গুরুপূরে, সবদ মে সুরত মিলাই ॥ ১২

——:•:——

সীতারাম ঐ ৮৮ পৃষ্ঠা

কাম ক্রোধ অরু মোহ লোভকে, কীচ দূর তজি ডারী।
জনম মরণকী দুবিধা মেটৌ, আসা তৃস্না মারী ॥ ৪

---

(১) বংকনাল একটি বিশিষ্ট নাড়ীর নাম,—ইহা মূলাধার হইতে উদ্‌গত হইয়া নাভির বাম ভাগ দিয়া উঠিয়া হৃদয় ও বক্ষস্থল স্পর্শ করার পর আজ্ঞাচক্রস্থিত রুদ্রগ্রন্থিতে মিলিত হয়। তাহার পর রুদ্রগ্রন্থি হইতে উত্থিত হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছে। অনন্তর মস্তকের পশ্চাতের দিকে বক্রভাবে কতকটা ঝুলিয়া পড়ে এবং পুনরায় উপরের দিকে উঠে। এই স্থানে এই নালটি অর্দ্ধবৃত্তের আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানেই ইহা বংকনাল নামে সন্ত সাহিত্যে পরিচিত। ইহার পর এই নাড়ী ধুন্ধকার মণ্ডল পার হইয়া মহাশূন্যের প্রান্তে ভ্রমরগুহাতে প্রবেশ করে। ভ্রমরগুহা সত্যরাজ্যের দ্বারস্বরূপ।”
বিশুদ্ধবাণী

নির্গুণ সগুন একহিঁ জানৌ, ভরম গুহা মত জারী।
আঁনদ অনুভব উরমেঁ ঘারৌ, অনহদ মৃদঙ্গ বজারী ॥ ৫
জল থল জীব ঔ জন্তু চরাচর, একহী রূপ নিহারী।
দাস কবীর সে হোরী মচাও, খেল জগমেঁ ধমারী ॥ ৬

——:•:——

সীতারাম ঐ ১২০ পৃষ্ঠা

কর্ত্তা এক ঔর সব বাজী। ন কোই পীর জয়া যথ কাজী।
বাজী ব্রহ্মা বিস্নু মহেসা। বাজী ইন্দ্র চন্দ্র গণেশা ॥
বাজী জল স্থল সকল জহানা। বাজী জানু জর্মী অসমানা ॥
বাজী বরণো সিম্রিতি বেদা। বাজীগর কা লখৈ ন ভেদা ॥
বাজী সিদ্ধ সাধক গুরু সীষা। জহাঁ তহাঁ যহ বাজী দীখা ॥
বাজী যোগ যজ্ঞ ব্রত পূজা। বাজী দেবী দেবল দূজা ॥
বাজী তীরথ ব্রত আচারা। বাজী জোগ যজ্ঞ ব্যোহারা ॥
বাজী জল থল সকল কিবাই। বাজী সো বাজী লিপটাই ॥
বাজীকা যহ সকল পসারা। বাজী মাহিঁ রহৈ সংসারা ॥
কহে কবীর সব বাজী মাহী। বাজীগর কো চীহ্নেঁ নাহীঁ ॥

——:•:——

সীতারাম শব্দাবলী তৃতীয় ভাগ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

সখিয়া বাখর সবসে ন্যারা। জহাঁ পূরণ পুরুষ হমারা॥ টেক
জহঁ নহিঁ সুখ দুখ সাচ ছুট নহি। পাপ ন পুন্ন পসারা।
নহিঁ দিন রৈন চন্দ্র নহিঁ সূরজ। বিনা জোতি উজিয়ারা ॥১

নহিঁ তহঁ জ্ঞান ধ্যান নহিঁ জপতপ, ৰেদ কিতেৰ ন ৰাণী।
করনী ধরনী রহনী গহনী, যে সব উহঁ হিরানী ॥ ২
ধর নহিঁ অধর নৰাহর ভীতর, পিংড ব্রহ্মাংড কছু নাহীঁ।
পাঁচ তত্ত্ব গুনতীন নহিঁ তহঁ, সাখী সৰদ ন তাহীঁ ॥ ৩
মূল ন ফুল ৰেলি নহিঁ বীজা, বিনা বৃচ্ছ ফল সোহৈ।
ও ওম্ সোহং অর্ধ উর্ধ নহিঁ, শ্বাসা লেখ ন কোহৈ ॥ ৪
নহিঁ নির্গুন নহি সগুন ভাই, নহিঁ সূচ্ছম অস্থূলং।
নহিঁ অচ্ছর নহিঁ অবগত ভাই, যে সৰ জগকে ভূলং ॥ ৫
জহাঁ পুরুষ তহবাঁ কছু নাহীঁ, কহৈ কৰীর হম জানা।
হমরী সৈন লখৈ জো কই, পাবৈ পদ নির্ব্বানা ॥ ৬

——ঃ০ঃ——

৮৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ১৬।১০।৬২

সীতারাম ঐ ১৩ পৃষ্ঠা

নগর মেঁ সাধূ অদল চলাই ॥ টেক
সার সৰদকো পটা লিখাবো, জমসে লেহু লড়াই।
পাঁচ পচিম কর ৰস আপন, সহজৈ নাম সমাই ॥ ১
সুরতি সৰদ এক সম রাখো, মনকা অদল উঠাই।
কাম ক্রোধকী পূঁজী তোলো, সহজ কাল টরি জাই ॥ ২
সূরতি উলটি পবনকে সোধো, ত্রিকুটী মধি ঠহরাই ॥

সোহং সোহং বাজা বাজৈ, অজর পুরী দরসাই ॥ ৩
কহে কবীর সুনো ভাই সাধো, সত্ গুরু বস্তু লখাই।
অধর উরধ বিচতারী লাবো, তব বা লোকে যাই ॥ ৪

——:•:——

সীতারাম ঐ ২২ পৃষ্ঠা

পিয়াকে খাজি করৈ সোপাবৈ ॥ টেক
ঈ করতা বসিয়া ঘটকী ভিতর, কহনন্ কছু বনি আবৈ।
শ্বাঁসা সার সুরতি মেঁ রাখৈ, ত্রিকুটী ধ্যান লগাবৈ ॥ ১
নাভি কমল অস্থান জীবকা, স্বাঁসা লগি লগি জাবৈ।
ঠহরত নাঁহি পলক নিস বাসর, হাথ কবল বিধি আবৈ ॥ ২
বংকনাল হোই পব চড়াবৈ, গগন গুহা ঠহরাবৈ।
অজপা জাপ জপৈ বিনুরসনা, কাল নিকট নহিঁ থাবৈ ॥ ৩
ঐসি রহনি রহ নিসি বাসর, করম ভরম বিসরাব।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো, বহুরি ন ভব জল থাবৈ ॥ ৪

——:•:——

সীতারাম ঐ ২৩ পৃষ্ঠা

উত্তর দিসা পথ অগম অগোচর, অধর অংগ ইক দেশ হো।
চলহ সজন বোদেশ অমর হৈঁ, যহ হংসনকো বাস হো ॥ ১
আবৈ জায় মরৈ ন কবহূঁ, রহৈ পুরুষকে পাস হো।
আলস মোহ একো নহিঁ ব্যাপৈ, সুপনে সুরতি জাস হো ॥ ২
জীবো হংস অমৃত সুখধারা, বিন সুরহীঁকে দুধ হো।
সংসয় সোগ কছু নাহি মন মে, বিন মুক্তা গুণ সূফ হো ॥ ৩

সেত সিংঘাসন সেত বিছৌনা, জহঁ বসে পুরুষ হমার হো।
অচ্ছর মূল সদা মুখ ভাখৌ, চিতদে গহহু সুহাস হো॥ ৪
সেত তঁবুল সমরধ মুখ ছাজৈ, বৈহে লোক মঁঝার হো।
হংস ন কে সির মটুক বিরাজৈ, মানিক তিলক লিলীর হো॥ ৫
আমি হি হৈব উতরে ভব সাগর, জিন তারে কুলবংস হো।
সত্‌গুরু ভাব কছনী তনক পরা, মিলিলেহু পুরুষ কবীর হো॥৬

——:•:——

সীতারাম ঐ ২৪ পৃষ্ঠা

বংকনাল ষট্ খিরকি উলটি গৈ, মূল এক চক্র পহিরা বসু হো।
দ্বাদস কোস বসৈ মোর সাহিব, সূনা সহর বসা বসু হো॥ ৪
ছুনৌ সরহদ অনহদ বাজৈং আগে সোহংগ দরসা বসু হো।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো, অমরলোক পহুঁচা বসু হো॥ ৫

——•——

অনুরাগ সাগর (কবীর) ৮ পৃষ্ঠা

জাপ অজপাহো সহজ ধুন পরখি গুরু গম ধারিয়ে।
মন পবন থিরকর সব্দনিরখে কর্ম্মমনমথ ত্যাগিয়ে॥
হোত ধুন রসনাবিনা করমালবিন নির বারিয়ে।
সব্দসার বিদেহ নিরখত অমরলোক সিধারিয়ে॥
সোভা অগম অপার কোটিভানু সসি রোমইক।
ষোড়স রবি ছিটকার হংস উজিয়ার তনু এক॥

——:•:——

সীতারাম ঐ ৫৩ পৃষ্ঠা

পুনি জস চরিত ভয়ে ধর্ম্মদাসা, সো সববর্ণন কহো তুব পাসা ॥
ব্রহ্মা বিস্নু শম্ভু সনকাদী। সবমিলি কীহ্ণী মূল্য সমাদী ॥
কবন নাম সুমিরেঁ। করতারা। কবন নাম ধ্যান আধারা ॥
সবহি সূন্যমে ধ্যান লগায়ে। স্বতি সনে সীপ জেঁ্যা লায়ে ॥
তবহি নিরংজন জতন বিচারা। সূন্য গুফাতে সব্দ উচারা ॥
রাম সুসব্দ উঠা বহু বারা। মা অছর মায়া সংচারা ॥
দৌউ অছর কহং সম কৈ রাখা। রাম নামসহী ইন অভিলাসা ॥
রাম নাম লৈ জপহিঁ দৃঢ়ায়ো। কাল ফন্দ কোই চিহ্ন ন পায়ো॥
যদিবিধি রাম নাম উৎপানী। ধর্ম্ম নিপরখ গেহু যহবানী ॥

——:(*):——

সীতারাম বৈরাগ্য লক্ষণ ঐ ১১০ পৃষ্ঠা

বৈরাগী অস চাল বতাউ। তজৈ তখজ তব হং কহাউ॥
প্রেমভক্তি আনে দিল মাঁহী। দ্রোহ ঘাত দূগ চিতবে নানীঁ ॥
লেবে পানা মুক্তি কি ছাপা। জাতে মিটে কর্ম্ম ভ্রম আপা ॥
হংস দসাধরি পংথ চলাবে। শ্রবনী কণ্ঠী তিলক লগাবে।
রুখা ফিকা করে অহারা। নিস দিন সুমিরে নাম হমারা ॥
ঔ পুনি লেই তুম্হারো নামা। পঠবোঁ তাহি অপর পুরধামা ॥
কর্ম্ম ভর্ম্ম সবদেব বহায়ী। সার সবদে রহে সমায়ী ॥
নারিন পরসে বিংদন ঘোবৈ। ক্রোধ কপট সব দিলসে ধোবৈ ॥
নরক খান নারী কঁহ ত্যাগে। একচিত হোয় সব্দ গুরু লাগে ॥
ক্রোধ কপট সব দেই বহাই। ক্ষমা সংগমে পৈঠি নহাই ॥
বিহঁসত বদন ভজন কো আগর। শীতল দসা প্রেম সুখ সাগর ॥

গুরু চরনন মেঁ রহে সমাই। তজি ভ্রম ঔর কপট চতুরাই ॥
গুরু আজ্ঞা জো নিরখত রহই। তাকর খূট কালন গহই ॥
গুরু প্রতীত দৃঢ়কৈ চিত রাখে। মোহি সমান গুরু কই ভাখে ॥
গুরু সেবামে সব ফল আবে। গুরু বিমুখ নর পারন পাবে ॥
জৈসে চংদ্র কমদিনী রাতি। গহে শিস্য অস গুরু পরতীতী ॥
ঐসী রহনী রহে বৈরাগী। জেহি গুরু প্রতি সোই অনুরাগী ॥

——:ঃঃ:——

সীতারাম ঐ ১১৩ পৃষ্ঠা

গুরু দয়াল তো পুরুষ দয়ালা। জেহি গুরুব্রত ছুত্র নহি কালা ॥
জীব কহো পরমারথ জ্ঞানী। জো গুরু ভক্ত তাহি নাহিঁ হানী ॥
কোটিক জোগ অবাধে প্রানী। সদ্‌গুরু ৰিনা জীবকী হানী ॥
সতগুরু অগম্য গব্য ৰতলাবে। জাকী গম্য ৰেদ নাহীঁ পাবে ॥
ৰেদ জাতিতে তহি ৰখানে। সত্যপুরুষ কা মর্ম্ম ন জানে ॥
কোই হংস ৰিৰেকী হোবে। সত্য সব্দ জোগহে ৰিলাবে ॥
কোটি মাহীঁ সংতবিবেকী। জো মম বানী সহে পরেখী ॥
ফংদে সবৈ নিরংজন ফংদা। উলটি ন নিজ ঘর চীহ্নে মন্দা ॥

——(ঃ০ঃ)——

সীতারাম ঐ ১১৭ পৃষ্ঠা

সব্দ সুরতিকা খেল। সতগুরু মিলে লখাবই।
সিন্দু বুন্দকে মেল। মিলৈ নদূজা কই কহৈ ॥ ৯৯
মনকো দসা বিহায়। গুরু মারগ নিরখত চলে।
হংস লোক কহঁ জয়। সুখ সাগর সুখসে লহে ॥ ১০০

বুংদ জীব অনুমান। সিন্ধু নাম সতগুরু মোহী।
কহেঁ কবীর প্রধান। ধর্ম্মদাস তু বুঝহু ॥ ১০১

——:•:——

সীতারাম ঐ ২৮ পৃষ্ঠা

দিখলূ মৈঁ সজন বা, পিয় বা অন মোলকে ॥ টেক
দিখলূ মৈঁ কায়া নগর মেঁ, কায়া পুরুষ বা খোজিকে।
কাহে সজন বাঁ বিরাজে ভবন বাঁ, দূনোঁ নয়ন বাঁ জোরিকে ॥ ১
ইঁগলা পিঁগলা সুষমন সাধো, মনু বা আপন রোকিকে।
দস ইঁ তু অরিয়া লাগি কিবরিয়া, খোল সব্দসে জোরিকে। ২
রিমিঝিমি রিমিঝিমি মোতী বরসৈ, হীরালাল বটবিকে।
লোকা লৌকৈ বিজুলী চমকৈ, ফিঁগুর বৌলৈ কন কোরিকে ॥৩
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো, য়হ পদ হৈ নির্ব্বাণকে।
যা পদকে যে অর্থ লাগাবৈ, সোই পুরুষ অন মোলকে ॥ ৪

——:•:——

সীতারাম কবীর শব্দাবলী ৪র্থ ভাগ ৩য় পৃষ্ঠা

মিটী করম কো অঙ্ক, জবৈ আগম ভয়ো।
পায়ো সুরতি সোহং, সংসয় সব গয়ো ॥

——:•:——

সীতারাম ঐ ১৪ পৃষ্ঠা

বিমল বিমল অনহদ ধুনি বাজৈ, সমুঝি পরে ধ্যান ধরে ॥ টেক
কাসী যাই কর্ম্ম সব ত্যাগৈ, জরামরণ সে নিডর রহৈ।
বিরলে সমুঝি পরৈ বহ গলিয়া, বহুরি ন প্রাণী দেঁহ ধরৈ ॥ ১

কিংগরী সংখ ঝাঁজ ডফ বাজৈ, অরুঝা মন তহঁ খ্যাল করৈ।
নিরংকার নিরগুন অবিনাসী, তীঁন লোক উঁজিয়ার করৈ॥ ২
ইঁগলা পিঁগলা সুখ মন সাধো, গগন মঁদিল মে জাতি বরৈ।
অষ্ট কঁবল দ্বাদশকে ভিতর, বহঁ মিলনেকী জুগত করৈ॥
জীবন মুক্তি মিলে জেহি সতগুরু, জন্মজন্মকে পাপ হরৈ।
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, ধিরজ বিনা নর ভটকি মরৈ॥ ৪

——:॰:——

রৈদাসজী সন্তবাণীসংগ্রহ ১ম ভাগ ৬৫ পৃষ্ঠা

সীতারাম

হরি সা হীরা ছাড়ি কৈ, করৈ আনকী আস।
তে নর জমপুর জাহিঁগে, সত ভাসৈ রৈদাস॥ ১
অংতর গতি রাচৈঁ নহীঁ, বাহর কথৈঁ উদাস।
তে নর জমপুর জাহিঁগে, সত ভাসৈ রৈদাস॥ ২
রৈদাস কহৈ জাকে হৃদৈ, রহৈ রৈন দিন রাম।
সো ভক্তা ভগবন্ত সম, ক্রোধ ন ব্যাপৈ কাম॥ ৩
রৈদাস রাতি ন সোইয়া, দিবস ন করিয়ে খাদ।
অহনিসি হরিজী সুমিরিয়ে, ছাড়ি সকল প্রতিবাদ॥ ৪

——:॰:——

৮৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ১৭।১০।৬২

সীতারাম ঐ ৬৬ পৃষ্ঠা

সত জুগ সত ত্রেতাহিঁ জগ, দ্বাপর পূজা চার।
তীনোঁ তীনোঁ দৃঢ়ে, কলি কেবল নাম অধার॥ ৬

পরম পুরুষ গুরু ভেটিয়ে, পূরব লিখিত ললাট।
উন মুন মন মনহীঁ মিলৈ, ছুট কত বজর কপাট ॥ ৭
রবি প্রকাস রজনী জথা, গতি জনিত সব সংসার।
লোহা জিমি পারস ছুএ, কনক হোত নহিঁ বার ॥ ৮

——:০:——

সীতারাম রৈদাস জীবনী ২৬ পৃষ্ঠা

ঐসা ধ্যান ধরেঁা বরো বনবারী।
মন পবন দেয় সুখ মন নারী ॥ টেক
সো জপ জপৌ জো বহুরি ন জপনা
সো তপ তপৌ বহুরি ন তপনা ॥ ১
সো গুরু করৌঁ জো বহুরি ন করনা
ঐ সো মরৌঁ জো বহুরি ন মরনা ॥ ২
উলটী গংগ জমুন মৈঁ লাবেঁা।
বিনহী জল মংজন দ্বৈ পাবেঁা ॥ ৩
লোচন ভরিভরি ঝিংব মিহারৌ।
জোতি বিচারি ন ঔর বিচারৌঁ ॥ ৪
পিংড পরে জিব জিস ঘর জাতা।
সবদ অতীত অনাহদ রাতা ॥ ৫
জাপর কৃপা সোই ভল জানৈ।
গুঁগো সাকর (চিনি) কহা বখানৈ ॥ ৬
সুন্ন মংডল মেঁ মেরা বাসা
তাঁতে জিবমে রহৌ উদাসা ॥ ৭

কহৈ রৈদাস নিরংজন ধ্যাবৌঁ
জিস ঘর জাবঁ বহুরি ন আধোঁ ॥ ৮

——ঃ০ঃ——

দাদু দয়ালজী সন্তবাণীসংগ্রহ প্রথম ভাগ ৭৭ পৃষ্ঠা

(দাদূ) সবদৈঁ বঁধ্যা সবর হৈ, সবদৈঁ সবহী জায়।
সবদৈঁ হী সব উপজৈ, সবদৈঁ সবৈ সমায় ॥ ১

(দাদূ) সবদৈঁ হী সচু পাইয়ে, সবদৈঁ হী সন্তোষ।
সবদৈঁ হী ইস্থির ভয়া, সবদৈঁ ভাগা সোক ॥ ২

(দাদূ) সবদৈঁ হী সুষিম ভয়া, সবদৈঁ সহজ সমান।
সবদৈঁ হী নির্গুণ মিলৈ, সবদৈঁ নির্ম্মল জ্ঞান ॥ ৩

(দাদূ) সবদৈঁ হী মুক্তা ভয়া, সবদৈঁ সমঝৈ প্রাণ।
সবদৈঁ হী সূকৈ সবৈ, সবদৈঁ সুরফৈ জ্ঞান ॥ ৪

পহলী কিয়া আপ থৈ, উতপত্তী ওঙ্কার।
ওঙ্কার থৈঁ উপজে, পঞ্চতত্ত্ব আকার ॥ ৫

পঞ্চতত্ত্ব তে খট ভয়া, বহু বিধি সব বিস্তার।
দাদূ খট থেঁ উপজে মেঁ, তৈঁ বরণ বিচার ॥ ৬

এক সবদ সোঁ উনবৈ, বর্ষণ লাগৈ আই।
এক সবদ সোঁ বীখরে, আপ আপ কোঁ জাই ॥ ৭

(দাদূ) সবদ বাণ গুর সাধকে, দূরি দিসংতর যাই।
জেঁহি লাগে সো উবরৈ, সূতে লিয়ে জগাই ॥ ৮

সবদ জরৈ সো মিলি রহৈ, একৈ রস পূরা।
কায়র ভাগৈ জীব লে, পগ মাংডে সূরা ॥ ৯

সবদ সরোবর সুভর ভর‍্যা, হরি জল নির্ম্মল নীর।
দাদূ পীবৈঁ প্রীত সোঁ, তিনকে অখিল সরীর॥ ১০

——ঃ০ঃ——

সীতারাম

য়ারী সাহিব (মুসলমান) গুরুবীরু সাহিব

সন্তবাণীসংগ্রহ প্রথম ভাগ ১২১ পৃষ্ঠা

জোতি স্বরূপী আতমা, ঘট ঘট রহো সমায়।
পরম তত্ত মন ভাবনো, নেক্ ন ইত উত জায়॥ ১
রূপরেখ বরণোঁ কহা, কোটি সূর পরগাম।
অগম অগোচর রূপ হৈ, (কোউ) পাবৈ হরিকে দাস॥ ২
নৈন ন আয়ে দেখিয়ে, তৈজ পুঞ্জ জগদীস।
ৰাহার ভিতর রমি রহ্যো, সো ধরি রাখৌ সীস॥ ৩
ৰাজত অনহদ বাঁসুরী, তির বেনীকে তীর।
রাগ ছতীসী হোই রহৈ, গরজত গগন গভীর॥ ৪
আট পহর নিরখত রহৌ, সন্মুখ সদা হজূর।
কহ য়ারী ঘরহী মিলৈ, কাহে জাতে দূর॥ ৫
বেলা ফূল গগন মেঁ, ৰংকনাল গহি মূল।
নহিঁ উপজৈ নহি ৰীনসৈ, সদা ফূলকৈ ফূল॥ ৬
দছিন দিসা মোর নই হরী, উত্তর পথ সসুরাব।
মান সরোবর তাল হৈ, (তহঁ) কামিনী করত সিঁগার॥ ৭
আতম নারি সুহাগিনী, সুন্দর আপু সঁবারি।
পিয় মিলবে কো উচি চলী, চৌমুখ দিয়ানা ৰারি॥ ৮

ধরনি আকাসকে বাহরে, য়ারী পিয় দীদার।
সেত ছত্র তহঁ জগমগৈ, সেত ফটিক উজিয়ার ॥ ৯
তারন হার সমর্থ হৈ, অবর ন দূজা কোয়।
কহ য়ারী সতগুরু মিলেঁ (তো). অচল অরু অম্মর হোয় ॥১০

——ঃ•ঃ——

য়ারী সাহিব সীতারাম সন্তবাণী সংগ্রহ

১৪৬ পৃষ্ঠা ২য় ভাগ

গুরুদেব

গুরুকে চরণ কী রজলৈকে, দোউ নৈনকে বিচ অংজন দীয়।
তিমির মেটি উজিয়ার হুআ, নিরংকার পিয়াকো দেখিলিয়া ঃ
কোটি সূরজ তহঁ ছিপে ঘনে, তীনি লোক ধনী ধন পাই পিয়া।
সতগুরুনে জো করী কিরিপা, মরিকে য়ারী জুগ জুগ জিয়া ॥

——ঃ০ঃ——

সীতারাম অনহদ সবদ।

ঝিলমিল ঝিলমিল বরখৈ নূরা, নূর জহূর সদা ভরপুরা ॥১
রুন ঝুন রুন ঝুন অনহদ বাজৈ, ভঁবর গুঁজার গগন চঢ়ি গাজৈ ॥২
রিম ঝিম রিম ঝিম বরথৈ মোতী, ভয়ে প্রকাস নিরংকার জোতি ॥৩
নিরমল নিরমল নিরমল নামা, কহঁ য়ারী তহঁ লিয়ো বিস্রামা ॥ ৪

——(ঃ০ঃ)——

সীতারাম সন্তবাণীসংগ্রহ

দ্বিতীয় ভাগ ১৪৫ পৃষ্ঠা

সুন্নকে মুকাম মেঁ বেচুন[১] কো নিসানী হৈ ॥ ১

১। মালিক।

জিকির² রূহসোই অনহদ বানী হৈ ॥ ২
অগম কো গম্মনাহী ঝলক পিসানী³ হৈ ॥ ৩
কহৈ য়ারী আপা চীন্ হে সোই ব্রহ্মজ্ঞানী হৈ ॥ ৪

——ঃ(*)ঃ——

সীতারাম য়ারী সাহিব জীবনী ৬ পৃষ্ঠা

মিথ্যা জীবন মিথ্যা হৈতন, যা ধন জো নহিঁ পরসনা। টেক
হমরে জাইব চলি কর, ছটা জহাঁ বংসী ধূন ॥ ১
ত্রিকুলী তল তিলক সোধো, যেহী ভজন ॥ ২
সাধ বোলা কমল খোলা, অমৃত বচন ॥ ৩
নিঃচয় করি ধ্যান ধরু, পাবহু দরসন ॥ ৪
য়ারীসাবৈ সবদ শুনাবৈ, সুনো সাধুজন ॥ ৫
সুন্ন তেঁ তারী-লাবো, সূজিহৈ নির্গুন ॥ ৬

সীতারাম ঐ

তূঁ ব্রহ্মা চীহ্নো রে ব্রহ্মজ্ঞানী ॥ ১
সমুঝি বিচারি দেখুনী কে করি?
জেঁ্যা দর্পন-মধি অলখ নিসানী ॥ ২
কহৈ-য়ারী সুনো ব্রহ্মজ্ঞানী, জগমগ জোতী নিসানী ॥ ৩

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ৮ পৃষ্ঠা

উড়ু উড়ু রে বিহংগম চঢ়ু অকাস ॥ ১
জহঁ নহিঁ চাঁদ সূর নিস বাসর, সদা অমরপুর অগম বাস ॥ ২

২। সুমিরন। ৩। মাথা।

দেখৈ উরধ অগাধ নিরন্তর, হরষ সোক নহি জমকৈ ত্রাস ॥৩
কহ য়ারী উহঁ বধিক ফাঁস নহিঁ, ফলপায়ো জগমগ পরকাস ॥৪

——ঃ০ঃ——

সীতারাম য়ারী সাহিব জীবনী ৯ পৃষ্ঠা

ওঙ্কারকে পারভজু, তজু অভিমান কলেস।
তীসো অচ্ছর প্রেমকে, য়েহী বড় উপদেস ॥ ১

——ঃ৹ঃ——

সীতারাম ঐ ১০ পৃষ্ঠা

সীন—সুখমন কেরী নৌবত বাজৈ।
অনহদ ঘোর গগন মেঁ গাজৈ ॥
ধর বরসাবৈ অম্বর ভরৈ। তাকো সেখা গোরখ করৈ ॥
শীন—শোঁরকা নাহী কাম। ইঁগল পিঁগল বোলহি রাম ॥
তারী—লাগা দশবে দ্বার। তত্ত্ব নিরংজন ও অংকার ॥
জো জালিক কুছপুছে মন। বংকনাল কো রাখৈ সম ॥
ফুটে—চক্র মিটে সব ছোতী[১]। চৌমুখ দিসৈ জগমগ জোতি ॥

* * * * *

ভঁবর গুফামে রহৈ সমায়। হোয় অমর কাল না খায়

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ১৪ পৃষ্ঠা

য়ারী—আদি ওঙ্কার জাসোঁ য়হ ভয়ো সংসার।
অচ্ছর দবাত বীচ ঢুংঢে নাহিঁ পায়া হৈ ॥

১। ছুত।

সীতারাম ঐ ১৫ পৃষ্ঠা

আঁখি কান নাক মুঁহ মূঁদিকে নিহার দেখু।
সুন্নমে জোতি য়াহী পরগট গুরুজ্ঞান হৈ ॥
ত্রিকূটী মেঁ চিত্ত দেই ধ্যান ধরি দেখু তঁহা।
দামিনী দমকৈ চাচরী মুদ্রা কো অস্থান হৈ ॥
ভূচরী মুদ্রা সোহাগ জাগৈ মস্তক,
ভাগ পায়ো সকল নিরংতর কী খান'হৈ ॥
গগন গুহা পৈঠি অধর আসন বৈঠি
খেচরী মুদ্রা আকাস ফুলৈ নির্ব্বান হৈ ॥

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৮ পৃষ্ঠা

ধরতী মিলী আকাস কোরে, উঁচে মহলমে বাস পায়া।
সমুংদমে কেল কিয়ো মছরী, পহার উপর জায় ঘর ছায়া ॥
ফুল সেতী কলীভই, মিলি চাঁদ সূরজ দোঘর আয়া।
য়ারী কহৈ জীভ বিনা, অনহদ কে তান গগন গায়া ॥

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৯ পৃষ্ঠা

জবলগ খোজে চলা জাবৈ, তবলগ মুদ্দা নহিঁ হাত থাবৈ।
জব খৌজ মরৈ তবঘর করৈ, ফির খোজ পকরকে বেঠ জাবৈ ॥
আপমেঁ আপকো আপ দেখৈ, ঔর কহূঁ চিত্ত জাবৈ।
য়ারী মুদ্দা(১) হাসিল লুআ, আগেকো চলনা ক্যাভাবৈ ॥

——:০:——

(১) সারবস্তু।

সীতারাম ঐ ২০ পৃষ্ঠা

চাঁদ বিনা জহুঁ চাঁদনী, দীপক বিনা জগমগ জোতী।
গগন বিনা দামিনী দেখো, সীপ বিনা সাগর মোতী॥
দহ(১) ৰিনা কঁবল হৈ রে, অচ্ছর হৈ ৰিন কাগদ সেতী।
অন(২) গউবা য়ারী ৰঁদ(৩), বাঁঝকে পূতকে জাতি গোতী॥

———:•:———

সীতারাম ঐ ২০ পৃষ্ঠা

গগন গুফামেঁ বৈঠী কেরে, অজপা জপৈ ৰিনজীভি সেতী।
ত্রিকূটী সংগম জোহি হৈ রৈ, তঁহা দেখ লেবৈ গুরু জ্ঞান সেতী॥
সুন্ন গুফামে ধ্যান ধরৈ, অনহদ সুনৈ বিনা কান সেতী।
য়ারী কহে সো সাধ হৈ রে, ৰিচার লেবৈ গুরুজ্ঞান সেতী॥

———:•:———

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ১৮।১০।৬২

দরিয়া সাহেব (বিহার বালে)

সীতারাম

দরিয়া ভব জল অগম হৈ, সতগুরু করহু হোজ।
তেহি পর হংস চঢ়াই কৈ, জায় করহু সুখ রাজ॥ ১
পহুঁচৈ হংস সত সৰদ সে, সতগুরু মিলৈ জোমীত।
কহে দরিয়া সব ভর্ম্ম তজি, বসৈ চরন মহচীত॥ ২

———:•:———

(১) সরোবর (২) গাভী বিনা (৩) বলিতেছে।

সীতারাম ঐ ১১২ পৃষ্ঠা

জৈসে তিলমে ফুল জো, ৰাস জো রহা সমায়।
ঐ সে সৰদ সজীবনী, সৰ ঘট সুরতি দিখায়॥ ১
কহ দরিয়া সংত য়হ সৰ দহি ক'রো বিচার।
জব হীরা(১) হিরংবর হৈ, তৰ:ছুটি হৈ সংসার॥ ২

——:০:——

সীতারাম সন্তবাণীসংগ্রহ ২য় ভাগ ১৪৮ পৃষ্ঠা

দরিয়া

অনহদ

হোরী সদ সংত সমাজ সংতন গাইয়া॥ টেক
ৰাজা উমঁগ ঝাল ঝনকারা, অনহদ ধুন ঘহরাইয়া।
ঝরি ঝরি পরত সুরংগ রংগ, তঁহ কৌতুক নভমেঁ ছাইয়া॥ ১
রাগরুবাব অঘোর তান তঁহ, ফিন ফিন জন্তর লাইয়া।
ছবো রাগ ছত্তীশ রাগিনী, গংধর্ব সুর সব গাইয়া॥ ২
পাঁচ পচীশ ভবনমেঁ নাচহিঁ, ভর্ম্ম(২) অবীর উড়াইয়া।
কহ দরিয়া চিত চন্দন চর্চ্চিত, সুন্দর সুভগ সুহাইয়া॥ ৩

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৫০ পৃষ্ঠা

মাহু সৰদ জো করু বিবেক। অগম পুরুষ জহাঁ রূপন রেখ॥ ১
*অঠদল কঁবল সুরতি লৌলায়। অজপা জপিকে মন সমুঝায়॥২

(১) শ্বেত জ্যোতি। (১) সোনা স্বর্ণবর্ণ জ্যোতি
*বিশুদ্ধবাণীতে দেখ শেষে

ভঁবর গুঁফামে উলটি জায়। জগমগ জোতি রহে ছবি ছায় ॥ ৩

বংকনাল গহি খৈঁচে সূত। চমকে বিজলী মোতী বহুত ॥ ৪

সেত ঘটা চহুঁ ঔর ঘন ঘোর। অজরা জহবাঁ হয় অঁজোর ॥ ৫

অমিয় কঁবল নিজ করো বিচার। চুবত বুন্দ জহঁ অমৃত ধার ॥ ৬

ছব চক্র খোজি করো নিবাস। মূল চক্র জহঁ জিবকো বাস ॥ ৭

কায়া খোজী জোগী ভূনান। কায়া বাহরপ নিরবান ॥ ৮

সতগুরু সবদ জো করৈ খোজ। কহেঁ দরিয়া তব পূরণ যোগ ॥৯

——:০:——

সন্তবাণীসংগ্রহ ১ম ভাগ ১৩০ পৃষ্ঠা

সীতারাম দরিয়া সাহিব (মারবাড় বালে)

ভেদ

জন দরিয়া হিরদা বিচে, হুথা জ্ঞান পরগাস।
হৌঁদ ভরা জহঁ প্রেমকা, তঁহ লেতেহি লোরা দাস ॥ ১
দরিয়া চড়িয়া গগনকো, মেরু উলংঘ ডংড।
সুখ উপজা সাইঁ মিলা, ভেঁটা ব্রহ্ম অখংড ॥ ২
দরিয়া মেরু উলংঘি করি, পহুঁচা ত্রিকুটী সংধ ॥ ৩
দুখ ভাজা সুখ উপজা, মিটা ভর্ম্মকা ধুংধ ॥ ৪
দরিয়া সূবজ উগিয়া, সব ভ্রম গয়া বিলায়।
উরমে গংগা পরগটী, সরবর কাহে জায়া ॥ ৫
নৌবত বাজে গগনমেঁ, বিন বাদল খনগাজ।
মহল বিরাজৈঁ পরম গুরু, দরিয়া মে মহরাজ ॥ ৬

মন মেরূসে[১] ৰাবড়ৈ[২], ত্রিকুটী লগ ওঙ্কার।
জন দরিয়া ইনকে পরে, ররংকার নিরাধার ॥ ৭
ররংকার ধুন হৌদ মে, গবক[৩] ভয়া কোই দাস।
দরিয়া ব্যাপৈ নহীঁ, নীদঁ ভূখ ঔর প্যাস ॥ ৮
দরিয়া ত্রিকুটী হদ্দলগ, কোই পহুঁচে সংত সয়ান।
আগে অনহদ ব্রহ্ম হৈ, নিরাধার নিরবান ॥ ৯
দরিয়া অনহদ অগিনকা, অনুভব ধূঁবা জান।
দূরা সেতী দেখিয়ে, পবনে হোয় পিছান ॥ ১০
অগম দরিচা অগম ঘর, জঁহ কোই রূপ ন রেখ।
তহঁ দরিয়া দুবিধাঁ নহীঁ, স্বামী সেবক এক ॥ ১১
পাচ তত্ত্ব গুণ তিন সে, আতম ভয়া উদাস।
জব গুণ নিরন্তন সে মিলা, চৌ থে পদ মের বাস ॥ ১২
মন বুধি চিত পহুঁছে নহীঁ সবদ সকৈ নহিঁ জায়।
দরিয়া ধন বে সাধবা, জহাঁ রহে লৌ জায়া ॥ ১৩

——:০:——

সীতারাম ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১৫৫ পৃষ্ঠা

পতিব্রতা পতি মিলী হৈ লাগ,
জহঁ গগন মংডলমে পরম ভাগ ॥ টেক

( ) মেরুপহাড় ত্রিকুটী জিস্‌কে নীচেতক মনকী গম হৈ পরন্তু ওঙ্কার শব্দ উসকে পরে সে আতা হৈ। (২) লোট থাবৈ। (৩) ডুব গয়া। (৪) অনহদ সব্দ ব্রহ্মাণ্ডমে হোতা হৈ চৌথে লোক য়া নির্ম্মল চৈতন্য দেশ মে জো উসকে পরে হৈ সত্য সব্দ গাজতা হৈ ॥

জহঁ জল বিন কঁবল বহু অনংহত,

জঁহ বপু বিন ভৌরা গোহ্ করন্ত ॥ ১

অনহদ বানী অগম খেল,

জহঁ দীপক জরৈ বিন বাতী তেল ॥ ২

——ঃ০ঃ——

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ১৯

সীতারাম

জহঁ অনহদ সবদ করত ঘোর।

বিন মুখ বোলৈ চাত্রিক মোর ॥ ৩

বিন রসনা গুন উদত জোর(১)।

বিন পগ পাতর নিরতকার(২) ॥ ৪

জহঁ জল বিন সরবর ভরাপুর।

জহঁ অনংহত জোত বিন চংদস্যূর ॥ ৫

বারহ মাস জহঁ রিতু বসন্ত।

ধ্যান ধরৈ জহাঁ অনংত সন্ত ॥ ৬

ত্রিকূটী স্থুখ মন চুবত ছীর।

বিন বাদল বরখৈ মুক্তি নীর ॥ ৭

অমৃত ধারা চলৈ সীর(৩)।

কোই পীবৈ বিরলা সন্ত ধীর ॥ ৮

(১) গাতী হৈ (২) নৃত্যকার (৩) ঠণ্ডী

ররংকার ধুন অরূপ এক।

সুরত গহী উনহীঁ কী টেক ॥ ৯

জন দরিয়া বৈরাট চূর।

জহঁ বিরলা পহুঁচৈ সন্তস্থূর ॥ ১০

——:o:——

সীতারাম সন্তবাণীসংগ্রহ

ডুলাল দাসজী প্রথম ভাগ ১৩৬ পৃষ্ঠা

শব্দ মহিমা

সূর চংদ নহিঁ রৈন দিন,

নহিঁ তহঁ সাঁঝ বিহান।

উঠত সবদ ধূনি সূন্য মাঁ,

জন(১) ডুলন অস্থান ॥ ১

জগ জীবনকে চরণ মন,

জন দূলন আধার।

নিসুদিন বাজৈ বাঁসুরী,

সত্য সবদ ঝনকার ॥ ২

চরচা বাদ বিবাদকো,

সংগতি দীহ্নে উত্যাগি।

দূলন মাতে অধর ধূনি,

ভক্তি খুমারী(২) লাগী ॥ ৩

(১) দাস (২) নেশার পর আলস্য

কো সুনৈ রাগ রু রাগিনী,

কৌ সুনৈ কথা পুরান ॥ ৪

জন দূলন অবকা সুনৈ,

জিন সুনৈ মুরলিয়া তান ॥ ৪

সৰদৈ নানক নামদে,

সৰদৈ দাস কৰীর।

সৰদৈ দূলন জগজিবন,

সৰদৈ গুরু অরু সীর ॥ ৫

——:০:——

সীতারাম দ্বিতীয় ভাগ ১৫৭ পৃষ্ঠা

ৰাজত নাম নৌবতি আজ।

হ্বৈ সাৰধান সুচিত সীতল

সুনহু গৈব অবাজ ॥ ১

সুখকন্দ অনহদ নাদ সুনি

দুখ দুরিত(১) ক্রম ভ্রম ভাজ।

সন্তলোক ৰরসোপানি,

ধুনি নির্বান য়হি মন বাজ ॥ ২

তোইঁ চেত চিতদৈ প্রেম মগন,

অনন্দ আরতি সাজ।

ঘর রাম আয়ে জানি

ভঁইনি(১) সনাথ বহুরা(৩) রাজ ॥ ৩

(১ দূর হুএ। (২) হুই। (৩) পলটা লৌটা।

জগজিবন সতগুরু কৃপা পূরন,

স্থফল ভেজন কাজ ॥

ধনি মাগ দূলন দাস তেরে

ভক্তি তিলক বিরাজ ॥ ৪

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৫৯ পৃষ্ঠা

দেখ আয়োঁ মৌঁ তো সাঁই কি সেজরিয়া(১)।

সাঁই কি সেজরিয়া সতগুরুকী ডগরিয়া(২) ॥ ১

সবদহি তালা সবদ হি কূঁচি, সবকী লগী হৈ জঁজরিয়া ॥ ২

সবদ ওড়না সবদ বিছৌনা, সবদকী চটক চুনরিয়া ॥ ৩

সবদ স্বরূপী স্বামী আপ বিরাজৈ, সীস চরণ মেঁধরিয়া ॥ ৪

দূলন দাস ভজ্‌ সাঁই জগজিবন,

অগিনসে(৩) অহংগ উজরিয়া ॥ ৫

——:০:——

সন্তবাণীসংগ্রহ

দ্বিতীয় ভাগ ১৭১ পৃষ্ঠা

সীতারাম বুল্লা সাহিব

সোহং হংসালাগলি ডোর

স্থরতি(৪) নিরতি(৫) চঢ়ু মন বাঁ মোর ॥ ১

---

(১) বিছানা। (২) পথ। (৩) অগ্নি হইতে উজ্জ্বল অঙ্গ।

(৪) স্থরতি অসাধারণ দৃষ্টি। এই দৃষ্টির উন্মীলন হইলে নানা প্রকার অপরূপ দৃশ্য ও শব্দের অনুভব ঘটিয়া থাকে।

(৫) নিরতি নির্বিকল্প ধ্যান। ইহাতে দৃশ্যের ভান মোটেই থাকে না।

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ত্রিকুটী ধ্যান।

জগমগ জগমগ গগন তান॥ ২

গহ গহ গহ অনহদ নিসান।

প্রান পুরুষ তহঁ রহত জান॥ ৩

লহরি লহরি উঠি পছিঁব ঘাট।

ফহরি ফহরি চল উতর বাট॥ ৪

সেত বরন তহঁ আবৈ আপ।

কহ বুল্লা সোই মাই বাপ॥ ৫

——:০:——

বুল্লা সাহিব সন্তবাণীসংগ্রহ ২য় ভাগ ১৭১ পৃষ্ঠা

সীতারাম

(২)

স্যাম ঘটা ঘন ঘেরি চহূ দিসি আইয়া।
অনহদ বাজৈ ঘোরজো গগন সুনাইয়া॥
দামিনি দমকি জো চমকি ত্রিবেনী ন্হাহিয়া।
বুল্লা হৃদে বিচার তহাঁ মন লাইয়া॥

——:০:——

সীতারাম

(৩)

সামহি উগরে সূর ভোর সসি জাগই।
গংগ জমুনকে সংগম অনহদ বাজই॥

অজপা জাপহিঁ সোহং ডোরি লাগই।
ব্‌ল্লা তামে পৈঠি জোতি মে গাজই ॥

———•———

সীতারাম

(৪)

অনহদ তালদৃগ থেই থেই ৰাজৈ,
সকল ভুবন জাকো জোতি বিরাজৈ ॥ ১
ব্রহ্মা বিষ্ণু খড়ে শিব দ্বারৈ,
পরম জোতি সো করহিঁ জুহা বৈ ॥ ২
গগন মংডল মে নিতন হোয়,
সতগুরু মিলৈ তো দেখৈ সোয় ॥ ৩
আট পহর ব্‌ল্লা গাজৈ,
ভক্তিভাব মাথে পর ছাজৈ ॥ ৪

———:০:———

সীতারাম ঐ প্রথম ভাগ ১৭০ পৃষ্ঠা

স্বুরতি সমানী ব্রহ্ম মেঁ, দুবিধা রহ্যো ন কোয়।
কে সো সংভলি খেত মেঁ, পরৈ সো সংভলি হোয় ॥ ১
সাত দীপ নৌ খণ্ডকে, উপর অগম অবাস।
সবদ গুরু কে সো ভজৈ, সো জন পাবৈ বাস ॥ ২
আস লগেঁ বাসা মিলৈ, জৈসী জাকী আস।
ইক আসা জগ বাস হৈ, ইক আসা হরি পাস ॥ ৩

জেহি ঘরকে সো নহিঁ ভজন, জীবন প্রাণ অধার।
সোঘর জমকা গেহ হৈ, অন্ত ভয়েতে ছার ॥ ৪

*　　*　　*　　*　　*　　*

কে সো ছুৰিধা ডারি দে, নির্ভয় আতম সেব।
প্রাণ পুরুষ ঘট ঘট ৰসৈ, সব মহঁ সবদ অভেদ ॥ ৮
পঞ্চতত্ত্ব গুন তীনকে, পিঞ্জ গড়ে অনন্ত।
মন পংছী সো এক হৈঁ, পারব্রহ্ম কো তন্ত ॥ ৯
এসো সন্ত কোই জানি হৈঁ, সত্ত সৰদ সুনি লেহ।
কে সো হরি সোঁ মিলি রহৌ, ন্যৌছাবর করি দেহ ॥ ১০
ভজন ভলো ভগবানকো, ঔর ভজন সব ধুংধ।
তন সর সর মন হংস হৈ, কেসো পূরন চংদ ॥ ১১

——:•:——

সন্তবাণীসংগ্রহ ১ম ভাগ ১৪১ পৃষ্ঠা

চরণ দাসজী জাতি তূসব বেনিয়া গুরু শুকদেব মুনি ॥

সীতারাম

গুরুদেব

গুরু সমান তিহুঁ লোকমে, ঔর ন দিখৈ কোয়।
নাম লিয়ৈ পাতক নাসৈ, ধ্যান কিয়ে হরি হোয় ॥ ১
গুরুহীকে পরতাপ সূঁ, মীটে জগৎকী ব্যাধ।
রাগ দোস দুঃখ ন রহৈ, উপজৈ প্রেম অগাধ ॥ ২

*　　*　　*　　*　　*

হরি সেবা কৃত সৌ বরস, গুরু সেবা পল চার।
তৌ ভী নহী ৰরা ৰরী, ৰেদন কিয়ো ৰিচার ॥ ১৯

হরি রূঠৈঁ কুছ ডর নহী, তু ভী দে ছুট কায়।
গুরুকো রাখৌ সীসপর, সব বিধি করৈঁ সহায় ॥ ২০

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ১৪৪ পৃষ্ঠা

সুমিরণ

সকল সিরোমণি নাম হৈ, সব ধরমনকে মাহিঁ।
অনন্য ভক্ত বহ জানিয়ে, সুমিরণ ভূলৈ নাহিঁ ॥ ১
মনহী মনমেঁ জপকরু, দরপণ উজ্জল হোয়।
দরসন হো বৈ রামকা, তিমির যায় সব খোয় ॥ ২
করতে অনহদ ধ্যানকে, ব্রহ্ম রূপ হৈব জায়।
চরণ দাস যোঁ কহত হৈ, বাধা সব মিটি জায় ॥ ৩
গগন মধ্য জো পদম হৈ, বাজত অনহদ তূর।
দল হজর কো কঁমল হৈ, পহুঁচে গুরু মত সুর ॥ ৪

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ

জোগ যুক্তি করি খোজিলে, সূরত নিরত করি চীহ্ন।
দস প্রকার অনহদ বাজৈ, হোয়ে জহাঁ লয় লীন ॥

——ঃ০ঃ——

সীতারাম

লব

জগ মাহী ন্যারে রহৌ, লগে রহৌ হরি ধ্যান।
পৃথ্বীপর দেহী রহৈ, পরমেস্থর মে প্রান ॥

——ঃ০ঃ——

সন্তবাণীসংগ্রহ
২য় ভাগ ১৮০ পৃষ্ঠা

সীতারাম চরণদাসজী অনহদ (১)

অনহদ সবদ অপার দূর সুদূর হৈঁ,
চেতন নির্ম্মল শুদ্ধদেহ ভরপুর হৈ ॥ ১
নিঃছর হৈ তাহি ঔর নিঃকর্ম্ম হৈ,
পরমাতম তেহি মানি বহী পরব্রহ্ম হৈ ॥ ২
যাকে কীহ্নে ধ্যান হোত হৈ ব্রহ্ম হৈ,
ধারৈ তেজ অপার জাহিঁ সব ভর্ম্ম হী ॥ ৩
যোকে ছোড়ৈ নাহি সদা রহৈ লীন হী,
যহী জো অনহদ সার জানি পরবীন হী ॥ ৪
যোঁ জিব আত্মজান জো অনহদ লীন হো,
সো পরমাতম হোয় জীবতা যায় খোয় ॥ ৫
ধ্যানীকে মন লীন হোয় অনহদ সুনৈ,
আপ অনহদ হোয় বাসনা সব ভুনৈ ॥ ৬
পাপ পুণ্য ছুটি যায়ঁ দো ফল নর হৈঁ,
হোয় পরম কল্যাণ জো তিরগুন[১] নগ হৈ ॥ ৭

—:•:—

সীতারাম

(২)

জবসে অনহদ ঘোর সুনো।
ইন্দ্রী থাকিত গালিত মন হূবা, আসা সকল ভুনী ॥ ১

(১) সত্ত্ব রজ তমঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।

ঘূমত নৈন সিথিল ভই কায়া, অমল জুম্বরত সনী।
রোম রোম আনন্দ উপজ করি, আলস সহজ ভনী॥ ২
মতবারে জ্যোঁ সৰদ সমায়ে, অন্তর ভীজ কনী।
করম ভরমকে বন্ধন ছুটে, দুবিধা বিপতি হনী॥ ৩
আপা ৰিসরি জক্ত কূঁৰিসরো, কিত রহি পাঁজ জনী।
লোক ভোগ সুধি রহীন কোই, ভূলে জ্ঞান গুনী॥ ৪
হো তহঁ লীন চরণহীঁ দাসা, কহে সুকদেব মুনী।
ঐসা ধ্যান ভাগ সূঁ পেয়ে, চঢ়ি রহে সিথর অনী॥ ৫

——:০:——

সীতারাম চরণদাসজীর জীবনী

নাম ব্রহ্মা কাহে নহীঁ, হৈ তো বহ ওঙ্কার।
জানৈ আপনকো বহীঁ, মৈঁ হৌ তত্ত্ব অপার॥
জীব ব্রহ্মা যোঁ হোতহৈ, রহে ন কছু লগাব।
চরণ দাস যোঁ কহত হৈঁ, ঐসা কিয়ে উপার॥
জো জীবাতম সো ভয়া, পরমাতম অরু ব্রহ্ম।
বাকী সরবার কো করি, পাই পরৈ ন গম্ম॥

——:০:——

সীতারাম চরণদাসজীর জীবনী

৫১

(১)

করতে অনহদ ধ্যানকে ব্রহ্মরূপ হো জায়।
চরণদাস যোঁ কহত হৈঁ বাধা সব মিটি জায়॥ ১

গগন মধ্য জো কঁবল হৈ, বাজত অনহদ তূর।
দল হজার কো কমল হৈ, পহুঁচে গুরু মত সূর ॥ ২
গগন মণ্ডলকে কঁবল মে, সতগুরু ধ্যান নিহার।
চরণদাস সুকদেব পরসকে, মেটেঁ সকল বিকার ॥ ৩

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ

(২)

নৌ নাড়ীকো খৈঁচি, পবন লৈ উরমেদীজৈ।
বজ্জর তালা লায় দ্বার, নৌ-বন্দ করিজৈ ॥ ১
তীনোঁ বন্দ লয়ায় অস্থির, অনহদ অবাধৈ।
সুরতি নিরতি কা কামরাহ, জল গগন অগাধৈ ॥ ২
সুন্ন সিখর চড়ি রহৈ, দৃঢ় জহাঁ আসন করৈঁ।
ভন চরণদাস তাড়ী লাগৈ, সো রাম দরস কলিকল হরৈ ॥৩

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ৫১ পৃষ্ঠা

মূল কমল মেঁ খেলি পিয়াকো দেখন চলিয়ে।
উলটি বেধি খট্‌চক্র জাই সত বেঁ সে মিলিয়ে ॥ ১
প্রান অপান কো মিলাই রাহ পচ্চিম কো লীজৈ।
বংকনাল কুং সোধ প্রান লৈতী মে দীজৈ ॥ ২
মেরুদণ্ড চঢ়ি জায় জব লোক লোককী গম পরৈ।
ভন চরণদাস ব্রহ্মাংডমে ব্রহ্মদরসী দরসন করৈ ॥ ৩

৮৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ১৯।১০।৬২

সীতারাম ঐ

(৫)

দল অসংখ কো কমল রূপ জহঁ সন্ত বিরাজৈ।
অনংত ভানু পরকাস জহাঁ অনহদ ধুনি গাজৈ॥ ১
সুন্দর ছবি অতি হংস সন্তজন আগে ঠারৈ।
জহঁ পহুঁচে কোই সুর বীর নীসান জোগাড়ৈ॥ ২
কমল মধ্য জো তখত হৈ সোভা অপার বরণ কহা।
কহৈঁ চরনদাস উস তখত পর আদিপুরুষ অদ্ভুত মহ॥ ৩

———:০:———

সীতারাম ঐ

শব্দ (৬)

ছত্র ফিরত নিত বহত চংবর ঢোরত জহঁ হংসা।
জহঁ দরসন করৈ সিষ্য মিখে জুগ জুগক সংসা॥ ১
আবা গমন হৈব রহিত মরণ জীবন নহিঁ হোই।
আসি মিলৈ জব চারিমুক্ত কহিয়ত হৈ সোই॥ ২
জহঁ অমর লোক লীলা অমর ফল অনেক তহঁ পাবই।
ভন চরনদাস সুখদেব বল চৌথা পদ ইমি গাবই॥ ৩

———:০:———

সীতারাম ঐ ৫৩ পৃষ্ঠা

শব্দ (৭)

জহাঁ চংদ নহিঁ সূর জহঁ নহি জগমগ তারে।
জহাঁ নহিঁ ত্রৈদেব ত্রিগুণ মায়া নহিঁ লারে॥ ১

জহাঁ বেদ নহিঁ ভেদ জহাঁ নহিঁ জোগ জজ্ঞ তপ।
জহাঁ পবন নহিঁ ধরনি অগিন নহিঁ জহঁ গগন অপ ॥ ৩
জহাঁ রাত নহিঁ দিবস হৈ পাপ পুণ্য নহি ব্যাপই।
আদি অন্ত অরু মধ্য হৈ, কহৈ চরনদাস ব্রহ্ম আপহী ॥ ৪

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ৭০ পৃষ্ঠা

ঘটমে খেলিলে মন খেলা।
সকল পদারথ ঘটহী মাহী, হরি সূঁ হোয় মো মেলা ॥ ১
ঘটমে দেবল ঘটমে জোতি, ঘটমে তীরথ সারে ॥ ২
ৰেগহি আব উলট ঘট, মাহী, বীতৈ পরব৷ স্থারে ॥ ৩
ঘটমে ভরো রে মান সরোবর, মতী চুগৈ মরালা ॥ ৪
ঘটমে উচাঁ ধ্যান শব্দকা, সোহং সোহং মালা ॥ ৫
ঘটমে ৰিন সূরজ উজিয়ারা, রাতি দিনা তহিঁ সূঝৈ ॥ ৬
অমৃত ভোজন ভোগ লগতু হৈ, ৰিরলা জন কোই বুঝৈ ॥ ৭
ঘটমে পাপী ঘটমে ধর্ম্মী, ঘটমে তপসী যোগী ॥ ৮
গুন অগুন সৰ ঘটহীঁ মাহীঁ, ঘটমে বৈদ অরু রোগী ॥ ৯
রাম ভক্তি ঘটমে উপজৈ, ঘটমে প্রেম প্রকাসা ॥ ১০
সুখদেব কহৈ চৌথাপদ, ঘটমে পহুঁচ চরণ হি দাসা ॥ ১১

——ঃ০ঃ——

সীতারাম সন্তবাণীসংগ্রহ
দয়াবাই প্রথম ভাগ ১৬৯ পৃষ্ঠা

পদ্মাসন সূঁ বৈঠ করি, অন্তর দৃষ্টি লগাব।
দয়া জাপ অজপা জপো, সুরতি স্বাসমেঁ লাব ॥

অর্ধ উর্ধ মধি সুরতি ধরি, জপৈ জু অজপা জাপ।
দয়া লহৈ নিজ ধাম কুঁ, ছুটে সকল সন্তাব ॥ ২
স্বাস উস্বাস বিচার করি, রাখৈ সুরতি লগায়।
দয়া ধ্যান ত্রিকুটী ধরৈ, পরমাতম দরসায় ॥ ৩
ৰিন রসনা ৰিন মালকর, অন্তর সুমিরন হোয়।
"দয়া" দয়া গুরু দেবকী, বিরলা জানৈ কোয় ॥ ৪
সত গুরুকে পরতাপ তেঁ, "দয়া" কিয়ো নিরধার।
অজপা সোহং জাপ হেঁ পরম গম্য নিজ সার ॥ ৫
প্রথম পৈঠি পাতাল সূঁ, ধমকি চড়ই অকাস।
দয়া সুরতি নটিনী ভই, বাঁধি বরত নিজ স্বাস ॥ ৬
ছিন ছিনমে উতরত চঢ়, কলা গগনমেঁ লেত।
দয়া রীঝি গুরুদেব জু, দান অভয় পদ দেত ॥ ৭
চরনদাস গুরু কৃপাতেঁ, মনুবা ভয়ো অপঙ্গ।
সুনত "নাদ" অনহদ "দয়া", আঠো জাম অভঙ্গ ॥ ৮
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ধুনি, সিংহ গরজ পুনি হোয়।
"দয়া" গুরু কৃপাতেঁ, বিরলা সাধু কোয় ॥ ৯
গগন মধ্য মুরলী বজৈ, মৈঁ জু সুনী নিজ কান।
"দয়া" দয়া গুরু দেবকী, পরস্যো পদ নির্ব্বান ॥ ১০
জহাঁ কাল অরু জ্বাল নহিঁ, সীত উস্ন নহি বীর।
"দয়া" পরসি নিজ ধাম কুঁ, পায়ো ভেদ গঁভীর ॥ ১১

——:০:——

দয়াবাইজীর জীবনী

সীতারাম

পিয়কো রূপ অনূপ লখি, কোটি ভান উজিয়ার।
"দয়া" সকল দুখ মিটি গয়ো, প্রগট ভয়ো সুখ সার ॥ ১৯
অনন্ত ভান উজিয়ার তঁহা, প্রগটী অদ্ভূত জোত।
চক চৌঁধী সী লগত হৈঁ, মনসা সীতল হোত ॥ ২০
সত সিংহাসন পোবকো, মহা তেজময় ধাম।
পুরুষোত্তম রাজত তহঁ, "দয়া" করত পরনাম্ ॥ ২১
বিন দামিনী উজিয়ার অতি, বিন ঘন পরত ফুকার।
মগন ভয়ো মনুয়া তহাঁ, "দয়া" নিহার নিহার ॥ ২২
সদা এক রস রহত হৈ, না কছু হুয়া ন হোয়।
ঐসো গুরু মুখ দয়ালহি, তন মন ডারৈ খোয় ॥ ২৩
চেতন রূপী আতমা বসৈ, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড।
না করতা ন ভোগতা অদ্বৈ, অচল অখণ্ড ॥ ২৪

——:০:——

সীতারাম — সন্তবাণীসংগ্রহ
দয়াবাইজী — ১৯৪ পৃষ্ঠা

গুরু বিন জ্ঞান ধ্যান নহিঁ হোবৈ,
গুরু বিন চোরাসী মগ জোবৈ ॥ ১
গুরু বিন রাম ভক্তি ন জাগৈ,
গুরু বিন অসুভ কর্ম্ম নহিঁ খোবৈ ॥ ২
গুরুহো দীন দয়াল গুসাঈ,
গুরু সরণৈ জো কোই জাই ॥ ৩

পলটেঁ করেঁ কাগ সুঁ হংসা,
মনকো মেটত হেঁ সব সংসা ॥ ৪
গুরু হৈঁ সব দেবনকো দেবা,
গুরুকো কোউন জানত ভেবা ॥ ৫
করুণা সাগর কৃপা নিধানা
গুরু হৈ ব্রহ্মরূপ ভগবানা ॥ ৬
দৈ উপদেস করৈ ভ্রমনাসা,
"দয়া" দেখ সুখ সাগর বাসা ॥ ৭
গুরুকো অহি নিসি ধ্যানজো করিয়ে,
বিধিবৎ সেবামে অনুসরিয়ে ॥ ৮
তন মন সুঁ অঁজ্ঞামে রহিয়ে,
গুরু আজ্ঞা বিন কছু ন করিয়ে ॥ ৯

——:০:——

সীতারাম গরীবদাসজী সন্তবাণীসংগ্রহ
অনহদ প্রথম ভাগ ১৮৬ পৃষ্ঠা

গগন গরজ ঘন বরষহীঁ, বাজৈ অনহদ তূর।
লৈ লাগি তব জানিয়ে, সন্মুখ সদা হুজুর ॥ ১
গগন গরজ ঘন বরষহীঁ, বাজৈ দীরঘ নাদ।
অমরাপুর আসন করৈ, জিনকে মতে অগাধ ॥ ২

——:•:——

সীতারাম ঐ দ্বিতীয় ভাগ
১০০ পৃষ্ঠা

অনহদ টংকোর ঘোর সুনৈ, কূ্ঁ ন বহিরে ॥ ২
সুরত নিরত নাদ ৰিন্দ, মন পবনা গহিরে।
উন্মুখী অলেল(১) রূপ, নিরাকার লহিরে ॥ ৩
ধনুষ(২) ধ্যান মার বান(৩), দূরজন সে ফহিরে(৪)।

——ঃ০ঃ——

সীতারাম প্রণবোধনুঃশরোহ্যাত্মা
গরীবদাসজীর জীবনী ২ পৃষ্ঠা

তুহী তুহী তুতকার থী, ররংকার ধূন ধ্যান।
জিহ্ন যহ সাজ বনাইয়া, তা কূঁ লে পহিচান ॥ ১৩
বজ্র উরঘ মুখ জপৈ আ, ররং ধুন ধীর।
বা তালিব কূঁ যাদ করো, জিহ্ন য়হ শরীর ॥ ১৪

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ১৭ পৃষ্ঠা

ৰংকনালকে অন্তরে তিরৰেণীকে তীর।
মানস সরোবর হংস হৈ বাণী কোকিলকীর(১) ॥ ৭৩
ৰংকনালকে অন্তরে তিরৰেনীকে তীর।
জহঁ হম সদ গুরু লেগয়া চৰৈ(২) অমীরসছীর ॥ ৭৪
ৰংকনালকে অন্তরে তিরবেনীকে তীর।
জহঁ হম সতগুরু লেগয়া বন্দী ছোড় কবীর ॥ ৭৫

---

(১) বেপরবাহ। (২) প্রণব। (৩) আত্মাবান। (৪) দুর রহো বচো।
১। তোতা। ২। টপকাতা হৈ।

ভঁবর গুফামেঁ বৈঠকর অমী মহারস জোখ।
ঐসা সতগুরু মিলগয়া সৌদা রোখম রোখ ॥ ৭৬
ভঁবর গুফামেঁ বৈঠকর অমী মহারস তোল।
ঐসা সতগুরু মিলগয়া ৰজর পৈরি দই খোল ॥ ৭৭
ভঁবর গুফামেঁ বৈঠকর অমী মহারস জোখ।
ঐসা সতগুরু মিলগয়া লেগয়া হমপর লোক ॥ ৭৮

* * * * *

সতগুরু সোহং নামদে গুফ[1] বীজ বিস্তার।
ৰিন সোহং সীঝে নহীঁ মূল মন্ত্র নিজ সার ॥ ৮৫
সোহং সোহং ধুন লাগে দরদ মন্দ দিল মাঁহি।
সতগুরু পরদা খোলহীঁ পরালোক লে জাহিঁ ॥ ৮৬
সোহং জপ অজাপ হৈ ৰিন্ন রসনা হ্বৈ ধুন্ন।
চঢ়ে মহল সুখসেজ পর জহাঁ পাপ নহি পুন্না ॥ ৮৭
সোহং জাপ অজাপ হৈ ৰিন্ন রসনা হ্বৈ ধুন্ন।
সতগুরু দীপ সমীপ হ্বৈ নহি বস্তী নহি সুন্না ॥ ৮৮

* * *

অগম অনাহদ দীপ হৈঁ, অগম অনাহদ লোক।
অগম অনাহদ গমন হৈঁ, অগম অনাহদ মোখ ॥ ৯২
সতগুরু পারস রূপ হৈ হমরী লোহা জাত
পলক বীচ কঞ্চন করৈ পলটে পিণ্ডাগাত ॥ ৯৩

১। গুপ্ত।

হম তো লোহা কঠিন হৈঁ সতগুরু বনে লোহার।
জুগন জুগনকে মোরচে তোড় গঢ়ে ঘনসার ॥ ৯৪

——ঃ•ঃ——

সন্তবাণী সংগ্রহ

সীতারাম ১ম ভাগ ২৭ পৃষ্ঠা

সুরত নিরত মন পবন পর সোহং সোহং হোয়।
শিব মন্তর গৌরী কহা অমর ভই হৈ সোয় ॥ ৬৫
ররংকার তো ধুন লগৈ সোহং সুরত সমায়।
দহ বেহদ পরবাস হৈব বহুরিন আবৈ জায় ॥ ৬৬
গুফ গায়ত্রী নাম হৈ বিন রসনা ধুন ধ্যায়।
মহিমা সনকাদিক লহী-সিব সংকর বল জায় ॥ ৬৭

* * *

ঐসা নাম অগাধ হৈ নিরভয় নিঃচল পীর।
অনহদ নাদ অখণ্ড ধুন তন মন হীন শরীর ॥ ৭৬

* * *

সুন্ন বিদেসী বস রহা হমরে ত্রিকূটী তীর।
সংখ পরম ছবি চাঁদনী-বানী-কোকিল কীর ॥ ৯০
সুন্ন বিদেসী বস রহা সহস কমল দল বাগ।
সোহং ধ্যান সমাধ ধুন ঔর তীব্র বৈরাগ ॥ ৯১
সুমিরণ তবহি জানিয়ে জব রোম রোম ধুনি হোয়।
কুঞ্জ কমলমেঁ বৈঠকর মালা ফেরে সোয় ॥ ৯২
সুরত সুমিরনী হাথ লে নিরত মিলৈ নিরবান।
ররংকার রমতা লখে অসল বন্দীগী ধ্যান ॥ ৯৩

অষ্ট কমল দল স্থন্ন হৈঁ ৰাহর ভিতর স্থন্ন।
রোম রোম মেঁ স্থন্নহৈ জহাঁ কালকী ধুন্ন ॥ ৯৪
তুমহী সোহং স্থরত হৌ তুমহী মন ঔর পৌন(১)।
ইসমে দূসর কোন হৈ, আবৈ জায়সে কৌন ॥ ৯৫

——ঃ০ঃ——

৬৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২১।১০।৬২

সন্তবাণীসংগ্রহ শ্রীগরীবদাস জীবনী

সীতারাম ৫৭ পৃষ্ঠা

লৈ লাগি তব জানিয়ে জগ সূঁ রহৈ উদাস।
নাম রটে নির দ্বংদ হোয় অনহদ পুরমে বাস ॥ ১

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ৫৮ পৃষ্ঠা

গগন গরজ ঘন ৰরষহী ৰাজৈ অনহদ তুর।
লৈ লাগি তব জানিয়ে, সন মুখ সদা হুজুর ॥ ২৪
গগন গরজ ঘন ৰরষহী, দামিন খিমৈ অখণ্ড।
দাস গরীব কবীর হৈ, সকল দীপ নৌ খণ্ড ॥ ২৫

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ৯৯ পৃষ্ঠা

সব্দ নিবাস অকাস বানী, যহ সতগুরুক। রূপ হৈ।
চংদ সূর ন পবন পানী, জহাঁ ছাঁহ ন ধূপ হৈ ॥ ৫০

——ঃ০ঃ——

(১) প্রাণ।

সীতারাম ১৩৫ পৃষ্ঠা

সোহং সাছীভূত ন ঈসর কোয়রে।
হরে হাঁরে কহতা দাস গরীব ধনী কূঁ জোইরে ॥ ৭

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ১৩৫ পৃষ্ঠা

দিল সফাকর সৈলান কীজৈ, ৰংক মারগ বাটরে।
ইলা পিঁগলা সুষমনা, তূঁ উত্তর ঔ ঘট ঘাটরে ॥ ৫
ৰংকনাল ৰিসাল বহনা হৈ অমীরস অরস বে।
রসনা বিহুনা রাগ গাবৈ, বিনা চসমোঁ দরসবে ॥ ৬
প্যালা অমীরস পিজিয়ে, খুলি হৈ ৰজর কবাট বে।
অরস কুরস অবন্ধ অবগত, কোল্হূ চ বৈ ৰিন লাট বে ॥
নিরভৈ নিরন্তর নেম রখ, অকলা অনহদ রাত বে ॥ ৮

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ১৪০ পৃষ্ঠা

সেত সিঘাঁসন সেতহিঁ অংগা। সেত ছত্র জাকো সেতহি রঙ্গা ॥১
সেত খবাস সেতহী চৌরা। সেতৈ পুহুপ সেতহীঁ ভোঁরা ॥ ২
সেতৈ নাদ সেতহী তূরা। সেত সিঘাঁসন নাচৈ হূরা(১) ॥ ৩
সেতৈ নদী সেতহী ৰিরছা। সেতৈ চন্দন মস্তক চরচা(২) ॥ ৪
সেত সরোবর সেতহি হংসা। সেতৈ জাকা সব কুল বংসা ॥ ৫
সেতৈ মংদির চন্দর জোতী। সেতৈ মানিক মুক্তা মোতী ॥ ৬
সেতৈ মুকুট সেতহী আনা। সেত ধূজা ঔ সেত নিসানা ॥ ৭
গরীব দাস ৰহ ধাম হমারা। সুর নর মুনি জন কর বিচারা ॥ ৮

(১) অপ্সরা। (২) লগায়া।

সীতারাম ঐ ১৪৩ পৃষ্ঠা

নূরকে দীপ নূরকৈ চৌরা। নূরকে পুহুপ নূরকে ভেঁৗরা ॥ ৩
নূরকী ঝাঁপ নূরকী ঝালর। নূরকে সংখ নূরকী টালর ॥ ৪
নূরকী সাঁঝী নূরকী সেবা। নূরকে সেবক নূরকে দেবা ॥ ৫

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৪৬ পৃষ্ঠা

হম হৈ সব্দ সব্দ হম মাহীঁ। হমসে ভিন্ন ঔর কছু নাহীঁ ॥ ৫
পাপ পুন্ন দো বীজ বনায়া। সব্দ ভেদ কৌ বিরলে পায়া ॥ ৬
সব্দৈ সর্ব্বলোকমেঁ গাজৈ। সব্দ বজীর(১) সব্দহৈ রাজৈ(২) ॥ ৭
সব্দৈ স্থাবর জঙ্গম জোগী। দাস গরীব সব্দরস ভোগী ॥ ৮

——(:০:)——

সীতারাম ঐ ১৫৮ পৃষ্ঠা

নারদ পুরৈ নাদ সকল সুর আবহীঁ।
সুন্ন মংডল সতলোক অগম ঘর ছাবহী ॥ ৬
জহঁ সেত ধ্বজা ফহরাহি, অরস(৩) তং বূতনা।
অনহদ নাদ অগাধ, লায়ে নূরী বনা ॥ ৭
নাদ তুর ডফ্ ঝাঁঝ, সংখ মুরলী বজৈ।
মির দঁগ ফালর ভেরি, অজব তুরহী সজৈ ॥ ৮
রংমহল মে রাস বিলাস অপার হৈ।
চলো সখী উস ধাম সুকন্ত হমার হৈ ॥ ৯

(১) মন্ত্রী। (২) রাজা। (৩) সহস্রার।

দস পরকার অপার অজব ধূন্ ধ্যান হৈ।
দূলহ্ বব বরিয়াম, পিয়া নি কাম হৈ॥ ১০

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৫২ পৃষ্ঠা

ব্রহ্মা বিস্নু মহেসর শেষা, ররংকার ধূন হোই।
গুফ(১) ৰীরজ(২) য়হ মন্ত্র জো দীনা, রাখ সব্দ কুঁ গোই॥৮

——:::——

সীতারাম ঐ ১৬৩ পৃষ্ঠা

ৰঁগলা খূব বনাহৈ বেস, ঘামে ররংকার ধুন সেস॥ টেক
রোম রোম হে নাম চলহৈ, অজপা তারা লাগী।
সুরত নিরত পর অনহদ ৰাজৈ, সুন্তে হৈ অনুরাগী॥ ১
মূল চক্রকা ঘাট বাঁধ কর, সুখ মন পবন অবধৈ।
পরথম আদি গণেস মনাবে, নাভি কমল কূঁ সোধে॥ ২
ৰংকনালকা ঘাট ৰিকট হৈ, জহাঁ খেচরী লাবৈ।
অমী মহারস অমৃত পীবৈ, অজর অমর হো জাবৈ॥ ৩

——:(*):——

সীতারাম ঐ ১৭৬ পৃষ্ঠা

নাভি কমলমেঁ নাদ সোমোরো, নাগিন নিদ্রা মারো।
দো ফু কার সংখিনী জীতো, উরধৈ নাম বিচারো॥ ৩

(১) গুপ্ত। (২) ওঙ্কারের নাম।

হিরদে কমল সুরত কা সংজম, নিরত কলা নিরস্বাসা।
সোহং সিন্ধ সৈল পদ কীজৈ, ঐসে চঢ়ো অকাসা ॥ ৪
কণ্ঠ কমলসে হরহর বোলৈ, ষোড়স কলা উগানী।
য়হতো মধ মারগ সত গুরুকা, পংথ বুঝ ব্রহ্মজ্ঞানী ॥ ৫
ত্রিকূটি মদ্ধে মূরত দরসৈ, দোদল দরপণ ফাহীঁ।
কোট জতন কর দেখা ভাই, বাহর ভিতর নাহীঁ ॥ ৬
বহত সিন্ধু দোউসে ন্যারা, কহো কহঁ ঠহরায়ে।
সুন্ন বেসুন্ন মিলে নহিঁ ভৌঁরা, কাঁহা রহত ঘর পায়ো ॥ ৭
অনহদ নাদ বজাও জোগী, বিনা চরণ চল নগরী।
কায়া কাসী ছাঁড় চলোগে, জায় বসো মন মথরী ॥ ৮

——ঃ০ঃ——

শ্রীশ্রীগরীবদাসজী জীবনী বাণী
সীতারাম ১৮৮ পৃষ্ঠা

আসন অরসী পেখলে, সুন মংডল মেলা।
সিংগী নাদু বাজহীঁ, জহঁ গুরু ন চেলা ॥ ৫
(সির) ছত্র অনুপম সেত হৈ, জহঁ সাহব রহতা।
চোঁর সুহঙ্গম ঢুরত হৈঁ, যূ সত্‌গুরু কহতা ॥ ৬
ঝিলমিল নূর অপার হৈঁ, জহঁ যন্ত্রী জোগী।
সকল বিয়াপী রম রহা, পারস রস ভোগী ॥ ৭
দৃষ্ট মুষ্ট আবৈঁ নহীঁ, মৌনী মহ বূবম্।
বিরহ বিহঙ্গম বৈত হী, অসলী পদ খুবম্ ॥ ৮
উজ্জল ভঁবর অনন্ত হৈঁ, জহঁ কুংজী বৈনা।
সব্দ অতীত সমাধিয়া, লখ উন মুন নৈনা ॥ ৯

ঘাট বাট পাবৈ নহীঁ, বিন সতগুরু সৈনা ॥ ১০
ভেষ পরে হৈঁ ভরমমেঁ, সব ফোকট ফৈনা ॥ ১১

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৯২ পৃষ্ঠা

অনহদ নাদ বাঁজহীঁ, অমরা পুর মাই।
শুন্ন মংডল সতলোক কূঁ ফুলহিন উঠ ধাই ॥ ৭

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৯৪ পৃষ্ঠা

বাজী অনহদ বীনরে, ফুঁ ভই ফুঁকারা।
ভগল বিদ্যা বাজীগরী, জানৈ গুরুম্হারা ॥ ২
সতগুরু মিলিয়া গারভূ, জীহ্নু মন্তর দীহ্না।
নাগ দমন তিরগুণ জড়ী, বিষয়র বস কীহ্না ॥ ৩

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৯৮ পৃষ্ঠা

সুখকে সাগর রাম হৈঁ, জেহি ধরিয়ে ধ্যানা।
তির বেনীকে ঘাট রে, কীজে আস নানা ॥ টেক
নাভি কমলসে উচ্চরে, দম লেখে লাবো।
পরবী কোট অনন্ত হৈঁ, সুখ সাগর ন্থাবো ॥ ১
অনন্ত কোট ধুন হোত হৈঁ, সুখ সাগর মাহীঁ।
পৈড়ী পন্থ ন মহলকে, জঁহা হংসা জাহীঁ ॥ ২
ওম্ মূল উচ্চার হৈ, জপিয়ে মন মালা।
সুছম বেদসে ধুন লগী, পহুঁচে চিত্রশালা ॥ ৩

ঐ নেক আদি অনাদ হৈ, দুরবীন ধিয়ানা।
পলকোঁ চৌরা কিজিয়ে, ত্রিকূটী অস্থানা ॥ ৪
সহস কমল দল জগমগৈ, জহাঁ ভঁবর গুঁজারা।
ঘটা গরজ বহু দামিনী, অনহদ ঝনকারা ॥ ৫
গরজৈ সিংধু অগাধ রৈ, বিন সরবন সুনিয়া।
নরকী ক্যা বুনিয়াদ হৈ, পহুঁচত নহিঁ মুনিয়া ॥ ৬
মন পৌনাকে গমন সে, আগে লখ ভাই।
সুরত নিরতকে পংখলে, হংসা উড় জাই ॥ ৭
অধর বিহংগম উড় চলৈ, ভেঁৗরীলে ভেঁৗরা।
গরীব দাস কহু ক্যাকরৈ, জা কা জন জোরা ॥ ৮

——:•:——

সীতারাম ঐ ২০৪ পৃষ্ঠা

ঝিলমিল নৈনা অনহদ বৈনা, লাগরহী উন মুন তারী ॥ ৭
জা জগ নিন্দা বিন্দা করি হৈ, কোই অস্তুতি কোই দে গারী ॥ ৮

——:•:——

গুলাল সাহিবজী সন্তবাণীসংগ্রহ
সীতারাম প্রথম ভাগ ২০৮ পৃষ্ঠা

সন্ত সব্দ গুন গায়েঁ উ, সন্তন প্রান অধার।
অগম অগোচর দূরী হৈ, কোউন পারত পার ॥ ১
উঠ তরঙ্গ দসহূঁ দিসা, ভাঁতি ভাঁতি কে রাগ।
বিন পগ নাচ নচায়েঁ উ, বিন রসনা গুণ গায় ॥ ২
জ্ঞান ধ্যান তহঁ বা নহীঁ, সহজ সরূপ অপার।
জন গুলালে দিল সোঁ মিলো, সোই কহত হমার ॥ ৩

বিন জল কঁবলা বিগসেউ, ।বনা ভ বর গু জার।
নাভি কমল জোতী বৈ, তিরবেনী উজিয়ার ॥ ৪
সুখ মন সেজ বিছায়ে উ, পৌঢ়হি প্রভু হমার।
সুরতি নিরতি লেজায়ে উ, দস দিসাকে দ্বার ॥ ৫
পুলকি পুলকি মন লায়ে উ, আবাগমন নিবার।
জন গুলাল তহঁ ভায়ে উ, জমকা করহি হমার ॥ ৬

* * * *

বিনু বাজে ধুনি গাজই, অধর হিঁ অগম অপার।
প্রাণ তব হিঁ উঠি গবনেউ, বহুরি নহি ঔতার ॥ ১০

* * * *

বংকনাল চঢ়িকে গয়ো, আয়ো প্রভু দরবার।
জগমগ জোতী জগন লগী, কোটি চংদ ছবিছার ॥ ১৯

——:•:——

সীতারাম ঐ দ্বিতীয় ভাগ

॥ অনহদ শব্দ ॥ ২০১ পৃষ্ঠা

রে মন নামহিঁ সুমিরন করৈ।
অজপা জাপ হৃদয় লৈ লাবো, পাঁচ পচীসো তিন মরৈ ॥ ১
অষ্ট কমলমে জীব বসতু হৈ, দ্বাদসমে গুরু দরস করৈ।
সোরহ উপর বানী উঠতু হৈ, দুই দল অমী ফরৈ ॥ ২
গংগা জমুনা মিলি সরসুতী, পদুম ফলক তহঁ করৈ।
পছিম দিসা হৈব গগন মঁডলমে, কালবলী সেঁালরৈ ॥ ৩

জম জীতো হৈ পরম পদ পায়ো, জোতী জগমগ ৰবৈ।
কহ গুলাল সোই পুরণ সাহিব, হরদম মুক্তি ফরৈ ॥ ৪

——ঃ*ঃ——

সীতারাম ঐ ২০৫ পৃষ্ঠা

মন মধুকর খেলত বসন্ত। ৰাজত অনহদ গতি অনন্ত ॥ ১
ৰিগসত কমল ভয়ো গুঁজার। জোতি জগামগা করি পসার ॥ ২
নিরখি নিরখি জিয় ভয় অনন্দ। বাঁঝল মন তৰ পরল ফন্দ ॥ ৩
লহরি লহরি ৰহৈ জোতি ধার। চরণ কমললন মিলো হমার ॥৪
আৱৈ ন জাই মরৈ নহিঁ জীব। পুলকি পুলকি রস অমিয় পীব ॥৫
অগম অগোচর অলখ নাথ। দেখত নৈনন ভয়ো সনাথ ॥ ৬
করে গুলাল মোরী পুজলি আস। জম জীত্যো ভয়ো জোতি বাস॥৭

——ঃ*ঃ——

গুলাল সাহিবকী বাণী জীবনী

সীতারাম ১১ পৃষ্ঠা

ৰাম রাম রাম রাম জে করে জিয়ে থাবৈ।
প্রেম পূর্ণ দৃঢ় বিরাগ সোই য়হ পাবৈ ॥ ১
সতগুরু জৰ দিয়ো প্রসাদ প্রীতহুঁ লগাবৈ।
তন মন ন্যোছাবরি বারি চরণ মে সমাবৈ ॥ ২
লোক লাজ চারি গারি মনু বাঁ নহি গাবৈ।
কাম ক্রোধ জারি মারি তৰলৈ লগাবৈ ॥ ৩
উন মুনি ধুন ধরৈ ধ্যান গগনা গরজাবৈ।
চমক চমক জোতি জোতি নূর ফরি লগাবৈ ॥ ৪

অগম ধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান সোই যহ পাবৈ।
তিনকী বলিহারি জাউঁ জন গুলাল গাবৈ ॥ ৫

——:*:——

সীতারাম ঐ ২৬ পৃষ্ঠা

সত্ত্ব সব্দ তহঁ হোয়, বেণু তহঁ উঠে বধাবা ॥ ১
বাজৈ অনহদ ঘন্ট বংসো, রব সুন্নমে ভাবা ॥ ২
বৈঠি সিংঘাসন জায় দসহুঁ দিসি মানিক ছাবা।
কহৈ গুলাল সোই ভক্ত, অভৈপুর ডংক বজাবা ॥ ৩

——:o:——

সীতারাম ঐ ২৭ পৃষ্ঠা

সসি ঔর সুর পবন ভরি মেলা, দৃঢ় করি আসন বৈঠি অকেলা ॥ ১
উলটে নাল গগনঘর জাবৈ, বিগসে কঁবল চংদ দরসাবৈ ॥ ২
ঘণ্টা রব তহঁ বাঁজ নিসানা, অনহদ ধুন সুনিযত বিনু কানা ॥ ৩
সুন্ন অসুন্ন মেঁ ডোর বঁধানা উড়ে হংস চঢ়ি করত পয়ানা ॥ ৪
অগম অগোচর অবিগত খেলা, প্রাণ পুরুষ তহঁ করত হৈ মেলা ॥৫
মন অরু পবন সহজ ঘর আয়ো, ঐসী গতি সন্তন মন ভায়ো ॥ ৬
মেটল সুন্ন মিলল পর গাসা, জন্ম জন্ম কৈ পূজলি আসা ॥ ৭
জন গুলাল সতগুরু বলিহারী, জাতি পাঁতি অব ছুটল হামারি ॥৮

——:•:——

সীতারাম ঐ ৪৭ পৃষ্ঠা

উলটি দেখো ঘরমে জোতি পসার।
বিনু বাজৈ তহঁ ধুনি সব হোবৈ, বিগসি কমল কচনার ॥ ১

পৈঠি পতাল সূর সসি বাঁধৌ, সাধৌ ত্রিকূটা দ্বার।
গংগ জমুনাকে বারপার বিচ, ভরতু হৈ অমিয় করার ॥ ২
ইঁগলা পিঁগলা সুখ মন সোধো, বহত সিখর মুখ ধার।
সুরতি নিরতি লে বৈঠু গগন পর, সহজ উঠে ঝনকার ॥ ৩
সোহং ডোরি মূল গহি বাঁধো, মানি কবরত লিলার।
কহ গুলাল সতগুরু বর পায়ো, ভরো হৈ মুক্তি ভংডার ॥ ৪

——:০:——

৮৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২২।১০।৬২

গুলাল সাহিবজী বাণী জীবনী

সীতারাম ৫০ পৃষ্ঠা

অগম সব্দ গুন গাবল, নাদহিঁ বিন্দু মিলাপা।
পছিম দ্বার হৈব জাইব, আপু করব তহঁ জাপ ॥ ১০

——:০:——

সীতারাম ঐ ৫১ পৃষ্ঠা

তির বেনীমে তিলক বিরাজৈ, বংকনাল চঢ়ি জাত।
দসৌ দিসা মেঁ জোতি জগমগৈ, বা কে তাত ন মাত ॥ ৩
অছয় অভয় অনুভব অনমূরতি, সন্ত স জীবন নাথ।
জন গুলাল তহঁ ফির হি করারী[১], কৈ সংগ ন সাথ ॥ ৪

——:০:——

১। একাকী।

সীতারাম ঐ ৫৩ পৃষ্ঠা

এঁকৈ নাম অধারা, মেরে এঁকৈ নাম অধারা হো।
পরখি পরখি নিরখত নিস বাসর, জগতেঁ ভয়ো নিনারাহো॥ ১
অষ্ট কমল মে জীব ৰসতু হৈ, সতগুরু সব্দ বিচারা হো।
লেকৈ পবন হংস জৰ গবন্যো, ত্রিকূটী ভৌ উজিয়ারা হো॥ ২
পৈঠি পতাল মূল ৰাধো, সুখমন সেজ সবারা হো।
নিরঝর ঝরত অমী তহঁ ৰরখত মনুবা তহঁ হমারা হো॥ ৩
গগন মঁডল মৈ নৌবতি ৰাজৈ, আট পহর ইকতারা হো।
ম্যারো মমতা চিত্ত সমানো, চৌমুর দীপক ৰাহা হো॥ ৪
ছূটী দেহ নেহরহি ইক সোঁ, আদৌ ব্রহ্ম বিচারা হো।
কহ গুলাল সাহৰ পায়ো, জমকা করি হৈ হমারা হো॥ ৫

——:০:——

সীতারাম ঐ ৫৯ পৃষ্ঠা

(১)

প্রাণ চঢ় আসমান সহজ ঘর জাইয়া।
সুন্ন সহর ঝকঝোর সুরতি ঠহরাহিয়া॥
জোগ জুগত সোঁ নেহ ব্রহ্মমেঁ সমাইয়া।
কহ গুলাল অবধূত সত্য তব পাইয়া॥

(৩)

*অষ্ট কঁবল জব ফুল্যো উলকে ধাইয়া।
ৰংকনাল ভয়ো সুধ অগম ঘর জাইয়া॥

*৬৩ পৃষ্ঠায় বিবরণ আছে।

দস দিসা বরি জোতী তঁহা সমাইয়া।
কহে গুলাল সত স্যূর অনঁদ তব পাইয়া ॥

——:০:——

সীতারাম ঐ ৬৫ পৃষ্ঠা

ঝিলিমিলি ঝলকত নূর নৈন পর নূরা।
হরদম হোত অঘোর বজত তঁহ তূরা ॥
রবি সসি দূনোঁ সংগ রখত পূজত পূরা।
কহ গুলাল আনঁদ গতি বোলত স্যূরা ॥

——:০:——

সীতারাম ঐ ৬৮ পৃষ্ঠা

রবি সসি দূনোঁ বাঁধিকে সুরতি লগাইয়া।
অজপা জপৈ সুজাপ সোহং ডোরি লাইয়া ॥
লগন লগো নিরংকার সুরতি সংগ পাইয়া।
কহৈ গুলাল অতীথ সন্ত গুন গাইয়া ॥

——:০:——

ঐ ৭১ পৃষ্ঠা

তিরবেনীকাতীর নূর ঝরি লাগই।
ইঁগল পিঁগল কো খেল সুন্ন চঢ়ি গাজই ॥
হরদম মন রহ লীন সুরতি রস পাগই।
কহ গুলাল ব্রহ্ম হেতু সন্ত তব জাগই ॥

——:০:——

সীতারাম গুলাল বাণী ১১০ পৃষ্ঠা

সুন্ন মোকাম মেঁ জিকিরি সৌদা করৈ,

গরজি ঘন গরজি ঘন গরজি ভারো ॥ ১

ফুল অনুভৌ ফুলে ভোঁবর তা মেঁ ভূলে,

ফুল নহিঁ ভঁবর নহিঁ গতি নিয়ারী ॥ ২

সব্দ সোহং উঠৈ জীব তামে বসৈ,

সুখ মনা সহজ তহঁ ৰহত নাড়ী ॥ ৩

পৈঠি পাতাল অসমানকো ছেদিকৈ

ব্রহ্ম সোঁ ব্রহ্ম ভয়ো ব্রহ্মভারী ॥ ৪

রহত আসক্ত তব ডংক অনুভৌ দিয়ো,

জ্ঞান ভো পূর নহি সুরতি টারী ॥ ৫

কহে গুলাল সতগুরু সো পূর হৈ

ছত্র সির ফেরি দিয়ো কর্ম্মজারী ॥ ৬

——:•:——

সীতারাম ঐ ১১২ পৃষ্ঠা

আরতি নৈন পলক পর লাগী ॥ টেক

নিরঝর ঝরত রহত নিসু বাসর, সব্দ সনেহী জাগী ॥ ১

ৰিনু করতাল পখাউজ ৰাজৈ, ৰিনু রসনা অনুরাগী ॥ ২

সুভগ সরূপ সুহাবন সুন্দর, সেত ধজা সির সাজী ॥ ৩

সুখ মন চঁবর ঢুরত নিঃঅন্তর, আরত হমরী গাজী ॥ ৪

কহ গুলাল আরতি হম পায়ো, লোক বেদ মতি ত্যাগী ॥ ৫

——:•:——

সীতারাম ঐ ১১৪ পৃষ্ঠা

হরি হরি রাম রাম লীজৈ।

নিস্দিন অনহদ নৌবতি দীজৈ ॥ ১

—:•:—

সীতারাম ঐ ১২৩ পৃষ্ঠা

আরতী মন্থবাঁ মৌজকো কীজৈ,

প্রেম নিরন্তর সাহব লিজৈ ॥ ১

পহিলী আরতি অনুভব আবৈ,

জুগ জুগ অচল পরম পদ পাবৈ ॥ ২

দূসরী আরতি তুবিধা খোবৈ,

সতগুরু সব্দ অগম গতি জোবৈ ॥ ৩

তিসরী আরতি ত্রিকুটী থানা,

মন পবন জৈ জোতি সমানা ॥ ৪

চৌথী আরতি ত্রিভুবন রীঝৈ,

সহজ সরূপ আরতি কীজৈ ॥ ৫

পঁচই আরতি পাঁচৌ গাবৈ

গগন মঁডল মে মঠ গেছাবৈ ॥ ৬

ছঠই আরতি ছঃচক্র বেধাবৈ,

উলটি নিরন্তর সুন্ন বসাবৈ ॥ ৭

সতই আরতি সহজ ধুনি গাবৈ,

অনহদ সুনি ধুনি ঘংট বজাবৈ ॥ ৮

আটই আরতি আপু বনাবৈ,

বিগসে কমল অমী তব পাবৈ ॥ ৯

নবই আরতি নৌ দ্বার লগাবৈ,

জমজীতে তৰ মঁগল গাবৈ ॥ ১০

দসই আরতি দসঘর পুরা,

জোতি মিলো মনুবাঁ ভয়ো সূরা ॥ ১১

একাদস আরতি করণ জিন বানী,

কহেঁ গুলাল সোই ব্রহ্মজ্ঞানী ॥ ১২

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ১২৬ পৃষ্ঠা

উনমুখী ঘন গরজি জোর, সুখ মনকে করি ফকোর।
ৰংকনাল মেরুডংড, অলখ পুরুষ ভারী ॥ ৩
সেস ফনি মনি অনন্দ, প্রান প্রভুকো করত কন্দ।
জোতী জোগ রোগ সোগ, করম ভরম ডারী ॥ ৪

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ১২৮ পৃষ্ঠা

একা এক কমল জো পাবে, সাঁচা সতগুরু ভাবে।
প্রেম পদারথ হিয়মেঁ রাখে, সুমিরত হিঁ সুখ পাবে ॥ ১
দূয়া দোস জো দুর মতি ছোড়ে, তিরগুন তাপ বহাবে।
সুরতি নিরতি লৈ আসন মাঁড়ে, সকল সন্তোস জো আবে ॥২
তিয়া তিরকুটী জো মন রাখে, ঝিলিমিলি জোতি জগাবে।
উন মুনি লাগো ৰন্দ সহজ ধুনি, চংদ মঁডল ঘর ছাবে ॥ ৩
চৌথে পদপর পগ জো নাবে, অনুভৌ ডংক বজাবে।
গগণ মঁডলমেঁ ৰাজী মাড়ো, ৰংকনাল চলি জাবে ॥ ৪

পঁচ এঁ পরম তত্ত্ব জো জানো, সুনি ভগবত মন লাবে।
পাঁচ পচীস তীনি ৰসি করিকে, সেত ছত্র সির ছাবে॥ ৫
ছট এঁ ছীমা শীল জো উপজে, সত্ত সন্তোষ চড়াবে।
নৌদর ছোড়ি দসৌ দিসি ধাবৈ, সহজ সমাধি জোপাবে॥ ৬
সত এঁ সদা সরণ মন রাখে, সব্দকৈ ভেষ বনাবে।
কোটি চংদ ন্যোছাবরি বারে, মানিক জোতি জগাবে॥ ৭
অট এঁ অগম জোতি জোবারে, দরস পরস চিতলাবে।
সোহং সব্দ সুরত নিস বাসর, অনতহিঁ কতহুঁ ন জাবে॥ ৮
নৌবে নাম নিরংজন নৌকা, কনহরি(১) গুনহিঁ চলাবে।
সাঁচৈ কহে ঝুঁটু নহিঁ আবে, ভব সাগর তরি জাবে॥ ৯
দস এঁ দ্বার হি তালী খোলৈ, অবিগতি গতিহিঁ সমাবে।
সকল কামনা মন হৈব পূরন, মনকে মৌজ মিলাবে॥ ১০
একাদস নাম জে পূরন পাবৈ, অগম নিগম নহি ভাবে।
কহ গুলাল তব গুরু চীহ্নে, ঘরহী মে ঘর ছাবে॥ ১১

——:০:——

গুলাল সাহিব বাণী জীবনী

সীতারাম ১৪' পৃষ্ঠা

ওঅংকার সমাইলো জোতি সরূপী নাম।
সেত সুহাবন জগ মগর জীব মিলন সতনাম॥ ৮

——:০:——

১। কাণ্ডারী।

সীতারাম ঐ ১৩৯ পৃষ্ঠা

॥ শব্দ ২০ ॥

সোই দিন লেখে জা দিন সন্ত মিলাপ। টেক
সন্তকো চরণ কমলকো মহিমা, মোরে বূতে বরনি ন জাহি ॥ ১
জলতরংগ জলহীতে উপজে, ফির জল মাহি সমাই ॥ ২
হরিমেঁ সাধ সাধমেঁ হরি হৈঁ, সাধসে অন্তর নাহিঁ ॥ ৩
ব্রহ্মা বিস্নু মহেস সাধ সংগ, পাছে লাগে জাহি ॥ ৪
দাস গুলাল সাধকি সংগতি, নীচ পরম পদ পাহিঁ ॥ ৫

—:০:—

সীতারাম ঐ

॥ ২১ ॥

রোম রোমমে রমি রহো, পূরন ব্রহ্মা রহি ছায়।
অবিগত গতি কো জানই, সিব বনকাদিক ধায় ॥ ১
সুরনর মুনি সব গাবহীঁ, কাহু ন পায় পার।
জোজন সরণ গয়ে ভক্তন কে, তিন পদ পায়ো সার ॥ ২
অছর অমর অনন্দ হৈ, জ্ঞান উদিত অলেখ।
সর্বভূতমেঁ পূরি রহো হৈ, সো প্রভু ছিন ছিন দেখ ॥ ৩
নিসদিন নৌবতী বাজহী, নিরঝর ঝরে তহঁ নূর।
উমঁগি উমঁগি তহঁ গাবহীঁ, কোউ বৈঠে সাধু সুর ॥ ৪
কহ গুলাল সো পাবই, সতগুরুকে পরতীত।
তব জিয় নিসচয় আবই, সবহি ভয়ে তব গীত ॥ ৫

—:০:—

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

২৩।১০।৬২ ওঙ্কার মঠ

সীতারাম ঐ ১৪১ পৃষ্ঠা

বিন্নু রাজে ধুনি গাজই, অধরহি অগম অপার।
প্রাণ তবহিঁ উচি গগনোউ, বহুরি নাহি ঔতার॥ ১৫
প্রেমপাগল মন রাতল, আনঁদ মঁগল চার।
তীন লোকসে উপরে, মিলনহিঁ কংত হমার॥ ১৬
জোগ জজ্ঞ জপ তপ নহী, দুখ সুখ নহি সংতাপ।
ঘটত বঢ়ত নহিঁ ছোজই, তহবা পুন্ন ন পাপ॥ ১৭
সংতসভামেঁ বৈঠ কৈ, আনঁদ উজল প্রকাস।
জন গুলাল প্রিয় বিলসহীঁ(১), পূজলি মনকে আস॥ ১৮
বংকনাল চঢ়িকে গয়ো, আয়ো প্রভু দরবার।
জগমগ জোতী জগন লগী, কোটি চংদ ছবিবার॥ ১৯
মুক্তা ঝরি বরষণ লগো, দসদিসা ঝনকার।
জন গুলাল তন মন দিয়ো, পূরী খেপ হমার॥ ২০
মানিক ভবন উদিত তঁহা, ভঁাবর দৈ দৈ গায়।
জন গুলাল হরখিত ভয়ো, কৌতুক কহো ন জায়॥ ২১

——:০:——

ভীখা সাহিব সন্তবাণীসংগ্রহ ২০৮ পৃষ্ঠা

সীতারাম

ধুনি বজত গগন মহবীনা, জহঁ আপু দাস রসভীনা। টেক
ভেরী ঢোল সংখ সহনাই, তাল মৃদংগ নবীনা।
সুর জহঁ বহুতৈ মৌজ সহজ উঠি, পরত হৈ তাল প্রবীনা॥ ১

(১) বিলাস করতা হৈ।

বাজত অনহদ নাদ গঁহাগহ, ধুধুকি ধুধুকি সুর বীনা।
অঁগুরী ফিরত তার সাতহুঁ পর, লয় নিকসত ভীন ভীনা ॥২
পাঁচ পচীশ বজাবত গাবত, নির্ত্ত চারুছবি দীহ্না।
উঘটত তন নন ধ্রিতাং ধ্রিতাং,
কোই তাথেই তাথেই তত কীহ্না ॥ ৩
বাজত তাল তরঙ্গ বহু, মানো জংত্রী জংত্র কর লীহ্না।
সুনত সুনত জীব অকিত ভয়ো,
মানো হৈব গায়ো সব্দ অধীনা ॥ ৪
গাবত মধুর চতায় উতারত, রুন ঝুন রুন ঝুন ধীনা(১)।
কটি কিংকিনি পগ্ নূপুর কি ছবি,
সুরতি নিরতি লৌ লীনা ॥ ৫
আদি সবদ ওঙ্কার উঠতু হৈ, অটুট রহত সব দীনা(২)।
লাগী লগন নিরংতর প্রভু সোঁ, ভীখাজল মন ঘীনা ॥ ৬

——:•:——

ভীখা সাহিব বাণী ৪ পৃষ্ঠা

সীতারাম

সব সক্তী ধন ধাম সকল লৈ, সরণাগতিমে ডারা।
সমঝে বুঝি বিচারি উতারো, আপন সিরকো ভারা ॥ ৪
জোগ জুক্তি কৈ পরচো পৈহৌ, সুরতি নিরতি ঠঁহরাই।
অর্ধ উর্ধমে মধ্য নিরংতর, অনহদ ধুনি ন গগরাই ॥ ৫

——:•:——

(১) তাধিন তাধিন।
(২) সবদিন য়ানী সদা এক রস রহতা হৈ

সীতারাম ঐ ৬ পৃষ্ঠা

যা জগমে রহনা দিন চারী, তাতেঁ হরি চরনন চিতবারী ॥ ১
সিরপর কাল সদা সর[১] সাধে, অঘসর পরেতু রতহীঁ মারী ॥২
ভীখা কেবল নাম ভজে বিনু, প্রাপতি কষ্ট নরক ভারী ॥ ৩
সহজ সমাধি কৈ চাহ করহু তব, আপা পরে নিবেরো।
খোজ খোজ কোউ অংত ন পায়ো, সুর নর মুনি বহুতেরো ॥ ৪
তুরীয়া সব্দ উঠত অভি[২] অন্তর, সোহং সোহং টেবো।
পূরব লিখো অছর অন মূরতি, আপুহিঁ চিত্র চেতবো ॥ ৫
সর্ব্ব জহঁা লগি রূপ তুহমারী, জল থল বন গিরি হেরো।
কহ ভীখা ইক ধন্য তুহী হৈ, পটতর[৩] দ্যোঁ কেহি কেবো ॥ ৬

——:•:——

ঐ ৬ পৃষ্ঠা

জো কোউ রাম নাম চিত ধরৈ।
তনমন ধন ন্যোছাবর বারৈ, সহজ সুফল ফল ফরৈ ॥ ১
গুরু পরতাপ সাধকি সংগতি, জোগ মুক্তি উর ভরৈ;
ইঁগলা পিঁগলা সুখমন সোধৈ, জ্ঞান অগিন উদগরৈ ॥ ২
চাঁদ সূরজ একাগর[১] করিকৈ, উলটি উরধ অনুসরৈ।
নাদ বিন্দু কো জোহু[২] গগনমেঁ, মন মায়া তব মরৈ ॥ ৩

১। তীর। ২। ঘট। ৩। উপমা।

(১) একত্রিত। (২) ঢুঢ়।

আট পহর নৌবত ধুনি ৰাজৈ, নেক পলক নহি টরৈ।
ভীখা সৰদ স্থনতহিঁ অবুধ বুধ, অমরখ হরখ করৈ॥ ৪

——:০:——

সীতারাম ঐ ১৫ পৃষ্ঠা

মনুয়া সব্দ স্থনত স্থখ পাবৈ। টেক
জেঁহি বিধি ধূধূকত নাদ অনাহদ, তেঁহিবিধি স্থরত লগাবৈ॥ ১
ৰানী বিমল উঠত নিস্থ বাসর, নেক ৰিলঁবন লাবৈ॥ ২
পূরা আপ করহি পর কারজ, নরক তে জীব ৰচাবৈ॥ ৩
নাম প্রতাপ সৰনকে উপর, বিছুরো তাহি মিলাবৈ॥ ৪
কহ ভীখা বলি বলি সত গুরুকী, য়হ উপকার করাবৈ॥ ৫

——:•:——

সীতারাম ঐ ১৬ পৃষ্ঠা

ধূনি ৰজত গগন মহ ৰীনা।
জহঁ আপু রাস রস ভীনা॥ টেক
ভেরী ঢোল সংখ সহনাই, তাল মৃদংগ নবীনা॥
স্থর জহঁ ৰহু তৈ মৌজ সহজ উঠি, পরত হৈ তাল প্রবীনা।
ৰাজত অনাহদ নাদ গহাগহ, ধূধূকী ধূধূকী স্থর বীনা॥ ২

——:•:——

সীতারাম ঐ ২১ পৃষ্ঠা

ভজন তে উত্তম নাম ফকীর।
ছিমাশীল সন্তোষ সরল, চিত দরদ বংদ পরপীর।

কোমল গদগদ গিরা সোহাবন, প্রেম সুধারস ছীর।
অনহদ নাদ সদা ফল পায়ো, ভোগ খাঁড় ঘৃত ক্ষীর ॥ ১
ব্রহ্ম প্রকাসকো ভেখ বনায়ো, নাম মেখলা চীর।
চমকত নূর জহূর জগামগ, ঢাঁকে সকল সরীর ॥ ২

——:০:——

সীতারাম ঐ ২৭ পৃষ্ঠা

তুম ধনি ধনি সাহব আপে হো,
তহবাঁ পুন্ন ন পাপে হো ॥ টেক
জত নিরগুন তত সরগুন সোঁই, কেবল তুম পরতাপে হো ॥ ১
রমিতা রাম তুম অন্তরজামী, সোহং অজপা জাপে হো ॥ ২
অদ্বৈ ব্রহ্ম নিরন্তর বাসী, প্রগট রূপ নিজ ঢাপে হো ॥ ৩
চহুঁ জুগ কির্ত কির্ত কীয়ো তুম, জোহি সুকর সির আপে হো ॥৪
ভীখা সিসু অবলম্ব রাবরো, তুমহিঁ মায়ে অরু বাপে হো ॥ ৫

——:০:——

সীতারাম ঐ ৩১ পৃষ্ঠা

কোই লখি রূপ সব্দ সুনি আই। টেক
অবিগত রূপ অজায়ব বানী তাছবিকা কহি জাই ॥ ১
যহ তৌ সব্দ গগন ঘহরানী, দামিনি চমক সমাই ॥ ২
বহ তৌ নাদ অনহদ নিসিদিন, পরখত অলখ সোহাই ॥ ৩
য়হ তৌ বাদর উঠত চহূঁ দিসি, দিবসহিঁ সুর ছিপাই ॥ ৪
বহ তৌ সুন্ন নিরন্তর ধূধূকত, নিজ আত্ম দরসাই ॥ ৫
য়হ তৌ ঝরতু হৈ বুন্দ ঝরঝর, গরজি গরজি ঝরি লাই ॥ ৬

বহ তৌ নূর জহূর ৰদনপর, হরদম তুর বজাই ॥ ৭
যহ তৌ চারি মাসকো পাহুন, কবহুঁ নাহিঁ থিরতাই ॥ ৮
বহ তৌ অচল অমরকী জৈজৈ, অনন্ত লোক জস গাই ॥ ৯
সতগুরু কৃপা উভৈ বর পায়ো, শ্রৰন দৃষ্টি সুখদাই ॥ ১০
ভীখা সো হৈ জন্ম সঁঘাতী, আবহি জানি'ন ভাই ॥ ১১

——:০:——

সীতারাম ঐ ৩৩ পৃষ্ঠা

ৰস্থ পুরুষ পুরান অপারা, তৰ নহি দূসব বিস্তার ॥ টেক
হপ্তমে ইচ্ছা অবিগত বোলৈ, সত্ত সব্দ নিরধারা ॥ ১
ছঠ যেঁ ওঅং অনহদ তুরিয়া, পঁচ যেঁ অকাসহিঁ ভারা ॥ ২
চোথৈ বায়ু সুন্নকে মেলা, তীজে তেজ বিচারা ॥ ৩
দূজে অপ ৰীজা পৈদাইস, কীহ্ন চহৈ সংসারা ॥ ৪
ভীখা মূল প্রথীকো ভাজন, তা মেঁ লে সব ধারা ॥ ৫

——:০:——

সীতারাম ঐ ৩৮ পৃষ্ঠা

ফুলত চেতন চিত লাগল, অনহদ ধূনি মন রাতল ॥ ৪
ভীখা জো যহি মত মাতল, পাসা দাঁব পায়ো ত্তিন মাঁগল ।

——:০:——

সীতারাম ঐ ৩৪ পৃষ্ঠা

ৰোলতা সাহৰ লো লাই, মিথ্যা জগৎ সত্যই কৰোই ॥ ১
নাম খেত জন প্রীতি কিয়ারী, জীব ৰীচ তাপের(১) পসারী ॥ ২

১। ছীঁটকর।

সেবামন উনমুনী লগায়া, লোলো জাজামিলি(২) গুর দায়া ॥ ৩
জোগ বঢ় নিজল বিষৈ দবাই, বিরহী অঙ্গ জরদ হোই আই ॥ ৪
গগন গবন মন পবন ঝুরাই, লোলো রঙ্গ পরম সুখদাই ॥ ৫
সুরতি নিরতিকে মেলা হোই, নাদ ঔ বিন্দু একসম সোই ॥ ৬
ৰাজত অনহদ তূর অথাই, লোলো সুনত ৰহুত সুখ পাই ॥ ৭
অনুভব ৰালি(৩) উদিত উজিয়ারা, আদি অংত মধ এক নিহারা ॥৮
সুদ্ধ স্বরূপ অলখ লখ পাই, লোলো দরসন কী ৰলিজাই ॥ ৯
পাপ পুন্ন গত(৪) কর্ম্ম নিনারা, কেবল আতম রাম অধারা ॥ ১০
ভীখা জেহি কারণ জগ আয়ে, লোলো জন্ম সুফল করি পায়ে ॥ ১১

——:•:——

ভীখা সাহিব বাণী

সাতারাম ৪১ পৃষ্ঠা

সোই আদি মধ অন্ত সোই। জীবন পবন মন রহ্যো ন কোই ॥৮
সব্দ ব্রহ্ম মন সুন্ন লীন। ভীখা রাতি ন তহঁ বা দিন ॥ ৯

——:•:——

হোলী ঐ ৪২ পৃষ্ঠা

সীতারাম

হোরী সো খেলৈ জাকে সতগুরু জ্ঞান বিচার।
যহি সিবাই জো ঔর করতু হৈ, তাকো জন্ম খুবার ॥ ১
ই গল পিঁগল হৈব সুন্ন ভেটানো, সুখ মন ভয়ে উজিয়ার
নূর জহূব বদনপর ঝলকত, ৰরখত অধর অধার ॥ ২

২। উগীজমা। ৩। বালকা ফস। ৪। রহিত।

বাজত অনহদ ঘণ্টা তহঁা ধুনি, অবিগত সব্দ অপার।
পুলকি পুলকি মন অনুভব গাবত, পাবত অলখ দিদার ॥ ৩
অজর অবীর কুমকুমা কেসরি, উমগো প্রেম পোখার[১]
রাম নাম রস রঙ্গ ভয়ো, গত কাম ক্রোধ হংকার ॥ ৪
ব্যাপক পূরত অগম অগোচর, নিজ সাহব বিস্তার।
ভীখা বোলত এক সভনমেঁ, হৈ জগ সকল মহার ॥ ৫

সীতারাম ঐ ৪৪ পৃষ্ঠা

মনমেঁ আনন্দ ফাগ উঠোরী ॥ টেক
ইংগলা পিঁগলা তারি দেবৈ, সুখমন গাবত হোরী ॥ ১
বাজত অনহদ ডংক তহঁ ধুনি, গগন মেঁ তাল পরোবী ॥ ২
সত সঙ্গতি চোবা অবীর করি, দৃষ্টিরূপ লৈ ঘোরী ॥ ৩
গুরু গুলালজী রংগ চঢায়ো, ভীখা নূর ভরোবী ॥ ৪

——:*:——

সীতারাম ঐ ৫৪ পৃষ্ঠা

দূজে বহ অমল দস্তূর দিন দিনবঢ্যো,
ঘট আধিয়ারা উজিয়ারা ভায়া।
অর্ধ সে উর্ধ ভরি জাপ অজাপা জপ্যো,
চাঁদ অরু সূর মিলি ত্রিকুটি আয়া ॥
ঝরত জহঁা নূর জহূর অসমান লৌ,
রূহ অফতাব গুরু কীহ্ন দয়া।
ভীখা যহ সন্ত সো ধ্যান পরবান হৈ,
সুন্ন ধুনি জোতি পরকাস ছায়া ॥

১। হৌজ।

সীতারাম ঐ ৫৭ পৃষ্ঠা

ভজন সাঁইকা করতূ খূব, নহী তো কাল মারেগা ॥ ১
মুক্তি গুরু জানহৈ আজুব, লখত দিল দৌরি হারেগা ॥ ২
তুঝী মেঁ আপু হৈ মুহবুব, সোই আপ ঔর তারেগা ॥ ৩
অনহদ বাজতা হৈ ফুম, সুনত মন পবন ধরেগা ॥ ৪
সমাধী সহজ লাবো তুম, পরম পদকো সিধারেগা ॥ ৬
রমিতা রমি এক বহু ভূমি, ভীখা আতম বিচারেগা ॥ ৭

——ঃ*ঃ——

সীতারাম ঐ ৬২ পৃষ্ঠা

সব্দ কৈ উঠল মনো ববাহো, অনহদ ধুনি গহরাই ॥ ১
সুনত সুনত চিত লাগলো হো,
সুরতি নিরতি দিন দিন রুচি অধিকাই ॥ ২
মন অনুমান মনোরবাহো, সুরতি নিরতি অরু ঝাই ॥ ৩
সব্দ প্রকাস মনোরবাহো, দিব্য দৃষ্টি দরসাই ॥ ৪
সুদ্ধ সরূপ মনোরবাহো, সতগুরু দিহল লখাই ॥ ৫
ভীখা হংস মনোরবাহো, ছীর নীর বিলগাই ॥ ৬

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ৬৮ পৃষ্ঠা

অধম মন রাম নাম পদ গহো।
তাঁতে যহ তন ধরি নিরবহো ॥ টেক
অলখ ন লখি জায় অজপা ন জপি যায়।
অনহদকে হদ নাহীঁ হো ॥ ১

কথনী অকথ কবনি বিধি হোবে। জহঁ নাহীঁ তহঁ তাহী হো ॥২
ৰিল মূল পেড় ফলরূপ সোই। নিজ দৃষ্টি ৰিন দেখী কহো ॥ ৩
ৰিন অকার কো রূহ নূর হৈ। অগনি ৰিন ভ্রম মে দহো ॥ ৪
বোলতা হৈ আপু মাহীঁ আতমা হৈ হাম নাহীঁ।
অবিগতি কি গতি মহো(১) ॥ ৫
পূরন ব্রহ্ম সকল ঘট ব্যাপক।
আদি অন্ত ভরি পূর বহো ॥ ৬
সতগুরু সত দিয়ো সুরতি নিরতি লিয়ো।
জীব মিলি পিয় পহুঁচ হো ॥ ৭
জব ভীখা অব কারন ছোড়ো।
তত্ত পদারথ হাত লহো ॥ ৮

——:০:——

সীতারাম ঐ ৭০ পৃষ্ঠা

আমহৈ মূল পবন কো ধীরা, জো নেকু গহৈ দিল ধীরা ॥ ১
দূজে অপ তিজে তেজ অপর বল চৌথে বায়ু তন পীরা ॥ ২
পাঁচ যেঁ অকাস, ছটে তম ছোড়ো, সত যেঁ হোই মন থীরা ॥ ৩
অপরম্পার বস্তুকী জাগহ, ভীখা বোধ ফকোরা ॥ ৪

——:০:——

সীতারাম ঐ ৭২ পৃষ্ঠা

সংতো চরণ কমল মন বসলে হো।
তাতে জন সরণাগতি রস লেহো ॥ টেক

১। মহা।

গুরু প্রতাপ সাধকী সংগতি, জোগ জুক্তি ঔর লসতে হো ॥ ১
ভীখা হরি পদ চহৈ সমানে সন্ধ সরোবর ঘসলে হো ॥ ২

——ঃ০ঃ——

পল্টু সাহিব সন্তবাণীসংগ্রহ

সীতারাম দ্বিতীয় ভাগ

জো কোই চাহৈ নাম তো অনাম নাম হৈ।
লিখন পঢ়ন মেঁ নাহি নি অছর কাম হৈ ॥
রূপ কহৌ অনরূপ পবন অন রেখতে।
অরে হাঁ পল্টু গৈব দৃষ্টিসে সন্তনাম বহ দেখতে ॥

——ঃ০ঃ——

সীতারাম

ফুটিগয়া অসমান সব্দকী ধমক মেঁ।
লগী গগন মে আগ স্থরতি কি চমক মেঁ ॥
সেস নাগ ঔ কমঠ লগে সব কাঁপনে।
অরে হাঁ পল্টু সহজ সমাধি কিদসা খবর নহি অপনে ॥

——ঃ০ঃ——

সীতারাম ঐ ২২২ পৃষ্ঠা

মেরে তন মন লগ গই পিয়কী মীঠী বোল।
পিয়কী মিঠী বোল স্থনত মেঁ ভই দিবানী
ভঁবর গুফামে বীচ উঠত হৈ সোহং বানী ॥
দেখা পিয়াকা রূপ রূপমে জায় সমানী।
জব সে ভয়া মিলাপ মিলে পর না অলগানী ॥

প্রীতি পুরানী বহী লিয়া হম নে পহিচানী।
মিলি জোতি মে জোতি সুহাগিন সুরতি সমানী॥
পলটূ সবদ সুনত হী, ঘূঁঘট[১] ডারা খোল।
মেরে তন মন লগ গই পিয়কী মিঠী বোল॥

——:•:——

তুলসী সাহিব হাতরাস সন্তবাণীসংগ্রহ
সীতারাম প্রথম ভাগ ২৩৩ পৃষ্ঠা

ছয় ছত্তীসো ভবন মেঁ অছর ব্রহ্ম সমান॥
স্রবন নৈন মুখ নাসিকা, ইন্দ্রী পাঁচ প্রমান॥ ১
ছর অছর সে ভিন্ন হৈ, নিঃ অছর নিঃ নাম।
ধাম লোক চোথৈ বসৈ জানত সন্ত সুজান॥ ২
সুন্ন অকাসকে ভাসমেঁ, স্বাসা নিকসত পৌন।
বংকনাল বীচমে, ইঁগল পিঁগল জৌন॥ ৩
সুই অগ্র বহ দ্বার হৈ, সুখ মনি ঘাট কহায়।
ধাই ধাই স্বাসা চঢ়ৈ, জো জো জোগ লগায়॥ ৪
সন্ত সমুঁদ ঘর অগমকো, জ্ঞানযোগ নহি ধ্যান।
যে তীনা পহুঁছে নহীঁ, জাকী করত বখান॥ ৫
জ্ঞান ব্রহ্ম আত্ম কহৈ, মন জড় চেতন গাঁট।
তন ইন্দ্রী সুখ বন্ধ মেঁ রহত গুনন কী বাট॥ ৬
আতম অগম অকাস মেঁ, নৈন নিরখি মন রাস।
ফাঁস ফসানী গুনন মেঁ, জাকো কহত অকাস॥ ৭

১ ঘোমটা।

ধ্যান ধরত জোগী মুত্র, প্রাণায়াম অধার।
সন্ত সিখরকে পারকী, ভাখত অগম অপার ॥ ৮
পরথম নরতত পাঁচমে, পিংডজমে তত চার।
তিন তত্ত্ব অংডজ রহৈ, উষ্মজ মেঁ দো বিস্তার ॥ ৯

——:০:——

সীতারাম ঐ ২৩৬ পৃষ্ঠা

কলি জুগ সম নঁহি আন জুগ সন্ত ধরৈ ঔতার।
জীব সরন হৈ সন্তকে, ভব জল উতরৈ পার ॥ ১
সন্ত চরন বিশ্বাস সে, কল জুগমেঁ নিরাধার।
সত জুগ তো বন্ধন করৈ, কহি সব সন্ত পুকার ॥ ২

——:০:——

সীতারাম ঐ ২৩৮ পৃষ্ঠা

নর দেহী ত্বুর্লভ কহৈঁ, মিলৈ ন বারম্বার।
ধার বড়ী ভব সিন্ধ কী, কোঁ্যকর উতরৈ পার ॥ ১৯
স্বর্গ ভোগ পুনকে উদয়, ভোগ করৈ ভুগতায়।
পুন্য ভোগ জব করি চুকৈ, ফির চৌরাসী জায় ॥ ২০
সুরত ব্রহ্ম অকাস মেঁ, ভাস ভূমি পরকাস।
কিরণ জীব যহি আতমা সব ঘট কীহ্নো বাস ॥ ২১
মায়া ভগবতকী বড়ী, কো পাবৈ পর ভার
কো লীলা উনকী লখৈ, ছল বল বহুর উপার ॥ ২২

——•——

ঐ দ্বিতীয় ভাগ'

সীতারাম

পৈঠ মন পৈঠ দরিয়াব দর আপমেঁ
কঁবল বিচ ফাজমে কমঠ রাজৈ ॥
হোত জহাঁ সোরঘন ঘোর ঘটমে লখৈ।
নিরখ মন মৌজ অনহদ বাজৈ ॥
গগনকি গিরাকর স্থরত সে সৈলকর।
চঢ়ে তিল তোড় ঘর অগম সাজৈ ॥
দাস তুলসী কহৈ পছিমকে দ্বার পর।
সাহিব ঘর অদ্ভুত বিরাজৈ ॥

——:*:——

সীতারাম ঐ ১৪৩ পৃষ্ঠা

ইন্দ্রীরস সুখ স্বাদ বাদলে জন্ম বিগারা।
জিভ্যা রস বজ কাজ পৈঠ ভয়া বিষ্টা সারা ॥
ছু ক জীবনকে কাজ লাজ মনমেঁ নহিঁ আবৈ।
অরে হাঁরে তুলসী কাল ঘড়াসির উপর
ঘড়ী ঘড়িয়াল বজাবৈ ॥

——:০:——

সন্তবাণী সংগ্রহ ২য় ভাগ ২৫২ পৃষ্ঠা

সীতারাম। কাষ্ঠ জিহ্বাস্বামী

বসো যহসিয় রঘুবর কো ধ্যান।
স্যাম গৌর কিসোর বয়স দোউ জে জানহুঁ কি জান ॥ ১

লটকত লট লহরত স্ফ্রুতি কুণ্ডল, গহননকে ঝমকান।
আপুসমে হঁসি হঁসি কৈ দোউ, খাত খিয়াবত পান ॥ ২
জহঁ বসন্ত নিত মহ মহ মহ্কত, লহরত লতা বিতান।
ৰিহরত দৌ তেহি স্থমন্ বাগমেঁ, অলি কোকিল কর গান ॥৩
ওহি রহস্য সুখ রস কো কৈসে, জানি সকৈ অজ্ঞান।
দেহহু কী জহঁ মতি পহুঁছত নহি, থকি গয়ে বেদ পুরান ॥ ৪

——:০:——

ধরণীদাসজীকী বাণী

ধরনী সবদ প্রতীত বিন্নু, কৈ সহু কারজ নাহিঁ।
সব্দ সিঢ় বিন্নুকো চঢ়ৈ, গগন ঝরোখা মাহীঁ ॥ ৬৯
সব্দ সব্দ সৰকোই করে, ধরনী কিয়ো বিচার।
জো লাগে নিজ সব্দকো, তাকো মতা অপার ॥ ৭০
সব্দ সকল ঘট উচরে, ধরনী বহুত প্রকার।
জো জানে নিজ সব্দ কো, তাস্থ সব্দ টক সার ॥ ৭১
ধরনী ধরম অরু করমকৈ, কলিমেঁ কছুন কাম।
মনসা বাচা করমনা, ভজিয়ে কেবল নাম ॥ ৭২
পরমারথ কো পন্থ চহি, করতে করম কিসান।
জ্যোঁ ঘরমে ঘোরা অছত, গদহা করৈ পলান ॥ ৭৩
ধরনী আপন মরম হো, কহিয়ে নাহীঁ কাহি।
জানন হার সো জানি হৈ, জৈ সো জো কছু আহি ॥ ৭৪

——:০:——

সীতারাম ঐ

মন ৰসি লেহু অগম অটারী॥ টেক
নব নবিনকী দ্বার নিরখো, সহজ সুখমন নারী॥ ১
অজব অবাজ নগরা ৰাজত, গগন গরজ ধুনী ভারী॥ ২
তহঁ ৰরে-ৰাতী দিবস ন রাতী, অলখ পুরুস মঠধারী॥ ৩
ধরনীকে মন কহা ন মানৈ, তৰহি হনো হৈ কঠারী॥ ৪

——:০:——

সীতারাম ঐ ২৪ পৃষ্ঠা

ঐসে রাম ভজন করু ৰাবরে।
ৰেদ সাখি জন কহত পুকারে। জোতেরে চিত চাবরে॥ ১
কায়া দ্বারে হৈব নিরখু নিরংতর, তহাঁ ধ্যান ঠহরাবরে॥ ২
তিরবেনী এক সংগহি সংগম, সুন্ন সিখর কহঁ ধাবরে॥ ৩
হদ্দ উলংঘি অনাহদ নিরখৌ, অরধ উরধ মধি ঠাঁবরে॥ ৪
রাম নাম নিসুদিন লব লগৈ, তৰহিঁ পরম পদ পাৰরে॥ ৫
তহঁ হৈ গগন গুফগঢ় গাঢ়ো, জহাঁন পবন পছঁাবরে॥ ৬
ধরনী দাস তাসু পদ বন্দৈ, জো যহ জুগতি লখাবরে॥ ৭

——:০:——

সীতারাম ঐ ২৩ পৃষ্ঠা

অজহুঁ মন সৰদ প্রতীতি ন আই॥ ১
চংচল চপল চহুঁদিসি ডোলৈ, জগত নহিঁ ছতুরাই॥ ২
সব্দ তে শুকমুনি সারদ নারদ, গোর ঘকী গরু আই॥ ৩

সব্দ প্রতীত কবীর নামদেব, জাগত জক্ত দোহাই ॥ ৪
সদন ধনা রৈদাস চতুরভুজ, নানক মীরা বাই ॥ ৫
সন্ত অনন্ত প্রতীতি সব্দ কী, প্রগট পরম গতি পাই ॥ ৬
ধরনী জো জন সব্দ সনেহী, মোঁহি বরনী নহিঁ জাই ॥ ৭

——ঃঃ——

সীতারাম ঐ ৩৭ পৃষ্ঠা

ধ—ধ্যান ধরু নিস্বাসরে, জহঁ উঠত অজপা জাপ।
বিনা রসনা মন্ত্র ঠহরৈ, ছুটে জমকো দাপ ॥ ১৯
ন—নাম রসনা পাইরে, নহিঁ দূসরো অসস্বাদ।
যহ মূঢ় কো সমঝাই কৈ, সব জবাদ বিবাদ ॥ ২০
প—প্রেম পবন লেতহাঁ রাখো, জহাঁ জোতি অপার।
তব পাপ পুন্ন ন সাইয়া, জব প্রগট হৈব অনুসার ॥ ২১

——(ঃ০ঃ)——

ঐ ৩৮ পৃষ্ঠা

ল—লোক লাজ সোঁ ফজি করিকৈ, মিলো হরি কহঁ জায়।
জস মীন জলকে অন্তরে, তস রহে সন্ত সমায় ॥ ২৮
ব—ব্যোম উপর নাদ অনাহদ তহঁ উঠে ঝনকার।
কোই প্রেমী বিরহিনি জানি হৈ, নহি অবর জানন হার ॥২৮
স্বর্গমুখ এক সর্প উড়ৈ, রহে সুন্ন সমায়।
জো দেখিয়া সো মগন হৈব, নহিঁ দুসরো পতি যায় ॥৩০
ষ—ঘোহ মেঁ এক পর্ব্বতো, তঁহ বনো ভিন্ন আবাস।
সন্তজন তেঁহি ভবন অটকে, সুনত অনহদ বাস ॥ ৩১
শ—শকল সংশয় ত্যাগিকে, তুম সেব পুরুষ পুরান।
জিন পাইয়া বা ব্রহ্ম কো, তিন ভয়ো ঐসো জ্ঞান ॥ ৩২

সীতারাম ঐ ৫৮ পৃষ্ঠা

ধরনী সো পণ্ডিত নহীঁ, জোপঢ়ি গুন কথৈ বনায়।
পণ্ডিত তাহি সহারিয়ে, যো পঢ়া বিসরি সব যায়॥

——:(*):——

সন্তবাণী সংগ্রহ ১ম ভাগ

সীতারাম ঐ ২৩৯ পৃষ্ঠা

গোস্বামী তুলসীদাস

তুলসীজাকে মুখন তেঁ, ধোকে হু নিকরহি রাম।
তাকে পগকী পৈঁত রী, মেরে তনকো চাম॥ ৩
নিরগুন তেঁ ইহি ভাঁতি বড়, নাম প্রভাব অপার।
কহউ নাম বড় রাম তেঁ, নিজ বিচার অনুসার॥ ৪

——:::——

সীতারাম ঐ ২৪৩ পৃষ্ঠা

হরি মায়াকৃত দোষ গুন, বিনু হরিভজন ন জাহিঁ।
ভজিয় রাম সব কাম তজি, অস বিচারি মন মাহিঁ॥ ১

——:•:——

সীতারাম ঐ ২৪৪ পৃষ্ঠা

তব লগি জোগী জগতগুরু, জব লগি রহৈ নিরাস।
জব আসা মনমেঁ জগী, জগতগুরু বহত দাস॥ ২১
তুলসী সন্তততে তেঁ স্রবৈ, সন্তত তেঁ ইহে বিচার।
তন ধন চঞ্চল অবল জগ, জুগ জুগ পর উপকার॥ ২২

——::——

খেলত বালক ব্যাল সঁগ, পাবক মেলত হাত।
তুলসী পিতু মাতু ইব, রাখত সিয় রঘুনাথ॥

ও৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কার মঠ
২৪।১০।৬২

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ
ভাগবতস্বামী

প্রথমত বাচিক জপ দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সংযতোন্মুখ হইলে, উপাংশু জপ আশ্রয় করিয়া মনের স্থিতিলাভ সম্পন্ন হইলে, এই মানসিক জপ করিতে করিতে ক্রমশঃ যখন সুষুম্না নাড়ীর সূক্ষ্ম দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে তখন সাধকের মূলাধার স্থিত মিত্র নামক অগ্নিতে নিবদ্ধ প্রাণ অতি গাঢ় এবং অতি দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে। তখন সাধক যোগীগণ দুর্লভ নাদ ধ্বনি শ্রবণে পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ নাদ মধুর এবং স্নিগ্ধ হইতে অতি স্নিগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাখ্য চক্রসমূহ ভেদ করিয়া সমস্ত শরীরের স্নায়ুতে ইন্দ্রিয় মন প্রাণাদিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া সাধককে নিরন্তর কোন অপার্থিব আনন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখে। সাধনকুসুমাঞ্জলি ৯০ পৃষ্ঠা

আমরা বাচিক যাহা উচ্চারণ করি তাহা মূল হইতে ক্রমশঃ চারিটি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের বাক্যরূপে প্রকাশ পায়। প্রথমত পরা, দ্বিতীয় অবস্থায় পশ্যন্তী, তৃতীয় অবস্থায় মধ্যমা, চতুর্থ অবস্থায় বৈখরী, আমরা মুখে যাহা উচ্চারণ করি তাহা এই চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্ত বৈখরী। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন অবস্থা আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে হয়। শরীরমধ্যে আধার-

চক্রস্থিত মিত্র নামক অগ্নিমণ্ডল এবং বরুণ নামক সোম মণ্ডলে নাদবান্ প্রাণ সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছে আমরা কর্ণপুট আচ্ছাদনপূর্ব্বক শ্রোত্রবৃত্তি নিরোধ করিলে আধার-চক্রস্থিত প্রাণের এই ধ্বনিটি অনুভব করিতে পারি। ইহাই পরাখ্যা নাদ। এই পরাখ্যা নাদটি ইচ্ছার অভিঘাত প্রাপ্ত হইলে নাভিদেশে মণিপুর নামক চক্রে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া মনোময় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকে পশ্যন্তী বলা যায়, তদনন্তর যখন ঐ নাদটি হৃদয় দেশে বিশুদ্ধি নামক চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধি সংস্থা অর্থাৎ উচ্চারণ করিব ইত্যাদি বিচারযুক্ত হইয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাই মধ্যমা নাম ধারণ করে। তারপর করণ বিশদ অর্থাৎ উচ্চারণের স্থান তালু, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা, ওষ্ঠ ইত্যাদির প্রযত্নে নির্ম্মল হইয়া বৈখরী নাম ধারণ করে। ঐ চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত বৈখরী শব্দই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি॥ ঐ ৯২ পৃষ্ঠা

——:০:——

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কার মঠ
২৫।১০।৬২

শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত

বহুদিন অবধি একাগ্র ধ্যান অভ্যাসে ধ্যানকালে অন্তর মধ্য হইতে অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, উহা অন্তরস্থ আত্মারই ধ্বনি। ঐ ধ্বনিতে চিত্ত একাগ্র ও তন্ময় করিতে পারিলেই

চিত্ত আনন্দ, শক্তি ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত ঐ ধ্যানের বিশেষ অভ্যাস করা উচিত, নিরন্তর একাগ্র চিত্তে বহু দিবস ধ্যান অভ্যাসের ফলে ঐ অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কৈলাসপতি ২৪৬ পৃষ্ঠা

——:•:——

বিহঙ্গমযোগ ও মহাপথ

(১)

"সন্তগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগমার্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে একটির নাম "পিপীলিকা মার্গ এবং অপরটির নাম বিহঙ্গম মার্গ।" এই দুই প্রকার যোগের আপেক্ষিক উৎকর্ষ বিচার করিলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে "পিপীলিকা যোগ" অপেক্ষা "বিহঙ্গম যোগ' শ্রেষ্ঠ।

*　　　*　　　*

বিহঙ্গমযোগ শ্রেষ্ঠ হইলেও পিপীলিকা যোগের অধিকারীর পক্ষে উহা উপাদেয় নহে। তদ্রূপ পিপীলিকা যোগ অপেক্ষাকৃত নিম্নকোটিতে পরিগণিত হইলেও সাধারণ অধিকারসম্পন্ন যোগাভ্যাসীর পক্ষে উহাই শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ যাহাকে হঠযোগ বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা পিপীলিকা যোগেরই একটি প্রকার-ভেদ মাত্র।

*　　　*　　　*

পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করাই এই যোগের উদ্দেশ্য।

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দু ভেদ করিয়াই পিণ্ড অর্থাৎ ব্যষ্টি দেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ সমষ্টি দেহে প্রবেশ করিত হয়।

* * * *

পিপীলিকা ভূমিকে আশ্রয় করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়, কিন্তু বিহঙ্গম অথবা পক্ষী ভূমিকে আশ্রয় না করিয়া নিরালম্ব আকাশ মার্গে মনের আনন্দে স্বেচ্ছানুসারে অগ্রসর হয়। একজন সন্ত বলিয়াছেন ঃ—

"বিহঙ্গম চঢ়ি গয়উ অকাসা ;
বৈঠি গগন চঢ়ি দেখু তমাসা।"

যোগী যখন শূন্য গগনে বিচরণ করে ও নিরন্তর অমৃত পান করে তখন এই ক্ষুদ্র দেহপিণ্ডের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। ঐ অবস্থায় যোগীর দৃষ্টি অষ্টদল কমলস্থিত সূচী-প্রমাণ সূক্ষ্মদ্বার ভেদ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে ও ত্রিবেণীতে অবগাহনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। ইহার পর যথা-সময় ভ্রমরগুহাতে প্রবেশ হয়। এই গুহামধ্যে নিরন্তর শব্দের গুঞ্জন হইয়া থাকে। নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর রূপ এবং দিব্য গন্ধ সর্ব্বদাই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইলেই যোগী সাধক অলৌকিক ও নির্ম্মল দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম দিব্যচক্ষু লাভ। ভ্রমরগুহা হইতে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করা অতি সহজ। সত্যরাজ্যে সত্য-স্বরূপ নিরাকার চিন্ময় পুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন। উদ্যমশীল যোগী সত্যরাজ্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখে না, কারণ সত্য-রাজ্যেরও একটি পরাবস্থা আছে। সত্যরাজ্যে কথা বলা যায়

এবং কথা শোনা যায়, যদিও সে কথা নিঃশব্দ বাণী মাত্র এবং সেখানে মিথ্যার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু সত্যরাজ্যের ঊর্দ্ধে শব্দের গতি নাই, সেই শব্দহীন রাজ্য হইতে একটি ঊর্দ্ধকেন্দ্রে ঊর্দ্ধপ্রবাহের ফলে আরোহণ ঘটিয়া যায়—ঐ স্থানে গমন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া কেহ কেহ উহাকে অগমলোক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সাধক ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন।

হঠযোগ অত্যন্ত জটিল ও কঠিন, এবং অনেকের পক্ষে উহা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিহঙ্গম যোগ এত সহজ যে এই সরলতার জন্য কোন কোন সন্ত ইহাকে সহজযোগ বলিয়াও আখ্যা দিয়া থাকেন।

* * * *

ষট্‌চক্রের ক্রিয়ার দ্বারা অষ্টদল কমলের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না, অথচ অষ্টদল কমলের সাধনাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে আত্মসিদ্ধির অনুকূল সাধন ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সেইজন্য যদিও বিহঙ্গমযোগ শ্রেষ্ঠ, তথাপি সন্তগণ উভয়মার্গের সমন্বয়ের পক্ষপাতী।

বিহঙ্গমযোগের সহিত পিপীলিকাযোগের মিলনের জন্য যোগীর পক্ষে চতুর্দ্দশ তত্ত্বের অনুশীলন উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই চতুর্দ্দশ তত্ত্বের মধ্যে ছয়টি চক্রস্বরূপ এবং বাকী আটটি অষ্টদল কমলের দলস্বরূপ।

নবদ্বার ও পঞ্চতত্ত্ব এই উভয়ের মিলনে যে চতুর্দ্দশটি সংখ্যা

পাওয়া যায় তাহাও এই সমন্বয় সাধনার আলোচ্য তত্ত্বের অন্তর্গত।

প্রসিদ্ধ সন্ত দরিয়া সাহেব তাঁহার "শব্দ" নামক গ্রন্থে বিহঙ্গমযোগের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, 'সুরতি' ও 'নিরতি' এই দুইটির সমন্বয় করিতে পারিলেই যোগ সাধনা সিদ্ধ হয়। "সুরতি" বলিতে অসাধারণ দৃষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে। এই দৃষ্টির উন্মীলন হইলে নানাপ্রকার অপরূপ দৃশ্য ও শব্দের অনুভব ঘটিয়া থাকে। "নিরতি" শব্দে বুঝায় নির্ব্বিকল্প ধ্যান। ইহাতে দৃশ্যের ভান মোটেই থাকে না। যোগক্রিয়া লৌকিক মন্থন ক্রিয়ারই অনুরূপ। একই মন্থন ক্রিয়াতে যেমন দুইটি ছোড় আবশ্যক হয়, যাহা দ্বারা ভাণ্ডমধ্যে দধি মথিত করিয়া ঘৃত বাহির করা যায়, তেমনি এই শরীররূপী ভাণ্ডে যোগক্রিয়ারূপ মন্থন কার্য্য সাধন করিতে হইলে সুরতি ও নিরতি এই উভয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক। তাহা হইলে স্থিরতারূপ ঘৃতের প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

* * * *

সন্তগণ বলেন মানুষের প্রতি চক্ষুতে চারিটি অবয়ব আছে। সুতরাং তাহার দুইটি চক্ষুতে আটটি অবয়ব আছে। এই আটটির সমষ্টিকে অষ্টদল কমল বলে, কারণ প্রত্যেকটি অবয়বই কমলের এক একটি দলস্বরূপ। এই চারিটি অবয়ব কি তাহার নির্দ্দেশ সন্তগণ স্পষ্টভাবেই করিয়াছেন। প্রতি চক্ষুতে যে চারিটি অংশ আছে তাহা এই :—(১) চক্ষুর উজ্জ্বল তারা,

(২) তাহার অন্তরস্থিত নর্ত্তনকারী অপেক্ষাকৃত কম কালো-বর্ণের পুত্তলি, (৩) কেন্দ্রস্থিত তারকাবৎ ছোট পুত্তলি ও (৪) তারকার অন্তঃস্থিত সূচীছিদ্রের ন্যায় উজ্জ্বল সূক্ষ্ম বিন্দু (যাহার নামান্তর অগ্রনখ বা সূচী)—মোট চারিটি। দুই চক্ষুতে এইরূপ আটটি অবয়ব বা দল আছে।

সন্তগণ বলেন, এই যে অগ্রনখের কথা বলা হইল ইহাই অগ্রদৃষ্টি। সুরতি এই অগ্রদৃষ্টি বা অগ্রনখরূপে পরিণত হইয়া অষ্টদল কমলকে ভেদ করে। তখন ইড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা ত্রিবেণী সঙ্গমে একাকার হইয়া যায়। একাগ্রতা প্রভাবে সুরতিকে অগ্রনখের ভিতরের দিকে প্রেরণ করিতে হয়, এই প্রক্রিয়ার নাম উন্মনীমুদ্রা। ইহা যে মহামুদ্রা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুরতি যতই অগ্রনখের ভিতরের দিকে অগ্রসর হয় ততই চঞ্চল মন স্থির হইতে থাকে।

বিহঙ্গমযোগে বঙ্কনালের স্থান অতি উচ্চ। হঠযোগে মেরু-দণ্ডের প্রাধান্য যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত ধ্যানযোগে সেই প্রকার বঙ্কনালের প্রভাব যোগিসমাজে প্রসিদ্ধ। বঙ্কনাল একটি বিশিষ্ট নাড়ীর নাম,—ইহা মূলাধার হইতে উদ্‌গত হইয়া নাভির বাম ভাগ দিয়া উঠিয়া হৃদয় ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করার পর আজ্ঞাচক্র-স্থিত রুদ্রগ্রন্থিতে মিলিত হয়। তাহার পর রুদ্রগ্রন্থি হইতে উত্থিত হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছে। অনন্তর মস্তকের পশ্চাতের দিকে বক্রভাবে কতকটা ঝুলিয়া পড়ে এবং পুনরায় উপরের দিকে উঠে। এই স্থানে এই নালটি

অর্দ্ধবৃত্তের আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানেই ইহা বংকনাল নামে সন্ত-সাহিত্যে পরিচিত। ইহার পর এই নাড়ী ধুন্ধকার-মণ্ডল পার হইয়া মহাশূন্যের প্রান্তে ভ্রমরগুহাতে প্রবেশ করে। ভ্রমরগুহা সত্যরাজ্যের দ্বারস্বরূপ।

ভ্রমরগুহাতে দৃশ্য কিছুই নাই, বস্তুতঃ ইহা শূন্য স্থান। তাই ইহাকে গুহা বলা হয়। এইখান হইতেই যোগী বিশুদ্ধ শব্দ শুনিতে পান। এই শব্দের প্রভাবে সত্যরাজ্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই যে শব্দ শ্রবণ ইহা যোগিগণের সুপ্রসিদ্ধ নাদানুসন্ধানেরই একটি অবস্থা। সন্তগণ বলেন এবং আগম ও নিগম সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে যে ব্রহ্মস্বরূপ এই শব্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ মর্ত্ত্যলোক ও পাতাল ইহা হইতেই উদ্ভূত।

যে শূন্যমণ্ডলে শব্দ শ্রুতিগোচর হয় এবং যাহাকে শব্দের আলয় বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভ্রমরগুহার অন্তর্গত। সুরতি নিরতি মন ও প্রাণ এই চারিটির একাগ্রতা হইলে শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সন্তগণ বলেন ধ্বনি হইতে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় ধ্বনিতে শব্দ লীন হয়। সদ্-গুরু অথবা সৎপুরুষের সাকার রূপকেই সন্তগণ ধ্বনি বলিয়া থাকেন। দুইটি শ্বাসের পরস্পর আঘাতে শব্দের অভিব্যক্তি হয় এবং একাগ্রতার ফলে উহা শ্রুত হয়। শব্দ শ্রবণের ফলে মন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নিজেকে সৎপুরুষে নিমগ্ন করিতে পারা যায়। ঐ শব্দের উচ্চারণ হয় না, তাই উহা অজপা স্বরূপ।

শূন্য হইতে উহা উদ্ভূত হয় বলিয়া উহাকে অনহদ বা অনাহত শব্দ বলা হইয়া থাকে। যোগীর প্রধান লক্ষ্যই ঐ শব্দ শ্রবণ করা। উহা সৎপুরুষের সাক্ষাৎকার বা তাদাত্ম্যের প্রতীক।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পিপীলিকা যোগের লক্ষ্য হইতে বিহঙ্গমযোগের লক্ষ্য অনেক উচ্চ, কারণ সত্যরাজ্য ভ্রমরগুহার অতীত এবং ভ্রমরগুহা মহাশূন্যের পরপারে অবস্থিত। সত্যরাজ্য তো দূরের কথা, মহাশূন্য ও ভ্রমরগুহাও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, কিন্তু সহস্রদল কমল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। বিহঙ্গমযোগ প্রধানতঃ এই শব্দব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। শব্দ আকাশের ধর্ম্ম। শুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের ধর্ম্ম চিন্ময় শব্দকে আশ্রয় করিয়া সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তখন সোহংবোধ জন্মে। এই যোগে চক্রভেদের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যাঁহারা নিরালম্ব অবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না এবং যাঁহাদের একাগ্রতা নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই মার্গ আশ্রয় করা সম্ভবপর হয় না। তবে একবার শব্দ জাগিয়া গেলে অথবা সৎপুরুষের কৃপায় শব্দের সন্ধান লাভ করিতে পারিলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না। পিপীলিকা মার্গে ক্রম আছে, কারণ সেখানে অবলম্বন আছে। তাই একটিকে ছাড়িয়া আর একটিকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিহঙ্গম মার্গে বাস্তবিক কোন ক্রম নাই, কারণ চলিবার পথ শূন্যের মধ্য দিয়া। মধ্য-পথে বিশ্রামের কোন অবকাশ নাই। তাই বিহঙ্গম মার্গ অক্রম।

——:o:——

(২)

পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদরীনারায়ণ এই চারিটি স্থানকেই ধামচতুষ্টয়রূপে গণ্য করা হয়।

তান্ত্রিক যোগিগণ এই দেহের মধ্যে চারিটি কেন্দ্রে কামরূপ, পূর্ণগিরি, জলন্ধর ও উড্ডীয়ান এই চারিটি পীঠ কল্পনা করিয়াছেন।

* * * *

বিন্দুর পর বিন্দু অতিক্রম করিতে করিতে ভ্রূমধ্যের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধতম বিন্দুকে প্রাপ্ত হয়। এই বিন্দুর উপরে মাতৃকা চক্রের কোন বর্ণই ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। তাই এইটি বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক ও জ্ঞাননেত্র নামে পরিচিত। এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা নিজের স্থূল দেহ হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

* * * *

ষট্‌চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখের পথের মাত্রা সমাপ্ত হয়। সুতরাং যোগীর তৃতীয় নেত্র উন্মীলন পর্য্যন্তই পূর্ব্ব মার্গের সাধনা জানিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া মহাশূন্য পর্য্যন্ত গতি পশ্চিম পথ আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পথের অবসানে যেমন বিন্দুর প্রকাশ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ পশ্চিম পথের অবসানে মহাশূন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

* * * *

পূর্ণ একাগ্রতা লাভ সম্পন্ন হইলে মূল কেন্দ্রে স্থিতি হয়

বলিয়া পূর্ব্ব পথের অবসান হয়। মোট কথা প্রজ্ঞার উদয় না হওয়া পর্য্যন্তই অন্তর্মুখীন গতি থাকে। তাহার পর উর্দ্ধগতি আরম্ভ হয়, তখন বুঝিতে হইবে, পশ্চিম ও কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

* * * *

মহাশূন্য মনের অতীত, কিন্তু ঠিক চৈতন্য স্বরূপ নহে। চৈতন্য স্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়ার পর জড়ভাব অথবা ভেদ ভাব লুপ্ত হইয়া যায়। শূন্য অতিক্রম করিতে না পারিলে আত্ম স্বরূপে প্রবেশের দ্বার লাভ হয় না।

বিহঙ্গম যোগে যে শব্দের কথা বলা হইয়াছে, সুরত শব্দ-যোগেও তাহারই কথা বর্ণিত হইয়াছে। পশ্চিম মার্গের* সমাপ্তির পর ভ্রমরগুহাতে প্রবেশের পূর্ব্বে একটু বক্রভাবে ধুন্ধকার মণ্ডল ঘুরিয়া যাইতে হয়। তখন একটু বামদিকে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে পশ্চাতে যাইয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণদিকে অর্থাৎ উত্তরদিকে আরোহণ করিতে হয়। ভ্রমরগুহা প্রবেশের ইহাই স্বাভাবিক ক্রম।

* যোগবীজে আছে "পশ্চিমদ্বারমার্গেন জায়তে ত্বরিতং ফলম্।" এই গ্রন্থে মর্কট ও কাকমতের উল্লেখ আছে। একই দেহে ক্রমশঃ শনৈঃ শনৈঃ দীর্ঘকালে যোগসিদ্ধি হইলে উহা মর্কট ক্রম বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু যদি এক দেহে সিদ্ধি লাভ না হয় ও প্রমাদ বশতঃ দেহ নাশ হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব বাসনার প্রভাবে আবার শরীর গ্রহণ ঘটে, পুণ্যবশতঃ গুরু লাভ হয় ও পশ্চিম দ্বারের পথে প্রাক্তন জন্মের অভ্যাস নিবন্ধন শীঘ্র ফল লাভ হয়। ইহার নাম কাকমত।

বিশুদ্ধবাণী তৃতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত—১৷৷০ ; ২। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী—১৸০ ; ৩। শ্রীশ্রীনামমহিমামৃত—১৷৷০ ; ৪। ক্ষেপার ঝুলি (১ম খণ্ড)—১৷৷০ ; ৫। ঐ (২য় খণ্ড)—১৷৷০ ; ৬। শ্রীশ্রী-তুলসীমহিমামৃত—১৷৷০ ; ৭। পাগলের খেয়াল (৩য় সং)—১৷০ ; ৮। মহারসায়ন (৪র্থ সং)—১৲ ; ৯। শ্রীশ্রীগুরুগীতা (৩য় সং)—১৲ ; ১০। শ্রীশ্রীনামরসায়ন—(২য় সং)—১৲ ; ১১। চোখের জলে মায়ের পূজা—১৲ ; ১২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (গুণ্টুর পত্র)—৷৷৵০ ; ১৩। পুষ্প চন্দন—৷৷০ ; ১৪। বর্ণাশ্রম বিপ্লব—৷৷০ ; ১৫। সুধার ধারা (২য় সং)—৷৷০ ; ১৬। কথা রামায়ণ (১ম খণ্ড)—৩৲ ; ঐ বাঁধাই—৩৷৷০ ; ১৭। অভয় বাণী (পুস্তক)—৷৵০ ; ১৮। শ্রীশ্রীরামনাম লিখন মহিমা—৷০ ১৯। ত্রৈকালিক স্তবমালা (৪র্থ সং)—৷০ ; ২০। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—৷৵০ ; ২১। ভক্তি দর্শন (শাণ্ডিল্য সূত্র)—১৷০ ; ২২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু—৸০ ; ২৩। শত পঞ্চ চৌপাই ; ২৪। গণেশের সন্ধ্যা ; ২৫। শ্রীশ্রীগোপীগীতা ; ২৬। আঁধারে আলো ; ২৭। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম ; ২৮। মহাব্রত ; ২৯। দাস্য মধুর ২৲ ; ৩০। পত্রাবলী (১ম খণ্ড)—৸০ ; ৩১। বাণীমালা (১ম খণ্ড, ২য় সং)—৷৷৵০ ; ৩২। যুগবাণী—৶০ ; ৩৩। পূজার ফুল ; ৩৪। ফুলমালা ; ৩৫। কলির পথ—৷০ ; ৩৬। শ্রীশ্রীওঙ্কার-সহস্রগীতি—১৲ ; ৩৭। শিব-বিবাহ—১৷০ ; ৩৮। দুটী কথা

—।৶০ ; ৩৯। শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য—৸০ ; ৪০। নাদলীলামৃত —৩৲ ; ঐ বাঁধাই—৩॥০ ; ৪১। মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য—৵০ ; ৪২। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর (যন্ত্রস্থ) ; ৪৩। গুরুরত্নম্—৵০ ৪৪। হরিরত্নম্—৵০ ; ৪৫। রামসহস্রনাম—৵০

সম্প্রদায়ের অন্যান্য পুস্তক :

১। সুধা-সঙ্গীত—শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর—॥০ ; ২। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী (স্বরলিপি)—কিঙ্কর শ্রীপ্রণবানন্দ —১॥০ ; ৩। শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য (৩য় সং)—কিঙ্কর শ্রীশান্তিনাথ ; ৪। নামের জয়—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—৵০ ; ৫। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচারলীলা—কিঙ্কর গোবিন্দ দাস —৸০ ; ৬। স্তবকুসুমাঞ্জলি—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত (২য় প্রবাহ)—৪৲ ; ৭। নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ—শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৲। পরিচয়— শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী—৵০ ;

১। ঐ হিন্দী (পরিচিতি)—৵০।

অনুবাদ :

১। Road to Life Divine (মহারসায়ন)—S. Sil ১৲ ; ২। Pages from a Crazy-man's Life (ক্ষেপার ঝুলি)—S. Sil—১॥০ ; ৩। মহারসায়ন (হিন্দী)—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী এম্-এ—১৲ ; ৪। ঐ (তেলেগু) শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ—১৲ ; ৫। ঐ (উড়িয়া)—১৲ ;

৬। অভয় বাণী (হিন্দী)—।০ ; ৭। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর (হিন্দী যন্ত্রস্থ) ; ৮। Upset in our Social Order (বর্ণাশ্রম বিপ্লব)—১।৵০ ; ৯। বর্ণাশ্রম বিপ্লব (তেলেগু)— শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ ; ১০। শ্রীশ্রীমহানন্ত্র সংকীর্ত্তন (হিন্দী) —শ্রীহরিপ্রসাদ তেয়ারী ; ১১। ঐ (তেলেগু)—দাসশেষজী মহারাজ ; ১২। বাণীমালা (হিন্দী)—॥০ ; ১৩। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু (হিন্দী) যন্ত্রস্থ—শ্রীহরি নন্দন ঝা, অধ্যাপক সংস্কৃত কলেক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪। ঐ (তেলেগু) —দাসশেষজী মহারাজ ; ১৫। আঁধারে আলো (হিন্দী)— অধ্যাপক শ্রীসুশীল কুমার বাজপেয়ী—৵১০।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী।

২। দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ মগরা, হুগলী।

৩। মহেশ লাইব্রেরী—কলিকাতা-১২।

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—কলিকাতা-৬।

শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মলাট		ক্ষরৈ	স বৈ
৮	৭, ১৪—১৬	জগন	জ্ঞান
৩৮	১১	ব্যক্তি	ব্যক্ত
৮০	২৩	দ্বয়াহ	সব লাইন কেটে দিতে হবে। কিম্বা কাগজ দিয়ে ঢেকে দিবে।
১১৭	শেষ ছত্র	ক্ষণরহিত	ক্ষরণ রহিত
১২১	৬	দ্রষ্টার	দ্রষ্টা ও
১২৪	১৯, ২০	শ্বাধ	কেটে দিতে হবে।
১২৫	১১	অবতরণ	অতিক্রম
১২৬	১৬	বাহ্য অভ্যন্তরময় আকাশ,	বাহ্যাভ্যন্তর অন্ধকারময় আকাশ।
১৩৯	১১	উড্ডীয়মান	উড্ডীয়ান
১৬৬	৭	সর্ব্বৈঃ	সর্ব্বৈঃ।
১৭১	১৭	অক্ষরণরহিত	ক্ষরণ রহিত
১৭৩	শেষ ছত্রে	ঘ্রাণবায়ৌ	প্রাণবায়ৌ
১৭৪	১৬	ঘ্রাণবায়ুতে	প্রাণবায়ুকে
১৭৬	৭	চ্ছিনং	চ্ছিন্নং
১৮৮	২১	শাস্ত্রের	শস্ত্রের
১৯৮	১৮	বীজ এবং শুদ্ধির	এবং (বাদ যাবে)
১৯৯	১৫	তীর্থ,	তীর্থ, পূর্ণানন্দ
২০৮	১০	গরজ্ঞ	গরজ
২১২	শেষ ছত্র	এ কথাই	এক কথাই
২১৩	১০	করিলে	করিতে
ঐ	১৪	নাদ।	নাদ (দাঁড়ি কেটে দিতে হবে)
২২৭	১	নামের	নাদের
ঐ	২৩	শ্রীভাগবত	শ্রীমদ্ভাগবত
২৩৭	১৫	কর্নে	কর্নৌ
২৩৮	৬	করে	করেন

পত্রাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪১	১৯	সুষুম্নার মধ্যে	সুষুম্নার মধ্যে 'চিত্রায়'
ঐ	শেষ ছত্র	সারে	সাড়ে,
২৪২	২০	সছন্দলীলা	স্বচ্ছন্দলীলা
২৪৩	শেষ ছত্র	ইদু, গায়	দুটিই কেটে দিতে হবে।
২৪৫	১৪	জবৈ	জবৈ
২৪৬	২১	প্রাণপণে	প্রাণপণে সেই
২৪৮	৬	মনে	মার
২৫০	১৪	শীর্ষকপ্রবন্ধেও	শীর্ষক প্রবন্ধে
২৫১	১৯	পাদ	নাদ
২৫২	১৮	সোহং জন্মে	সোহংজ্ঞান জন্মে
ঐ	শেষ ছত্র	বলিয়াছে	বলিয়াছেন
২৫৪	৩	নিব্বকল্প	নির্ব্বিকল্প
২৬৬	১৬	পচিম	পচিশ
২৬৯	৩	মূল্য	শূন্য
ঐ	১৯	ঘোবৈ	খোবৈ
২৭০	১১	গব্য	গম্য
২৭৫	৮	পবগাম	পরকাস
২৭৭	৭	ত্রিকুপী	ত্রিকুটী
২৮২	১৯	থনগাজ	ঘনগাজ
২৯৪	১১	ভন	জন (জন=সেবক)
ঐ	শেষ ছত্র	ভন	জন
২৯৫	১৬	ভন	জন
৩১৪	পাদটীকা	৬৩	২৫৩
৩৩৯	২১	কার	করি
৩৪৯	৩	পশ্চিম	পশ্চিম পথের

—(*)—